বড়পীর

মাহবূব-ই সুবহানী ক্বুত্ব-ই রব্বানী গাউসুল আ'যম হযরত শায়খ সাইয়্যেদ

মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র

সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ

বাহ্‌জাতুল আস্‌রার

بهجة الاسرار

মূল: ইমাম আবুল হাসান আলী শাত্বনূফী শাফে'ঈ

বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.facebook.com/sunnibookstore

পিডিএফ সম্পাদনায়:
মুহাম্মদ তাহমিদ রায়হান

আরো বই পেতে ভিজিট করুন.....
www.facebook.com/sunnibookstore
www.tahmeedrayhaan.wordpress.com
www.tahmeedrayhaanraza.tumblr.com

প্রিয় পাঠক আসসালামু আলাইকুম,
ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা ও সুমহান
আদর্শ সবার কাছে পৌঁছে দিতে
আপনিও অবদান রাখুন। সুন্নী
প্রকাশনীর বই কিনুন,পড়ুন অপরকে
হাদীয়া দিন।

দিনের রাস্তা ছিলো। তখন আমি আমার এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছিলাম। ইত্যবসরে এক মহিলা আমাকে বলতে লাগলেন, "আপনি শায়খ আবদুল ক্বাদির হয়েও কি এ ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছেন?"

আমি আমার পরম করুণাময়ের মুখাপেক্ষী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে খাদ্বির ইবনে আবদুল্লাহ্ হুসাইনী মসূলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি আমার সরদার মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দীর্ঘ তেরো বছর যাবৎ খেদমত করেছি। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁকে না নাক পরিষ্কার করতে দেখেছি, না থুথু ফেলতে দেখেছি। না তাঁর উপর মাছি বসতো, না কখনো কোন বড় ধনী ব্যক্তির জন্যও তাঁকে দাঁড়াতে দেখেছি, না তিনি কোন বাদশাহ্র দরজায় গেছেন, না তার ফরশের উপর বসেছেন, না তাঁর খানা কখনো খেয়েছেন– একটিবার ব্যতীত। তিনি বাদশাহ এবং তার দরবারের লোকদের ফরশের উপর বসাকে ওইসব আযাবের ন্যায় মনে করতেন, যেগুলো শীঘ্রই আগমনকারী।

অবশ্য যদি তাঁর দরবারে খলীফা অথবা উযীর কিংবা অন্য কোন বড় সম্মানিত লোক আসতেন, আর এদিকে তিনি বসা অবস্থায় থাকতেন, তবে তিনি বসা থেকে (আগেভাগে) উঠে নিজের ঘরে প্রবেশ করতেন। অতঃপর যখন তারা তাঁর পরক্ষণে আসতেন, তখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন যেন তাদের উদ্দেশে দাঁড়াতে না হয়। তাদের সাথে কঠোর ভাষায় বথা বলতেন এবং তাদেরকে খুব নসীহত করতেন। তারা তাঁর হাতে চুম্বন করতেন, তাঁর সম্মুখে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে বসতেন। যখন তিনি খলীফার নামে কোন কিছু লিখতেন, তখন এটা লিখতেন, *"তোমাকে আবদুল ক্বাদির এই নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার নির্দেশ তোমার বেলায় প্রযোজ্য। তার আনুগত্য করা তোমার উপর আবশ্যক। তোমার জন্য তিনি পেশ্ওয়া। আর তোমার উপর তিনি দলীল।"* যখন খলীফা তাঁর লিপি পেয়ে সে সম্পর্কে অবগত হতেন, তখন সেটাকে চুম্বন করতেন আর বলতেন, *"শায়খ আবদুল ক্বাদির সত্য বলেছেন।"*

বৃষের কথা বলা ও সত্য বলার বরকত

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম বিজ্ঞ আলিম নাজমুদ্দীন। তিনি বলেন,

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শায়খুশ্ শুয়ূখ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মোক্বাদ্দাসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই শরীফ আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মানসূরী। তিনি বলেন, আমি শুনেছি শায়খ পেশ্ওয়া আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ক্বা-ইদুল আওয়ানীকে। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর নিকট ছিলাম। এক প্রশ্নকারী তাঁকে বললেন, *"আপনার কর্মের ভিত্ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?"* তিনি বললেন, *"সত্যতার উপর। আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। আমি যখন মকতবে পড়ছিলাম তখনও না।"* অতঃপর শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, "আমি যখন নিজ শহরে শিশু ছিলাম, একদিন আরফাহ্ দিবসে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে গেলাম এবং ক্ষেতের ষাঁড়ের পেছনে ছুটলাম। তখন সেটা আমার দিকে তাকালো এবং বললো, *"হে আবদুল ক্বাদির! তোমাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, না এ কাজ করতে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"* তখন আমি ভয় পেয়ে নিজ ঘরের দিকে ছুটে এলাম এবং ঘরের ছাদে উঠে গেলাম। ওই সময় আমি দেখলাম লোকেরা আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান। অতঃপর আমি আমার মায়ের নিকট এলাম এবং তাঁকে বললাম, *"আমাকে মহামহিম আল্লাহ্র ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন এবং নির্দেশ দিন যেন বাগদাদ গমন করি। সেখানে জ্ঞানার্জন করবো এবং নেক্কার বুযুর্গদের সাক্ষাৎ করবো।"* তিনি আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আমি আমার অবস্থা শোনালাম। তিনি এটা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং আমার নিকট আশিটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে আনলেন, যেগুলো আমার পিতা রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমার মহীয়সী আম্মাজান ৪০ দিনার তো আমার ভাইয়ের জন্য রেখে দিলেন আর চল্লিশ দিনার আমার পরনের পুরানা কাপড়ের বগলের নিচে সেলাই করে দিলেন এবং আমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমার থেকে এ কথার অঙ্গিকার নিলেন যেন যে কোন অবস্থাতেই সত্য কথা বলি এবং বিদায় দেয়ার জন্য বাইরের সীমানা পর্যন্ত বের হলেন আর বলতে লাগলেন, *"হে আমার বৎস! এখন তুমি যাও এবং আল্লাহ্র জন্যই তোমার থেকে পৃথক হচ্ছি। এখন থেকে এ চেহারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর দেখবো না।"* তখন আমি ছোট্ট একটি কাফেলার সাথে, যা বাগদাদ গমনকারী ছিলো, রওনা হয়ে গেলাম। যখন আমরা হামদান থেকে বের হলাম এবং তিরিন্তিক ভূখণ্ডে পৌছলাম, তখন জঙ্গল থেকে আমাদের উপর ষাটজন আরোহী (ডাকাত) বের হলো। তারা কাফেলাকে ধরে ফেললো; কিন্তু আমার প্রতি কেউ উদ্যত হয়নি। তাদের মধ্য থেকে

একজন আমার নিকট আসলো এবং আমাকে বললো, *"হে ফক্বীর! তোমার নিকট কী আছে?"* আমি বললাম, *"চল্লিশটি দিনার।"* সে বললো, *"সেগুলো কোথায়?"* আমি বললাম, *"আমার এ পুরানা কাপড়ে বগলের নিচে সেলাইকৃত অবস্থায় আছে।"* সে ভাবলো আমি তার সাথে কৌতুক করছি। সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো।

আরেক ব্যক্তি আমার নিকট আসলো। সেও আমাকে পূর্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করলো। আমি তাকেও ওই একই জবাব দিলাম, যা পূর্বে দিয়েছিলাম। সেও আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলো। তারা দু'জনই তাদের সর্দারের কাছে গেলো এবং আমার নিকট যা শুনেছে তাই তাকে বললো। সে বললো, তাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো। আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলো। দেখলাম ওইসব লোক টিলার উপর বসে কাফেলার মাল বন্টন করছে। সে আমাকে বললো, *"তোমার কাছে কি আছে?"* আমি বললাম, *"চল্লিশ দিনার।"* বললো, *"সেগুলো কোথায়?"* আমি বললাম, *"আমার পরনের কাপড়ের মধ্যে বগলের নিচে সেলাই করা আছে।"* তখন সে আমার ওই জামা ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলো। তখন সেখানে চল্লিশ দিনার পেলো। অতঃপর সে বললো, *"তোমাকে এটা স্বীকার করার জন্য কোন জিনিসটি উদ্বুদ্ধ করলো?"* আমি বললাম, *"আমার মা আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যেন আমি সত্য কথাই বলি। আর এ জন্য আমি তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনা।"*

তখন ওই সরদার কাঁদতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, *"তুমি তোমার মায়ের অঙ্গীকার ভঙ্গ করোনি। আর আমি তো এতো বছর হয়ে গেছে, আমার রবের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আসছি।"* অতঃপর সে আমার হাতে তাওবা করলো। তার সাথীগণ বললো, *"আপনি আমাদের ডাকাতি কর্মের সরদার ছিলেন। এখন আপনি তাওবার ক্ষেত্রেও আমাদের সরদার।"* তারা সবাই আমার হাতে তাওবা করলো এবং কাফেলার সব মালামাল, যেগুলো তারা লুন্টন করেছিলো, সব ফিরিয়ে দিলো। বস্তুতঃ এরাই সবার আগে আমার হাতে তাওবা করেছে।

শায়খের সাথে সাপ কথোপকথন করেছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান, যাঁর দাদা 'ইবনে কাওক্বা' উপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম আবূ হুরায়রা মুহাম্মদ ইবনে লাইস ওরফে ইবনুল ওয়াস্ত্বানী। তিনি বলেন, আমি

শায়খ ফক্বীহ আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে সালেহ ইবনে শাফে' জিলানীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে 'নেযামিয়া মাদ্রাসা'য় ছিলাম। তাঁর নিকট ফক্বীহ ও ফক্বীর-দরবেশগণ সমবেত ছিলেন। 'ক্বাযা ও ক্বদর' (অদৃষ্ট) সম্পর্কে তিনি আলোচনা করলেন। তিনি তাঁদের সাথে কথা বলছিলেন। ইত্যবসরে একটি বড় সাপ ছাদের উপর থেকে তাঁর কোলে এসে পড়লো। তখন উপস্থিত সকলে পলায়ন করলেন এবং তিনি ছাড়া সেখানে আর কেউ রইলো না। সেটা তাঁর চাদরের নিচে প্রবেশ করলো এবং তাঁর শরীর বেয়ে ঘাড় শরীফের উপর দিয়ে বেরিয়ে আসলো এবং ঘাড় শরীফের উপর জড়িয়ে গেলো। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তাঁর কথা বন্ধ করলেন না; না তিনি নিজ বৈঠক পরিবর্তন করেছেন। অতঃপর সেটা মাটিতে নামলো এবং তাঁর সম্মুখে লেজের উপর দাঁড়িয়ে গেলো আর আওয়াজ করতে লাগলো। সাপটি তাঁর সাথে কথা বললো এবং তিনিও সেটার সাথে কথা বললেন; কিন্তু আমরা কেউ ওইসব কথা বুঝতে পারিনি। অতঃপর সেটা চলে গেলো। এবং লোকেরা তাঁর বৈঠকে ফিরে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, *"সাপটি আপনাকে কি বলেছে? আর আপনি তাকে কি বলেছেন?"* তিনি বললেন, সে আমাকে বললো, *"আমি আল্লাহ্র অনেক ওলীকে পরীক্ষা করেছি; কিন্তু আপনার মতো দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ আর কাউকে দেখিনি।"* আমি বললাম, *"তুমি এমন এক সময়ে আমার উপর পতিত হয়েছো, যখন আমি 'ক্বাযা ও ক্বদর' (অদৃষ্ট) সম্পর্কে কথা বলছিলাম। আর তুমি তো একটি ছোট্ট কীট, যাকে 'ক্বাযা' (অদৃষ্ট) (আল্লাহ্র ফয়সালা) নাড়া দেয় আর 'ক্বদর (অদৃষ্টের নির্দ্ধারণকরণ) প্রশান্ত করে।' সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম– আমার কর্ম যেন আমার কথার বিপরীত না হয়।"*

তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আযাদমর মুহাম্মদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী তাওহীদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার মামা আবূ সালিহ নসরুল্লাহ। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবূ বকর আবদুর রায্যাক্বকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, "আমি আমার সম্মানিত পিতা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, একরাতে আমি মনসূর জামে মসজিদে নামায পড়ছিলাম। তখন স্তম্ভগুলোর উপর আমি কোন

জিনিষের নড়াচড়ার আওয়াজ শুনলাম। অতঃপর একটি বিরাটকায় সাপ আসলো। আর সেটা তার মুখ আমার সাজদার স্থানে খুলে রাখলো। যখন আমি সাজদার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিজ হাতে সেটাকে সরিয়ে দিলাম এবং সাজদা সম্পন্ন করলাম। অতঃপর যখন আমি 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ার জন্য বসলাম, তখন সেটা আমার রাণের উপর দিয়ে আমার গর্দানের উপর চড়ে গেলো এবং তাতে জড়িয়ে গেলো। যখন আমি সালাম ফেরালাম, তখন সেটাকে দেখলাম না। পরবর্তী দিন আমি জামে মসজিদের বাইরে ময়দানে গেলাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার চোখ দু'টি ছিলো উপড়ানো এবং দীর্ঘ। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, ওটা জিন্। সে আমাকে বললো, "আমি ওই সাপ, যা আপনি গতরাত দেখেছিলেন। আমি (আল্লাহ্র) অনেক ওলীকে এভাবে পরীক্ষা করেছি যেভাবে আপনাকে করেছি। তাঁদের মধ্যে কেউ আপনার মতো অটল ও স্থির থাকেন নি। তাঁদের মধ্যে কতেক ওলী এমন ছিলেন, যাঁরা ভেতরে ও বাইরে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কতেক এমনও ছিলেন, যাঁদের অন্তর বিচলিত ছিলো, আর যাহেরীভাবে অটল ছিলেন। কতেক আবার এমনও ছিলেন যে, তাঁরা বাহ্যিকভাবে বিচলিত ছিলেন, তবে বাত্বেনীভাবে অটল ছিলেন; *অথচ আমি আপনাকে দেখলাম, আপনি যাহেরী ও বাত্বেনী কোনভাবেই ভয় করেন নি।" সেটা আমার নিকট আবেদন করলো যেন আমি তাকে আমার হাতে তাওবা করাই। আমি তাকে তাওবা করালাম।*

এটা মৃত্যুবরণকারী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী আবদুর রহীম ইবনে মুযাফ্ফর ক্বরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনুন্নাজ্জার বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে হোসাঈন লিখেছেন আর আমিওই চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন, (অর্থাৎ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,) "যখন আমার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, তখন তাকে আমার হাতের উপর তুলে নিতাম। আর বলতাম, 'সেতো মৃত্যুবরণকারী।' তখনই তাকে আমি আমার হৃদয় থেকে বের করে দিতাম। সুতরাং সে যখন মৃত্যুবরণ করতো, তখন তার মৃত্যু আমার হৃদয়ের উপর কোন প্রভাব ফেলতো না। কেননা, আমি তাকে জন্মগ্রহণ করতেই আমার হৃদয় থেকে বের করে দিয়েছিলাম।" তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, "তাঁর এমন সন্তান– পুত্র ও

কন্যা তাঁর মজলিসের রাতেও মৃত্যুবরণ করতো; কিন্তু তিনি মজলিস বন্ধ করতেন না। তিনি চেয়ারের উপর বসে যেতেন এবং লোকজনকে ওয়ায করতেন। ওদিকে গোসলদাতা মৃত সন্তানকে গোসল করাতো। গোসল সম্পন্ন করার পর তাকে মজলিসে আনতো। তারপর শায়খ নেমে আসতেন এবং তার জানাযার নামায পড়াতেন।"

শীতকাল অথচ ঘাম

আর ওই সনদ সহকারে, যা ইবনুন্নাজ্জার পর্যন্ত পৌছেছে, তিনি বলেছেন, আমি হাফিয আবূ মুহাম্মদ আখ্দ্বারকে বলতে শুনেছি, "আমি শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর দরবারে শীতের মৌসুমে হাযির হতাম। প্রচণ্ড শীত থাকতো; কিন্তু তাঁর শরীর মুবারকের উপর একটি মাত্র কামীজ (জামা) থাকতো। আর মাথার উপর থাকতো একটি টুপি। তাঁর শরীর মুবারক থেকে ঘাম টপকে পড়তো। তাঁর পাশে ওইসব লোক থাকতো, যারা তাঁকে পাখা করতো, যেভাবে তীব্র গরমের মৌসুমে পাখা করতো।

মওত ও হায়াত

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে যার্রাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নাহ্হাল মিশরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর আবদুল্লাহ্ সিদ্দীক্ব। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, একদিন আমার অবস্থা আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ওই সংকটরূপী বোঝার নিচে ছটফট করছিলো। সেটা আরাম ও স্বস্তি চাচ্ছিলো। তারপর আমাকে বলা হলো, "আপনি কি চান?" আমি বললাম, "ওই মৃত্যু, যাতে হায়াত (জীবন) থাকবে না এবং ওই হায়াত (জীবন) চাই, যাতে মৃত্যু থাকবে না।" তখন আমাকে বলা হলো, "ওটা কোন্ ধরনের মৃত্যু, যাতে জীবন নেই, আর ওটা কোন্ ধরনের জীবন, যাতে মৃত্যু নেই?" আমি বললাম, "ওই মৃত্যু, যাতে জীবন নেই, তা হচ্ছে আমার স্বজাতীয়দের থেকে আমার মৃত্যু হওয়া। তখন আমি তাদেরকে ক্ষতি ও উপকারের মধ্যে দেখবো না। আর আমার মৃত্যু আমার নাফ্স, কুপ্রবৃত্তি, ইচ্ছা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অভিলাষ থেকে হোক, অতঃপর আমি ওইসব বিষয়ে না জীবিত

থাকবো, না উপস্থিত। আর ওই হায়াত, যাতে মৃত্যু নেই, তা হচ্ছে– আমার জীবন হবে আল্লাহ্ আয্যা ও জাল্লার কাজের সাথে– আমার অস্তিত্ব ছাড়াই। আর তাতে মৃত্যু হচ্ছে আমার অস্তিত্ব থাকবে মহামহিম আল্লাহ্র সাথে। আর এটা হচ্ছে আমার উত্তম ইচ্ছা– যখন থেকে আমার মধ্যে বিবেক এসেছে।"

আমাকে আবুল হাসান ইবনে যার্রাদ বলেছেন, আবূ বকর ইবনে নাহ্হাল বলেছেন যে, নিশ্চয় তিনি শায়খ-ই আরিফ নাসির উদ্দীন ইবনে ক্বা-ইদুল আওয়ানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন– "এটা হচ্ছে আমার অতি উত্তম ইচ্ছা– যখন থেকে আমি বিবেকবান হয়েছি।" (এর অর্থ কি?) তিনি জবাবে বললেন, "তাঁর এ অতি উত্তম ইচ্ছা ততদিন ছিলো, যতদিন তিনি এমতাবস্থায় ছিলেন, যাতে তার ইচ্ছাও ছিলো। অন্যথায় তাঁর নাফ্সের ইখতিয়ারের অবস্থা– ইচ্ছার অবস্থা সহকারে বন্ধই হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর অবস্থা মহামহিম আল্লাহ্র সাথে ইখ্তিয়ার পরিত্যাগ ও ইচ্ছা প্রত্যাহার করা সহকারেই ছিলো।" (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু ও আরদ্বা-হু)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বংশীয় ধারা ও গুণাবলীর বর্ণনা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আলিম আবুল মা'আলী আহমদ ইবনে শায়খ মুহাক্বিক্ব আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রায্যাক্ব ইবনে ঈসা হেলালী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নসর। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবদুর রায্যাক্ব। আর তিনি বলেছেন– আমি আমার পিতা শায়খ মুহিউদ্দীনকে তাঁর বংশীয় ধারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তিনি বলেন, তা হচ্ছে– *আবদুল ক্বাদির ইবনে আবূ সালিহ মূসা জঙ্গী-দোস্ত ইবনে আবূ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াহিয়া যাহিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইবনে মূসা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মূসা আল-জাওন ইবনে আবদুল্লাহিল মাহাদ্ব, তাঁর উপাধি মাজাল্লও ছিলো, ইবনে হাসান মুসান্না ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবূ তালিব। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)*

তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈ যাহিদের দৌহিত্রও। তিনি এ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যখন তিনি জীলানে ছিলেন, তখন তাঁকে তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো।

তখন তিনি বলেন, বাস্তব অবস্থা আমার জানা নেই। তবে আমি বাগদাদে ওই বছর এসেছি, যে বছর শায়খ তামীক্বীর ইন্তিকাল হয়েছে। তখন আমার বয়স ছিলো আঠার বছর। আমি বলেছি, এ তামীমী হলেন, আবূ মুহাম্মদ রিয্ক্বুল্লাহ্ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আবদুল আযীয ইবনে হারিস ইবনে আসাদ, যিনি ৪৮৮ হিজরীতে ইন্তিক্বাল করেছেন। সুতরাং এ বর্ণনানুসারে তাঁর জন্ম ৪৭০ হিজরীতে হয়েছে।

আর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল ওয়াসি' ইবনে আমীরকাহ্ ইবনে শাফি' জীলী হাম্বলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার দাদা আবদুল ওয়াসি'। তিনি বলেন, আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে সালিহ ইবনে শাফি' জীলী হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর জন্ম ৪৭১ হিজরীতে জীলানে হয়েছে। আর তিনি বাগদাদে ৪৮৮ হিজরীতে প্রবেশ করেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৮ বছর। আমি বলেছি, তিনি 'জীল' (নামক এলাকা)'র দিকে সম্পৃক্ত। ('জীল' শব্দটির) -এ যের ও ی -তে জযম সহকারে। তা হচ্ছে তবরিস্তানের অপর পাশে কয়েকটি শহরের সমষ্টি নিয়ে একটি এলাকা। ওইগুলোর মধ্যে 'নীফ' নামক 'কসবা' (বড়গ্রাম)-এ তাঁর জন্ম হয়। কথিত আছে যে, তাতেও একটি 'জীলান' অথচ 'গীলান' রয়েছে। 'গীল'ও দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। বাগদাদ থেকে একদিনের রাস্তার দূরত্বে এটা অবস্থিত, যার সাথে মিলিত 'ওয়াসিত্ব'-এর রাস্তা। এটাকে 'জীল' বলা হয়; 'জীম' ( ) সহকারে। এ থেকে বলা হয়– 'গীল-ই আজম' (অনারবীয় গীল এলাকা) ও 'গীল-ই ইরাক' (ইরাকীয় গীল) এবং 'জীল-ই আজম' (অনারবীয় জীল) ও 'জীল-ই ইরাক' (ইরাকীয় জীল)।

তাঁর নানা হযরত আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈর অবস্থা ও ঘটনাবলী

আবুল 'ঈর সাবিত ইবনে মনসূর গীলী গীল-ই ইরাকের অধিবাসী। 'জীল' একটি গ্রামও, যা মাদা-ইনের এলাকায় পড়ে। একটি বর্ণনা এও রয়েছে যে, 'জীলানী' তাঁর পিতামহ 'জীলান'র দিকে সম্পৃক্ত। আর আবূ আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈও জীলানের মাশাইখের একজন এবং তাঁদের সরদার ও বুযুর্গদের অন্যতম। তাঁর উত্তম অবস্থাদি ও বড় বড় কারামত রয়েছে। অনারবীয় বড় বড় মাশাইখের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ

হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবূ সা'দ আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ইবনে ইব্রাহীম ক্বরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মহান শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসহাক্ব ইবনে আলী ইবনে আবদুর রহমান হাশেমী ক্বাযভীনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই পেশ্ওয়া নূর উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ জীলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ দারবানী ক্বাযভীনী। তিনি বলেন, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈ ওইসব শায়খের অন্যতম, যাঁদেরকে আমি 'আজম' (অনারবীয় এলাকা)-এ পেয়েছি। তিনি এমন বুযুর্গ যে, তাঁর দো'আ কবূল হতো। আর যখন কারো উপর রাগান্বিত হতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতেন। যখন কোন বিষয়কে পছন্দ করতেন, তখন খোদাওয়ান্দ তা'আলা সেটাকে তাঁর ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন করিয়ে দিতেন।

শারিরীকি দুর্বলতা এবং বার্দ্ধক্য সত্বেও তিনি বেশী পরিমাণে নফল নামায পড়তেন, সব সময় যিক্র করতেন, প্রকাশ্যে বিনম্র এবং আপন অবস্থা ও সময়ের প্রতি যত্নবান হবার ক্ষেত্রে খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন ঘটনাবলী সংঘটিত হবার পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। অতঃপর তেমনি ঘটতো যেমন তিনি খবর দিতেন।

তিনি বলেন, আমাদের কোন কোন বুযুর্গ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁরা ব্যবসায়ীদের কাফেলার সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তখন সমরকন্দের জঙ্গলে তাদের উপর অশ্বারোহী ডাকাতদল হামলা করলো। তিনি বলেন, তখন আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈকে ডাকলাম। তখন কি দেখলাম? তিনি তখন আমাদের সামনে দণ্ডায়মান। আর তিনি উচ্চস্বরে বললেন–...سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا اللّٰهُ " সুব্বূহুন কুদ্দুসুন্ রাব্বুনাল্লাহ্ তাফার্‌রাক্বী এয়া খায়লাল্লা-হি 'আন্না) অর্থাৎ মহা পবিত্র আমাদের রব আল্লাহ্! হে আল্লাহ্র অশ্বারোহী সেনাদল, আমাদের নিকট থেকে ছড়িয়ে পড়ো।" তিনি বলেন, আল্লাহ্রই শপথ! আরোহীর এতটুকু শক্তিও বাকী থাকেনি যে, সে তাঁর ঘোড়াকে ফিরিয়ে নেবে। তারা তাদেরকে পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষও একত্রিত ছিলো না। (অর্থাৎ সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো।) আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের (ডাকাতদল) হামলা থেকে রক্ষা করেছেন। এর পরক্ষণে আমরা আমাদের মধ্যে শায়খকে তালাশ করলাম; কিন্তু দেখতে পেলাম না। আমাদের জানাই ছিলো না শায়খ কোন্ দিকে গেছেন।

অতঃপর যখন আমরা জীলানে ফিরে এলাম এবং লোকজনকে তাঁর খবর বললাম, তখন সবাই বলতে লাগলো, "আল্লাহ্রই শপথ! শায়খ আমাদের নিকট থেকে মোটেই অদৃশ্য হননি।"

তাঁর মহীয়সী আম্মাজান

তাঁর হযরত শায়খ-ই জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মহীয়সী আম্মাজান উম্মুল খায়র আমাতুল জাব্বার ফাতিমা বিন্তে আবূ আবদুল্লাহ্ সাউমা'ঈ, যাঁর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে নেকী ও মঙ্গলের বিরাট অংশ ছিলো। তাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবূ আলী ইসহাক্ব ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ হামদানী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল লতীফ ইবনে শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুন্ নজীব আবদুল ক্বাদির সোহ্রাওয়ার্দী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ খলীল আহমদ ইবনে আস'আদ ইবনে ওয়াহ্ব ইবনে আলী মুক্বরী বাগদাদী অতঃপর হারাভী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'নেক্কার বুযুর্গ দম্পতি ঃ ইমাম ও পরহেযগার আবূ সা'দ আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান ইবনে জি'ইররান হাশেমী জীলী এবং উম্মে আহমদ জীলানবাসীনী, জীলানে। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর আম্মাজান উম্মুল খায়র আমাতুল জাব্বার ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার এ (নেক) কর্মে উঁচু পদ ছিলো। আমরা তাঁকে কয়েকবার বলতে শুনেছি, "যখন আমার গর্ভ থেকে আমার পুত্র আবদুল ক্বাদির ভূমিষ্ঠ হন, তখন দিনের বেলায় তিনি আমার বুকের দুধ পান করতেন না। রমযানের চাঁদ আকাশে মেঘ থাকার কারণে লোকজনের নজরে আসেনি। তারা আমার নিকট আসলো এবং আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। আমি বললাম, "আমার সন্তান আজ আমার বুকের দুধ পান করেনি। অতঃপর জানা গেলো যে, বাস্তবিকই ওই দিন রমযানেরই ছিলো। আর আমাদের শহরে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো যে, অভিজাত পরিবারে এমন একটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে রমযানে দিনের বেলায় দুধ পান করে না।'

আবূ আলী হামদানী বলেন, আমি প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নসরকে বাগদাদে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমার চাচা আবদুল ওয়াহ্হাবকে বলতে শুনেছি,

"যখন আমি বাগদাদে গিয়েছিলাম, তখন অনারবীয় মাশাইখ ও ওলামা তাঁদের বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করছিলেন যে, তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় দুধ পান করতেন না। (অর্থাৎ তাঁর পিতা শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর ভাই ছিলেন শায়খ আবূ আহমদ আবদুল্লাহ। তিনি বয়সে তাঁর চেয়ে ছোট ছিলেন। জ্ঞান ও নেকীতে তিনি উত্তম প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। জীলানে যৌবনকালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ফুফীও এক ভাগ্যবতী মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম 'উম্মে মুহাম্মদ আয়েশা বিন্তে আবদুল্লাহ্।' তাঁর থেকেও বহু কারামত প্রকাশ পেতো। এ বুযুর্গ মহিলা সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন– শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ। তিনি বলেন,

তাঁর ফুফীর দো'আয় বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল আব্বাস আহমদ বাখাভী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে আলী ত্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ সালিহ আবুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ত্বাবাক্বী বাখাভী। তাঁরা উভয়ে আমাদের নিকট ৫৬৪ হিজরীতে আসে। আর বললেন, একদা জীলানে অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। লোকেরা ইস্তিসক্বার নামায পড়লো; কিন্তু বৃষ্টি হলো না। তখন মাখাইখ হযরত শায়খাহ্ উম্মে মুহাম্মদ আয়েশা, শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর ফুফীর বাড়ীতে আসলেন এবং তাঁকে তাঁদের জন্য বৃষ্টির জন্য দো'আ করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি আপন ঘরের আঙ্গিনার দিকে বের হলেন এবং মাটিতে ঝাড়ু দিলেন। আর বললেন, *"হে রব! আমি ঝাড়ু দিয়ে দিলাম। এখন তুমি পানি ছিটিয়ে দাও।"* বললেন, তাঁদের বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি। এ দিকে আসমান থেকে এমনভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হলো যেমন মশকের মুখ খুলে দেওয়া হয়। লোকেরা তাদের ঘরে এমতাবস্থায় ফিরে গেলো যে, সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়েছিলো। ফলে জীলান আবাদ হলো (ফল-ফসলে ভরে গেলো)। তিনি জীলানেই ইন্তিক্বাল করেছেন। উপরে বংশীয় ধারা বর্ণনার ক্ষেত্রে কথিত 'জাওন' (শব্দটি) মূসার উপাধি। এ শব্দটা দু'টি বিপরীতমুখী অর্থ ধারণ করে– সাদা ও কালো। (এ দু' অর্থেই শব্দটি বলা হয়।)-এর ব্যবহারও বেশীরভাগ এ অর্থে

হয়ে থাকে। এখানেও এটাই উদ্দেশ্য। কেননা, মূসা গম বর্ণের ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হিন্দ বিন্তে আবূ ওবায়দাহ্ বলতেন–

انک ان تکون جونا انزعا احذر ان تضرهم او تنفعا

অর্থ ঃ নিশ্চয় তুমি যদি 'জাওন' হও, তাহলে তুমি থামো! তুমি এ ব্যাপারে সতর্ক হও যে, তাদের তুমি ক্ষতি করবে, না লাভ।

তিনি ষাট বছর বয়স্কা ছিলেন। এ বয়সেও তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, 'ষাট বছর বয়স্কা নারী কোন কোরাঈশ বংশীয়া ব্যতীত গর্ভবতী হয় না, আর পঞ্চাশ বছর বয়স্কা মহিলা কোন আরবীয়া ব্যতীত গর্ভবতী হয় না।'

তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্র মাতা হলেন উম্মে সালমাহ্ বিনতে মুহাম্মদ ইবনে তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু। আর তাতে একটি 'মাহাদ্ব' শব্দ আছে। তা (হুযূর গাউসে পাকের প্রতিতা সাইয়্যেদ) আবদুল্লাহ্র উপাধি। তা (মাহাদ্ব) প্রত্যেক কিছুর সার বস্তুকে বলা হয়। আর এ আবদুল্লাহ্র এ উপাধি এজন্য যে, তাঁর পিতা হলেন হাসান (মুসান্না) ইবনে হযরত হাসান ইবনে হযরত আলী। আর তাঁর মাতা হলেন ফাতিমা বিনতে হোসাঈন ইবনে আলী। সুতরাং তাঁর বংশীয় ধারায় মাতা ও পিতা উভয় দিক দিয়ে খাঁটি। কেননা, কেউ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিলেন না। এ উভয় ধারার শেষ প্রান্তে রয়েছেন হযরত আলী কার্রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু।

তাঁর উপাধি 'মুজাল্ল'ও বলা হয়েছে। 'ইজলাল' শব্দমূল এর অর্থ থেকে এটা গৃহীত। 'মুজাল্ল'-এর মীম' পেশ ও 'জীম' যবর সহকারে। শব্দটি আজাল্লাহু থেকে 'ইস্মে মাফ'উল'। আর এ ফাতিমা হাসান ইবনে হোসাইনের পর আবদুল্লাহ্ মুত্বাররাফ ইবনে আমর ইবনে ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে আপন খলীফা (স্বামী) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ঔরশ থেকে মুহাম্মদ দীবাজকে জন্ম দেন। তাঁর 'দীবাজ' (রেশম) উপাধিটি তাঁর সৌন্দর্যের কারণেই। আর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্র উপাধি 'মুত্বাররাফ' (সুন্দর)ও তাঁর সৌন্দর্যের কারণেই ছিলো।

(যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বেড়ে উঠলেন, তখন লোকেরা বললো, "এতো হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের পর মুতাররাফের সৌন্দর্য।" বস্তুতঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র খুব সুন্দর ছিলেন। মুত্বাররাফের মা হলেন হাফ্সাহ্ বিনতে আবদুল্লাহ

ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাও। আর মুত্বাররাফ ('মীম' পেশ ও 'রা' যবর সহকারে) ইস্‌মে মাফ'উল। এটা আরবদের কথা اَطْرَفْتُهُ بِكَذَا (অর্থাৎ আমি সেটাকে এভাবে কারুকার্য খচিত করেছি) থেকে গৃহীত। আর তাতে 'মুসান্না' (مُثَنّٰى) শব্দটি উক্ত 'হাসান'-এর গুণবাচক নাম। কেননা, তিনি হলেন হাসান ইবনে হাসান (হাসানের পুত্র হাসান)। مُثَنّٰى (মুসান্না) শব্দটার 'মীম' পেশ সহকারে এবং 'নূন' যবর সহকারে। আর এটা تَثْنِيَة ক্রিয়া মূল থেকে ইস্‌মে মাফ'উল। এটা আরবদের উক্তি। অর্থাৎ আমি তার দ্বিতীয় স্থির করেছি। থেকে গৃহীত আল্লাহ্‌ই সর্বাপেক্ষা জ্ঞাতা।

হুযূর গাউসে পাকের গড়ন মুবারক

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইমাম ইমাদ উদ্দীন আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম আবদুল ওয়াহিদ মাক্বদেসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ ইমাম আলিম-ই রাব্বানী মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ক্বুদামাহ্ মাক্বদেসী। তিনি বলেন, আমাদের শায়খ শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন হালকা-পাতলা মাঝারি গড়নের। বক্ষ মুবারক প্রশস্ত। দাড়ি মুবারক চওড়া ও লম্বা। শরীর মুবারক গমবর্ণের, চোখের ভ্রূ মুবারক মিলিত। দু'চোখের মণি কালো বর্ণের। কণ্ঠস্বর উঁচু। সুন্দর ও উঁচু গড়নের। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও যথেষ্ট জ্ঞানী।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ হাফ্‌স ওমর ইবনে মুযাহিম দানীসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান ওরফে 'খাক্বফাক্ব' (মোজা প্রস্তুতকারক বিক্রেতা)। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুস্ সা'উদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হারীমী। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গম বর্ণের, হালকা-পাতলা ও মাঝারি গড়নের ছিলেন।

শায়খের ওয়া'যের বর্ণনা

জেনে রেখো– (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সৌভাগ্যবানদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন। আর তোমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা নেকী ও অধিক সাওয়াব সহকারে সফলকাম হয়েছে।) শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন শরীয়তের জ্ঞানের পোশাকে সজ্জিত হলেন, সেগুলোর সূক্ষ্ম বিষয়াদিও হাসিল করলেন, দ্বীনী বিষয়াদির মুকুট দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত হলেন, সেটার বুযুর্গী আহরণ করলেন, খোদা তা'আলার দিকে হিজরত করার ক্ষেত্রে সমস্ত মাখলূক্বকে ছেড়ে দিলেন এবং আপন মহামহিম রবের দিকে সফর করার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী ও বৃহত্তর হাক্বীক্বতসমূহের পাথেয় নিলেন, তখন তাঁর জন্য বেলায়তের ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হলো, যা আসমানের উঁচু পর্যায়ে পত্‌পত্ করে উড়ছিলো, তাঁর মর্যাদাদি উন্নত করা হলো, নৈকট্যের আসমানের উপর তাঁর তারকারাজি চমকিত হলো, তাঁর হৃদয় বিজয়ের নিদর্শনাবলী রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটনের দামানগুলোতে দেখেছিলো, তাঁর হৃদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূর্যগুলোর দিকে নূররাশির উদয়স্থলগুলো থেকে উদ্ভাসিত হলো, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি হাক্বীক্বতগুলোর দুলহানদের গায়বগুলোর মহলসমূহে দেখলো, তাঁর বাত্বিন (মন) পবিত্র দরবারে ওই নির্জনতায়, যাতে আশিক্ব ও মা'শূক্বের সাথে মিলন হয়, প্রশান্তিপ্রাপ্ত হলো, তাঁর গূঢ় রহস্যাবলী আভিজাত্য ও পূর্ণতার দর্শন এবং সম্মান ও মহত্বের নির্দশনাদিতে তাঁর উপস্থিতির স্থায়িত্বের দিকে উন্নীত হলো। তাছাড়া, ওখানে তাঁর সম্মুখে সংরক্ষিত ভেদের জ্ঞান উন্মোচিত হলো। আর গুপ্ত অর্থের বাস্তবতা প্রকাশ পেলো, সৃষ্টিকুলের গোপন ও গুপ্ত অর্থাবলী সম্পর্কে অবগতি লাভ হলো। তিনি অদৃষ্টের স্থানগুলোকে ইচ্ছাসমূহের ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। সেগুলোর খনিজ দ্রব্যাদির হুকুমকে বের করলেন এবং তোহফাগুলোকে ওইগুলোর স্থানসমূহ থেকে প্রকাশ করলেন। ওয়ায শোনার জন্য বসা ও দরস গ্রহণের বদৌলতে কুপ্ররোচনার অপবিত্রকরণ থেকে পরিচ্ছন্ন বিষয়টি তাঁর নিকট আসলো। ওয়াযের জন্য তাঁর প্রথম বৈঠক হালবা-ই বারানিয়ায় ৫২১ হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। ওই মজলিসও কতোই উত্তম ছিলো! তাতে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও সৌন্দর্য ছেয়ে ফেলেছিলো। ফিরিশ্‌তাগণ ও ওলীগণ সেটাকে ঘিরে রেখেছিলেন। তখনই তিনি কিতাব ও সুন্নাহ্‌র বিস্তারিত বিশ্লেষণ সহকারে শ্রোতাদের সামনে ওয়ায করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। লোকজনকে তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলেন। তারা সবাইও তাঁর আনুগত্য প্রকাশের জন্য ত্বরা

করছিলো।

হে ওই আহ্বানকারী! যাঁর কথা আগ্রহীদের রূহগুলো কবুল করেছে, হে ওই আহ্বানকারী! যাকে আরিফ বান্দাদের অন্তরগুলো 'লাব্বায়ক' (আমি হাযির) বলেছে, হে ওই শ্লোক আবৃত্তিকারী! যার প্রতি আত্মাগুলোর বাহন আগ্রহের জঙ্গলগুলোতে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়ায়, হে ওই পথপ্রদর্শক! যার হৃদয়গুলোর অভিজাত বাহনগুলোকে মিলনের সংরক্ষিত চারণভূমির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেছে, হে ওই সাক্ষী! যিনি বিবেকের পিপাসার্তদেরকে মুহাব্বতের শরাব দ্বারা তৃপ্ত করে দিয়েছেন, তারপর সন্দেহের বোরকাগুলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেহারাগুলো থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন, মেঘের পর্দাগুলোকে ভদ্র-শান্ত লতীফাগুলোর চোখ থেকে দূরীভূত করে দিয়েছেন, হৃদয়গুলোর পার্শদেশগুলোকে স্থায়িত্বের প্রশংসা দ্বারা নাড়া দিয়েছেন, রূহগুলোর আকৃতিসমূহকে পূর্ণাঙ্গ বদান্যতার প্রশংসা শুনিয়ে আন্দোলিত করেছেন এবং গুঢ় রহস্যাবলীর পাখীগুলো আপন আপন পবিত্র ইবাদতখানাগুলোতে তার ভালবাসার সুন্দর কণ্ঠস্বর দ্বারা গুণগান করেছেন। তখন সেগুলো অনুভূতির চালচলনের বাসাগুলো থেকে তাঁর রাশি রাশি নূরের দিকে সেগুলোর স্বজাতীয়দের সাথে উড়ে গেলো। ওয়ায-নসীহতের দুলহানদের সজ্জিত করলো। তখন সেগুলোর সৌন্দর্যের চাকচিক্যের কারণে আশিক্বগণ বে-হুঁশ হয়ে গেছেন এবং আল্লাহ্র দানগুলোর পর্দানশীনদেরকে সজ্জিত করেছেন। তখন সেগুলোর সুন্দর অর্থের কারণে প্রত্যেক আগ্রহশীল আশিক্ব হয়ে গেছেন। তিনি উৎকৃষ্ট হিকমতগুলো সহকারে মুহাব্বতের বাগানগুলোতে বক্তব্য রেখেছেন, যার চারণভূমিগুলো পাকা ফলমূলে ভরে গেছে। তাওহীদের মুক্তাগুলোকে জ্ঞানের সমুদ্রগুলো থেকে বের করে এনেছে এমন তরঙ্গমালা উত্তেজনাময় অবস্থায় রয়েছে। সেগুলোর অবস্থান থেকে অর্থগুলোকে মণিমুক্তা ও ইয়াক্বূতরূপে দেখেছেন। সেগুলোর মুক্তাগুলো থেকে ঔষধ পান। সেগুলোর ইয়াক্বূত থেকে খাদ্য পান। হাক্বীক্বতসমূহের বাগানকে উজ্জ্বল বাগানগুলোর সাজ-সজ্জা প্রদান করেছেন। তাতে আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার দিকে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত পথ ও দলীল রয়েছে। বিজয়ের মুক্তাকে বুঝগুলোর বিছানায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তখন বিবেক সম্পন্ন ও কলমধারীরা সেগুলো কুঁড়িয়ে নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছেন। তারপর সেগুলো থেকে হিদায়তের মুক্তারাজি উচ্চ সাহসীদের গলায় সজ্জিত হয়েছে। সেগুলো অনুসারে আমলকারী ইন্শা-আল্লাহ্ তা'আলা উৎকৃষ্ট স্থানগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; আত্মাগুলোতে তাঁরা এমনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন,

যেভাবে বক্ষগুলোতে নিঃশ্বাস চলে। আর অন্তরগুলোতে এমন খুশ্‌বু ছড়িয়েছে, যেমন বৃষ্টির পর বাগানে খুশ্‌বু ছড়ায়। আত্মাগুলোকে সেগুলোর রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করা হয়েছে। স্বভাবগুলোতে সেগুলোর সংশয় থেকে শেফা (আরোগ্য) দান করেছেন। সুতরাং তাঁকে ওই ব্যক্তি শুনেছেন, যে তাওবা সহকারে আপন অন্ধকারকে প্রকাশ করে দিয়েছে; অথবা তার পলকগুলো ক্রন্দন করতে কার্পণ্য করেছে। তিনি অতঃপর কত পরিমাণ পাপীদেরকে আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার দিকে ফিরিয়ে এনেছেন! কত পরিমাণ পথিকদেরকে তাঁর মাধ্যমে খোদা তা'আলা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছেন! কত পরিমাণ লোক শরাবের (খোদাপ্রাপ্তির অমৃতসুধা) কারণে বিভোর হয়ে গেছে! কত পরিমাণ নাফ্‌সের বন্দিকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে মহামহিম আল্লাহ্ কতো সংখ্যক লোককে 'আওতাদ' ও 'আবদাল' করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ কত স্থায়ী মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ও (অস্থায়ী) 'হাল' দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর দয়া বর্ষণ করুন!

عبد له فوق المعالى رتبة وله الماجد والفخار الأفخر

তিনি এমন এক বান্দা, যাঁর উঁচু মর্যাদাদির উপরে মর্যাদা রয়েছে। তাঁর জন্য রয়েছে আভিজাত্য ও বড় গৌরব।

وله الحقائق والطرائق فى الهدى وله المعارف كالكواكب تزهر

হিদায়তের ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে হাক্বীক্বতসমূহ ও বহু ত্বরীকা। তাঁর রয়েছে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞান, যেগুলো নক্ষত্ররাজির মতো আলোকিত।

وله الفضائل والمكارم والندى وله المناقب فى المحافل تنشر

তাঁর রয়েছে, ফযীলত, বুযুর্গী ও দানসমূহ। তাঁর রয়েছে বহু বৈশিষ্ট্য, যেগুলো মাহফিলগুলোতে বর্ণনা (প্রসার) করা হয়।

وله التقدم والتعالى فى العلى وله المراتب فى النهاية تكبر

উঁচুতায় তিনি অগ্রণী এবং তাঁর বড়ত্ব রয়েছে; মোটকথা তাঁর রয়েছে বহু মর্যাদা, যেগুলো চূড়ান্তভাবে মহান।

غوث الورى غيث الندى نور الهدى بدر الدجى شمس الضحى بل انور

তিনি লোকদের গাউস (সাহায্যকারী), বদান্যতার বৃষ্টি এবং হিদায়তের আলো। তিনি হলেন অন্ধকারে পূর্ণিমা চাঁদ ও মধ্যাহ্নের সূর্য বরং তদপেক্ষাও বেশী উজ্জ্বল।

قطع العلوم مع العقول فاصبحت اطوارها من دونه تتحير

জ্ঞানের সোপানগুলো বিবেকসমূহ দ্বারা অতিক্রম করেছেন। অতঃপর সেগুলোর ধরনগুলো এমন হয়ে গেছে যে, সেগুলোর শুরুতেই হতবুদ্ধি হতে হয়।

ما في علاه مقالة لمخالف فمسائل الاجماع فيه تسطر

তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কোন বিরোধীর কোন মন্তব্য নেই। কেননা, এ সম্পর্কে সবার ঐকমত্যই লিপিবদ্ধ করা হয়।

হৃদয়ের পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে যাররাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে নাহ্হাল মুক্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর আবদুল্লাহ্‌র ইবনে নসর বকরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে বলেছেন শরীফ আবুল ফাত্হ্ মাস্'উদ ইবনে ওমর হাশেমী আহমদী। তিনি বলেন, একদিন শায়েখের মজলিসে মন্ত্রী পরিষদের প্রতিনিধি ইয্যুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াযীর 'আউন উদ্দীন আবুল মুযাফ্ফর ইবনে হুবায়রাহ্, মহলের ওস্তাদ ইয্যুদ্দীন আবুল ফুতূহ আবদুল্লাহ্ ইবনে হিবাতুল্লাহ্, ফটক রক্ষক মাজদুদ্দীন আবুল ক্বাসিম আলী ইবনে মুহাম্মদ সাহেব ও আমীন উদ্দীন আবুল ক্বাসেম আলী ইবনে সাবিত ইবনে মুসাহ্হাল রাহিমাহুমুল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁদের সাথে অন্যান্য লোকেরাও ছিলেন। তখন শায়খ তাঁদেরকে তাঁদের হৃদয়ের গোপন কথাগুলো বলে দিলেন, তাদের পর্দা কাশ্‌ফ দ্বারা ছিন্ন করে দিলেন। তাদের গাম্ভীর্যের স্থিরতাকে, এ কারণে দূরীভূত করে দিয়েছেন যে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন ভয় চাপিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তাদের চক্ষুগুলো থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো। তাদের মাথাগুলো প্রচণ্ড ভয়ের কারণে নিচু হয়ে গিয়েছিলো– যেন তাদেরকে ক্বিয়ামতের ময়দানে হাযির করা হয়েছে এবং তাদের কৃত কর্মগুলোকে যেন তাদেরকে এমনভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, এখন সামনে মওজূদ রয়েছে, তারপর তারা তাতে ভয় করছে এবং তারা তাদেরকে তজ্জন্য পাকড়াওয়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্থ। তিনি জানতে পারলেন যে, ওইসব লোকের নাফ্‌সগুলো এক প্রকারের শরাব দ্বারা বিভোর আর তিনি তাদের উপর বাঘের মতো হামলা করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি চেয়ারের উপর থেকে নেমে আসলেন, তখন তিনি না কোন দিকে মনোনিবেশ করেছেন, না তাদের কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। শরীফ বলেন, "আমি আরয করলাম, হে আমার সরদার! এখানে কোন ইবারত ওই ইবারত থেকে নম্র ছিলো না; অথচ আপনি তো তাদেরকে কতলই করে ফেলেছেন।" তিনি বললেন, "হে আমার বৎস! ইমামের হাতের তালু যখন শক্ত হয়না, তখন ময়লা বের হয় না। আর আজ আমার তাদেরকে এ কতল করা কাল তাদের জন্য জীবনের কারণ হবে।"

একটি মাত্র অগ্নিশিখা দ্বারা অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়ে গেলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী খাব্বায। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ নসরুল্লাহ্ ইবনে আবুল মাহাসিন ইয়ূসুফ ইবনে খলীল আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ওমর কীমাতী। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের মজলিসে একদিন নক্বীবুন্ নুক্বাবা ইবনুল আতক্বা হাযির হলেন। তিনি এর পূর্বে কখনো তাঁর দরবারে হাযির হননি। তখন শায়খ তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আহা, তুমি যদি সৃষ্টি না হতে! আহা, তুমি সৃষ্টি হলেও যদি একথা জানতে যে, তুমি কি জন্য সৃষ্টি হয়েছো! হে ঘুমন্ত, জাগ্রত হও! আপন চোখ দু'টি খোলো! আর দেখো তোমার সামনে কি? নিশ্চয়ই তোমার উপর আযাবের বাহিনী এসে গেছে। হে মুসাফির! হে ধ্বংসমুখী! হে মৃত্যুমুখী! হাজার বছর যাবৎ চলতে থাকো! যাতে আমার নিকট থেকে একটি কলেমা শুনো, যা তোমার নিকট পৌছনো হবে। তা হচ্ছে- দুনিয়া কি পরিমাণ তোমার মতো অভিজাত ও দুনিয়াদারদেরকে বৃদ্ধি করেছে! তারপর কতল করে ফেলেছে। আমার অবস্থা এ যে, যখন আমার নিষ্ঠা ও গূঢ় রহস্যের স্বভাবে জোশ্ আসে, তখন দু'ক্বদম এগিয়ে যাই না, অথচ নাফ্স ও সৃষ্টি মহামহিম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে যায়। হে আমার মুরীদ! তুমি দু'ক্বদম এবং দুনিয়া ও আখিরাত পর্যন্ত পৌছে গেছো। দেখো, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সমস্ত বিষয় রুজূ' করবে।

অতঃপর যখন তিনি চেয়ার থেকে নেমে আসলেন, তখন তাঁকে তাঁর কোন শাগরিদ বললেন, "হে আমার সরদার! আপনি তাকে বহু উপদেশ দিয়েছেন।" তিনি বলেন, "এতো এখন একটি নূর হয়ে গেছে, যা তার অন্ধকারকে দূরীভূত করে দিয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর থেকে তিনি তাঁর মজলিসে আসতে লাগলেন। আর মজলিস ছাড়া অন্য সময়েও আসতেন। এসে তাঁর সামনে অনুনয়-বিনয় করে বসে যেতেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর দয়া করুন!

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অবস্থা এ ছিলো যে, যখন কোন যুবক তাঁর দরবারে তাওবা করার জন্য দণ্ডায়মান হতো, তখন তিনি নিম্নলিখিত বাণীগুলো বলে দিতেন–

"হে যুবক! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে দণ্ডায়মান করানো হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি দণ্ডায়মান হওনি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কবুল করা হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অগ্রসর হওনি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে তলব করা হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আসোনি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে হাযির করা হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি যুল্মের সফর থেকে আসোনি।

হে লোক! তুমি যখন আমাকে ছেড়ে দিয়েছো, তখন আমি তোমাকে ছেড়ে দিইনি। তুমি যখন আমার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেছো, তখন আমি তোমার নিকট থেকে পৃথক হইনি। যখন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছো, তখন আমি তোমাকে ত্যাগ করিনি। যখন তুমি আমাকে ভুলে গেছো, তখন আমি তোমাকে ভুলিনি। তুমি তোমার মুখ ফেরানোতে রয়েছো, আর আমার বিশেষ বিবেচনা তোমাকে হিফাযত করেছে। তুমি আপন যুল্মে রয়েছো, আর আমার দান তোমার প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি দিচ্ছে। অতঃপর আমি তোমাকে আপন নৈকট্যের জন্য নাড়া দিয়েছি। আর আমার মিলনের জন্য তোমাকে ডেকে নিয়েছি। আমি আমার ভালাবাসার জন্য তোমাকে নিকটস্থ করেছি। আর আপন ইঙ্গিতে তোমাকে সম্বোধন করেছি।"

অবাধ্যতাই অবাধ্যতা

আর যখন কোন বৃদ্ধ লোক তাওবা করার জন্য তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হতো, তখন তিনি তাকে নিম্নলিখিত বাণীগুরো বলে দিতেন–

"হে লোক! তুমি ভুল করেছো এবং দেরী করে ফেলেছো। তুমি মন্দ কাজ করেছো এবং ভুলে বসেছো। আমি তোমাকে যতই অবকাশ দিয়েছি, ততই তুমি আশাকে দীর্ঘ করে নিয়েছো এবং মন্দ কর্মে লিপ্ত হয়েছো। তোমার বয়স যতোই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তোমার জিন্ (শয়তান) আরো অবাধ্য হতে লাগলো। তুমি আমাকে

শৈশবেই ছেড়ে দিয়েছো। আমি তোমাকে ওযরসম্পন্ন সাব্যস্ত করেছি। যৌবনে তুমি আমার সাথে লড়ছিলে, আমি তোমাকে অবকাশ দিয়েছি। আর যখন তুমি আমাকে বার্দ্ধক্যে ছেড়ে দিয়েছো, তখন আমি তোমাকে মন্দভাবে আযাব (শাস্তি) দিয়েছি। তোমার দৃশ্য এমন বিশ্রী হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন দেখা যাবে- সাদা চুল বিশিষ্ট হবে, অথচ হাতে থাকবে কালো আমলনামা।"

গাউসে পাকের মজলিসে সত্তর হাজার শ্রোতা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী আবদুর রহীম ইবনে মুযাফ্‌ফর কুরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে নাজ্জার বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাবাঈ লিখেছেন, যা আমি উদ্ধৃত করেছি। তিনি বলেন, আমাকে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, আমাকে শয়নে ও স্বপণে কোন নির্দেশ দেয়া হতো এবং নিষেধও করা হতো। ওই কথা আমার উপর বিজয়ী হয়ে যেতো। আমার হৃদয়ের উপর সেটার ঝামেলা হয়ে যেতো। অতঃপর যদি আমি কথা না বলতাম (ওয়ায না করতাম), তখন আমার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হতো। আমি চুপও থাকতে পারতাম না। আমার নিকট মাত্র দু/তিনজন লোক থাকতো, যারা আমার কথা শুনতো। অতঃপর অনেক লোক আমার কথা শুনতে লাগলো। আর আমার নিকট অনেক লোকের সমাগম হয়ে যেতো। আমি হালবা শহরের ফটকে ঈদগাহে বসতাম। তারপর (লোক সমাগমের কারণে) স্থান সংকুলান হতো না। অতঃপর চেয়ার শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। ঈদগাহেও কুরসি রাখা হতো। লোকেরা দলে দলে ঘোড়া, খচ্চর, গাধা ও উটের উপর আরোহণ করে আসতো। আর মজলিসের চতুর্পাশে দেয়ালের মতো ঘিরে ফেলতো। মজলিসে প্রায় সত্তর হাজার লোক হতো।

তাঁর বাণী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল খায়র সা'দুল্লাহ্ ইবনে আবূ গালিব আহমদ ইবনে আলী আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন বুযুর্গ শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ্ ত্বাফ্‌ফাল আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন বুযুর্গ শায়খ আবুল ফারাহ্ আবদুল জাব্বার ইবনে

শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে কয়েকবারই শুনেছি। তিনি বলছিলেন, মহা পরাক্রমশালী খোদা তা'আলার সম্মানের শপথ! আমি (আল্লাহ্‌র) বিজয় ব্যতীত কখনো 'সানা' (প্রশংসা) করিনি, কিছু বলিনি এবং কোন কথা উচ্চারণও করিনি।

ওয়া'যের মজলিসের খোত্‌বা

তিনি আরো বলেন, তিনি (সাইয়্যেদুনা আবদুল ক্বাদির জীলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) ওয়াযের মজলিসগুলোতে নিম্নলিখিত খোৎবা পড়তেন–

প্রথমে তিনি 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামী-ন' বলতেন এবং কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। তারপর বলতেন– 'আলাহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামী-ন।' আবার নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। তারপর বলতেন– 'আলহামদু লিল্লাহি-রাব্বিল আলামীন' এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। তারপর বলতেন–

عَدَدَ خَلْقِهٖ ' وَزِنَةَ عَرْشِهٖ ' وَرِضٰى نَفْسِهٖ ' وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ' وَمُنْتَهٰى عِلْمِهٖ ' وَجَمِيْعَ مَا شَآءَ وَخَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ' اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ وَأَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ' لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ' اَللّٰهُمَّ اَصْلِحِ الْاِمَامَ وَالْاُمَّةَ ' وَالرَّاعِىَ وَالرَّعِيَّةَ ' وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ فِى الْخَيْرَاتِ وَادْفَعْ شَرَّ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ' اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَالِمُ بِسَرَائِرِنَا فَاَصْلِحْهَا ' وَاَنْتَ الْعَالِمُ بِذُنُوْبِنَا فَاغْفِرْهَا ' وَاَنْتَ الْعَالِمُ بِعُيُوْبِنَا فَاسْتُرْهَا ' وَاَنْتَ الْعَالِمُ بِحَوَائِجِنَا فَاقْضِهَا ' وَلَا تُرِنَا حَيْثُ نَهَيْتَنَا ' وَلَا تَفْقِدْنَا مِنْ حَيْثُ اَمَرْتَنَا ' لَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ ' وَلَا تُؤْمِنَّا مَكْرَكَ وَلَا تُخَوِّجْنَا اِلٰى غَيْرِكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ ' اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا ' اَعِزَّنَا بِالطَّاعَةِ ' وَلَا تُذِلَّنَا بِالْمَعْصِيَةِ ' وَاَشْغِلْنَا بِكَ عَمَّا سِوَاكَ اِقْطَعْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ يَقْطَعُنَا عَنْكَ ' اَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ـ

তারপর তিনি ডানদিকে তাকাতেন। তারপর বলতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

তারপর নিজ আঙ্গুল দ্বারা আপন চেহারার দিকে ইঙ্গিত করতেন। আর বলতেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

তারপর বাম দিকে তাকাতেন। তখনও তেমনি বলতেন। অতঃপর বলতেন,

لَا تُبْدِ اَخْبَارَنَا وَلَا تُهْتِكْ اَسْتَارَنَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِسُوْءِ اَعْمَالِنَا لَا تَحْيَنَا فِيْ غَفْلَةٍ وَلَا تَاْخُذْنَا عَلٰى عِرَّةٍ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

এরপর তিনি ওয়ায করতেন।

আর যখন কোন ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার কিংবা ত্রুটিপূর্ণ তাওবাকারী তাঁর মজলিসে দণ্ডায়মান হতো, তখন তিনি এ কথাগুলো বলে দিতেন– *"হে ব্যক্তি! আমি তোমাকে ডেকেছি, তুমি তাতে সাড়া দাওনি। আমি তোমাকে কী পরিমাণ বাধা দিয়েছি, তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করোনি। আমি তোমাকে কতবার ত্বরা করতে বলেছি, কিন্তু তুমি ত্বরা করোনি। আমি তোমাকে কত তিরস্কার করেছি, তুমি লজ্জিত হওনি। আমি তোমার কতো গোপন বিষয় খুলে দিয়েছি, আর তুমিও জানো যে, আমি তোমাকে দেখছি। আর কিছুদিনের জন্য ও কয়েকটা মাত্র মাসের জন্য তোমাকে অবকাশ দিয়েছি। তোমাকে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ গোপন রেখেছি; কিন্তু তুমি পালিয়ে বেড়ানো ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করোনি। পাপাচারিতা ব্যতীত আর কিছুরই উন্নতি করোনি। তুমি কী পরিমাণ অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছো, ওয়াদাসমূহের বিরোধিতা করেছো– আমার সাথে অঙ্গিকারের পর তুমি ওয়াদা করেছো এ মর্মে যে, তুমি (পাপাচারের দিকে) ফিরবেনা; (কিন্তু তুমি প্রত্যাবর্তন করেছো।) তুমি কি মজলিসে আমার সঙ্গে বসোনি? অতঃপর সেটা অব্যাহত রাখছোনা! আমি তোমাকে এজন্য ভয় দেখিয়েছি যে, তুমি দণ্ডায়মান হয়ে যাবে। অতঃপর যদি আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি, তবে তোমার কি অবস্থা হবে! তোমার প্রতি আমি এ ইচ্ছা করিনি যে, তোমাকে দূরে সরিয়ে দেবো। আমি তোমার দিকে এজন্য ফিরিনি যে, তোমার ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস করে ফেলবো, তোমার তাওবা কবুল করবো না। তুমি কি জানো না যে, তুমি*

আমার নিকট বিনয় প্রকাশ করতে করতে এসেছিলে; আমার দরজায় বিনম্রভাবে দণ্ডায়মান হয়েছিলে। তারপর তুমি আমার দিক থেকে ফিরে গেছো। ওই ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্যবোধ হয়, যে ব্যক্তি আমার ভালাবাসার দাবী করে। সে কিভাবে পুরোপুরিভাবে আমার ভালবাসা প্রদর্শনে মনোনিবেশ করেনা? ওই ব্যক্তির উপর আশ্চর্যবোধ হয়, যে ব্যক্তি আমার নৈকট্যের বাতাস পায়, আমার ভালবাসার ঢোক্ পান করে, সে আমার দল থেকে কিভাবে পলায়ন করে? যদি তুমি সত্যিকারের বন্ধু হতে, তবে অবশ্যই একাত্ব হতে, যদি তোমার মধ্যে একাত্বতা থাকতো, তবে বিরোধী হতেনা, যদি তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হতে, তবে আমার দরজায় সবসময় থাকতে, যদি তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হতে, তবে আমার তিরস্কারেও তৃপ্তি পেতে। যদি তুমি আমার বন্ধুদের মধ্যে থাকতে, তবে আমার শরাবের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে না।

হে হাতের গড়া! হে অনুগ্রহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত! হে দানের খোরাকপ্রাপ্ত। হে বদান্যতায় লালিত! আমি কি পরিমাণ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো আর তুমি যুলুম করতে থাকবে! তুমি কি পরিমাণ বন্ধুত্বের কাপড় ছিঁড়তে থাকবে; আর আমি রিফু করতে থাকবো! তুমি কি পরিমাণ আমার উপর মিথ্যা বলতে থাকবে, আর আমি ক্ষমা করতে থাকবো?"

গাউসুল ওয়ারার মজলিসে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মূসা ঈসা ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক্ মাক্দেসী আওয়ানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার চাচা ইমাম আবূ বকর আবদুল আযীয। তিনি বলেন, শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনুল হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, যখন আমার পিতা চেয়ারের উপর বসতেন, আর বলতেন, "আলমাহদুলিল্লাহ্", তখন তাঁর জন্য যমীনের সমস্ত ওলী উল্লাহ্ নিশ্চুপ হয়ে যেতেন, চাই মজলিসে হাযির থাকতেন, কিংবা অনুপস্থিত থাকতেন। এভাবে এটাকে বারংবার বলতেন এবং এরপর নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। তাঁর মজলিসে ওলীগণ ও ফিরিশ্তাগণের বড় সমাগম হতো; আর তা'তে ওইসব লোকের সংখ্যা যাদেরকে দেখা যেতো না, যারা দেখা যেতো তাদের চেয়ে

বেশী হতো। উপস্থিত লোকদের উপর রহমতের বৃষ্টি হতো।

ওয়া'যের মজলিসে গাউসুল ওয়ারার দো'আ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ সা'দ আবদুল গালিব ইবনে আহমদ ইবনে আলী হাশেমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবূ সালিহ নসর। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবূ বকর আবদুর রায্যাক্। তিনি বলেন, আমার পিতার ওয়া'যের মজলিসে নিম্নলিখিত দো'আ করা হতো–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يَصْلُحُ لِلْعَرْضِ عَلَيْكَ وَاِيْقَانًا نَقِفُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعِصْمَةً تُنْقِذُنَا بِهَا مِنْ وَرْطَاتِ الذُّنُوْبِ وَرَحْمَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ دَنَسِ الْعُيُوْبِ وَعِلْمًا نَفْقَهُ بِهٖ اَوَامِرَكَ وَنَوَاهِيَكَ وَفَهْمًا نَعْلَمُ بِهٖ كَيْفَ نُنَاجِيْكَ وَامْلَأْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ وَكَحِّلْ عُيُوْنَ عُقُوْلِنَا بِاثْمِدِ هِدَايَتِكَ وَاحْرُسْ اَقْدَامَ اَفْكَارِنَا مِنْ مَزَلَّةِ مَوْطِئِ الشُّبُهَاتِ، وَامْنَعْ طُيُوْرَ نُفُوْسِنَا مِنَ الْوُقُوْعِ فِيْ شِبَاكِ مُوْبِقَاتِ الشَّهَوَاتِ، وَاَعِنَّا فِيْ اِقَامِ الصَّلَوَاتِ، عَلٰى تَرْكِ الشَّهَوَاتِ، وَامْحُ سُطُوْرَ سَيِّاٰتِنَا مِنْ جَرَائِدِ اَعْمَالِنَا بِاَيْدِى الْحَسَنَاتِ، كُنْ لَنَا حَيْثُ يَنْقَطِعُ الرَّجَاءُ مِنَّا اِذَا اُعْرِضَ اَهْلُ الْوُجُوْدِ بِوُجُوْهِهِمْ عَنَّا حَتّٰى نَحْصِلَ فِيْ ظُلَمِ اللُّحُوْدِ رَهَائِنَ اَعْمَالِنَا اِلَى الْيَوْمِ الْمَشْهُوْدِ، اُجْبُرْ عَبْدَكَ الضَّعِيْفَ عَلٰى مَا اُلِّفَ مِنَ الْعِصْمَةِ مِنَ الزَّلَلِ وَ الْفِهِ وَالْحَاضِرِيْنَ لِصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَاَجْرِ عَلٰى لِسَانِهٖ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ السَّامِعُ وَتَذْرِفُ لَهُ الْمَدَامِعُ، وَيَلِيْفُ لَهُ لِلْقَلْبِ الْخَاشِعِ وَاغْفِرْ لَهُ وَ لِلْحَاضِرِيْنَ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাস্আলুকা ঈ-মা-নাই ইয়াস্লুহু লিল'আরদ্বি আলায়কা, ওয়া ঈ-ক্বা-নান্ নাক্বিফু বিহী-হিয়াউমাল ক্বিয়ামাতি বায়না ইয়াদাকা, ওয়া 'ইস্মাতান তুনক্বিমুনা বিহা মিন্ ওয়ারত্বা-তিয্ যুনূ-বি, ওয়া রাহমাতান তুত্বাহ্হিরুনা বিহা-মিন

দানাসিল উয়ূ-বি, ওয়া 'ইল্‌মান নাফ্‌ক্বাহু আওয়া-মিরকা ওয়া নাওয়া-হী-কা, ওয়া ফাহ্‌মান না'লামু বিহী কায়ফা নুনা-জী-কা, ওয়াজ'আল ফিদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল আ-খিরাতি মিন আহলি ভিলা-য়াতিকা, ওয়ামলা' ক্বলূ-বানা-বিনূ-রি মা'রিফাতিকা, ওয়া কাহ্‌হিল 'উয়ূনা 'উক্‌-লিনা বিইস্‌মাদি হিদায়া-তিকা, ওয়াহরুস্‌ আক্বদা-মা আফকা-রিনা-মিম্‌ মাযা-লিক্বি মাওয়াত্বিইশ্‌ শুব্‌হা-তি, ওয়াম্‌না' ত্বয়ূ-রা আন্‌ফুসিনা-মিনাল ওক্‌-'ই ফী শব্‌বা-কি মু'বিক্বাতিশ্‌ শাহ্‌ওয়া-তি, ওয়া আ'ইন্না- ফী ইক্বা-মিস্‌ সালাওয়া-তি 'আলা-তরকিশ্‌ শাহা-ওয়া-তি ওয়াম্‌হ সুতূব-রা সাইয়্যিআ-তিনা- মিন্‌ জারা-ইদি আ'মা-লিনা বিআয়দির হাসানা-তি, কুন্‌ লানা-হায়সু ইয়ান্‌ক্বাতি'উর রাজা-উ মা'আনা-ইযা-আ'রাদ্বা আহলুল ওজূ-দি বিওজূ-হিহিম 'আন্না-, হাত্তা-নাহ্‌সিলা ফী-যুলামিল্‌ লুহূ-দি রাহা-ইনা আ'মা-লিনা ইলাল ইয়াউমিল মাশ্‌হূ-দি, আজবির 'আব্‌দাকাদ্ব দ্বা'ঈ-ফা 'আলা-মা-আল্লাফা মিনাল 'আস্‌মাতি মিনায্‌ যালালি, ওয়া ওয়াফ্‌ফিক্বাহু ওয়াল হা-দ্বিরী-না লিসা-লিহিল ক্বাউলি ওয়াল 'আমালি, ওয়াআজরি 'আলা-লিসা-নিহী-মা ইয়ান্‌তাফি'উ বিহিস্‌ সা-মি'উ ওয়া তায্‌রিফু লাহুল মদা-মি'উ, ওয়া ইয়ালী-নু লাহুল ক্বালবুল খা-শি'উ, ওয়াগ্‌ফির লাহূ-ওয়ালিল হা-দ্বিরী-না ওয়া লি জামী-'ইল মুসলিমী-ন।

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমার দরবারে প্রার্থনা করছি এমন ঈমান, যা তোমার দরবারে পেশ করার উপযোগী হয়, এমন ইয়াক্বীন, যা নিয়ে আমরা তোমার সামনে ক্বিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবো, এমন পাপ-মুক্তি, যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে পাপরাশির ধ্বংশ থেকে মুক্তি দেবে, এমন রহমত, যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে দোষ-ত্রুটির আবর্জনা থেকে পবিত্র করবে, এমন ইল্‌ম, যা দ্বারা আমরা তোমার বিধি-নিষেধগুলো বুঝতে পারবো, এমন বুঝশক্তি, যা দ্বারা আমরা জানতে পারবো কিভাবে আমরা তোমার দরবারে মুনাজাত করবো।

আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের তোমার ওলী বা বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার মা'রিফাতের নূর দ্বারা ভরপুর করে দাও। আমাদের বিবেকের চোখগুলোকে তোমার হিদায়তের সুরমা দ্বারা সজ্জিত করো। আমাদের চিন্তার কদমগুলোকে সংশয়াদির স্থানে পদচ্যুতি ঘটা থেকে রক্ষা করো। আমাদের নাফসের পাখীগুলোকে ধ্বংসকারী কাম-প্রবৃত্তির জালে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করো। আর আমাদেরকে নামাযগুলো কায়েম করতে সাহায্য করো, আমাদের আমলনামাগুলো থেকে নেক্‌ কার্যাদির হাতে আমাদের মন্দ কার্যাদির লাইনগুলো মুছে দাও। যখন আমাদের দিক থেকে পৃথিবীবাসী মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সেখানে

আমাদের আশা নিঃশেষ হয়ে যায়, সেখানে তুমি আমাদের জন্য হয়ে যাও। যাতে আমরা কবরগুলোর অনন্ধকারে আমাদের নিকট গচ্ছিত আমলগুলো ('র সওয়াব) হাসিল করতে পারি– ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত। তোমার এ দুর্বল বান্দাকে পদচ্যুতি থেকে যেই মুক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার উপর বাধ্য করে দাও। তাকে ও উপস্থিত লোকদেরকে ভাল কথা ও ভাল কাজের সামর্থ্য দাও– তার রসনায় এমন কথা জারি করো, যা দ্বারা শ্রোতা উপকৃত হয় এবং তার চোখ থেকে পানি ঝরে, তার বিনয়ী হৃদয় বিনম্র হয় এবং তাকে, উপস্থিত লোকদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করো।

তিনি বলেন, তাঁর দো'আগুলোর মধ্যে থেকে মজলিসেগুলোতে এ দো'আও ছিলো–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِوُصْلِكَ مِنْ صَدِّكَ وَبِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَبِقَبُوْلِكَ مِنْ رَدِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ وَاَهِّلْنَا لِشُكْرِكَ وَحَمْدِكَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না-না'উযু বিকা বিভুসলিকা মিন সাদ্দিকা, ওয়া বিক্বুরবিকা মিন ত্বারদিকা, ওয়া বিক্বূলিকা মিন রাদ্দিক্বা, ওয়াজ'আলনা-মিন আহলি ত্বা-'আতিকা-ওয়া ভুদ্দিকা, ওয়া আহিল্লানা লি শুক্‌বিকা, ওয়া হামদিকা।

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার তোমার মিলনের আশ্রয় চাই– তোমার বাধা প্রদান থেকে, তোমার নৈকট্যের আশ্রয় চাই তোমার দূরে নিক্ষেপ করা থেকে, তোমার কবূলিয়াতের আশ্রয় চাই তোমার প্রত্যাখ্যান থেকে। আর আমাদেরকে কারো তোমার আনুগত্য ও তোমার ভালবাসার ধারকদের অন্তর্ভুক্ত, আর আমাদেরকে উপযুক্ত করো তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসা করার।

তিনি বলেন, তিনি আপন মজিলসকে এ দো'আ করে সমাপ্ত করতেন– (তিনি বলতেন,)

جَعَلَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِمَّنْ تَنَبَّهَ لِخَلَاصِهٖ وَتَنَزَّهَ عَنِ الدُّنْيَا وَتَذَكَّرَ يَوْمَ حَشْرِهٖ وَاقْتَفٰى اٰثَارَ الصَّالِحِيْنَ۔ اِنَّهٗ وَلِيُّ ذٰلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ

উচ্চারণ ঃ জা'আলানাল্লা-হু ওয়া ইয়্যা-কুম মিম্মান তানাব্বাহা লিখালা-সিহী-ওয়া তানায্‌যাহা আনিদ্ দুনইয়া, ওয়া তাযাক্কারা ইয়াউমা হাশরিহী-ওয়াক্বতাফা- আ-সা-রা-স্ সা-লেহীন। ইন্নাহু-ওয়ালিয়্যু যা-লিকা ওয়াল ক্বা-দিরু আলায়হি।

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা তাদের মুক্তির ব্যাপারে সতর্ক, দুনিয়া থেকে পবিত্র, হাশরে উত্থিত হবার বিষয়ে স্মরণ করে

এবং পুণ্যময় লোকদের নিদর্শনাদির অনুসরণ করে। তিনি (আল্লাহ্) সেটার মালিক, তিনি তা করতে সক্ষম।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাতহ্ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হাশেমী ক্বাতফিনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ সুলায়মান দাউদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবুল-ফাত্হ্ সুলায়মান। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব। তিনি বলেন, আমার পিতা ওয়ায়ের অনেক মজলিসে কুরসীর উপর বসে বলছিলেন–

ورضى الله من الرفيع العماد' الطويل النجاد المؤيد بالتحقيق المكنى بعتيق الخليفة' الشفيق المستخرج من اطهر اصل عريق' الذى اسمه مع اسمه مقرون' وجسمه مع جسمه مدفون ' الذى قال في حقه سيد كل فريق لو كنت متخذ خليلا غير ربى لاتخذت ابابكر الصديق رضى الله عنه' وعن القصير الأمل الكثير العمل الذى لا يتداخل افعاله زلل' المؤيد الصواب ' الملهم فصل الخطاب' المنصور يوم الاحزاب عمر بن الخطاب' وعن مشيد الايمان' ومرتل القرآن و مشتت الفرسان ومضعضع الطغيان عثمان بن عفان أفضل الشهداء' واكرم الكرماء' ذو النورين' وعن البطل المهول وزوج البتول وسيف الله المسلول وابن عم السبطين' مظهر العجائب ليث بنى غالب' على بن ابى طالب وعن السبطين السيدين الشهيدين ابى محمد الحسن وابى عبد الله الحسين' وعن العمين الشريفين حمزة والعباس' وعن الأنصار والمهاجرين' والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين امين-

অর্থাৎ ঃ আর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন– তাঁরই প্রতি যিনি হলেন– অভিজাত, দীর্ঘকায়, সত্যায়ন দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত, আত্বীক্ব ও খলীফাতুর রসূল নামে প্রসিদ্ধ, দয়াপরবশ, পবিত্রতম ও অতিমাত্রায় অভিজাত বংশোদ্ভূত, যাঁর নাম তাঁর (রসূলে পাক) নামের সাথে মিলিত, যাঁর দেহ শরীফ তাঁর (হুযূর-ই আকরাম) নূরানী শরীরে পাশে দাফনকৃত, যাঁর সম্পর্কে প্রত্যেক দলের সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি যদি আমার রব ব্যতীত অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাতাম তাহলে আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকেই বানাতাম,

আরো সন্তুষ্ট হোন- তাঁর প্রতি, যাঁর আশা খাটো (কম), কর্ম বেশী, যাঁর কার্যাদিতে পদস্খলন ঢুকতে পারেনা, সঠিক অভিমত প্রদান দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত, ফয়সালাকারী বক্তব্য যাঁর উপর ইলহাম করা হয়, সম্মিলিত শত্রুগোষ্ঠী আক্রমনের দিনে (তাদের মোকাবেলায়) সাহায্যাপ্রাপ্ত যাঁর বরকতমণ্ডিত নাম 'হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব।'

আরো সন্তুষ্ট হোন তাঁরই প্রতি, যিনি ঈমানকে মজবুতকারী, (অধিক পরিমাণে) ক্বোরআন তিলাওয়াতকারী, (শত্রুদের) অশ্বারোহী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গকারী, যুলম ও অবাধ্যতায় সীমাতিক্রমকারীদের ধরাশায়ীকারী, যাঁর নাম শরীক হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান, যিনি উত্তম শহীদ ও সর্বাধিক সম্মানিত ও দু'নূরের অধিকারী।

আরো সন্তুষ্ট থাকুন- তাঁরই প্রতি, যিনি স্থিরচিত্ত বাহাদুর, হযরত ফাতিমা যাহরা বাতূলের স্বামী, আল্লাহ্‌র খোলা তরবারি, রসূল-ই আক্‌রামের চাচাত ভাই, অনেক আশ্চর্যনজক বিষয়াদির প্রকাশস্থল, বণী গালিব (ক্বোরাঈশ পাত্র)-এর সিংহ, যাঁর নাম শরীফ 'হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব।'

আরো সন্তুষ্ট হোন রসূল-ই আক্‌রামের দু'নাতি, দু'সরদার ও শহীদের প্রতি, যাঁদের নামশরীফ হলো- হযরত আবূ মুহাম্মদ হাসান ও হযরত আবূ আবদুল্লাহ্‌ হোসাঈন।

আরো সন্তুষ্ট থাকুন- হুযূর-ই আক্‌রামের দু' অভিজাত চাচা হযরত হামযাহ্‌ ও হযরত আব্বাসের প্রতি, আর সমস্ত আনসার, মুহাজির সাহাবীদের প্রতি এবং যাঁরা তাঁদের উত্তমরূপে অনুসরণ করেছেন তাঁদের প্রতি- ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত। হে আল্লাহ্‌ কবুল করুন!!

গাউসুল আ'যমের মজলিসসমূহ

জিনেরা তাঁর ওয়ায শু'নতো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ্‌ আবহারী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে আবূ নসর ইবনে ওমর বাগদাদী জন্মসূত্রে, ওরফে সাহরাভী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একবার জিন্‌দেরকে 'আযীমত' (আমল) সহকারে আহবান করলাম। তখন তারা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী দেরী করলো। অতঃপর তারা আমার নিকট আসলো এবং বললো, "যখন শায়খ আবদুল ক্বাদির ওয়ায করেন,

তখন আমাদেরকে ডাকবেন না।" আমি বললাম, "কেন?" তারা বললো, "আমরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হই।" আমি বললাম, "তোমরাও কি যাও?" বললো, *"হাঁ। তাঁর মজলিসে মানুষের চেয়ে আমাদের ভিড় বেশী হয়। আমাদের মধ্যে অনেক গোত্র আছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর হাতে তারা তাওবা করেছে।"*

গাউসে পাকের মজলিসে আল-খেল্লা (বিশেষ পোষাক)

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে যাররাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুন্ নাহ্হাল মুক্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর আবদুল্লাহ্ তামীমী। তিনি বলেন, আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ হাফ্স ওমর ইবনে হোসাইন ইবনে খলীল হাম্বলী। তিনি বলেন, আমাকে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন বলেছেন, "হে ওমর! আমার মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়োনা। কেননা, এতে 'আল-খেল্লা' বন্টন করা হয় এবং তার জন্য আফসোস! যে সেটা হাতছাড়া করে ফেলে।"

শায়খ আবূ হাফ্স বলেন, তার পর এক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলো। অতঃপর আমি একদিন মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আমাকে তন্দ্রা ছেয়ে ফেললো। আমার চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে গেলো। তখন আমি দেখলাম আসমানের দিকে থেকে লাল এবং সবুজ 'খিল'আহ্সমূহ' (আল-খেল্লা) অবতীর্ণ হচ্ছে এবং মজলিসে উপস্থিতদের উপর পতিত হচ্ছে। তখন আমার চোখ ভয়ে খুলে গেলো। আমি এজন্য লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম যেন লোকদের এ সম্পর্কে বলবো। অতঃপর হযরত শায়খ রাহ্মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আমাকে ডেকে বললেন, "হে বৎস! চুপ থাকো। কেননা, সংবাদ চাক্ষুষ দেখার মতো হয় না।"

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী আবদুর রাহমান ক্বুরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে নাজ্জার। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে তীবী। তিনি ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবূ হাফ্স ওমর ইবনে হুসাইন ইবনে খলীল আত্ত্বীবীকে শুনেছি এবং আমাদেরকে

সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে যাররাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নাহ্হাল। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর আবদুল্লাহ্ তামীমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন শায়খ আবূ হাফ্স ওমর ইবনে হুসাইন ইবনে খলীল তীবী। তিনি বলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র মজলিসে উপস্থিত হলাম। আর আমি তাঁর চেহারার বিপরীতে (মুখোমুখী হয়ে) বসেছিলাম। তখন আমি একটি জিনিস কাঁচের ফানুসের আকৃতিতে দেখলাম, যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি তা শায়খের মুখের নিকটবর্তী হয়ে গেলো। তারপর আবার তাড়াতাড়ি উপরের দিকে চড়ে গেলো। এভাবে তিনবার ঘটলো। অতঃপর আমি আমার অজান্তেই এজন্য উঠে দাঁড়ালাম যেন লোকদের নিকট, আমি অতিমাত্রায় আশ্চর্যান্বিত হবার কারণে, একথা বলে দেবো। তখন শায়খ তাড়াতাড়ি আমাকে বললেন, "তুমি বসে যাও। কেননা, মজলিস আমানত সহকারে হয়ে থাকে।" তিনি বললেন, অতঃপর আমি বসে গেলাম এবং আমি কাউকে একথা তাঁর ইনতিকালের পর ব্যতীত আর বলিনি।

তাঁর গিট উন্মুক্ত করা

এবং পূর্বোল্লিখিত সনদ সহকারে, যা ইবনে নাজ্জার পর্যন্ত পৌছেছে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আবুল বাক্বা আবদুল্লাহ্ ইবনুল হুসাইন হাম্বলী আল-'আকবারী। তিনি বলেন, আমি ইয়াহিয়া ইবনে নাজাহ্ আল-আদীবকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি গুণে দেখবো শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির ওয়ায়ের মসলিসে কয়টি কবিতার পংক্তি পড়েন। তখন আমি মজলিসে উপস্থিত হলাম। আমার সাথে সূতা ছিলো। যখন তিনি কোন কবিতার পংক্তি পড়তেন, তখন আমি কাপড়ের নিচে তাতে গিরা (গিট) দিতাম। আমি সবার পেছনে ছিলাম। ইত্যবসরে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, "আমি তো গিট খুলছি আর তুমি গিট লাগাচ্ছো?"

গাউসে পাকের মজলিসে 'ওয়াজ্দ' (মুর্চ্ছনা বিশেষ)

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাযির হুসাইনী মসূলী।

তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাহফিলের শুরুতে বিভিন্ন জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি যা বলতেন ভুলতেন না। যখন তিনি চেয়ারে বসতেন, তখন তাঁর ভয়ে কেউ মজলিস থেকে থুথু ফেলার জন্যও উঠতেন না, না নাক পরিস্কার করতেন, না কাশি দিয়ে গলা পরিস্কার করতেন, না কথা বলতেন, না দাঁড়িয়ে মজলিসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতেন। তখন শায়খ বলতেন, কথা বার্তা তো বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি এ (পিনপতন নিরবতার) অবস্থায় ওয়ায করেছি। তখন লোকেরা খুব বিচলিত হয়ে পড়তো এবং তাদের উপর 'ওয়াজদ' (মুর্চ্ছনা বিশেষ) ও 'হাল' (বিশেষ অবস্থা) ছেয়ে যেতো।

দূর ও নিকটের সবাই সমান ওয়াজ শুনতেন

তাঁর কারামতসমূহের মধ্যে এটাও বিশেষভাবে গণ্য হতো যে, যে ব্যক্তি তাঁর মজলিসে দূরে বসতো, সে অধিক ভিড় সত্ত্বেও তাঁর কথা তেমনিভাবে শুনতো, যেভাবে শুনতো কাছের লোকেরা। তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ওয়া'য করতেন এবং কাশ্‌ফের সাথে তাদের দিকে মনোনিবেশ করতেন। যখন তিনি কুরসীর উপর দাঁড়াতেন, তখন লোকেরাও তাঁর মহত্বের কারণে দাঁড়িয়ে যেতো। আর যখন তিনি তাদের বলতেন, 'চুপ থাকো', তখন সবাই তেমনিভাবে চুপ হয়ে যেতো যে, তাঁর ভয়ে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু শোনা যেতো না। লোকেরা তাদের হাত মজলিসে রাখতো। তাদের হাত মজলিসে তখন এমন লোকদের উপর পড়তো, যাদেরকে তারা হাত দ্বারা অনুভব করতো, কিন্তু চোখে দেখতো না।

তাঁর বক্তৃতার সময় লোকেরা শূন্যে কেবল উচ্চস্বরে আওয়াজ শুনতো এবং অনেক সময় আওয়াজ শোনার সাথে সাথে উপর থেকে মজলিসে জুব্বাও পড়তো। এসব লোক 'রিজালুল গায়র' (অদৃশ্য বুযুর্গগণ) প্রমুখই হতেন।

অন্তরের ভেদ সম্পর্কে জানতেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ সা'দ আবদুল গালিব ইবনে আহমদ ইবনে আলী হাশেমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী

ইবনে খাব্বায। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর বায্যার। তিনি বলেন, আমি শায়খ আলিম যাহিদ আবুল হাসান সা'দুল খায়র ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাহ্‌ল ইবনে সা'দ আনসারী আন্দালূসী থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র মজলিসে ৫২৯ হিজরীতে উপস্থিত হলাম। আমি সবার পেছনে ছিলাম। তিনি 'যুহ্‌দ' (সংসারের মোহত্যাগ) সম্পর্কে ওয়া'য করছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আমার ইচ্ছা হলো যেন তিনি মা'রিফাত সম্পর্কে কথা বলেন। তখন তিনি 'যুহ্‌দ'-এর বর্ণনা বন্ধ করে মা'রিফাত'-এর বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। বর্ণনাও এমন অসাধারণ ছিলো যে, আমি কখনো এমন বর্ণনা শুনিনি। অতঃপর আমি মনে মনে বললাম যেন তিনি 'আগ্রহ' সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুতরাং মা'রিফাত সম্পর্কে আলোচনা মওকুফ করে তিনি 'শওক্ব' (মনের আগ্রহ) সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। বর্ণনাও তেমনি ছিলো যে, আমি এমন বর্ণনা আর কখনো শুনিনি। অতঃপর আমি মনে মনে বললাম, তিনি যেন 'ফানা ও বক্বা' (বিলীনতা ও স্থায়িত্ব)-এর জ্ঞান সম্পর্কে ওয়ায করেন। তখনই তিনি শওক্বের বর্ণনা মওকূফ করে 'ফানা ও বক্বা'র জ্ঞান সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। বর্ণনাও তেমনি ছিলো যে, এমন বর্ণনা আমি আর কখনো শুনিনি। অতঃপর অমি মনে মনে বললাম, তিনি যেন 'গায়ব' ও 'হুযূর' (অদৃশ্যতা ও উপস্থিতি) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখনই তিনি ফানা ও বাক্বা সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করে 'গায়ব' ও 'হুযূর' বিষয়ে এমন আলোচনা শুরু করলেন, যার মতো বর্ণনা আমি আর কখনো শুনিনি। অতঃপর বললেন, "হে আবুল হাসান! তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।" তখন আমি ইখতিয়ারহীন হয়ে গেলাম এবং নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেললাম।

গাউসের মজলিসে প্রত্যেকের হাযিরা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবূ মুহাম্মদ আহমদ হুসাইন ইয়ূসুফ ইবনে গাস্‌সান তামীমী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ হাশিম আকমাল ইবনে মাস'উদ ইবনে ওমর হাশেমী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ মুহাম্মদ আফীফ ইবনে মুবারক ইবনে হুসাইন ইবনে মাহমুদ জীলীকে শুনেছি। তিনি বলেন, "আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে কুরসীর উপর বলতে শুনেছি, "হে বৎস! আমার নিকটে বসো।

আমার নিকট না বসা থেকে তাওবা করো। এখানে বেলায়ত এবং উঁচু মর্যাদাদি রয়েছে। হে তাওবার খরিদ্দার! এখানে তাওবা রয়েছে। আল্লাহ্‌র নামে আগে বাড়ো! হে ক্ষমার খরিদ্দার! 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে আগে বাড়ো। হে নিষ্ঠার খরিদ্দার! আল্লাহ্‌রই নামে অগ্রসর হও। আমার নিকট প্রতি সপ্তাহে একবার অথবা প্রতি মাসে একবার অথবা প্রতি বছরে একবার, কিংবা সারা জীবনে হলেও একবার এসো! আর হাজার হাজার জিনিস আমার নিকট থেকে নিয়ে যাও। হাজার বছর যাবৎ সফর করতে থাকো, যাতে আমার নিকট থেকে একটি কথা শোনো। যখন তুমি এখানে প্রবেশ করো, তখন স্বীয় জ্ঞানকে দেখা, স্বীয় 'যুহদ' (দুনিয়ার মোহত্যাগ), নিজের পরহেয্‌গারী এবং নিজের সব হালত (অবস্থা) পরিত্যাগ করো। যা কিছু আমার নিকট তোমার জন্য থাকবে, তা তুমি নেবে। আমার নিকট বিশিষ্ট ফিরিস্তাগণ, আওলিয়া এবং গায়বী পুরুষগণ উপস্থিত হন। আমার নিকট থেকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় শিখেন। এমন কোন ওলীকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেন নি, যিনি আমার মজলিসে হাযির হননি; জীবিতরা সশরীর নিয়ে আর ওফাতপ্রাপ্তরা তাঁদের রূহানীভাবে উপস্থিত হন।

চাদর জ্বলে যাওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্-ই সালিহ্ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে হাসান ইবনে আহমদ ইবনে আলী ক্বরশী দাক্বক্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আবূ বকর ইবনে নাহ্হাল বাগদাদী মুক্বরী। তিনি বলেন, আমি হাফেয আবূ যার'আহ্ তাহের ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তাহের মাক্বদেসী দারেবীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র মজলিসে বাগদাদে ৫৫৭ হিজরীতে উপস্থিত হলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– আমার কথা ওইসব লোকের কানে পৌঁছে, যারা আমার মজলিসে 'কোহ-ই ক্বাফ'-এর পেছন থেকেও উপস্থিত হয়। তাদের কদম থাকে শূন্যের মধ্যে। আর তাদের অন্তর থাকে পবিত্র দরবারে । তাদের টুপি ও তাকিয়াহ্ (চাদর বিশেষ) আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার প্রতি অতি আগ্রহের কারণে জ্বলে যাবার উপক্রম হয়। তাঁর সন্তান সাইয়্যেদ আবদুর রয্‌যাক্ব ওই সময় মিম্বরের উপর তাঁর পিতার পদতলে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর শির মুবারক শূন্যের (হাওয়া) দিকে উঠালেন। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ এক নজরে

চেয়ে থাকেন। তারপর বে-হুঁশ হয়ে গেলেন এবং তাঁর চাদর ও পোষাক জ্বলে যেতে লাগলো। তখন শায়খ নিচে নেমে এসে সেটা নেভালেন এবং এটাও বলেছেন, "হে আবদুর রায্‌যাক্ব তুমিও তাদের মধ্যে একজন হয়ে গেছো।"

তিনি বলেন, আমি সাহেবযাদা আবদুর রয্‌যাক্বকে জিজ্ঞাসা করলাম– আপনি বে-হুঁশ কেন হয়েছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন– যখন আমি শূন্যের দিকে দেখলাম, তখন এমন পুরুষদের দেখলাম, যারা দাঁড়িয়ে আছেন এবং মাথা নিচু করে আছেন আর তাঁর কথা চুপচাপ শুনছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় এতো বেশী ছিলেন যে, আসমানের একটি দিক ঘিরে নিয়েছিলেন। তাঁদের পোষাক ও কাপড়ে আগুন লেগে গেছে। তাঁদের মধ্যে কতেক এমনও ছিলেন, যাঁরা চিৎকার করছিলেন এবং শূন্যে দৌড়াচ্ছিলেন। কতেক এমনও ছিলেন, যাঁরা জমিতে পতিত হচ্ছিলেন। আর কতিপয় এমনও ছিলেন, যাঁরা স্বীয় স্থানে কাঁপছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর ওয়া'যের সময় শূন্য থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসছিলো এবং উপর থেকে জমিতে জুব্বা পতিত হচ্ছিলো।

অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন ইবনে আবদুল মজীদ ইবনে আবদুল জব্বার হুসাইনী ইরবিলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবুল ফালাহ্ মান্‌জাহ ইবনে শায়খ-ই জলীল আবুল খায়ের করম ইবনে শায়খ-ই পেশওয়া আবূ মুহাম্মদ মত্বর বাদ্‌রানী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যখন আমি শায়খ মত্বর বাদ্‌রানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র ইন্‌তিক্বালের সময় উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে ওসীয়ত করুন– আপনার পর আমি কার অনুসরণ করবো। তিনি বললেন, "শায়খ আবদুল ক্বাদিরের অনুসরণ করবে।" আমি মনে করলাম, তিনি রোগের ঘোরে রয়েছেন। (আর এটা বলছেন।) অতঃপর আমি এক ঘন্টা যাবৎ তাঁকে কিছুই বললাম না। এরপর পুনরায় বললাম, "আপনি আমাকে ওসীয়ত করুন, আপনার পর আমি কার অনুসরণ করবো।" তিনি আবারো বললেন, "শায়খ আবদুল ক্বাদিরের অনুসরণ করবে।" অতঃপর আমি এক ঘন্টা যাবৎ চুপ থাকার পর একই কথা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, *"হে বৎস! যে যুগে শায়খ আবদুল ক্বাদির রয়েছেন, তখন তিনি ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করা উচিৎ হবে না।"*

যখন তিনি ইন্‌তিকাল করলেন, তখন আমি বাগদাদে আসলাম এবং শায়খ আবদুল ক্বাদিরের মজলিসে উপস্থিত হলাম। দেখলাম সেখানে শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তু, শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লুভী, শায়খ আলী ইবনে হায়তী প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় মাশায়েখ উপস্থিত রয়েছেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি– আমি তোমাদের ওয়া-'ইযদের মতো ওয়া'য করি না। আমিতো আল্লাহ্‌র নির্দেশেই ওয়া'য করি। আমার ওয়া'য ওইসব লোকের জন্যই, যারা শূন্যে রয়েছে। তিনি শূন্যে মাথা উঠিয়ে দেখলেন। অতঃপর আমিও উপরের দিকে মাথা উঠালাম। তখন কি দেখলাম! দেখতে পেলাম, তাঁর সামনে নূরী পুরুষদের কাতার রয়েছে এবং তাঁরা নূরের ঘোড়ার উপর সাওয়ার রয়েছেন। তাঁরা আমি এবং আসমানের মধ্যে (তাদের) অধিক ভিড়ের কারণে প্রতিবন্ধক (অন্তরাল) হয়ে রয়েছেন। তাঁরা সবাই মাথা নিচু করেই ছিলেন। তন্মধ্যে কতেক কাঁদছিলেন এবং কতেক কাঁপছিলেন। আর কতেকের কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিলো। অতঃপর আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। অতঃপর (হুঁশ আসলে) আমি দণ্ডায়মান হলাম এবং লোকদের ভিড় চিরে দৌড়ে শায়খের নিকট তাঁর কুরসী পর্যন্ত পৌছে গেলাম। তখন তিনি আমার কান ধরলেন এবং বললেন, "হে করম! তোমার জন্য কি তোমার পিতার প্রথমবারের ওসীয়ৎ যথেষ্ট ছিলো না?" তখন আমি তাঁর ভয়ে মাথা নিচু করে নিলাম।

ফিরিশ্‌তা ও নবীগণ আলায়হিমুস সালাম ওয়া'যের মজলিসে তাশরীফ আনয়ন করতেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ সা'দ আবদুল গালিব ইবনে আহমদ হাশেমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবেন সুলায়মান নানবাঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ ইমরান কীমাতী এবং বায্‌যার। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা শায়খ পেশ্‌ওয়া আবূ সা'দ ক্বায়লুভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, "আমি শায়খ আবদুল ক্বাদিরের মজলিসে কয়েকবার হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে দেখেছি। নিশ্চয়ই হযরত সরদার তাঁর গোলামদের প্রত্যক্ষ করছেন আর নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের রূহগুলো আসমানসমূহ ও যমীনে এমনভাবে চক্কর লাগাচ্ছে, যেমন আকাশের

দিগন্তগুলোতে বায়ুপ্রবাহ্। আমি ফিরিশ্‌তাগণ আলায়হিমুস সালামকে দেখলাম যে, তাঁরা তাঁর দরবারে দলে দলে আসছিলেন। আমি 'রিজালুল গায়ব' (অদৃশ্যের লোকজন) এবং জিন্‌দের দেখলাম, তাঁরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করছেন।

আমি হযরত আবুল আব্বাসকে দেখলাম, তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর দরবারে তাশরীফ আনতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি সফলতা চায়, তার উচিত এ মজলিসে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকা।"

চারশ' আলিম তাক্বরীর (বক্তৃতা) লিপিবদ্ধ করতেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহ্‌ব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম রাব্'ঈ বসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ সুলায়মান দাউদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবুল ফাত্‌হ সুলায়মান। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবূ আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি (শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব) বলছিলেন, আমার পিতা (রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) সপ্তাহে তিনবার ওয়া'য করতেন ঃ মাদ্‌রাসায় জুমু'আর দিন সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এবং খানক্বাহ্ শরীফে রোববার সকালে। তাঁর মজলিসে ওলামা, ফোক্বাহা এবং মাশা-ইখ প্রমুখ হাযির হতেন। চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি ওয়া'য করেছেন। প্রথম বছর ৫২১ হিজরীতে শুরু হলো এবং শেষ বছর ৫৬১ হিজরীতে সমাপ্ত হয়। তাঁর দরসদান ও ফাত্‌ওয়া প্রণয়নের সময়সীমা ৩৩ বছর ছিলো– ৫২৮ হিজরীতে আরম্ভ এবং শেষ বর্ষ ছিলো ৫৬১ হিজরী। তাঁর মজলিসে দু'ভাই ক্বারী সাহেব সুর ছাড়া পড়তেন, কিন্তু তাঁদের ক্বিরআত তারতীল ও তাজভীদ (ক্বোরআন পঠনের নিয়মাবলী) সহকারে হতো। তাঁর মজলিসে শরীফ আবুল ফাত্‌হ মাস'উদ ইবনে ওমর হাশেমী মুক্বরীও ক্বিরআত পড়তেন। তাঁর ওয়া'যের মজলিসে দু/তিন ব্যক্তি মারা যেতো। তাঁর মজলিসে চারশত জন অত্যন্ত বিজ্ঞ আলিম প্রমুখ তাঁর তাক্বরীরগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। অনেক সময় মজলিস চলাকালেই তিনি শূন্যে শ্রোতাদের মথার উপর অনেক ক্বদম উড়ে যেতেন, অতঃপর কুরসীর উপর এসে বসতেন।

ক্বোরআনের তিলাওয়াত শোনে তিনি কাঁদতেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে যাররাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নাহ্হাল। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর আবদুল্লাহ্ নসর তামীমী। তিনি বলেন, আমার নিকট শরীফ আবুল ফাত্হ হাশেমী মুক্বরী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আমাকে শায়খ আবদুল ক্বাদির ক্বিরআত (ক্বোরআন তিলাওয়াত)-এর জন্য ডাকলেন। যখন আমি ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, "আল্লাহরই শপথ! আমি তোমাকে আল্লাহ্র নিকট অবশ্যই তালাশ করবো।"

জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হওয়া

তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ্র এক ওলী দণ্ডায়মান হলেন এবং তাঁকে বলতে লাগলেন, "হে আমার সরদার! আমি স্বপ্নে রাব্বুল ইয্যাত সুবাহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখলাম এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে গেলো। আর আপনার জন্য কুরসী বিছানো হলো এবং আপনাকে বলা হলো, "ওয়া'য করো!" তখন আপনি বলেছেন, "যখন শরীফ মুক্বরী আসবেন তখন।" অতঃপর বলা হলো, "তিনি এসে গেছেন।" তখন আপনি বললেন, "আমি এখন ওয়া'য করবো।"

এক লক্ষ ভবঘুরে উদাসীন লোকের তাওবা করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী আবদুর রহীম ইবনে মুযাফ্ফর ক্বরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয আবূ আবদুল্লাহ ইবনে নাজ্জার। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ জানী আমার নিকট লিখেছেন এবং আমি তাঁর চিঠি থেকে উদ্ধৃত করেছি। তিনি বলেছেন, আমাকে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, "আমার মন চাচ্ছে, আমি যেভাবে ইতোপূর্বে (জঙ্গলে) ছিলাম, এখনও সেভাবে জঙ্গলেই থাকি, যাতে না আমি লোকদের দেখি, না তারা আমাকে দেখে।" অতঃপর বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট থেকে এটাই চান যেন লোকদের কল্যাণ হয়। কেননা, আমার হাতে ইহুদী-নাসারার পাঁচশ'

জনেরও অধিক লোক মুসলমান হয়েছে এবং আমার হাতে এক লক্ষেরও বেশী ভবঘুরে উদাসীন লোক তাওবা করেছে। বস্তুতঃ এটা প্রভূত কল্যাণ।"

রাফেযীদের (সুন্নী মতাদর্শের দিকে) রুজূ' করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আহমদ ইবনে সালেহ ইবনে হাসান তামীমী বাদরানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান বাগদাদী, ওরফে মোজা বিক্রেতা। তিনি বলেন, আমি শায়খ ওমর কীমাতীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের মজলিসে ইহুদী ও খ্রিষ্টান মুসলমান না হয়ে থাকতো না। চোর-ডাকাত প্রমুখ খারাপ লোক ও নর হত্যাকারী তাওবা করতো। আর রাফেযী (শিয়া) ইত্যাদিও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ থেকে (সাঠিক পথের দিকে) রুজূ' করতো। (সুন্নী মতাদর্শের দিকে ফিরে আসতো)।

ইয়ামনের পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর মজলিসে একজন পাদ্রী (খ্রিষ্টান ধর্মযাজক) আসলেন এবং মজলিসেই তাঁর হাতে মুসলমান হলেন। অতঃপর লোকদের বললেন, "আমি ইয়ামনের বাসিন্দা। আমার অন্তরে ইসলাম স্থান পেয়েছে এবং আমার দৃঢ় ইচ্ছা হলো যে, আমি তাঁরই হাতে মুসলমান হবো, যিনি আমার ধারণায় ইয়ামনবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। এ ধারণায় আমি চিন্তিত হয়ে বসে রইলাম। ইত্যবসরে আমার নিদ্রা আসলো। তখন আমি হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলায়হিমাস্ সালামকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বলছিলেন, *"হে সিনান! তুমি বাগদাদে যাও এবং শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানীর হাতে মুসলমান হয়ে যাও। কেননা, এ সময় তিনি সমগ্র পৃথিবীবাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"*

গায়বী আওয়াজ

তিনি বলেন, আরেকবার তাঁর বরকতময় দরবারে ১৩ জন খ্রিষ্টান আসলো এবং তাঁর হাতে ওয়া'যের মজলিসে মুসলমান হলো। তারা বলেছিলো, "আমরা মাগরিব (মরক্কো) অঞ্চলের খ্রিষ্টান। আমরা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেছি, কিন্তু আমাদের দ্বিধা ছিলো (কোথায় গিয়ে) কার হাতে ইসলাম গ্রহণ করবো। তখন আমরা অদৃশ্য আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনলাম; তাঁকে দেখলাম না। তিনি বলছিলেন, "হে

সফলকাম দল! তোমরা বাগদাদে যাও এবং শায়খ আবদুল ক্বাদিরের হাতে মুসলমান হয়ে যাও। কেননা, তাঁর বরকতে তোমাদের অন্তরে এমন ঈমান দান করা হবে, যা অন্য কোথাও অর্জিত হবে না।"

মজলিসে শোর-চিৎকার আরম্ভ হওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কামিল ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে মুহাম্মদ হুসাইনী বায়সানী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ মুফার্‌রাজ ইবনে নাবহান ইবনে রিকাফ শায়বানীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, যখন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন বাগদাদের একশ'জন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ এবং বিজ্ঞ লোক এজন্য একত্রিত হলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করবেন এবং এ প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে ঘায়েল করবেন। তাঁরা সবাই মিলে তাঁর ওয়া'যের মজলিসে আসলেন। আমিও ওইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যখন তাদের নিয়ে মজলিস বসলো, তখন শায়খ মোরাক্বাবায় মগ্ন হলেন এবং তাঁর বক্ষ থেকে একটি নূর বিদ্যুতের মত আলোকিত হলো, যা ওই ব্যক্তিই দেখছিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'আলা চাচ্ছিলেন। তা ওই একশ' ফক্বীহ্‌র বক্ষের উপর দিয়েও অতিক্রম করলো। যার উপর দিয়েই সেটা অতিক্রম করলো তার অবস্থা এ-ই হলো যে, তিনি বাকরুদ্ধ ও অস্থির হয়ে গেলেন। অতঃপর সবাই একযোগে চিৎকার করে উঠলেন এবং সবাই তাঁদের কাপড় ছিড়ে ফেললেন, মাথা থেকে টুপি-পাগড়ি যা ছিলো ফেলে দিলেন এবং তাঁর দিকে কুরসী পর্যন্ত দৌড়ে গেলেন আর নিজ নিজ মাথা তাঁর দু' পায়ের উপর রাখলেন। এটা দেখে মজলিসে শোরগোল আরম্ভ হলো। আমার মনে হলো যে, ওই আওয়াজে গোটা বাগদাদ প্রকম্পিত হয়ে ওঠেছে। অতঃপর শায়খ প্রত্যেককে আপন বুকের সাথে লাগালেন। এভাবে তাঁদের শেষ ব্যক্তিকেও এমনি বদান্যতা দেখালেন। অতঃপর একজনের উদ্দেশে বললেন, তোমার প্রশ্ন এটা। আর উত্তর হলো এ-ই। এভাবে প্রত্যেকের প্রশ্ন ও উত্তর বলে দিলেন।

বর্ণনকারী বললেন , যখন মজলিস শেষ হলো, তখন আমি ওই ফক্বীহ্‌দের নিকট আস্‌লাম এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন তাঁরা বলতে লাগলেন, *"যখন আমরা মজলিসে বসলাম, তখন আমরা আমাদের সব ইল্‌ম (জ্ঞান) হারিয়ে*

ফেললাম। এমনকি আমাদের মনে হলো যেন কখনো আমাদের কোন ইল্‌ম (জ্ঞান)ই ছিলো না। অতঃপর যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর বুকের সাথে লাগালেন, তখন ওইসব হারানো জ্ঞান পুনরায় ফিরে আসলো। তিনি ওইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন, যেগুলো আমরা তাঁকে করার জন্য তৈরী করে রেখেছিলাম এবং ওইসবের এমন উত্তর দিলেন, যা আমরা জানতাম না।"

কুরসীর উপর বিভোর অবস্থায়

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাযির ইবনে আবদুল্লাহ হুসাইনী মসূলী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবুল ক্বাসিম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী জুহানী থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর কুরসীর নিম্নভাগে বসতাম। তাঁর নক্বীব (ঘোষক)গণও থাকতেন, যারা কুরসীর উপর এমনভাবে বসতেন যে, তাঁদের দুজন নক্বীব তাঁর কুরসীর প্রত্যেক সিঁড়ির উপর বসতেন। বস্তুতঃ সেখানে ওই ব্যক্তি এভাবে বসতে পারতেন, যিনি ওলী ছিলেন কিংবা 'হাল' বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর কুরসীর নিম্নদেশে এমনসব ব্যক্তি বসতেন, যারা তাঁর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ে যেন কালো হয়ে যেতেন। একবার তিনি ওয়া'যরত অবস্থায় কুরসীর উপর ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর পাগড়ী শরীফের একটি প্যাঁচ খুলে গেলো; অথচ তিনি তা অনুভবই করতে পারলেন না। তখন উপস্থিত সকলেও তাঁদের পাগড়ী ও টুপিসমূহ কুরসীর নিচে নিক্ষেপ করলেন। আর যখন তিনি ওই ওয়া'য সমাপ্ত করলেন, তখন নিজের পাগড়ী ঠিক করে নিলেন এবং আমাকে বললেন, "হে আবুল ক্বাসিম! লোকাদেরকে তাদের পাগড়ী এবং টুপি দিয়ে দাও।" আমি সবাইকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু একটি টুপি আমার নিকট রয়ে গেলো। আমি জানতাম না সেটা কার? আর মজলিসেও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। তখন শায়খ আমাকে বললেন, "ওটা আমাকে দিয়ে দাও।" আমি সেটা তাঁকে দিয়ে দিলাম। তিনি সেটা নিজের কাঁধের উপর রাখতেই তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি এতে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর যখন শায়খ কুরসী থেকে নামলেন, তখন আমার কাঁধের উপর ভর করেছিলেন। অথবা বলেছেন, "আমার হাতের উপর।" আর বললেন, "হে আবুল ক্বাসিম! যখন মজলিসের লোকেরা নিজেদের পাগড়ী নামিয়ে ফেললো, তখন আমার এক বোন ইস্ফাহানে নিজের মাথার (অতিরিক্ত) কাপড়টুকু নামিয়ে নিক্ষেপ করেছিলো। অতঃপর আমি

যখন লোকদের পাগড়িগুলো ফেরৎ দিলাম এবং তার টুপিরূপী কাপড় আমার কাঁধের উপর রেখে দিলাম, তখন সে ইস্ফাহান থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সেটা তুলে নিয়েছে।"

তাঁর মজলিসে ওলামা ও মাশা-ইখের উপস্থিতি

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আযহারী হুসাইনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মজলিসে ইরাকের শীর্ষস্থানীয় মাশা-ইখ, প্রসিদ্ধ ওলামা এবং বড় বড় মুফতীগণ উপস্থিত হতেন; যেমন শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তু, শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লুভী, শায়খ আলী ইবনে হায়তী, শায়খ নজীবুদ্দীন আবদুল ক্বাহির সোহ্রাওয়ার্দী, শায়খ আবূ হাকীম ইবনে দীনার, শায়খ মাজিদ কুর্দী, শায়খ মত্বর বায্রানী, ক্বাযী আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইবনে ফার্রা, ক্বাযী আবুল হাসান আলী ইবনে দামেগানী, ইমাম আবুল ফাত্হ্ ইবনে মুসন্না প্রমুখ।

বস্তুতঃ বাগদাদে এমন কোন প্রসিদ্ধ শ ।খ প্রবেশ করতেন না, যিনি তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন না। আমি শায়খ আবদুর রহমান তাফসুন্জীকে বাগদাদে প্রবেশ করতে কখনো দেখিনি; কিন্তু আমি তাঁকে তাফসুন্জে কয়েকবার দেখেছি যে, তিনি অনেক্ষণ যাবৎ চুপচাপ বসে থাকতেন আর বলতেন, "আমি এ জন্য চুপ থাকি যেন শায়খ আবদুল ক্বাদিরের বক্তৃতা শুনি।" আর আমি শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরকে লালেশে কয়েকবার দেখেছি। তিনি স্বীয় হুজুরা থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে যেতেন এবং লাঠি দিয়ে একটি বৃত্ত এঁকে নিতেন আর সেটার ভিতরে অবস্থান নিতেন আর বলতেন, "যে ব্যক্তি শায়খ আবদুল ক্বাদিরের বক্তৃতা শুনতে চায় সে যেন এ বৃত্তের অভ্যন্তরে চলে আসে।" তখন ওই বৃত্তের ভিতর তাঁর শীর্ষস্থানীয় মুরিদগণ প্রবেশ করতেন। তাঁরা শায়খের কথা শুনতেন আর কখনো কেউ কেউ যা শুনতেন তা লিখে নিতেন এবং ওই দিন-তারিখ লিখেও নিতেন। বাগদাদে আসলে ওইদিন শায়খের কথা যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের সাথে মিলিয়ে দেখতেন। তা হুবহু মিলে যেতো। উল্লেখ্য, শায়খ আদী ইবনে মুসাফির যখন বৃত্তে প্রবেশ করতেন, তখন শায়খ আবদুল ক্বাদির স্বীয় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "শায়খ আদী ইবনে

মুসাফিরের চোখ তোমাদের মধ্যে রয়েছে।"

আমি বলেছি, এ কিতাবের প্রারম্ভে আমি যা লিখেছি তাতে শায়খ বলেছিলেন, "আমার এ কৃদম আল্লাহ্‌র সকল ওলীর গর্দানের উপর।" এতে চিন্তা-ভাবনার জন্য এ ঘটনাই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়তের মালিক।

ওয়া'যের মজলিসে সবুজ পাখীরা আসতো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মনযূর। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাত্হ হারভীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের বরকতময় দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি ওয়া'য করলেন। এক পর্যায়ে তিনি আপন বক্তব্যের মধ্যে বিভোর হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তাহলে সবুজ পাখি পাঠাবেন, যেন তারা আমার কথা শুনে নেয়, তবে তাই করবেন।" তাঁর একথা তখনো শেষ হয়নি, ইত্যবসরে একটি সুন্দর আকৃতির সবুজ পাখী আসলো এবং তাঁর আস্তীন মুবারকের ভিতর প্রবেশ করলো আর বের হলো।

তিনি মজলিসে আরেকদিন ওয়া'য করলেন। তখন কিছু লোক অলসতা বোধ করলো। তখন তিনি বললেন, "যদি আল্লাহ্ সুবাহা-নাহ্ চান তবে সবুজ পাখীর ঝাঁক পাঠাবেন যেন সেগুলি আমার কথা শুনে, তবে তিনি তাই করবেন।" তিনি তখনো তাঁর একথা বলে শেষ করেননি, ওদিকে সবুজ পাখীর ঝাঁক এসে মজলিস ভর্তি হয়ে গেলো। মজলিসে উপস্থিত লোকেরা সেগুলোকে দেখতে পেয়েছিলেন।

পাখি টুকরো টুকরো হয়ে গেলো

বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (হযরত শায়খ) আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্‌রত সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। লোকদের উপর তাঁর কথার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও বিনম্রতা ছেয়ে গেলো। তখনই মজলিসের উপর দিয়ে এক আজব গড়নের পাখি অতিক্রম করলো। কিছু লোক ওই পাখি দেখে শায়খের কথা শোনা থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন, "মা'বুদের মহা সম্মানেরই শপথ! যদি আমি চাই এবং ওই পাখির উদ্দেশে বলি, 'তুই মরে যা এবং টুকরো টুকরো হয়ে যা', তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটা মরে

যাবে।" এখানো তাঁর কথা শেষ হয়নি, ওদিকে ওই পাখি টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

মজলিসের সবাই চিৎকার করে উঠলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবুল ক্বাসিম আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবূ সালেহ্ নসর। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাবকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি অনারবীয় দেশগুলোতে ভ্রমণ করেছি এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানার্জন করেছি। অতঃপর যখন আমি বাগদাদে ফিরে আসলাম, তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, আমি আপনার সামনে লোকদের ওয়া'য শোনাতে চাই। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি কুরসীতে উঠে বসলাম এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় বিভিন্ন জ্ঞানগত বিষয়ে ওয়া'য করলাম। আমার পিতাও তা শুনেছিলেন; কিন্তু কারো অন্তর নরম হলো না। না কারো চোখের পানি বের হলো।

তখন মজলিসে উপস্থিত লোকেরা আমার পিতার সমীপে উচ্চস্বরে এ বলে আবেদন জানাতে লাগলো, "আপনিই কিছু বলুন।" তখন আমি নেমে আসলাম এবং পিতা মহোদয় কুরসীর উপর তাশরীফ রাখলেন আর বললেন, "আমি গতকাল রোযাদার ছিলাম। ইয়াহিয়ার মাতা আমার জন্য কয়েকটি ডিম ভুনেছিলো এবং সেগুলো একটি পেয়ালায় পুরে একটি পানির পাত্রে রেখে দিলো। বিড়াল এসে সেটা ফেলে দিলো এবং সেটা ভেঙ্গে গেলো।" তিনি এতটুকু বলেছিলেন। এদিকে সেটার প্রভাবে সবাই চিৎকার করে উঠলেন। অতঃপর যখন তিনি নেমে আসলেন, তখন তাঁকে আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "হে বৎস! তোমার স্বীয় সফরের ব্যাপারে (তোমার) গর্ব রয়েছে। বস্তুতঃ তুমি কি ওদিকে সফর করেছো?" আর স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে বৎস! যখন আমি চেয়ারে উঠে বসলাম, তখন আমার অন্তরে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আমার ক্বলবের উপর তাজাল্লী ঢেলেছেন। আর আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তখন আমি ওইকথা বর্ণনা করেছি, যা তুমি শুনেছো। তখন সেটা এমন প্রশস্ততায় সমৃদ্ধ ছিলো যে, তা ভক্তি প্রযুক্ত ভয়ের সাথে আবদ্ধ ছিলো। ফলে তাই ঘটেছে, যা তুমি শ্রোতাদের মধ্যে দেখেছো।"

তিনি বলেন, এরপর আমি প্রায়শঃ কুরসীর উপর আরোহন করতাম এবং লোকদের সামনে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান, উসূল ও ফিক্বাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে ওয়া'য করতাম। আমার পিতাও তা শুনে থাকতেন। কিন্তু আমার কথা কাউকে প্রভাবিত করতো না। অতঃপর আমি নেমে যেতাম এবং তিনি কুরসীর উপর তাশরীফ রাখতেন আর বলতেন, "হে বীরত্বের প্রত্যাশী, একটু সরব করো।" একথা বলতেই পুরো মজলিস এক সাথে চিৎকার করে উঠতো।

আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি নিজের প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকো। আর আমি অন্যান্যদের প্রসঙ্গে কথা বলি।" তিনি আরো বলেন, যখন ওয়া'যের মজলিসে কেউ তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতো, তখন তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, "আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে (আল্লাহ্‌র নিকট) অনুমতি প্রার্থনা করছি" এবং খালেস তাঁর দিকে মনোনিবেশ করেই বলেন। অতঃপর মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন। তাঁর মধ্যে ভক্তি প্রযুক্ত ভয় ছাইয়ে যেতো এবং সম্ভ্রম এসে যেতো। অতঃপর ওই বিষয়ে আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা করতেন, আলোচনা করতেন।

তিনি বলেন, তিনি এটাও বলতেন, *"মহা পরাক্রমশালী মা'বূদের মহা সম্মানেরই শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এ কথা বলা হয় না যে, 'আমায় তোমার হক্বের শপথ! ওয়ায করো, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা থেকে হেফাযত করে নিলাম', ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওয়ায করতাম না।" আর আমাকে বলা হতো, "হে আবদুল ক্বাদির! তুমি ওয়া'য করো। তোমার কথা শোনা হবে।"*

তাজাল্লিয়াতের প্রকাশ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আযদমর। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ বক্বিয়্যাতুস্ সালাফ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে আলী লাখ্‌মী নহর-মুল্‌কী। তিনি বলেন, আমি শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তু থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদা শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মজলিসে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে বসে ওয়া'য করছিলেন। আমি দেখলাম প্রথম সিঁড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে সেটা চোখের দৃষ্টি যতদূর গেলো ততদূর পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেলো। তাতে সবুজ 'সুন্দুস' (রেশমী পাতলা কাপড়) বিছানো হলো। আর সেটার উপর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর,

হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম তাশরীফ রাখছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লী হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদিরের ক্বলবের উপর পড়লো। অতঃপর তিনি ঝুঁকে পড়লেন এবং নিচে পড়ে যাবার উপক্রম হলেন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ধরে ফেললেন যেন পড়ে না যান। এরপর তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে গেলেন। এমনকি চড়ুই পাখীর মতো হয়ে গেলেন। অতঃপর মোটা হয়ে গেলেন, এমনকি ভীতিজনক আকৃতিতে পৌছে গেলেন। অতঃপর আমার নিকট থেকে এসব বিষয় গোপন হয়ে গেলো।

তিনি বলেন, অতঃপর শায়খ বাক্কা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদেরকে দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, তাঁদের রূহসমূহ মানবাকৃতির হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে শক্তি দান করলেন। তাঁরা প্রকাশিত হয়েছেন। অতঃপর তাঁদেরকে তারাই দেখতে পায়, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের গুণাবলীসহ শারীরিক আকৃতি দেখার ক্ষমতা দান করেন। মি'রাজের হাদীস শরীফ এর প্রমাণ। আর শায়খ আবদুল ক্বাদিরের হালকা-পাতলা হয়ে যাওয়া ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, প্রথম তাজাল্লী এ গুণের উপর ছিলো যে, তা প্রকাশ পেলে কোন মানুষ নবীর সাহায্য ছাড়া স্থির থাকতে পারে না। এ কারণে হযরত শায়খ পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলেন। যদি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে না ধরতেন তাহলে শীঘ্রই শায়খ পড়ে যেতেন। আর দ্বিতীয় তাজাল্লী 'জালাল' (মহত্ব)-এর গুণে গুণান্বিত ছিলো। এ কারণে তিনি হালকা-পাতলা (দুর্বল বিশেষ) হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া, তৃতীয় তাজাল্লী 'জামাল' (সিগ্ধতাপূর্ণ সৌন্দর্য্য)-এর গুণবিশিষ্ট ছিলো। এ কারণে চাক্ষুষ দর্শনে তিনি আনন্দচিত্ত ও মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। এটা খোদা তা'আলার অনুগ্রহ; যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বড় অনুগ্রহশীল।

পায়ের মধ্যে পেরেক ঢুকে যাওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাকারিম খলীফা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী হাররানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ তালেব আবদুল লতীফ ইবনে মুহাম্মদ কুনাইত্বী হাররানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাদ্বল আহমদ ইবনে ক্বাসিম ইবনে আবদান কুরশী বাগদাদী বাযযার। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চাদর পরিধান

করতেন এবং আলিমদের লেবাস পরিধান করতেন। অবশ্য উন্নতমানের সুতার লেবাস পরতেন। আমার নিকট তাঁর খাদিম ৫৫৮ হিজরীতে স্বর্ণ আনলেন এবং বললেন, আমি এমন কাপড় চাই, যার প্রতি গজের মূল্য এক দিনার হয়; এর চেয়ে যেন এক পয়সাও কমবেশী না হয়। আমি তাকে কাপড় দিলাম এবং বললাম, "এটা কার জন্য নিচ্ছো?" তিনি বললেন, "আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানীর জন্য।" আমি মনে মনে বললাম, "হযরত শায়খ তো খলীফার জন্যও কোন কাপড় রাখলেন না।" এ কথা তখনো আমার মনে পূর্ণভাবে আসেনি, এদিকে দেখলাম আমার পায়ে একটি পেরেক ঢুকে আছে। এর ব্যথায় আমার মৃত্যুকে সন্নিকটেই দেখতে পাচ্ছিলাম। সকল লোক আমার পা থেকে সেটা বের করার জন্য একত্রিত হয়ে গেলো; কিন্তু তারা সেটা বের করতে পারলো না। আমি বললাম, "আমাকে বহন করে শায়খের বরকতময় দরবারে নিয়ে চলো।"

অতঃপর যখন আমাকে শায়খের সামনে রাখা হলো, তখন তিনি আমাকে বললেন, "হে আবুল ফদ্বল! তুমি মনে মনে কেন আমার সম্পর্কে আপত্তি করছো? মা'বূদের সম্মানের শপথ! আমি কখনো ওই লেবাস পরিধান করিনি, যতক্ষণ না আমাকে বলা হয়, 'আমার সত্যতার শপথ! তুমি এমন জামা পরিধান করো, যার প্রতি গজের মূল্য এক দিনার হয়'।

হে আবুল ফদ্বল! এটা হলো কাফন। আর মৃত ব্যক্তির কাফন উত্তমই হওয়া চাই। আর এটা হচ্ছে হাজার মৃত্যুর পর।"

অতঃপর তিনি আমার পায়ের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তখনই ওই পেরেক সরে গেলো এবং ব্যথাও চলে গেলো। আল্লাহ্‌রই শপথ! অতঃপর আমার অনুভবই হয়নি যে, সেটা কোত্থেকে আসলো আর কোথায় চলে গেলো। আর সেটা আমার পা ব্যতীত অন্য কোথাও দেখতে পায়নি। আমি তখনই চলাফেরা করতে লাগলাম। তখন শায়খ বললেন, *"আমার উপর তার এ আপত্তি তার জন্য পেরেকের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।"*

হাঁচির উত্তর

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ রজব ইবনে আবুল মনসুর রাযী এবং আবূ যায়দ আবদুর রহমান ইবনে সালিম ইবনে আহমদ ক্বরশী। আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নসর এবং শায়খ আবুল হাসান আলী নান্‌বাঈ, বাগদাদে। আবূ সালিহ বলেন, আমাদেরকে

সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবদুর রায্যাক্ব এবং আবুল হাসান বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ওমর বায্যার। আর আবূ যায়দ বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আলিম আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে সা'ঈদ দারী সা'লাবী, হাম্বলী, দামেস্কে। তাঁরা সবাই বলেছেন, আমাদের শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু আলিমদের লেবাস পরতেন এবং চাদর গায়ে দিতেন, খচ্চরের উপর আরোহন করতেন। তাঁর সামনে পতাকা উত্তোলন করা হতো। বড় কুরসীর উপর তিনি ওয়া'য করতেন। তাঁর কথায় দ্রুততা ও উঁচুতা থাকতো। তাঁর কথা শোনা হতো। যখন তিনি বলতেন, তখন সবাই নিশ্চুপ হয়ে শুনতো। যখন নির্দেশ দিতেন, তখন সবাই দ্রুত নির্দেশ পালন করতো। যখন কোন পাষাণহৃদয়ও তাঁকে দেখতো, তখনই তার হৃদয় নম্র হয়ে যেতো। যখন তুমি তাঁকে দেখেছো, তখন যেন সব লোককেই দেখেছো। যখন তিনি জুমু'আহ্র দিনে জামে মসজিদে যেতেন, তখন বাজারগুলোতে সকল লোক দাঁড়িয়ে যেতো এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁর ওসীলা নিয়ে উদ্দেশ্যাবলী পূরণের জন্য দো'আ করতো। তাঁর ছিলো সুনাম ও প্রসিদ্ধি, তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করা হতো এবং তাঁর বাণীগুলো মনযোগ সহকারে শোনা হতো। এক জুমু'আর দিনে মসজিদে তাঁর হাঁচি আসলো। তখন লোকেরা তাঁর হাঁচির জবাব দিলো। এমনকি আমি মসজিদে উচ্চরব শুনতে পেলাম। তাঁরা বললেন, "খোদা আপনার উপর দয়া করুন এবং আপনার কারণেও দয়া করুন।" খলীফা আল-মুসতান্জিদ তখন জামে মসজিদের একটি কক্ষে ছিলেন। তিনি বললেন, "এ শোরগোল কিসের?" লোকেরা বললো, "শায়খ আবদুল ক্বাদিরের হাঁচি এসেছে। সুতরাং এটা তাঁর হাঁচির জবাবের আওয়াজ।"

তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আয্দমর মুহাম্মদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বাগদাদী সূফী, ওরফে সাক্বা। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর প্রতি খুব ভক্তি প্রযুক্ত ভয় হতো। যখন তিনি কারো দিকে তাকাতেন তখন তাঁর ভয়ে সে কাঁপতে থাকার উপক্রম হতো। আর বেশীর ভাগ সময় তো কেঁপেই উঠতো। আর যখন তিনি বসতেন, তখন লোকেরা তাঁকে চোখের কোনায় এমনভাবে দেখতেন যেন তাদের রং কালো হয়ে যেতো।। সর্বোপরি, তুমি

তাদের চেয়ে বেশী, তাঁর নির্দেশ পালন করতে কাউকে দেখবেনা, তাঁদের চেয়ে বেশী কাউকে তাঁর আনুগত্য করতেও দেখবে না। আল্লাহ্ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তাঁর সাথীদের বুযুর্গী এবং সু-সংবাদ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সালিম ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ দিম্‌ইয়াত্বী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বাগদাদী, ওরফে ইবনে হামামী, বাগদাদে এবং শায়খ আবুল হাসান আলী নানবাঈ ও শায়খ আবূ 'আমর ওসমান, ওরফে 'ক্বাসীর' (খাটো গড়ন বিশিষ্ট), উভয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং শুনছিলেন। ইবনুল হামামী বলছিলেন, "আমি ৫৫৮ হিজরীতে দামেস্ক একটি নহর স্বপ্নে দেখলাম। আমি তখন ছোট ছিলাম। আমি দেখলাম এর সব পানি রক্ত ও পুঁজ হয়ে গেছে। এর মাছগুলো সাপ ও কীটে পরিণত হয়ে গেছে। ওইগুলোর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে যাচ্ছিলো। আমি তা থেকে এ ভয়ে পালাচ্ছিলাম যে, কখনো আমাকে ধরে ফেলছে কিনা। অবশেষে আমি আমাদের বাড়ীতে এসে গেলাম। তখন ঘরের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি আমাকে একটি পাখা দিলো। আর বললো, "এটাকে শক্তভাবে ধারণ করো।" আমি বললাম, "এটাতো আমাকে উঠাবেনা।" তিনি বললেন, "তোমাকে তোমার ঈমান উঠাবে।" তখন আমি সেটার একদিকে ধরলাম। তখন কী দেখেছি? দেখলাম আমি তার নিকট চৌকির উপর আমাদের ঘরেই আছি। আর আমার ভয় চলে যেতে লাগলো। আমি বললাম, "আপনাকে ওই আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আমার উপর আপনার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।"

তারপর আমি তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের কারণে কাঁপতে লাগলাম। অতঃপর আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দো'আ করুন যেন আমি তাঁর কিতাব এবং আপনার সুন্নাতের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারি।" তিনি বললেন, "হাঁ। আর তোমার শায়খ আবদুল ক্বাদিরও একথা তিন তিনবার বলেছেন।"

অতঃপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আর স্বপ্নের এ ঘটনা আমি আমার পিতার নিকট বর্ণনা করলাম। আমরা শায়খের সাক্ষাতের জন্য রওনা হলাম। এটা ওইদিন ছিলো,

যেদিন তিনি খানক্বাহ শরীফে ওয়া'য করেন। সুতরাং আমরা তাঁকে ওয়া'যরত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর নিকটে এজন্য বসতে পালাম না যে, সেখানে লোকদের বেশী ভিড় ছিলো। এ কারণে আমরা সব লোকের পেছনেই বসে গেলাম। তিনি নিজের কথা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, "ওই দু'ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে এসো" এবং তিনি আমাদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমাকে ও আমার পিতাকে লোকদের গর্দানের উপর দিয়ে (ভিড় চিরে) একেবারে তাঁর কুরসীর নিকটে পৌছিয়ে দেওয়া হলো।

তিনি আমাদেরকে আহ্বান করলেন। আমার পিতা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। তিনি আমার পিতাকে বললেন, "হে আবলাহ্! (সবল-সোজা লোক) তুমি আমার নিকট প্রমাণ বিহীন (কিংবা কারো বাত্‌লানো ছাড়া) আসোনি।" তিনি তাকে নিজের জামা পরিয়ে দিলেন আর আমাকে ওই টুপি বা চাদর পরিয়ে দিলেন, যা তাঁর মাথার উপর ছিলো। আমরা লোকদের মধ্যে বসে গেলাম। আমার পিতা দেখলেন, যে জামাটি শায়খ পরিধান করিয়েছিলেন, তা উল্টো ছিলো। তিনি সেটা সোজা করে পরে নিতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, "লোকেরা চলে যাওয়া পর্যন্ত সবর করুন।" যখন শায়খ কুরসীর উপর থেকে নেমে আসলেন, তখন আমার পিতা ইচ্ছা করলেন যেন এটা লোকদের আনাগোনার মধ্যে সোজা করে পরে নেন; কিন্তু তখন দেখলেন যে, সেটা সোজাই রয়েছে। তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। আর লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

অতঃপর শায়খ বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমরা সবাই তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম তিনি 'কুব্বাতুল আউলিয়া' (আউলিয়া কেরামের গম্বুজ)-এর মধ্যে আছেন। সেটা খাক্বাহ্‌র একটি গম্বুজ ছিলো। সেটা এ নামে এজন্য প্রসিদ্ধ ছিলো যে, এতে আল্লাহ্‌র বহু সংখ্যক ওলী এবং অদৃশ্য পুরুষগণ শায়খের যিয়ারতের জন্য আসতেন।

অতঃপর তিনি আমার পিতাকে বললেন, *"যার পথপ্রদর্শক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হন এবং যার শায়খ আবদুল ক্বাদির হন, তার নিকট থেকে কারামত কিভাবে সংঘটিত হবে না? আর এটা হচ্ছে তোমার কারামত।"* তিনি দোয়াত-কলম আনালেন এবং আমাদেরকে খিরক্বাহ্ (খিলাফত)-এর সনদ লিখে দিলেন।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস খাদ্বির ইবনে আবদুল্লাহ হুসাইনী মসূলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ

দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুন্ নজীব আবদুল ক্বাহির ইবনে আবদুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী, বাগদাদে ৫৫১ হিজরীতে। আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই ফক্বীহ্ আবূ আলী ইসহাক্ব ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুদ্ দা-ইম হামদানী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ মুহাম্মদ আবদুল লতীফ ইবনে শায়খ আবুন্ নজীব আবদুল কাহির ইবনে আবদুল্লাহ্ সোহরাওয়ার্দী ফক্বীহ্ সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে প্রতি রাতে এমন আওয়াজ শোনা যেতো, যেভাবে মধুপোকার আওয়াজ আসে। তখন তাঁর মুরীদগণ শায়খ আবদুল ক্বাদিরকে ৫০৮ হিজরীতে বললো। কারণ তিনি তাঁর নিকটও থাকতেন, আপনি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন! তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, "আমার বারো হাজার মুরীদ রয়েছে। আমি প্রতিরাতে তাদের নাম গণনা করি। আর যার কিছুর প্রয়োজন হয়, তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। যখন আমার কোন মুরীদ গুণাহ্‌র কাজ করে, তখন তার উপর একমাসও অতিবাহিত হয় না, সে হয়তো মরে যায়, নতুবা তাওবা করে নেয়; এটা এ আশঙ্কায় করে, যেন সে (এ পাপ কাজে আর অগ্রসর না হয়) গুণাহ্‌ও বেড়ে না যায়।

তখন তাঁকে শায়খ আবদুল ক্বাদির বললেন, *"যদি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্যাদা দান করেন, তাহলে আমি আমার রব তাবারাকা ওয়া তা'আলার মহান দরবার থেকে অঙ্গীকার নেবো যেন তিনি আমার মুরীদদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাওবার উপর ব্যতীত মৃত্যুদান না করেন এবং আমি তাদের জন্য এ ব্যাপারে জামিন হবো।"* অতএব, শায়খ হাম্মাদ বললেন, *"আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা এর উপর সাক্ষী বানিয়েছেন যে, তিনি আপনাকে অতিসত্তর এ মর্তবা দান করবেন এবং তাদের উপর আপনার মর্তবার ছায়া বিস্তৃত করবেন।"*

সাত স্তর পর্যন্ত জান্নাত অর্জন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সালিহ ইবনে ইয়াহিয়া ক্বুরশী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ওরফে তাওহীদী, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার মামা প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ

নস্‌র এবং শায়খ আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ ওরফে ইবনুল মনসূরী। আমার মামা বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবদুর রায্‌যাক্ব এবং আমার চাচা আবদুল ওয়াহ্‌হাব। ক্বাসিম বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তিনজন শায়খ ঃ আবুস্‌ সা'উদ হারীমী, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ক্বা-ইদুল আওয়ানী এবং শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর বায্‌যার। তাঁরা বলেছেন, *"শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় মুরীদদের এ কথার যামিনদার যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না এবং তাঁকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁর মুরীদগণ এবং তাঁর মুরীদদের মুরীদগণ সাত স্তর পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে।"*

মুরীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা

হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, *"আমি স্বীয় মুরীদের সাত স্তর পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের যিম্মাদার। যদি বিশ্বের পূর্ব প্রান্তে আমার মুরীদের পর্দা খুলে যায় আর আমি পশ্চিম প্রান্তে থাকি, তাহলে আমি তা ঢেকে দিই।*

আমাকে 'হাল' এবং 'ক্বদর'র প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি আমার হিম্মত (সাহস) দ্বারা নিজের ওই মুরীদদের হিফাযত করি। ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে আমাকে দেখেছে কিংবা যে তাকে দেখেছে, যে আমাকে দেখেছে, অথবা তাকে দেখেছে, যে আমাকে দেখেছে এমন ব্যক্তিকে দেখেছে। ওই ব্যক্তির জন্য আমি দুঃখবোধের কারণ, যে আমাকে দেখেনি।"

রাব্বুল ইয্‌যাতের দরবারে উপস্থাপিত হওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল 'আফাফ মূসা ইবনে শায়খ আবুল মা'আলী ওসমান ইবনে মূসা বুকা'ঈ, অতঃপর দামেস্কী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা দামেস্কে। তিনি বলেন, শায়খ-ই সালিহ আবূ মুহাম্মদ দাউদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ বাগদাদী ওরফে 'হা-ইক' (তাঁতী), বাগদাদে! তিনি বলেছেন, আমি ৫৪৮ হিজরীতে শায়খ মা'রূফ করখীকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তাঁর নিকট লোকদের বিভিন্ন অবস্থার কথা পেশ করা হচ্ছে আর তিনি সেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে পেশ করছেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, "হে শায়খ দাউদ! তুমি তোমার অবস্থা বর্ণনা করো। আমি তা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করবো।" আমি

বললাম, "আমার শায়খকে কি অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে? অর্থাৎ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে?"

তিনি বললেন, "না! আল্লাহ্‌রই শপথ! তাঁকে অব্যাহতি দেনও নি, দেবেনও না।।" অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম এবং খুব ভোরে শায়খের মাদ্‌রাসায় আসলাম এবং তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে বসলাম যেন তাঁকে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করি। আমি তাঁকে দেখা কিংবা কথা বলার পূর্বেই তিনি ঘরের ভিতর থেকে বললেন, "হে দাউদ! তোমার শায়খকে না অব্যাহতি দিয়েছেন, না দেবেন। আর তুমি তোমার কিস্‌সা (অবস্থা) বা ফরিয়াদ থাকলে বলো। আমি তা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করবো। আল্লাহ্‌রই শপথ! আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কখনো আপন মুরীদ কিংবা মুরীদ নয় এমন কারো অবস্থা পেশ করিনি, যা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।"

তাঁর দো'আ ও খিরক্বাহ্ (পোশাক বিশেষ)-এর বরকত

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ্ নস্‌রুল্লাহ্ ইবনে আবুল মাহাসিন ইয়্‌সুফ ইবনে খলীল ইবনে আলী বাগদাদী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযা আযজী, ওরফে ইবনে ত্বাব্বাল, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম হাফিয তাজুদ্দীন আবূ বকর আবদুর রায্‌যাক্ব ইবনে শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর সন্তান ইয়াহিয়ার মাতাকে ৯ই শাবান, ৫৫০ হিজরী, বুধবার বলেছেন, "আমার জন্য চাউল রান্না করো! তিনি উঠলেন এবং তাঁর জন্য চাউল রান্না করলেন আর তাঁর জন্য দস্তরখানা বিছিয়ে তাতে খাদ্য সাজিয়ে দিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন অর্ধরাত হলো তখন দেওয়াল ফেটে সেটার ভিতর থেকে এমন একজন লোক বের হলেন, যিনি সব খানা খেয়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি চলে যেতে লাগলেন। তখন তিনি (আমাকে) বললেন, "তাঁর সাথে সাক্ষাত করো এবং নিজের জন্য দো'আ করাও।" আমি তাঁর সাথে দেয়ালের বাইরে সাক্ষাত করলাম। তিনি দেয়াল থেকে তেমনিভাবে বের হলেন, যেমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন। আমি তাঁকে দো'আর জন্য বললাম। তিনি আমাকে বললেন, *"আমি আপনার পিতার দো'আ এবং তাঁর খিরক্বার বরকতে এ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছেছি যা আপনি দেখছেন।"*

যখন আমি সকালে এ কথা শায়খ আলী ইবনুল হায়াতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বললাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, *"আমি কোন খিরক্বাহ্, কারো মাথায় কারো এমন হাতে, যাতে তার উপর দ্রুত বিজয় ও বরকতের প্রভাব পড়ে, তোমার পিতার ছাড়া দেখিনি। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর ব্যক্তির উপর এ দিনগত রাতে একই সাথে বড় বিজয় দান করেছিলেন, যাঁরা তাঁর নিকট থেকে খিরকা পরিধান করেছিলেন। আর তাদেরকে তাদের মাথার উপর তাঁর হাত রাখার বরকতে বিরাট দানে ভূষিত করা হয়েছে। যে দিন থেকে আমি তোমার পিতাকে দেখেছি, ওইদিন থেকে বেশী কোন বরকতওয়ালা দিন দেখছিনা।"*

তাঁর সাথে সম্পর্ক নাজাতের মাধ্যম

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মানযূর কাতানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাত্‌হ্ হারাভী দামেস্কে। তিনি বলেন, *"আমি শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনে হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বাগদাদে শুনেছি যে, কোন শায়খের মুরীদ নিজ শায়খের মাধ্যমে ততটুকু সৌভাগ্যবান হয়নি, যতটুকু শায়খ আবদুল ক্বাদিরের মুরীদগণ তাঁর দ্বারা হয়েছে।"*

তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ সা'দ ক্বায়লভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বাগদাদে শুনেছি, তিনি বলেন, *"শায়খ আবদুল ক্বাদির 'আলমে আ'লা' (উঁচুতর জগৎ) থেকে এ কথা নিয়েই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন যে, 'যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, সে নাজাত পাবে।"*

তিনি বললেন, "আমি শায়খ-ই পেশওয়া বাক্কা ইবনে বত্বূকে বলতে শুনেছি, *"আমি শায়খ আবদুল ক্বাদিরের সকল মুরীদকে সৎলোকদের বাহিনীতে চমকিত অবস্থায় দেখেছি।"*

রহমতের সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল বারাকাত ইয়ূনুস ইবনে সালিম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ তামীমী বাকারী মসূলী মুক্বরী এবং আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ দামেস্কী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ

দিয়েছেন আমাদের শায়খ আবুল মাফাখির আদী ইবনে শায়খ আবুল বারাকাত, মসূলে। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা শায়খ আদী ইবনে মুসাফির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে ৫৫৪ হিজরীতে তাঁর পাহাড়ের হুজুরায় বলতে শুনেছি, *"মাশাইখের মুরীদদের থেকে যে ব্যক্তি আমার নিকট এটা চায় যেন আমি তাকে খিরক্বাহ্ (পোশাক বিশেষ) পরিধান করাই, তাহলে আমি তাকে পরিয়ে দেবো; কিন্তু শায়খ আবদুল ক্বাদিরের মুরীদদের পারবো না। কেননা, নিশ্চয়ই তারা রহমতের সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে। আর কেউ কি সমুদ্র ছেড়ে ছোট নদীর প্রতি আসবে?"*

তাঁর প্রতি ভক্তি ক্ষমা পাবার মাধ্যম

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে শায়খ আবুল মাজদে মুবারক ইবনে ইয়ূসুফ বাত্বা-ইহী হাদ্দাদী শাফে'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবূ সালেহ্ নসর, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা শায়খ আবদুর রায্‌যাক্ব এবং আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন মহান শায়খ ঃ শায়খ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবূ ইমরান মূসা ইবনে আহমদ ক্বরশী খালেদী এবং আবুল ক্বাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওবাদাহ্ আন্‌সারী জীলানী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুল হাসান আলী ক্বরশী দামেস্কে। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেছেন, "আমাকে একটি কাগজ দেয়া হয়েছে, যা এতো বড় ছিলো যে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি পড়তো ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথী এবং মুরীদগণের নাম ছিলো। আর আমাকে বলা হয়েছে, তাদের সবাইকে তোমার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে'। আর আমি দোযখের দারোয়ান মালিককে বললাম, "তোমার নিকট কি আমার কোন মুরীদ আছে?" তিনি বললেন, "না।"

"আমার মহান রবের মহত্বের শপথ! আমার হাত আমার মুরীদের উপর তেমনি, যেমন আসমান যমীনের উপর রয়েছে। আর যদি আমার মুরীদ উৎকৃষ্ট নাও হয়, তবে আমিতো উৎকৃষ্ট আছি। আমার রবের ইজ্জত ও মহত্বের শপথ! আমার কদমযুগল (মর্যাদা) আমার রবের সম্মুখে থাকবে; এমনকি আমাকে এবং তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

স্বপ্নে সত্তর বার গোসল করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবুল গানা-ইম মুহাম্মদ হুসাইনী-দামেস্কী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা দামেস্কে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের এক মুরীদের এক রাতে স্বপ্নযোগে সত্তরবার ব্যভিচারের গুনাহ সম্পন্ন হয়েছিলো- সে দেখলো যে, প্রতিবার এমন একটি মহিলার সাথে যিনা করছে, যে পূর্বেরটি ব্যতীত অন্য এক নারী। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মহিলা তাকে চিনতো এবং কিছু সংখ্যক তাকে চিনতো না।

যখন সকাল হলো, তখন লোকটি শায়খের দরবারে এজন্য উপস্থিত হলো যেন তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করে। তখন সে কিছু বলার পূর্বেই তিনি (শায়খ) বলেছেন, *"তুমি গতরাতে তোমার 'জানাবত' (গোসলের প্রয়োজন হওয়া)-র স্বপ্নকে মন্দ মনে করো না। কেননা, আমি তোমার নাম লওহে মাহফুযে দেখেছিলাম এবং তাতে এটা লেখা ছিলো যে, তুমি সত্তরবার অমুক অমুক মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। (তিনি ওই সকল মহিলার নাম এবং অবস্থা সম্পর্কে জানেন। সেগুলো তিনি তার সামনে বর্ণনা করেছিলেন।) অতঃপর আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলাম। তিনি তোমার জন্য সেটাকে জাগ্রত অবস্থা থেকে স্বপ্নে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন।"*

আমার রবের প্রতিশ্রুতি

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফদ্বল মনসূর ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল জব্বার ইবনে আলী কুরশী হাশেমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান নানবাঈ, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমরান কীমাতী এবং বাযযার, বাগদাদে, ৫৯২ হিজরীতে। তারা উভয়ে বলেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলা হলো, *"কোন ব্যক্তি আপনার নাম নিলো, কিন্তু সে না আপনার হাত ধরেছে, না আপনার খিরক্বাহ পরেছে। তাহলে সেও কি আপনার মুরীদদের মধ্যে গণ্য হতে পারবে?"* তিনি বললেন, *"যে ব্যক্তি আমার দিকে সম্পৃক্ত হবে এবং আমার নাম নেবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুবূল করে নেবেন এবং তার তাওবা কবূল করবেন- যদিও সে মন্দ পথের উপর থাকে। আর সে আমার*

মুরীদদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার মুরীদগণ, আমার মাযহাবভুক্তগণ এবং আমাকে ভালবাসে এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মহাত্মাগণের মর্যাদার স্তর

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ রজব ইবনে মানসূর দারী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খঃ শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ আবদুর রাহীম আস্‌কার ইবনে আবদুর রাহীম নসীবীনী, নসীবীনে এবং শায়খ আবুল হাসান ওরফে মোজা বিক্রেতা বাগদাদী, বাগদাদে। আবূ আবদুর রহীম বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তিনজন শায়খঃ হাফেয তক্বীউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল গণী ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মাক্বদিসী, ইমাম মুয়াফ্‌ফাক্ব উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ক্বোদামাহ্ মাক্বদিসী, দামেস্কে এবং শায়খ-ই সালিহ আবূ আবদুল মালিক যাইয়্যাল ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে রাশেদ ইরাকী, বায়তুল মোক্বাদ্দাসে। তাঁরা সবাই বলেছেন, আমরা আমাদের শায়খ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বাগদাদে কুরসীর উপর বসে বলতে শুনেছি, ৫৬১ হিজরীর মাসসমূহে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো ওই ব্যক্তির বুযুর্গী সম্পর্কে, যিনি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবেন, *"আমার একটি ডিম হাজার ডিমের বদলা (সমান)। সুতরাং বাচ্চার মূল্য কত বেশী হবে?"*

তাঁর কারণে শাস্তি হ্রাস

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ক্বীমান ইবনে আলী আরযানী রূমী হানাফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই জলীল ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী সরসরী, ওখানেই ৬২৯ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেছেন, "আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বলতে শুনেছি, *"কোন মুসলমান যদি আমার মাদ্‌রাসার দরজাও অতিক্রম করে যায়, তবে ক্বিয়ামতের শাস্তি তার উপর থেকে হ্রাস করা হবে।"*

তাঁর দরবারে বাগদাদে এক যুবক আসলো এবং তাঁকে বললো, "আমার পিতা মারা

গেছেন। আমি তাঁকে গতরাত স্বপ্নে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেন যে, তাঁর কবরে শাস্তি হচ্ছে।" তিনি আমাকে বলেছেন, "শায়খ আবদুল ক্বাদিরের দরবারে যাও এবং আমার জন্য তাঁর নিকট দো'আ চাও।"

তিনি তাকে বললেন, "সে কি কখনো আমার মাদ্‌রাসার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছিলো?" সে (যুবক) বললো, "জ্বী-হাঁ।" তখন তিনি নিশ্চুপ রইলেন। অতঃপর পরবর্তী দিন তার সন্তান আসলো এবং বলতে লাগলো, "আমি গত রাত তাঁকে খুশী ও আনন্দিত দেখেছি এবং তার উপর সবুজ পোশাক রয়েছে।" তিনি আমাকে বলেছেন, "আমার শাস্তি তুলে দেয়া হয়েছে। আর যে পোষাক তুমি দেখছো, সেটা শায়খ আবদুল ক্বাদিরের বরকতে আমাকে পরানো হয়েছে। অতএব, ওহে আমার সন্তান! তোমার উচিৎ তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গ অবলম্বন করা।" অতঃপর শায়খ বললেন, *"আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি ওই মুসলমানের শাস্তিকে লঘু করবেন, যে আমার মাদ্‌রাসার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে।"*

তিনি বলেন, আমি একদিন তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁকে বলা হলো যে, সে একটি কবরে মৃত ব্যক্তির আওয়াজ শুনেছে। কয়েকদিন পূর্বে তাঁকে 'বাবে আযজ'র কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিলো। তিনি বলেছেন, "সেকি আমার খিরক্বাহ্ পরিধান করেছিলো?" (আমার মুরীদ হয়েছিলো?) লোকেরা বললো, "আমরা তা জানিনা।" তিনি বললেন, "সে কি আমার মজলিসে হাযির হয়েছিলো?" তারা বললো, "আমরা তাও জানিনা।" তিনি বললেন, সে কি আমার খাদ্য থেকে আহার করেছে?" তারা বললো, "আমাদের জানা নেই।" তিনি বললেন, "সেকি আমার পেছনে নামায পড়েছে?" তারা বললো, "তাও তো আমাদের জানা নেই।" তিনি বললেন, "সীমাতিক্রমকারী অনিষ্টেরই বেশী উপযোগী।" আর কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। তাঁকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ঢেকে নিয়েছিলো, তাঁর উপর ভাবগম্ভীর্য দেখা গেলো। অতঃপর বলেছেন, *"ফিরিশ্‌তারা আমাকে বলেছেন, সে আপনার চেহারা দেখেছে এবং আপনার প্রতি তার ধারণা ভালো ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা ওই কারণে তার উপর মেহেরবাণী করেছেন।"*

তিনি বলেন, লোকেরা তার কবরের নিকট পুনরায় কয়েকবার গিয়েছে; কিন্তু এর পর আর কখনো তারা চিৎকার শানেনি।

পৃথিবীর সম্প্রদায়গুলোর নামে তাঁর মহান ফরমান

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে আবদুল্লাহ্ ক্বাতাঈ যুবায়দী, যাঁর জন্ম ও বাসস্থান বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান নানবাঈ বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুল হাসান জাওসক্বী রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হু। তিনি বলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের দরবারে উপস্থিত হলাম। আর তাঁর নিকট শায়খ আলী ইবনে হায়তী এবং শায়খ বাক্কা ইবনে বত্তু রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুম উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাকে শায়খ আবদুল ক্বাদির বললেন, *"প্রত্যেক আক্তাবলে আমার একটি এমন নর পশু রয়েছে, যার সমান আর কোনটি শক্তিশালী নেই, প্রত্যেক যমীনে আমার এমন একটি (দ্রুতগামী) ঘোড়া রয়েছে, যার আগে যাওয়া যায় না, প্রত্যেক সেনাদলে আমার একজন সিপাহসালার রয়েছে, যার কেউ বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না আর প্রত্যেক পদে আমার এমন একজন খলীফা রয়েছে, যাকে অপসারণ করা যায় না।"*

সবচেয়ে বেশী তাঁরই সহচর এবং মুরীদ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ ক্বাসিম ইবনে শায়খ আবূ আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে আলী হাশেমী বাগদাদী হেরমী হাম্বলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন নেক-বখত শায়খগণঃ শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল করীম ইবনে মানসূর ইবনে আবূ বকর বাগদাদী মুহাদ্দিস ওরফে আসারী, শায়খ আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ূসুফ আন্‌সারী সরসরী, শায়খ আবুল ফারাজ হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে দুয়ায়রাহ্ বসরী মুক্বরী এবং শায়খ কামাল উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়াদ্বদ্বাহ্ শাহরিয়ানী বাগদাদে, মানসূর জামে মসজিদে। এ হযরতগণ বলেছেন, আমরা শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়াক্বীর দরবারে, ওখানেই ৬২০ হিজরীতে ছিলাম। তখন শায়খ-ই সালিহ আবূ হাফ্‌স ওমর ওরফে সারীদাহ্ আসলেন। অতঃপর তাঁকে শায়খ আলী বলেছেন, "তাঁদের সবার সম্মুখে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করো।" তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম এবং

তাঁদের উম্মতগণ কিয়ামতের ময়দানে আসছেন। নবীগণের পেছনে দু'দু'জন লোক এবং আরো একজন লোক রয়েছে। অতঃপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তাঁর উম্মতগণ তাঁর আগে আগে (এতবেশী) রয়েছে– যেমন প্লাবন ও রাত। তাঁদের মধ্যে মাশা-ইখও রয়েছেন, প্রত্যেক শায়খের সাথে তাঁর মুরীদগণ রয়েছে; যাদের সংখ্যা, নূর এবং সৌন্দর্য ভিন্ন ভিন্ন। মাশা-ইখ থেকে একজন লোক আসলেন, যাঁর সাথে অনেক লোক; অন্যান্যদের চেয়ে বেশী। আমি তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন বলা হলো, "ইনি শায়খ আবদুল ক্বাদির এবং ওরা তাঁর সহচর ও মুরীদ।" তখন আমি সামনে অগ্রসর হলাম এবং বললাম, *"হে আমার সরদার! আমি শায়খদের মধ্যে কাউকে আপনার চেয়ে বেশী সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ দেখিনি আর না তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে কাউকে আপনার অনুসারীদের চেয়ে বেশী সুন্দর (উত্তম) দেখেছি।"*

অতঃপর তিনি আমাকে এ কবিতা শুনিয়েছেন ঃ

اذا كان منا سيد في عشيرة علاها وان ضاق الخناق حماها

যখন আমার সরদার কোন গোত্রে থাকেন, তখন তিনি তাদের থেকে মর্যাদায় বেড়ে যান, যদিও রশি সেটার স্থান ঘিরে ফেলতে গিয়ে সংকীর্ণ হয়ে যায়। (অর্থাৎ ওই গোত্রের লোক অগণিত হয়।)

وما اختبرت الا واصبح شيخها وما افتخرت الا وكان فتاها

আমাকে যখনই পরীক্ষা করা হলো, তখন আমি তার শায়খ সাব্যস্ত হলাম। আর আমি যখনই গর্ব করি, তখন আমি তাদের যুবক সাব্যস্ত হই।

وما ضربت بالابرقين خيامنا فاصبح ماوى الطارقين سواها

আমার তাঁবুগুলো কোন ময়দানে এমনভাবে লাগানো হয়নি যে, আগমনকারীদের ঠিকানা এগুলো ব্যতীত অন্য কোথাও থাকবে।

তিনি বলেছেন, অতঃপর আমি জেগে ওঠলাম। আর ওই পংক্তিগুলো আমার স্মরণে ছিলো। তিনি বলেছেন, শায়খ মুহাম্মদ ওয়া-'ইয দর্জি ওইদিন সেখানে হাযির ছিলেন। তাঁকে শায়খ আলী ইবনে ইদ্‌রীস্ বললেন, "হে মুহাম্মদ! তুমি শায়খ আবদুল ক্বাদিরের ভাষায় নিজের কবিতাগুলোর মধ্যে এ বিষয়বস্তুও আবৃত্তি করো! "সুতরাং তিনি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো পড়লেন–

هنيئا لصحبى اننى قائد الركب اسير بهم قصدا الى المنزل الرحب

আমার বন্ধুবান্ধব ও মুরীদদের জন্য মুবারকবাদ! কারণ, আমি হলাম কাফেলার প্রধান। আমি তাদেরকে প্রশস্ত গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

واكنفهم والكل فى شغل امره وانزلهم فى حضرة القدس من قرب

আমি তাদেরকে এমতাবস্থায় আশ্রয় দিই যে, প্রত্যেকে আপন অবস্থায় মগ্ন থাকে। আমি তাদেরকে পবিত্র দরবারে নৈকট্যের স্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে নামিয়ে দিই।

ولى معهد كل الطوائف دونه ولى منهل عذب المشارب والشرب

প্রত্যেক দলের জন্য আমার অঙ্গীকার রয়েছে! এতদ্ব্যতীত, আমার রয়েছে বড় হ্রদ, যার ঘাট ও পানি মিঠা।

واهل الصفا يسعون خلفى وكلهم له همة امضى من الصارم العضب

পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের লোকেরা আমার পেছনে দৌড়াচ্ছে। আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকের এমন সাহস রয়েছে, যা ধারাল তলোয়ার অপেক্ষাও বেশী কার্যকর।

রাহমনী নূর

অতঃপর তাঁকে শায়খ আলী বললেন, "তুমি খুব ভালো কথা বলেছো, তুমি যা কিছু বলেছো সত্য বলেছো।"

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ হাফ্স ওমর ইবনে শায়খ আবুল মাজ্দ মুবারক ইবনে আহ্মদ ইবনে আলী নসীবীনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আবদুর রাহীম আস্কার নসীবীনী, ওখানেই। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ইবনে শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বাগদাদে। তিনি বলেন, "আমার মা যখন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর জন্য একটি বাতি জ্বলে উঠতো এবং তিনি তা থেকে ঘরে আলো পেতেন।

একদা আমার পিতা ঘরে গেলেন। তখন তিনি বাতি দেখলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি সেটার উপর পড়লো, তখন সেটা নিভে গেলো।"

তিনি তাঁকে বললেন, "এ নূর, যা তুমি দেখেছো, সেটা শয়তান, যা তোমার খেদমত

করতো; কিন্তু এখন থেকে আমি সেটাকে তোমার দিক থেকে (অন্য দিকে) ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি এর পরিবর্তে তোমাকে একটি রহমানী নূর দিলাম। অনুরূপ তারই সাথে আমি এমনটি করি, যে আমার দিকে সম্পৃক্ত হয় অথবা যার প্রতি আমার দয়া হয়।"

তিনি বলেন, "এর পর থেকে যখন কখনো আমার মাতা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন সেখানে এমন নূর দেখতেন, যা চাঁদের আলোর মতো হতো। ওই ঘরের সকল দিক আলোয় ভরে যেতো।"

কিয়ামত পর্যন্ত আমি আমার সহচরগণ ও মুরীদের যিম্মাদার

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর আবহারী অতঃপর বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী নানবাঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর বাযযার বাগদাদে। তিনি বলেন, আমি আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে বহুবার বলতে শুনেছি, *"আমার ভাই হুসাইন হাল্লাজের পা পিছলে গেছে; কিন্তু তাঁর যুগে এমন কোন লোক ছিলো না, যে তাঁর হাত ধরে ফেলতো। আমি যদি তাঁর যুগে থাকতাম, তবে আমি তাঁর হাত ধরে ফেলতাম। আর আমি স্বীয় সহচরগণ এবং মুরীদ ও বন্ধুদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন প্রত্যেকের যিম্মাদার, যার আরোহীর পা পিছলে যায়। আমি তার হাত ধরে নিই।"*

গাউসুল ওয়ারা সবার সাহায্যকারী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী আবদুর রহীম ইবনে মুযাফ্ফর ইবনে মুহায্যাব ক্বরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ ইবনে নাজ্জার বাগদাদী। তাঁর সামনে বাগদাদে পড়া হতো আর আমি শুনতাম। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ জাবাঈ লিখেছেন, আর আমি সেটা তার চিঠি থেকে উদ্ধৃত করেছি।

তিনি বলেন, আমি হামদানে এক ব্যক্তির সাথে মিলিত হলাম; যিনি দামেস্কের

অধিবাসী ছিলেন। তাঁকে 'যরীফ' বলা হতো। তিনি আমাকে বলেন, আমি বিশ্র কুরযীর নিশাপুরের রাস্তায় অথবা বলেছেন, খাওয়ারিজমের রাস্তায় সাক্ষাৎ পেয়েছি, তার সাথে চৌদ্দটি উট চিনি বহনকারী ছিলো। তিনি বলেছেন, আমরা এমন জঙ্গলে ঢুকলাম, যা ছিলো খুবই ভয়ঙ্কর; সেখানে ভয়ে ভাই ভাইয়ের সাথে অবস্থান করতে পারে না। যখন আমরা রাতের প্রারম্ভে গাঠুরীগুলো উটের পিঠে বোঝাই করলাম, তখন আমরা মালবাহী চারটি উট নিখোঁজ পেলাম। আমি ওইগুলো তালাশ করলাম; কিন্তু পেলাম না। কাফেলাতো চলতে শুরু করলো। আর আমি আমার উটগুলো তালাশ করার জন্য কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। উষ্ট্রচালক আমাকে সহায়তা করলো এবং আমার সাথে র'য়ে গেলো। আমরা ওইগুলো তালাশ করলাম; কিন্তু কোথাও পেলাম না। আর যখন সকাল হলো তখন আমি শায়খ অর্থাৎ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র বাণী স্মরণ করলাম। তিনি বলেছিলেন, *"যখন তুমি কঠিন বিপদে পড়ো, তখন আমাকে আহ্বান করবে। তখন তোমার মুসীবত দূর হয়ে যাবে।"*

তখন আমি বললাম, *"হে শায়খ আবদুল ক্বাদির! আমার (কয়েকটা) উট হারিয়ে গেছে। ওহে শায়খ আবদুল ক্বাদির! আমার (কয়েকটা) উট নিখোঁজ হয়ে গেছে।"* অতঃপর আমি সূর্যোদয়ের স্থানের দিকে তাকালাম। দেখলাম তখন সকাল হয়ে গেছে। যখন সূর্য উদিত হয়ে আলোকিত হলো, তখন আমি এক ব্যক্তিকে টিলার উপর দেখলাম, যাঁর পরনে ধবধবে সাদা পোশাক ছিলো। তিনি আমাকে স্বীয় কাপড়ের আস্তীন দ্বারা উপরে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করছিলেন। যখন আমরা টিলার উপর আরোহন করলাম, তখন কাউকে দেখতে পেলাম না; কিন্তু ওই চারটি উট টিলার নিচে জঙ্গলে উপবিষ্ট ছিলো। আমরা ওইগুলো ধরলাম এবং কাফেলার সাথে গিয়ে মিলিত হলাম।

আবুল মা'আলী বলেছেন, আমি শায়খ আবুল হাসান আলী নানবাঈ রহিমাহুল্লাহ্'র নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আমি শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর বায্যারকে বলতে শুনেছি, আমি আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরকে বলতে শুনেছি, *"যে ব্যক্তি আমাকে মুসীবতের সময় আহ্বান করবে, তার ওই মুসীবত দূরীভূত হয়ে যাবে। আর কষ্টের মধ্যে যে আমাকে আহ্বান করবে তার ওই কষ্ট চলে যাবে।" (অথবা বলেছেন: আমি দূরীভূত করবো।)*

সালাতে গাউসিয়াহ্

"আর যে ব্যক্তি তার কোন প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমার ওসীলা গ্রহণ করে, তার প্রয়োজন পূরণ করা হবে। যে ব্যক্তি দু'রাক'আত নামায পড়বে এবং প্রতি রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ১১বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করবে এবং আমাকে স্মরণ করে ইরাকের দিকে এগার কদম এগিয়ে যাবে এবং আমার নাম নিয়ে তার নিজের প্রয়োজন উল্লেখ করবে, তাহলে আল্লাহ্র হুকুমে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে।"

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উন্নত চরিত্রের কিছু আলোচনা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ নসরুল্লাহ্ ইবনে আবুল মাহাসিন ইয়ূসুফ ইবনে খলীল ইবনে আলী বাগদাদী আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ্ বাগদাদী আযজী, ওরফে ইবনে বাত্তাল, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল মা'মার মুযাফ্ফর মানসূর ইবনুল মোবারক ইবনুল ফাদ্ল ওয়াসেত্বী ওয়া-'ইয, ওরফে জার্রাদাহ্। তিনি বলেন, *"আমার চোখ দু'টি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর চেয়ে বেশী উত্তম চরিত্রবান লোক দেখেনি, তাঁর চেয়ে বেশি প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট উত্তম সত্তা, দয়ালু অন্তর বিশিষ্ট এবং অঙ্গীকার ও ভালবাসা রক্ষাকারী কাউকেও দেখেনি।"*

তিনি মহান ও মর্যাদাসম্পন্ন। প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ছোটদের উপর দয়া এবং বড়দের সম্মান করতেন। তিনি নিজে সালাম প্রথমে করে ফেলতেন, দুর্বলদের সাথে বসতেন, ফক্বীরদের সামনে বিনয় সহকারে আসতেন। দুনিয়াদার কোন বড় লোকের জন্য দাঁড়াতেন না এবং কোন সুলতান ও কোন উজিরের দরবারে কখনো যেতেন না।

ছাদ থেকে মাটি পড়লো

আমি একদিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম। তিনি বসে কিছু লিখছিলেন। এমতাবস্থায় ছাদ থেকে তাঁর উপর কিছু মাটি পড়লো। তিনি সেটা তিনবার ঝেড়ে নিলেন; তাঁর উপর মাটি পড়ছিলো আর তিনি তো ঝড়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর চতুর্থবার ছাদের দিকে মাথা উঠালেন। তখন একটি ইঁদুর দেখতে পেলেন, যা সেখানে ঘোরাফেরা করছিলো। তখন তিনি বললেন, "তোর মাথা উড়ে যাক!" তখনই সেটার শরীর একদিকে আর মাথা অন্যদিকে পতিত হলো।

তিনি লেখা ছেড়ে দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম, "হে আমার সরদার! আপনি কেন কাঁদছেন?" বললেন, "আমি আশঙ্কা করছি যে, কোন মুসলমান দ্বারা যদি আমি মনে কষ্ট পাই, তাহলে তারও ওই অবস্থা হবে কিনা যেরূপ (করুণ) অবস্থা এ ইঁদুরের হয়েছে!"

পাখি মৃত হয়ে পতিত হলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুর রাজা ইয়া'ক্বুব ইবনে আইয়ূব ইবনে আহমদ ইবনে আলী হাশেমী ফারেক্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান ওরফে নানবাঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর ইবনে মাস'উদ বায্যার। তিনি বলেন, আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু একদিন মাদ্‌রাসায় ওযূ করছিলেন। তখন একটি পাখি এসে তাঁর উপর মূত্র ত্যাগ করলো। অতঃপর তিনি শির মুবারক উপরের দিকে উঠালেন। সেটা তখন উড়ে চলে যাচ্ছিলো। তৎক্ষনাৎ সেটা মৃত হয়ে পড়ে গেলো। যখন তিনি ওযূ শেষ করলেন তখন ওই পাখীর প্রস্রাব যেখানে পড়েছিলো ওই স্থানটা ধুয়ে ফেললেন এবং কাপড়টি খুলে আমাকে দিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন– এটা বিক্রি করে দাও এবং এর মূল্য সাদক্বাহ্ করে দাও! তিনি বললেন, "এটা ওটার বিনিময়ে।"

সব কিছু তোমারই

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল আফাফ মূসা ইবনে শায়খ আবুল মা'আলী

ওসমান ইবনে মূসা বাক্কা'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা, দামেস্কে ৬১৪ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ শায়খ আবূ আমর ওসমান সরীফীনী এবং আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব হারীমী, বাগদাদে। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদের সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু কেঁদে কেঁদে বলতেন, "হে আমার রব! আমি আমার প্রাণকে কিভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করবো? অথচ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা তেমনই প্রমাণিত যে, সব কিছু তোমারই।" আর বেশীর ভাগ সময় তিনি এ কবিতা পড়তেন–

وما ينفع الاعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذاتقوى لسان معجم

যদি তাক্বওয়া না হয় তাহলে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বলা কোন উপকারে আসবে না। পক্ষান্তরে, অশুদ্ধ ভাষা মুত্তাক্বী পরহেযগার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকারক নয়।

দরিদ্র সম্পদশালীতে পরিণত হয়েছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবুল ক্বাসিম আজমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নস্‌র। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবদুর রায্‌যাক্ব। তিনি বলেন, আমার পিতা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু প্রসিদ্ধির পর একবার মাত্র হজ্ব করেছেন। এতে চড়াই-উৎরাইয়ের সময় আমি তাঁর সাওয়ারীর লাগাম ধরে থাকতাম। যখন আমরা হাল্লায় ছিলাম, তখন তিনি বললেন, দেখো এখানে সবচেয়ে বেশী দরিদ্র ঘর কোনটি।" অতঃপর আমরা নির্জন প্রান্তরে একটি পশমের তৈরী ঘর দেখতে পেলাম। তাতে একজন বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা এবং শিশুকন্যা ছিলো। তখন আমার পিতা তাদের নিকট যাত্রাবিরতি করার অনুমতি চাইলেন। লোকটি তাঁকে অনুমতি দিলো। তিনি এবং তাঁর সফরসঙ্গীগণ ওই নির্জন জায়গায় নামলেন। ওই দিন হাল্লা এলাকার মাশাইখ, বিশিষ্ট ধনী ও নেতাগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সমীপে আবেদন করলেন যেন তিনি তাদের ঘরে অথবা অন্যত্র তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। শহরবাসীরা তাঁর খিদমতে ছাগল, গাভী, খাদ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, মূল্যবান কাপড় এবং বহু যানবাহন সফরের জন্য নিয়ে এলো। আর চতুর্দিক দিক থেকে লোকেরা তাঁর খেদমতে দৌড়ে আসলো। শায়খ নিজ সফরসঙ্গীদের বললেন, "আমি এ ঘরের লোকদের জন্য নিজের সকল

জিনিষপত্র দিয়ে চলে যাবো।" সবাই তাঁকে বললেন, "আমরাও তাই করবো।" অতঃপর তিনি এ সকল মাল-সামগ্রী তাদেরকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁরাও ওই বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং শিশুকন্যাকে সেগুলো দিয়ে দিলেন। তিনি রাতে সেখানে অবস্থান করলেন এবং ভোরে ওখান থেকে রওনা দিলেন।

অতঃপর আমি হাল্লায় কয়েক বছর পর গেলাম এবং দেখলাম যে, ওই বৃদ্ধই সেখানকার সবার থেকে বেশী সম্পদশালী ছিলো। লোকটি আমাকে বলতে লাগলো, *"আপনি যা কিছু দেখছেন এসবই ওই রাতের বরকত। ওই পশুগুলো (যেগুলো শায়খ তাকে দিয়েছিলেন) বাচ্চা প্রসব করেছে, সেগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এসবই ওইগুলো থেকে।"*

সকল কণা সত্তরজন ওলীর মধ্যে বন্টন করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবূ আলী ইসহাক্ব ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ হামদানী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ-ই জলীল আবুল ফাদ্বল ইসহাক্ব ইবনে আহমদ আলাসী, ওখানেই। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ তালহা ইবনে মুযাফ্ফর। তিনি বলেন, আমাদের শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, আমি বাগদাদে শুরুতে বিশ দিন যাবৎ ছিলাম। কোন খাদ্যবস্তু পায়নি, কোন বৈধ জিনিষও পায়নি। তখন আমি কিস্‌রার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের দিকে গেলাম কোন মোবাহ (বৈধ) জিনিস পাই কিনা দেখতে। আমি সেখানে (আল্লাহ্‌র) সত্তরজন ওলীকে দেখতে পেলাম। তাঁরাও সবাই তাই খুঁজছিলেন, যা আমি খুঁজছিলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমিও তাঁদের সাথে ভিড় করবো– এটা মোটেই উচিত হবে না। অতঃপর আমি বাগদাদে ফিরে এলাম।

এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হলো এবং তাকে আমি চিনতাম। তিনি আমার নিজ শহরের লোক। তিনি আমাকে কিছু স্বর্ণ (কিংবা রূপা)'র কণা দিলেন এবং বললেন, "এটা আপনার আম্মা আপনার জন্য আমার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।" এগুলো থেকে আমি কিছুটা নিজের জন্য রাখলাম আর অবশিষ্টটুকু নিয়ে দ্রুত কিস্‌রার ধ্বংসাবশেষের দিকে গেলাম। আর সকল স্বর্ণকণা আল্লাহ্‌র ওই সত্তরজন ওলীর মধ্যে বন্টন করে দিলাম। তাঁরা বললেন, "এগুলো কি?" আমি বললাম, "এগুলো আমার মা

আমার জন্য প্রেরণ করেছেন। আমি ভালো মনে করলাম না যে, এগুলো আপনাদের ব্যতীত শুধু আমার জন্য রাখবো।"

অতঃপর আমি বাগদাদে ফিরে গেলাম এবং আমার নিকট যে স্বর্ণ কণা ছিলো তা দিয়ে খাদ্য খরিদ করলাম এবং ফক্বিরদেরও ডাকলাম। অতঃপর দিনের বেলায় আমরা সবাই খেলাম। রাতে এ স্বর্ণের কোন কিছুই আমার নিকট অবশিষ্ট রইলো না।

ফক্বীহ ও মেহমানদের খিদমত

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ নস্‌রুল্লাহ্ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে খলীল ইবনে আলী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযা আযজী ওরফে ইবনে ত্বাব্বাল। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে হুসাইন ইবনে আবুল ফাদ্বল। তিনি বলেন, আমাদের সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র দরবারে যখন কেউ স্বর্ণ আনতো, তখন তিনি তাকে বলতেন, সেটা মুসাল্লার নিচে রেখে দাও। তিনি তাতে হাত লাগাতেন না। যখন তাঁর খাদিম আসতেন, তখন তিনি তাকে বলতেন, "মুসাল্লার নিচে যা কিছু রয়েছে নিয়ে যাও এবং নানবাঈ (রুটিওয়ালা) ও মুদি দোকানদারকে দিয়ে দাও।"

তাঁর গোলাম মোযাফ্ফর হযরত শায়খের দরজার নিকট এসে দাঁড়াতো এবং একটি বড় থালা থাকতো, যাতে রুটি থাকতো। আর যখন তাঁর নিকট খলীফার পক্ষ থেকে খিল'আত (কিছু নগদ অর্থ) আসতো, তখন তিনি বলতেন, এটা আবুল ফাত্‌হ্ ত্বাহ্‌হান (গম পেষণকারী)কে দিয়ে দাও। তার নিকট থেকে তিনি আটা ধার নিতেন এবং ফক্বীহ ও মেহমানদের খাদ্য খাওয়াতেন।

তাঁর, রাসনাকিয়ার কোন এক মুরীদের হাতে গম চাষের হালাল জমি ছিলো, যাতে সে প্রতি বছর তাঁর জন্য চাষাবাদ করতো। তাঁর এক মুরীদ সেগুলো পেষণ করতেন এবং প্রতিদিন তাঁর জন্য চারটি কিংবা পাঁচটি রুটি পাকাতেন এবং শায়খের খেদমতে আসরের সময় আনতেন। শায়খ উপস্থিতগণের মধ্যে এগুলো টুকরো টুকরো করে বন্টন করতেন এবং অবশিষ্টটুকু নিজের জন্য রাখতেন।

তাঁর নিকট যখন কোন তোহফা আসতো, তখন তিনি তা উপস্থিত লোকদের মধ্যে ওই সময়েই বন্টন করে দিতেন। হাদিয়া কবূল করে নিতেন এবং এর পরিবর্তে কিছু

হাদিয়াদাতাকে দিয়ে দিতেন। নযরসমূহ ক্বুবূল করতেন এবং ওইগুলো থেকে আহার করতেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

ফক্বীরকে নিজের জামা খুলে দান করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে খাদ্বির হুসাইনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র সাথে জামে মসজিদে জুমু'আর দিন ছিলাম। তাঁর নিকট একজন সওদাগর আসলো আর বলতে লাগলো, "আমার নিকট কিছু অর্থ-সম্পদ রয়েছে; আমি এগুলো ফক্বীর ও মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে চাই। আর এগুলো যাকাতের মাল নয়। আমি এগুলোর উপযোগী কাউকে পাইনি। আপনি আমাকে নির্দেশ দিন। আমি তা তাকেই দান করবো যাকে আপনি দিতে বলবেন।" তাকে শায়খ বললেন, "তা উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সবাইকে দিয়ে দাও।"

তিনি বলেন, তিনি একজন ভগ্নহৃদয় ফক্বীরকে দেখলেন। অতঃপর তাকে বললেন, "তোমার কী অবস্থা?" সে বললো, "আমি আজ নহরের তীরে গিয়েছি এবং নৌকার মাঝিকে বললাম আমাকে ওই তীরে নিয়ে যেতে। সে অস্বীকৃতি জানালো। আমার অন্তর দরিদ্র হবার কারণে ভেঙ্গে গেছে।"

তখনো ফক্বীরের কথা শেষ হয়নি। এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো, যার নিকট একটি থলে ছিলো, যাতে ত্রিশটি দীনার ছিলো। সে ওইগুলো শায়খের জন্য মান্নাত হিসেবে এনেছিলো। তারপর শায়খ ওই ফক্বীরকে বললেন, "এ থলেটি নিয়ে যাও এবং এটা নিয়ে মাঝিকে দিয়ে দাও এবং তাকে বলো, "ফক্বীরকে কখনো ফিরিয়ে দিও না।" আর শায়খ নিজের জামা খুলে ফক্বীরকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তার নিকট থেকে তা বিশ দিনারের বিনিময় ক্রয় করে নিলেন।

মজলিসে উপস্থিতদের মধ্যে তুমুল অস্থিরতা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ্ হাসান ইবনে বাদরান ইবনে আলী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল

ক্বাদির ওসমান তামীমী বুরদানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল লতীফ ইবনে আহমদ ক্বরশী। তিনি বলেন, আমাদের সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন ওয়া'য করছিলেন। তখন লোকদের মধ্যে ক্লান্তি প্রবেশ করছিলো। তখন তিনি আসমানের দিকে শির মুবারক উঠালেন এবং এ কবিতা পড়লেন–

لا سقنى وحدى فما عودتنى انى اشح بها على جلاسى

আমাকে একা পান করতে দিওনা। কেননা তুমি আমাকে এতে অভ্যস্থ করোনি যে, আমি তাতে মজলিসে উপস্থিতদের প্রতি কার্পণ্য করবো।

انت الكريم وهل يليق تكرما ان يعبر النداماء دور الكاسى

তুমি দাতা। আর দানশীলতার জন্য কি একথা উপযোগী হবে যে, মজলিসের লোকজন পেয়ালা প্রদক্ষিণ করার মতো অতিক্রম করে চলে যাবে?

তিনি বলেন, অতঃপর লোকাদের মধ্যে তুমুল অস্থিরতা দেখা দিলো এবং বড় বিষয় প্রবেশ করলো। মজলিসে এক ব্যক্তি বলেছেন, দু' ব্যক্তি মরে গেলো। (একজন, না দু'জন) এতে তামীমীর সন্দেহ হয়েছে।

তাঁর গুণাবলী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ গালিব ফাদ্বলুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে বয়ান ইবনে মুরতাদ্বা ইবনে শুকরুল্লাহ্ হাশেমী বাগদাদী করখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান নানবাঈ। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবুল ক্বাসিম ইসলাম ওমর বায্‌যার থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, যে সময়গুলোতে আমরা শায়খ আবদুল ক্বাদিরের দরবারে বসলাম, তা যেন স্বপ্ন ছিলো।

আর যখন আমরা জাগ্রত হলাম তখন আমরা সেগুলো হারিয়ে ফেললাম। তাঁর চরিত্র ছিলো পছন্দনীয়। তাঁর গুণাবলী ছিলো অত্যন্ত পবিত্র। তার সত্ত্বা অসৎকর্ম থেকে মুক্ত ছিলো। তাঁর হাত ছিলো দানশীল। তিনি প্রতিরাতে দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিতেন আর মেহমানদের সাথে খানা খেতেন। দুর্বলদের সাথে বসতেন। অসুস্থদের দেখতে যেতেন। জ্ঞানার্জনের জন্য ধৈর্য ধারণ করতেন। তাঁর সাথে যারা বসতো তাদের কেউ এটা মনে করতো না যে, অন্য কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট তার চেয়ে বেশী সমাদৃত।

তাঁর ওই সহচরবৃন্দ, যাঁরা অনুপস্থিত থাকতেন, তাঁদের খবরাখবর নিতেন। তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁদের বন্ধুত্ব সংরক্ষণ করতেন। তাঁদের দোষ-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করতেন এবং কেউ শপথ করে যা বলতো তার সত্যায়ন করতেন এবং নিজের জ্ঞানকে তার সম্পর্কে গোপন করতেন। আমি তাঁর চেয়ে বেশী লজ্জাশীল আর কাউকে দেখতে পায়নি। তিনি বলেন, শায়খ ওমর যখন শায়খ আবদুল ক্বাদিরের উল্লেখ করতেন, তখন এ কবিতা পড়তেন–

الحمد لله انى فى جوار فتى حامى الحقيقة نفاع وضرار

আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা। আমি এমন এক যুবকের প্রতিবেশে রয়েছি, যিনি হাক্বীকতের সাহায্যকারী এবং খুব উপকারীও, কঠোর শাস্তিদাতাও।

لا يرفع الطرف الا عند مكرمة من الحياء لا يغضى على عار

দানশীলতার জন্য ব্যতীত দৃষ্টিকে উপরে উঠাতেন না– লজ্জার কারণে। আর লজ্জাকর বিষয়কে উপেক্ষাও করতেন না। (বরং পাকড়াও করতেন।)

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবূ ইমরান মূসা ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন মাখযূমী খালেদী শাফে'ঈ। তিনি বলেন, শায়খ আবুল হাসান আলী ক্বরশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে ক্বাসীয়ূনের পাহাড়ে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। আর আমি তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তিনি জাহেরী সৌন্দর্য সম্পন্ন, সবসময় হাসিমুখ, অতি সুন্দর, অত্যন্ত লজ্জাশীল, প্রশস্ত হৃদয় সম্পন্ন, সহজ পাকড়াওকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, খুশবুদার ঘামবিশিষ্ট, দয়ালু, দয়ার্দ্র ও স্নেহবৎসল ছিলেন।

নিজের সাথে উপবেশনকারীদের সম্মান ও সমাদর করতেন। যখন তাকে চিন্তিত দেখতেন তখন তাকে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট করে দিতেন; তার চিন্তা দূর করে দিতেন। আমি কাউকে তাঁর চেয়ে বেশী পবিত্রভাষী ও পবিত্র শব্দ উচ্চারণকারী দেখিনি।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আযদমর মুহাম্মদী। তিনি বলেন, আমি শায়খ ইমাম মুফতী-ই ইরাক্ব মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামেদ বাগদাদী তাওহীদী থেকে, তাঁর বাণী ৬৩৬ হিজরীতে, তাঁর চিঠি থেকে লিখেছিলাম।

তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত ক্রন্দনকারী, বড় ভীতিসম্পন্ন ও অত্যন্ত ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর দো'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হতো। তাঁর চরিত্র অতি উন্নত-উৎকৃষ্ট। তিনি সুগন্ধময় ঘাম সম্পন্ন মানুষের মধ্যে অশ্লীল কথা থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে অবস্থানকারী এবং লোকাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশী নৈকট্যধন্য ছিলেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলার হারামকৃত বিষয়াদির বরখেলাপ করা হতো, তখনই তজ্জন্য কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন। নিজের জন্য তিনি রাগ করতেন না, নিজের রব ছাড়া নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। প্রার্থীকে নিরাশ ফেরাতেন না, যদিও তাঁর দু'কাপড় থেকে একটি দিয়ে দিতে হতো। সামর্থ্য তাঁকে অন্বেষণকারী ছিলো। খোদায়ী সাহায্য তাঁকে সহায়তা করতো। জ্ঞান তাঁকে সভ্যতার পাঠ দিতো। আল্লাহ্‌র নৈকট্য তাঁকে আদব শিক্ষা দিতো। বক্তব্যে প্রকাশ পেতো তাঁর ধনভাণ্ডার। মা'রিফাত তাঁর আশ্রয়স্থল ছিলো। অদৃশ্যের সম্বোধন তাঁর উপদেষ্টা ছিলো। চোখের কোণা তাঁর দূত ছিলো। ভালবাসা তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো। হৃদয়ের প্রশস্ততা ছিলো তাঁর জন্য ভোরের মনোরম হাওয়া। সততা ছিলো তাঁর পতাকা। বিজয় ছিলো তাঁর ধন-দৌলত। সহনশীলতা ছিলো তাঁর শিল্পকর্ম। যিক্‌র ছিলো তাঁর উজির। চিন্তা-ভাবনা তাঁর সাথে কথোপকথনকারী, মুকাশাফাহ্ তাঁর খাদ্য, মুশাহাদাহ্ তার শেফা, শরীয়তের নিয়মাবলী পালন ছিলো তাঁর বাহ্যিক নিয়ামাবলী এবং হাক্বীক্বতের বৈশিষ্ট্যাদি ছিলো তাঁর অভ্যন্তরীণ দিক। আর তিনি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন–

لله انت لقد رحبت جنابا وشرفت اصلا طاهرا ونصابا

আল্লাহ্ রে! ওহে শায়খ-ই মুকাররাম! আপনার দরবার তো অত্যন্ত প্রশস্ত। আপনি পবিত্র বংশ ও মর্যাদাকে আভিজাত্য দান করেছেন।

وعظمت قدرا شامخا حتى اغتدى قوس الغمام لأخمصيک ركابا

উন্নত মর্যাদাকে আপনি মহত্ব দান করেছেন। এমনকি মেঘের ধনুক আপনার পায়ের পাদানীতে খোরাক দিয়ে গেছে।

وبنيت بيتا في المعالي اصبحت زهر الكواكب حوله أطنابا

আপনি উঁচু উঁচু স্তরে ঘর তৈরী করেছেন। আপনি এর চতুর্পাশে অতি উজ্জ্বল তারকারাজির প্রভূত শোভায় পরিণত হয়েছেন।

يا ملبس الدنيا برونق مجده بعد المشيب نضارة و شبابا

হে ওই ব্যক্তি, যিনি দুনিয়াকে সেটার বার্দ্ধক্যের পর আপন বুযুর্গীর সৌন্দর্যের পোশাকে সজ্জিতকারী এবং সেটাকে তরতাজা যুবকে পরিণতকারী।

طلبتک ابکار العلی نجم الهدی وهی التی قد اعیت الطلابا

আপনার নিকট উঁচুতার কুমারীরা হিদায়তের তারকা চেয়েছে; অথচ তারা হচ্ছে তেমনি, যারা অন্বেষণকারীদেরকে ক্লান্ত করে ছেড়েছে।

لما رأتک حسانها کفوا لها خطبت الیک وردت الخطابا

যখন তাদের সুন্দরীরা আপনাকে তাদের সমকক্ষ হিসেবে দেখতে পেয়েছে, তখন তারা আপনাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এবং অন্যান্য প্রস্তাব উপস্থাপনকারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

وأتتک مسمحة القیاد مناقب کانت علی من امهن صعابا

আর আপনার নিকট এমনসব প্রশংসাবাণী পৌরুষের সাথে এসেছে; যেগুলো অর্জন করার জন্য যে-ই ইচ্ছা করেছে, সেগুলো তার উপর কঠিনই ঠেকেছে।

رجل یروقک منظرا وجلالة ومکارما وخلائقا وخطابا

আপনি এমন এক ব্যক্তি যে, আপনাকে দৃশ্য, মহত্ব, বুযুর্গী, চরিত্র ও সম্বোধন দ্বারা আনন্দিত করছেন।

ویری علیه من المحاسن ملبسا ومن المهابة والعلی جلبابا

আপনি এক ব্যক্তিত্ব যে, আপনার উপর সৌন্দর্যের পোশাক দেখা যায় এবং ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও উঁচু মর্যাদার চাদর শোভা পায়।

তাঁর জ্ঞান ও তাঁর কতিপয় মাশা-ইখের নাম

জেনে রাখুন, (খোদা তোমাকে নিজ শক্তি দ্বারা সাহায্য করুন আর তোমাকে আপন সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত করে নিন!) নিশ্চয়ই কুদরতের হাত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সমুদ্র থেকে এমন এক মুক্তা বের করেছে, যার গলার হার (মালা) হলো ইয়াতীম (অনন্য), যার আভিজাত্য স্বতন্ত্র, যা এককভাবে বুননকৃত এবং একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর মালিক তাঁকে তাঁর জন্য খাস করেছেন এবং

তাঁকে কুদসের প্রতিবেশ দ্বারা পবিত্র করেছেন, নিজের ভালবাসার আলো দ্বারা তাঁকে আলোকিত করেছেন, স্বীয় মুহব্বত দ্বারা তাঁকে পরিষ্কার করেছেন, নিজের নৈকট্যের জন্য নির্বাচন করেছেন, নিজের দরবারের জন্য তৈরী করেছেন, নিজের রহমতের দিকে আকৃষ্ট করেছেন, তাঁকে স্বীয় অনুগ্রহ সহকারে আহ্বান করেছেন, নিজের মিলন দ্বারা বিলীন করেছেন এবং তাঁর নিকট তাঁর জ্ঞান ও গুঢ় রহস্যের খনি থেকে খনিজ মূল্যবান বস্তুসমূহ পুঞ্জিভূত করেছেন। তাঁকে তাঁর নূর এবং সর্বোত্তম গুণাবলী দ্বারা সৌন্দর্যের পোষাক পরিধান করিয়েছেন। অতঃপর, তাঁর অভিযানের অগ্রভাগ উচ্চতর মর্যাদাসমূহ ও গর্বিত সেনাদলগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। সেটা শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানীর চেহারার ভোরবেলা থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তখন তাঁর সাথে কারামতের হাতগুলো সাক্ষাৎ করেছে। 'তাওফীক্ব' তাঁর পেছনে ও সামনে ছিলো। তিনি সবসময় দান ও ক্ষমার কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি নি'মাতের দুধের খোরাকপ্রাপ্ত আর বিশেষ বিবেচনা ও যত্নে ঢাকা, সংরক্ষণ দ্বারা সংরক্ষিত, সর্বোপরি বিশেষ দানের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিলো।

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদে তাশরীফ এনেছিলেন। তাঁর শুভাগমন কতোই গুরুত্ববহ! তাঁর শুভাগমনের গুরুত্ব হলো– যে জমিতেই তিনি অবতরণ করেছেন, ওইসব নগরে সৌভাগ্যের সূচনাদি অব্যাহতভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে। রহমতের মেঘ (বৃষ্টি) সেখানে একের পর এক বর্ষণ করতে থাকে। তারপর সেখানে নতুন-পুরাতন ব্যাপকভাবে আসতে থাকে। সেটার উপর হিদায়তের বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বিগুণ হলো। অতঃপর অবদাল ও আওতাদ আলোকিত হয়ে গেলো। সেগুলোর প্রতি অভিবাদনের দূত অব্যাহতভাবে আসতে থাকে। সেগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত ঈদে পরিণত হলো। আর সেগুলোর প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিদর্শনসমূহ পথের সঠিক চিহ্ন হিসেবে স্পষ্ট হয়ে গেলো। সেগুলোর প্রার্থী ও লোকদেরকে ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) দেওয়া হলো। তাঁর প্রতি উঁচু মর্যাদাগুলোই অবতীর্ণ হলো। তাঁর মর্যাদাসমূহের গলায় আভিজাত্যের মালা ছিলো এবং ফযীলতসমূহ তাঁকে প্রশান্ত করে দিয়েছে। তাঁর মর্যাদাসমূহের মাথায় উঁচু মর্যাদার অনন্য মুক্তারাজি রয়েছে। ইরাক তাঁর প্রশস্ত বক্ষের শুভাগমনের কারণে খুশীতে ওয়াজদ করতে থাকে। তাঁর দাঁতের (মধ্যকার) রসনা তাঁর চেহারার আগমনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াস্তে প্রশংসাগাঁথা কাব্য রচনায় প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তিনি বলেন–

بمقدمه انهل السحاب واعشب العر اق وزال الغى واتضح الرشد

তাঁর শুভাগমনের ফলে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, ইরাকে প্লাবন হয়েছে, পথভ্রষ্টতা দূরীভূত হয়েছে এবং হিদায়ত প্রকাশিত হয়েছে।

فعيدانه رند وصحراوه حمى وحصباوه در وامواهه شهد

সেটার কাঠগুলো উদ, জঙ্গল বা চারণভূমি, সংরক্ষিত স্থান এবং কঙ্কর-পাথরগুলো মুক্তা আর পানি হচ্ছে মধু।

يميس به صدر العراق صبابة وفى القلب نجد من محاسنه وجد

ইরাকের প্রধান ইশ্‌কের কারণে মা'শূক্বানা টহল দিচ্ছে। আর হৃদয়ে তাঁর উঁচুমানের সৌন্দর্য রয়েছে আর এ কারণে খুশীর উচ্ছ্বাস রয়েছে।

وفى الشرق برق من محاسن نوره وفى الغرب من ذكرى جلالته رعد

পূর্বপ্রান্তে তাঁর নূরের সৌন্দার্যাবলীর বিদ্যুৎ চমক রয়েছে আর পশ্চিমপ্রান্তে তাঁর মহত্বের আলোচনার আলোড়ন রয়েছে।

যখন তিনি জেনে নিলেন যে, জ্ঞানের অন্বেষণ ফরয এবং আত্মার রোগের জন্য নিরাময়, কেননা সেটা তাক্বওয়ার রাস্তাসমূহের মধ্যে স্পষ্টতর রাস্তা, যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়ে পূর্ণতর, দলীলের দিক দিয়ে প্রকাশ্যতর, ইয়াক্বীনের উচ্চতর সিঁড়ি, মুক্তাক্বীদের উঁচুতর স্তর, দ্বীনের মহান পদ-মর্যাদাসমূহের অন্যতম, হিদায়ত প্রাপ্তদের বড় গৌরবান্বিত মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর তা হচ্ছে– নৈকট্য ও মা'রিফাতের মক্বামসমূহ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সিঁড়ি এবং মর্যাদামণ্ডিত দরবারের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার বড় মাধ্যম, তখন তিনি তা অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সেটার শাখা-প্রশাখা ও উসূল (শাখা ও মূলনীতিসমূহ) অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং এমন মাশা-ইখের সান্নিধ্যে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলেন, যাঁরা হিদায়তের ঝাণ্ডারূপী ইমাম এবং উম্মতের ওলামাকুল। তিনি মহাগ্রন্থ ক্বোরআন গবেষণায় লিপ্ত হলেন, এমনকি তাতে পরিপক্কতা অর্জন করলেন। নিজের আক্বল (বিবেক বা মেধা) দ্বারা এর বাত্বিন ও যাহির জেনে নিলেন এবং ব্যাপকভাবে এসব ওলীর নিকট ফিক্বহ পড়েছেন ঃ আবুল ওয়াফা আলী ইবনে আক্বীল, আবুল খাত্তাব মাহফূয ইবনে আহমদ কুলূদানী, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল ক্বাযী ইবনে ইয়া'লা ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ফাররা এবং আবূ সা'দ মুবারক ইবনে আলী মাখযূমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

শরীয়তের জ্ঞান অর্জনের জন্য দাঁড়ালেন এবং তাঁদের থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ দ্বীনী বিষয়াদির জ্ঞানার্জন করেছেন। শেষতক স্বীয় যুগের সকল জ্ঞানী থেকে বেড়ে গেলেন এবং তাঁর সমসাময়িক সাথীদের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধি দান করেছেন। সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মধ্যে তাঁকে বড় গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। ওলামা কেরামের মধ্যে তাঁর বড় ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তর থেকে তাঁর মুখে হিকমতসমূহ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তাঁর কুদরতের চিহ্নসমূহ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বেলায়তের নিদর্শনসমূহ, তাঁর বিশেষত্বের সাক্ষ্যসমূহ, আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর মজবুত অবস্থান, নাফসের কামনাদি থেকে পৃথক থাকা, সকল সৃষ্টি থেকে স্থায়ীভাবে সম্পর্কচ্ছেদ, মুনিবের অন্বেষণে সুন্দর ধৈর্য সহকারে কঠিন মুসীবত ও বিপদে অশেষ ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং প্রতিটি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততাকে পরিপূর্ণভাবে পরিহার করেছিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় ওস্তাদ আবূ সা'দ মাখযুমীর মাদ্‌রাসার সাথে সম্পৃক্ত হলেন। তাঁর চতুর্দিকের স্থানগুলো আরো বড় পরিসরকে সেটার মতো করে বর্দ্ধিত করলেন। ধনী ব্যক্তিরা এর দালানগুলো নির্মাণ করতে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করলেন। গরীব লোকেরা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছেন। তখন ওই মাদ্‌রাসা, যা এখন তাঁর দিকে সম্পৃক্ত, পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। ৫২৮ হিজরীতে এর কাজ শেষ হলো। সেখানেই দরস ও ফাত্‌ওয়ার জন্য বসতে লাগলেন। ওয়া'যের জন্য সেখানেই বসতেন। যিয়ারত ও নযর-মান্নতের ক্ষেত্রে তাঁর দিকে মানুষের ইচ্ছা নিবদ্ধ হলো। সেখানে তাঁর নিকট আলিম, ফক্বীহ ও নেক্‌কার লোকদের একটি বড় দল একত্রিত হয়েছিল, যাঁরা তাঁর কথা ও সঙ্গ দ্বারা উপকৃত হচ্ছিলেন। চতুর্দিক থেকে ছাত্ররা তাঁর নিকট আসতো, তাঁর নিকট থেকে শুনতো ও শিখতো।

ইরাকের মুরীদগণের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তাঁর নিকট চূড়ান্ত হতো। হাকীক্বতসমূহের চাবিগুচ্ছ তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। আরিফ বান্দাগণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাগডোর তাঁর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুত্বিয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত

অতঃপর তিনি হুকুম ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কুত্বব হয়ে গেছেন। গবেষণা করা ও

তাঁদের থেকে প্রত্যেক ধরনের মাযহাবী, ইখ্তিলাফী, শাখা-প্রশাখা ও উসূলী জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং মুহাদ্দিসগণের একটি বিরাট দল থেকে হাদীস শরীফ শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে আবূ গালিব মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আহমদ ইবনে হাসান বাক্বিল্লানী, আবূ সা'দ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে খুনায়শ, আবুল গানা-ইম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মায়মূন রাসী, আবূ বকর আহমদ ইবনুল মুযাফ্ফর ইবনে সূস খেজুর বিক্রেতা, আবূ মুহাম্মদ জাফর ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন ক্বারী সিরাজ, আবুল ক্বাসিম আলী ইবনে আহমদ ইবনে বয়ান করখী, আবূ ওসমান ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জাফর ইবনে মিল্লাত ইস্ফাহানী, আবূ তালেব আবদুল ক্বাদির ইবনে মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ এবং তাঁর চাচার সন্তান আবূ তাহের আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল ক্বাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ, আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ্ ইবনে মুবারক ইবনে মূসা সক্বতী, আবুল ইয্য মুহাম্মদ ইবনে মুখতার হাশেমী, আবূ নসর মুহাম্মদ, আবূ গালিব আহমদ, আবূ আবদুল্লাহ্ ইয়াহিয়া– ইমাম আবূ আলী হাসান ইবনে বান্নার সন্তানগণ, আবুল হুসাইন মুবারক ইবনে আবদুল জাব্বার ইবনে আহমদ ইবনুল ক্বাসিম সায়রফী ওরফে ইবনুত্ব ত্বয়ূরী, আবূ মানসূর আবদুর রাহমান ইবনে আবূ গালিব মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে হাসান ক্বায্যায, আবুল বারাকাত ত্বালহা ইবনে আহমদ আক্বূলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম প্রমুখ।

তিনি আদব (আরবী সাহিত্য) আবূ যাকারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম ইয়াহিয়া ইবনে আলী তাবরীযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি থেকে পড়েছেন। আর শায়খ-ই আরিফ পেশ্ওয়া-ই মুহাক্বিক্বীন আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস (শিরাপ বিক্রেতা) রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর সঙ্গ অবলম্বন করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে ইল্মে তরীক্বত-এর নিয়মাবলীর শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন আর খিরক্বাহ্ শরীফ পরিধান করেন (বায়'আত গ্রহণ করেছেন) ক্বাযী আবূ সা'দ মুবারক মাখযূমীর হাতে।

সংসারের মোহত্যাগী বুযুর্গদের যুগশ্রেষ্ঠ সরদারগণ, অনারব ও ইরাকের বড় বড় আরিফ-বুযুর্গদের একটি জমা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, যাঁদের কারণে শরাফত, নেতৃত্ব, সম্মান ও গৌরব দ্বারা মহিমান্বিত সাহায্য পেয়েছেন; যাঁরা মুসলিম মিল্লাতের রক্ষক ও প্রতিষেধক, শরীয়তের সাহায্য ও সহায়তাকারী, ইসলামের ঝাণ্ডা ও স্তম্ভ এবং সত্যের তরবারি ও বর্শা।

অতঃপর তিনি (শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) খুব সতর্কতার সাথে তাঁদের থেকে

ফাত্ওয়া দেয়ার জন্য তিনি আপোষহীন ও অকাট্য দলীল ভিত্তিক সমাধান দাতা হিসাবে দণ্ডায়মান হলেন। ইল্মের উপর ভিত্তি করে শাখা-প্রশাখা ও মূলনীতি অনুসারে অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। হুকুম বা বিধানকে দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন। কথা ও কর্মে হক্বের পক্ষ নিয়েছিলেন। উপকারী কিতাবসমূহ রচনা করেছেন এবং অনন্য উপকারী বিষয়াদি লিখেছেন। বন্ধুগণ তাঁর উল্লেখপূর্বক কথা বলেছেন। যুগে চতুর্দিকে তাঁর সংবাদসমূহ ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর দিকে লোকদের গর্দানসমূহ ঝুঁকেছে। তাঁর সৌন্দর্যের বাগানগুলো দর্শনে চক্ষুসমূহ জুড়িয়ে গেছে। তার আশ্চর্যজনক গুণাবলী সম্পর্কে রসনাগুলো বলতে শুরু করেছে। কতেক লোক তাঁর প্রশংসায় বলতে লাগলো যে, তিনি দু' বয়ান এবং দু' রসনাবিশিষ্ট। কতেক এ প্রশংসা করতো যে, তিনি পিতামহ ও মাতামহ উভয় দিক দিয়ে অভিজাত। কতেক লোক তাঁকে এ উপাধী দিয়েছিলো যে, তিনি দু' অকাট্য দলীল ও দু' মজবুত দলীলের মালিক। কতেক তাঁকে এটা বলে ডাকতো যে, তিনি ইমামুল ফরীক্বাঈন, কতেক তাঁর এ নাম রেখেছেন যে, তিনি দু' চেরাগ ও দুই মিনহাজ (প্রশস্ত রাস্তা)'র ধারক। সুতরাং যুগের রাস্তাগুলো তাঁর দ্বারা আলোকিত হয়েছে। আর দ্বীনের পদ-মর্যাদাগুলো তাঁর দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছে। জ্ঞানের স্তরগুলো তাঁর দ্বারা উঁচু হয়েছে এবং শরীয়তের সেনাদল তাঁরই মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত (বিজয়ী) হয়েছে। এ কারণে ওলামা কেরামের একটি বড় দল তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। বড় বড় ফক্বীহ্গণ তাঁর ছাত্র হয়েছেন। আর যেসব আলিম তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁরা তাঁর নিকট থেকে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সুন্নাতে নবভী তাঁর থেকেই শুনেছেন।

খিরক্বাহ্ ও জ্ঞানার্জনকারী ফক্বীহ ও আলিম

যতটুকু আমি জেনেছি, শায়খ ইমাম পেশ্ওয়া আবূ আমর ওসমান ইবনে মারযূক্ব ইবনে হুমায়দ ইবনে সালামাহ্ ক্বুরশী, মিশরে এসে বসবাসকারী, যিনি মাশা-ইখের সৌন্দর্য এবং আলিমগণের শোভা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ সা'দ আবদুল গালিব ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-হাশেমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবূ সালিহ নস্র। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবদুর রায্যাক্বকে বলতে শুনেছি, "যখন আমার পিতা ওই বছর হজ্জ করলেন, যে বছর আমি তাঁর সাথে ছিলাম, তখন

তাঁর সাথে আরাফাতে শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মারযূক্ব এবং শায়খ আবূ মাদ্য়ান মিলিত হন। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট থেকে বরকতের খিরক্বাহ্ পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস ও রেওয়ায়তসমূহ শ্রবণ করেছিলেন। উভয়ে তাঁর সামনে বসেছিলেন।" এ সনদের সাথে এটাও রয়েছে, যা আবূ সালিহ পর্যন্ত পৌছে যায়।

(তিনি বলেন,) আমাকে শায়খ আবুল খায়ের সা'দ ইবনে শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মারযূক্ব বলেছেন, আমার পিতা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলতেন, আমাকে আমাদের শায়খ আবদুল ক্বাদির এটা এটা বলেছিলেন। আর আমি আমাদের সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে এটা এটা করতে দেখেছি। আর আমি আমাদের ওস্তাদ শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদিরকে এমনটি এরশাদ করতে শুনেছি। আর আমাদের ইমাম ও পেশ্ওয়া শায়খ আবদুল ক্বাদির এমনটি করতেন। আর ক্বাযী আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ আবূ মুহাম্মদ ইবনুল ফার্রা হলেন ইসলামের শোভা, ফক্বীহ্গণের গর্ব।।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ্ ইবনে আলী ইবনে আহমদ রিব'ঈ ফারেক্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আবূ মান্সূর আবদুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ হাফিয। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে আখদ্বার হাফিয। তিনি বলেন, "আমি ক্বাযী আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইবনে ফার্রাকে বলতে শুনেছি, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র মজলিসে অনেকবার বসেছি। আর আমি তাঁর ইচ্ছা মোতাবেকই বলেছি।

আর শায়খ-ই ফক্বীহ আবুল ফাত্হ নস্র ইবনে ফিত্ইয়ান ইবনে মুত্বাহ্হার মুসান্না হলেন– সংসারের মোহত্যাগী বুযুর্গদের নিদর্শন এবং ফক্বীহ্গণের মধ্যে অনন্য ব্যক্তি।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক্ব ইবনে মক্কী ইবনে সালিহ ক্বরশী মিশরী। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই ওয়াজীহ দাউদ ইবনে সালিহ মুক্বরী ও অন্ধকে মিশরে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি বাগদাদে শায়খ ইমাম-ই যাহিদ (সংসারের মোহত্যাগী বুযুর্গ ইমাম) আবুল ফাত্হ ইবনুল মুসান্নার নিকট বারবার আসতাম। আমি তাঁকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি শায়খ আবদুল

ক্বাদিরের কথা উল্লেখ করেছেন, "আমাদের শায়খ এবং শায়খুল ইসলাম, আমাদের বরকাত, আমাদের পেশ্ওয়া! আমরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছি।"

আর শায়খ ইমাম আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইবনে ওসমান জুতা-বিক্রেতা হলেন– ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও যাহিদগণ (দুনিয়ার মোহত্যাগীগণ)-এর শোভা। আর ইমাম আবূ হাফ্স ওমর ইবনে আবূ নসর ইবনে আলী গায্যাল হলেন যুগের প্রখ্যাত হাফিয, যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শায়খ আবূ মুহাম্মদ হাসান ফারেসী হলেন আলিম ও যাহিদগণের সৌন্দর্য।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ গালিব মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী লাখমী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ সুলায়মান দাউদ ইবনে শায়খ আবুল ফাত্হ সুলায়মান ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব আপন পিতা থেকে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবদুল ওয়াহ্হাবকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ মাহমূদ জুতা বিক্রেতা ও শায়খ ওমর গায্যাল, শায়খ আবুল হাসান ফারেসী, শায়খ আবদুল করিম ফারেসী এবং শায়খ আবুল ফাদ্বল আহমদ ইবনে সালিহ্ ইবনে শাফি' জীলী হাফিযকে শুনেছি। তঁরা সবাই আমার পিতার মুরীদ ছিলেন। আর তাঁরা সবাই তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন ও শুনেছিলেন। তাঁরা তাঁর কারামাতগুলো উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে খাশ্শাব হলেন– নাহ্ভবিদ ও অভিধানবিদদের অন্যতম।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ গালিব আহমদ ইবনে আবূ জা'ফর ইবনে আবূর রাদ্বা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, যাঁর দাদা 'মুফীদ' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন, আবূ মুহাম্মদ ইবনে খাশ্শাব নাহ্ভী শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। তঁর থেকে বর্ণনা করতেন। আর হাফেয আবুল ইয্য আবদুল মুগীস ইবনে যাহ্র ইবনে যার্রাদ ইবনে আলাভী হারীমী আপন যুগে ইরাকের হাফিয।

আমাকে খবর দিয়েছেন আবূ যার্রাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ফক্বীহ্-ই ফাদ্বিল মুহিউদ্দীন ইয়ূসুফ ইবনে ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জূযী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন– আবূ হোরায়রা মুহাম্মদ ইবনে লায়স দীনারী অন্ধ। তিনি বলেন, হাফেয আবুল ইয্য আবদুল মুগীস শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী

রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাঁর কথা আলোচনা করার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। আর এক অনন্য ইমাম আবূ আমর ওসমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম সা'দী যামানার শাফে'ঈ উপাধিতে ভূষিত।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আমর ওসমান। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবুল হারীম মক্কী। তিনি বলেন, আমার পিতা, তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর নিকট থেকে 'খিরক্বাহ্' (বায়'আত গ্রহণের বিশেষ পোষাক) অর্জন করেছিলেন, তাঁর ছাত্রত্ব অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর দিক থেকে প্রচারক ছিলেন।

আর শায়খ খলীল আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে সাবিত, ওরফে ইবনুল কীয়ানী হলেন ক্বারী ও মুত্তাক্বীদের শোভা।

এছাড়া শায়খ-ই ফক্বীহ আবূ মুহাম্মদ রাসলান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে শা'বান হলেন– ফক্বীহ, ক্বারী ও সংসারের মোহ ত্যাগী বুযুর্গদের শোভা।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব আবদুল আযীয ইবনে সালিম ইবনে খালাফ মিশরী মুক্বরী (ইল্‌মে ক্বিরআতের ওস্তাদ)। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ্ খেজুর বিক্রেতা, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ওরফে হিকমত। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ শায়খ আবুল ফত্বল ওমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে হিবাতুল্লাহ্ আস্‌ক্বালানী আদল এবং শায়খ আবূল মানসূর যাফির ইবনে তারখান ইবনে জাওয়াব গাস্‌সানী, মিশরে। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনে কীয়ানী এবং ফক্বীহ্ রাসলান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা তাসাওফের 'খিরক্বাহ্' শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে নিয়েছেন এবং তাঁরা তাঁর কারামতসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে যখন কাউকে খিরক্বাহ্ পরাতেন, তখন তাকে বলতেন, আমাদের ও তোমার শায়খ (পীর) হলেন শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'লালা আন্‌হু। আর শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুস্ সা'উদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হারীমী 'আত্তার হলেন সিরাজুল আউলিয়া (ওলীগণের প্রদীপ)। তিনি তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন। আর একথা এ থেকে বেশী স্পষ্ট যে, তা বর্ণনা করা

হবে।

আর শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবুল মা'আলী ক্বা-ইদুল আওয়ানী শহীদ হলেন ওলামা-মাশাইখের শোভা এবং ইল্মে কালামবিদদের গর্ব। তিনি তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত হবার বিষয়টি এতই প্রসিদ্ধ যে, এর পক্ষে দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবনীতে তাঁর কিস্সা ইন্শা-আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করা হবে। আর শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনে সিনান ওরফে রাদীনী হলেন ফক্বীহ্ ও পরহেয্গারদের শায়খ।

আমাকে খবর দিয়েছেন ফক্বীহ আবূ মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার ইবনে মুহাম্মদ আলী ক্বরশী মিশরী মু'আদ্দাব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুর রাবী' সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আলী সা'দী ওরফে ইবনুল মুগারবিল। তিনি বলেন, আমাদের সরদার শায়খ রাদীনী শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। যখন তাঁর প্রশংসা করা হতো, তখন নিম্নলিখিত পংক্তি পড়তেন–

حسنك لا تنقضي عجائبه كالبحر حدث عنه ولا حرج

অর্থাৎ ঃ আপনার সৌন্দর্যের আশ্চর্যজনক বিষয়াদি খতম হয় না। তাঁর উপমা সমুদ্রের ন্যায়। তাঁর কথা বলো। এর ফলে কোন ক্ষতি হবে না। (বরং উপকৃতই হতে থাকবে।)

আর বুযুর্গ শায়খ আবূ আলী হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাফি' আনসারী দিম্ইয়াতী ওরফে ধোপা হলেন– সীমান্তের মুফতী, প্রধান শিক্ষক ও প্রসিদ্ধ ওলী।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ ত্বালহা ইবনে ওয়াযীন ইবনে আবদুর রাহীম জযরী মিশরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ মুক্বরী ওরফে ইবনুল ইয়াসমীনী। তিনি বলেন, আবূ আলী ক্বাস্সার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। আর লোকজনকেও তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হবার জন্য ডাকতেন। তাঁকে আমি কয়েকবার শুনেছি। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা– ঈমান ও ইসলাম এবং কিতাব ও সুন্নাহ্র উপর। তদুপরি– আমরা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত।

আর শায়খ মুহাম্মদ আবূ ত্বালহা ইবনে মুযাফ্ফর ইবনে গানিম আলাসী হলেন

ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও মুত্তাক্বী-পরহেযগারদের শায়খ এবং ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ।"

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আলী হুসাঈন ইবনে সুলায়মান তামীমী হারীমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ ইয়ূসুফ ইবনে হাসান আলাসী মুক্বরী। তিনি বলেন, শায়খ তালহা আলাসী শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র শাগরিদ ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর যুগের অন্যান্য মাশা-ইখের উপর প্রাধান্য দিতেন।

আর শায়খ আবূ খলীল আহমদ ইবনে আস'আদ ইবনে ওয়াহ্‌ব ইবনে আলী বাগদাদী হারাভী ছিলেন ক্বারীদের সৌন্দর্য। তিনি তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হতেন এবং তাঁর নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে মুহাম্মদ আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার চাচা শায়খ আবুল গানাইম রিয্‌ক্বুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী। তিনি বলেন, আমি ইমাম আল-মান্‌সূর আবদুস্‌ সালাম ইবনে ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাবকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমাকে মহান শায়খ আহমদ ইবনে আস্‌'আদ বলেছেন, আমার উপর আল্লাহ্‌ আয্‌যা ওয়া জাল্লা তাঁর মাধ্যমে দয়া করেছেন– তোমার দাদার সাহচর্যের কারণে এবং এ কারণে যে, আমি তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্‌ ও ইল্‌ম অর্জন করেছি, তদুপরি তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা ছিলো।

আর শায়খ-ই ফাদ্বিল আবুল বাক্বা মুহাম্মদ আযহারী সরীফীনী হলেন ওলামাকুল মুকুট। তাছাড়া, মহান শায়খ আবূ আহমদ ইয়াহিয়া ইবনে বারাকাহ্‌ ইবনে মাহফূয দীবাক্বী বা-বসরী হলেন ইরাকের শোভা। তাঁরা উভয়ে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত এবং তাঁর নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন ও তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন। এটা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্‌ আবূ নস্‌র গানিম ইবনে গানা-ইম ইবনে ফাত্‌হ্‌ ইবনে ইয়ূসুফ হাশেমী করখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ্‌ ইবনে মান্‌সূরী আল-খাতীব অতঃপর তিনি তাঁর উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে ওয়াহ্‌ব আযাজী 'রাঈসুল আস্‌হাব' (সমসাময়িকদের প্রধান) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর নিকট কাজে রত ছিলেন। তাঁকে এটা বলতে শুনেছেন।

আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাহাসিন ইয়ূসুফ ইবনে শা'বান ইবনে মুদ্বার

ইবনে আলী হিলালী মারদীনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নাস্র অতঃপর এটা উল্লেখ করেছেন।

আর প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান আলী, তাঁর ভাই ক্বাযী-ই বুযুর্গ আবূ মুহাম্মদ হাসান– ক্বাযী আবুল হাসান আলী ইবনে ক্বাযীউল ক্বোযাত (প্রধান বিচারপতি) আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে দামেগানীর পুত্রগণ হলেন– ইমামকুল মুকুট, বিধানাবলী ও ওলামাকুলের প্রদীপ।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আহমদ আব্দুল মালিক ইবনে ফিতিয়ান ইবনে ঈসা ক্বরশী আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনুন্ নাফীস ইবনে নূরুদ্দীন ইবনে বুরাদমার মামূতী। তিনি বলেন, উভয় ক্বাযী আবুল হাসান ও তাঁর ভাই আবূ মুহাম্মদ হাসান, দামেগানীর সন্তান পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য ও উত্তরসূরী। তাঁরা সবাই শায়খ আবদুল ক্বাদিরের সাথে তাঁদের সম্পর্কের কথা এবং তাঁর সাথে তাঁদের সাহচর্যের কথা উল্লেখ করতেন।

আর প্রধান বিচারপতি আবুল ক্বাসিম আবদুল মালিক ইবনে ঈসা ইবনে দরবাস মারদীনী শাফে'ই হলেন ক্বাযীদের মহত্ব ও ইসলামের শোভা; আর তাঁর ভাই ইমাম আবূ আমর ওসমান হলেন ইসলামের আভিজাত্য ও আলিমদের গর্ব। তাছাড়া, তাঁর সন্তান মহান ক্বাযী আবূ তালিব আবদুর রাহমান হলেন মুফতী-ই ইরাক্ব ও পোশ্ওয়া-ই ওলামা।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব আবদুল আযীয ইবনে সালিম মিশরী মুক্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে ইব্রাহীম খেজুর বিক্রেতা মুহাদ্দিস। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে আবদুল আযীয আস্ক্বালানী আল-আদল মিশরে। তিনি বলেন, ক্বাযী আবুল কাসিম ইবনে দরবাস্ ও তাঁর পুত্র উভয়ে শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর কারামতগুলো লিখেছেন।

আর শায়খ ইমাম আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে মারবীল ইবনে নস্র মাখযূমী না-বীনা (অন্ধ) ক্বারী, ফক্বীহ ও মুত্তাক্বী-পরহেযগার লোকদের মাথার মুকুট ও প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর পুত্র শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ হলেন মুত্তাক্বী, গুণী লোক ও ফক্বীহগণের শায়খ।

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ্ ইমাম রাস্লান ইবনে আবদুল্লাহ্ ফক্বীহ্, শাফে'ঈ হলেন ক্বারী ও নেক্কার বুযুর্গদের শোভা। আর তাঁর পুত্র শায়খ আবুল ক্বাসিম আবদুর রাহমান হলেন ফক্বীহ্, মুক্বরী ও সংসারের মোহত্যাগী বুযুর্গ। তাঁরা সবাই শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র দিকে সম্পৃক্ত এবং তাঁরা তাঁর নিকট থেকে খিরক্বা নিয়েছেন। (তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন।) এটা তাঁরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে করেছেন। আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবূ মুহাম্মদ ইসমাঈল ইবনে আলী ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে শাবীব খায্রাজী মিশরী মুআদ্দাব।

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্-ই মুক্বরী আবুল মুহাম্মদ সারিম ইবনে খালাফ ইবনে আলী আনসারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবুস্ সানা আহমদ ইবনে মায়সারাহ্ ইবনে আহমদ মিশরীকে শুনেছি। অতঃপর তিনি এটা উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ-ই আলিম আবূ বকর আবদুল্লাহ্ ইবনে নসর ইবনে হামযাহ্ তামীমী বাকারী সান্দীক্বী বাগদাদী, মুফতী-ই ইরাক্ব এবং পেশোয়া-ই সালিকীন খিরক্বাহ ও ইল্ম তাঁরই থেকে হাসিল করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যে রয়েছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; তাঁর থেকে শুনেছেন। আমি একথা তাঁর কিতাবে পড়েছি; যার নাম 'আন্ওয়ারুন না-যির ফী মা'রিফাতি আখ্বারিশ্ শায়খ আবদিল ক্বাদির, রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু।

আর শায়খ আবূ মুহম্মদ আবদুল জাব্বার ইবনে আবুল ফদ্বল ইবনে ফারাজ ইবনে হামযাহ্ আযাজী সাক্বাফী হাসারী শাহীদ, ক্বারী ও ফক্বীহগণের শোভা, তাঁর নিকট থেকে ইল্ম অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট শুনেছেন। তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফদ্বল মান্সূর ইবনে আহমদ দাওরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের সরদার শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সামদুয়াইহ্ সরীফীনী। তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন। আর ফাদ্বিল-ই ফক্বীহ্ আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ তাহির ইবনে ইব্রাহীম ইবনে নাজা আন্সারী ওয়া-'ইয ও মুফাস্সির হলেন ফক্বীহগণের গর্ব। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন হাফেয আবূ তাহের সালাফী, বাগদাদের শায়খদের বর্ণনা সম্বলিত কিতাবে। আর তিনি ইমাম আবুল ফারাজ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মুহাম্মদ শীরাযীর দৌহিত্র।

তিনি তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ নিয়েছেন। তাঁর নিকট ফিক্বহ পড়েছেন। তাঁর নিকট (হাদীস) শুনেছেন। তাঁর খিরক্বাহ্ পরার ঘটনা আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর শায়খ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল গণি ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মাক্বদেসী, যাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' বলা হতো, তিনি হলেন হাফিযদের শোভা, আলিমদের সরদার, মাশা-ইখের মধ্যে অনন্য এবং সংসারের মোহত্যাগী বুযুর্গদের সুলতান।

আর শায়খ ইমাম আবূ ওমর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ক্বোদামাহ্ মাক্বদেসী, যিনি অনন্য আলিম, ফক্বীহগণের শোভা এবং সংসারের মোহ ত্যাগী বুযুর্গদের নিদর্শন, তাছাড়া শায়খ ইমাম আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মাক্বদেসী হলেন ক্বারী, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস ও দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গদের সরদার। আর শায়খ ইমাম মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ক্বোদামাহ্ মাক্বদেসীও ছিলেন অনন্য ইমাম এবং আলিম, ক্বারী, মুহাদ্দিস, ফরযী ও ওলীগণের প্রদীপ।

আমাকে খবর দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মাক্বদেসী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ আলিম-ই রাব্বানী মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন ইবনে ক্বোদামাহ্কে বলতে শুনেছি, আমি ও হাফেয আবদুল গণী শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র হাত থেকে একই সময়ে খিরক্বাহ্ পরেছি। আমরা ফিক্বহ তাঁর নিকট পড়েছি। তাঁরই নিকট থেকে (হাদীস) শুনেছি। তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করে উপকৃত হয়েছি। সর্বোপরি, তাঁর জীবদ্দশা থেকে আমরা (মাত্র) পঞ্চাশ রাত থেকে বেশী পায়নি।

প্রধান বিচারপতি বলেছেন, "আমি এটাই জানি যে, আমার পিতা ও শায়খ আবূ আমর শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর দিকেই সম্পৃক্ত।

আর মহান ক্বাযী আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে ক্বাযী-ই বুযুর্গ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে বখতিয়ার ইবনে আলী ওয়াসেত্বী, প্রকাশ ইবনুল মানদাঈ হলেন বাক্বিয়্যাতুস্ সালাফ, শায়খুল ক্বোযাত, (যথাক্রমে, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী ও বিচারকদের শায়খ) আলিমকুল শোভা এবং দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গদের সরদার।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল জা'দ নসর ইবনে মিফ্তাহ্ ইবনে সাখার ইবনে

মুসাদ্দাদ আলাভী কারখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব আবদুর রাহমান ইবনে আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ ইবনে আবদুস্ সামী' হাশেমী ওয়াসেত্বী আল্-আদল। তিনি বলেন, আমি ক্বাযী আবুল ফাত্‌হ ইবনে মানদাঈ থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির আমাদের সরদার ও শায়খ এবং ওই ব্যক্তির শায়খ, যে এ যুগে এ বিষয় অর্জন করেছে। তিনি তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করতেন।

আর মহান শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে হোসাঈন ইবনে আবুল ফাদ্বল জাবাঈ হলেন শায়খুল মুসনাদীন ওয়াল ফুক্বাহা। তিনি তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর নিকট ফিক্বহ পড়েছেন। আমাকে ফক্বীহ আবুল ফারাজ আবদুস্ সামাদ ইবনে আহমদ আলী ক্বাত্বফিনী বায্‌যার এ সম্পর্কে খবর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ফাত্‌হ নস্‌র ইবনে রিদ্বওয়ান ইবনে সারওয়ান দারানী মুক্বরী। অতঃপর তিনি এর উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ-ই ফক্বীহ আবুল ক্বাসেম খালাফ ইবনে আইয়্যাশ ইবনে আবদুল আযীয মিশরী হলেন ফক্বীহ, ক্বারী ও মুহাদ্দিসগণের গর্ব ও পূর্ববর্তীদের যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ পরেছেন ও তাঁর নিকট থেকে ইল্‌ম হাসিল করেছেন। আমি তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ পরার ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি।

তাছাড়া, শায়খ ইমাম নাজমুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুল মুন'ইম ইবনে আলী ইবনে নাসীর ইবনে সায়ক্বাল হাররানী ছিলেন অনন্য আলিম এবং বিদ্বান ও ইসলামী যুক্তিশাস্ত্রের ইমামদের শোভা। তিনিও তাঁর দিকে সম্পৃক্ত এবং তাঁকে তাঁর শায়খ বলে ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন তাঁর সন্তান আমাদের শায়খ নজীব উদ্দীন আবুল ফুতূহ আবদুল লতীফ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। অতঃপর তিনি এটা উল্লেখ করেছেন। আর শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনে ইব্রাহীম ইবনে হাদ্দাদ ইয়ামনী হলেন ইয়ামনের পীর-মাশাইখের ওস্তাদ এবং ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসদের গর্ব। আর মহান শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আসাদী হলেন পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসুরী, ইয়ামনের প্রদীপ এবং ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণের শায়খ।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবুল ইয়ুমন বরকাত ইবনে শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ আত্বীফ ইবনে যিয়াদ মুক্বরী ইয়ামনী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমাকে শায়খ আবদুল্লাহ্ আসাদী বলেছেন, যখন আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বিষয় ইয়ামেন প্রসিদ্ধি লাভ করলো, তখন আমি শায়খ আলী ইবনে হাদ্দাদ থেকে খিরক্বাহ্ পরেছি (তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি)। তিনি তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ নিয়েছিলেন। (অর্থাৎ শায়খ আবদুল ক্বাদির থেকে)। তাঁরই নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইয়ামনবাসীদেরকে তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য আহ্বান করেছেন। তারপর ইয়ামনে খবর আসলো যে, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির ওই বছর হজ্জে রওনা হয়েছেন। অতঃপর আমিও হজ্জ করেছি যাতে তাঁকেও দেখি। সুতরাং আমি তাঁকে আরাফাতে পেলাম। তখন তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ নিলাম। তাঁর নিকট থেকে কিছু হাদীস-ই নববী শুনলাম, তাঁরই কারণে আমি ওই দিনকে প্রসিদ্ধ করলাম।

আর শায়খ আবূ হাফ্স ওমর ইবনে আহমদ ইয়ামনী, যিনি 'বাহর' উপাধিতে ভূষিত আলিমগণ ও বুযুর্গদের মহত্ব ছিলেন।

তাছাড়া, শায়খ আবূ মুহাম্মদ মুদাফ্ফি' ইবনে আহমদ, যিনি ফক্বীহ ও বুযুর্গদের শোভা এবং শায়খ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে বাশারাহ্ ইবনে এয়াক্বুব মাদানী ফক্বীহ, মুক্বরী মুহাদ্দিস, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী, তাঁরা সবাই তাঁর থেকে খিরক্বাহ্ নিয়েছেন এবং তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। আমাকে এর খবর ফক্বীহ আবূ আলী হাসান ইবনে আরফাহ্ ইবনে হোসাঈন যুবায়দী দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক কিরমানী খবর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি ফক্বীহ-ই সালিহ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবুস্ সায়ফকে শুনেছি। অতঃপর তিনি এটা উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল ক্বাসিম ওমর ইবনে মাস'উদ ইবনে আবুল ইয্ বাগদাদী ওরফে বায্যার হলেন ওলীগণের পেশ্ওয়া, উত্তম ফিক্বহবিদ, তাঁর নিকট ফিক্বহ্ পড়েছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মাক্বদেসী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি যে, তিনি শায়খ ওমর বায্যারের ফাতাওয়া বাগদাদে দেখেছেন এবং তাঁর সম্পর্কের প্রসিদ্ধি এমনই যে, তা দলীল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

আর শায়খ-ই সালিহ আবূ আবদুল্লাহ্ শাহ্ মীর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নো'মান জীলানী হলেন দুনিয়ার মোহত্যাগী ফক্বীহ। তাঁর নিকট থেকে ফিক্বহ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও অর্জন করেছেন এবং তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

এর খবর আমাকে আবূ মূসা ঈসা ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক্ব ক্বরশী ইবনে ক্বা-ইদুল আওয়ানী দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আল-হাসান বাদরানী। তিনি প্রধান বিচারপতি। অতঃপর তিনি এর উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন!

শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ আবদুল্লাহ্ বাত্বা-ইহী বা'লাবাকের অধিবাসী হলেন– পীর মাশা-ইখের শোভা, ওলীগণের পেশ্‌ওয়া এবং ফক্বীহগণের গর্ব। তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ ও জ্ঞানার্জন করেছেন। সিরিয়ার শায়খগণকে তিনি খিরক্বাহ্ পরিয়েছেন। তিনি সিরিয়ার ব্যাঘ্রতুল্য ব্যক্তিদের শায়খ। তিনি হলেন সুলতানুল আরিফীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওসমান বূ-নীনী, শায়খুশ শায়খ ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ইবনে মাহমূদ বা'লাবাকী ওরফে বাত্বা-ইহী হলেন– ক্বারীগণের শায়খ, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণের শোভা। তাঁর সম্পর্ক শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু'র সাথে তেমনি প্রসিদ্ধ, যা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

আর শায়খ ইমাম আবুল হেরম মক্কী ইবনে ইমাম আবূ আমর ওসমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম সা'দী; যিনি আলিম, মুহাদ্দিস ও মুত্তাক্বী-পরহেযগারদের শোভা; তাঁর সাহেবযাদা শায়খ মুয়াফ্‌ফাক্ব উদ্দীন আবুল ক্বাসিম আবদুর রাহমান হলেন আলিম ও ওলীগণের সরদার, গদ্য ও পদ্যাকারে বহু গ্রন্থের রচয়িতা আর আবুল বাক্বা সালিহ বাহাউদ্দীন নূরুল ইসলাম হলেন– ওলামাকুল শোভা। আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মানযূর কাতানী যে, শায়খ আবুল হেরম ও তাঁর সন্তান মুয়াফ্‌ফাক্বের এ অবস্থা ছিলো যে, যখন তাঁরা কারো নিকট থেকে তাসাওফে অঙ্গিকার নিতেন, তখন বলতেন, *"আমাদের পেশ্‌ওয়া ও তোমার পেশ্‌ওয়া হলেন শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু।"*

আমি বলেছি, আমি তাঁরা উভয়ের চিঠি দু'জায়গায় দেখেছি, যে দু'টিতে উভয়ের বায়'আতের খিরক্বাহ্ ও সাহচর্যের সম্পর্ক শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের দিকেই

উল্লেখিত হয়।

আর শায়খ ও অনন্য ইমাম আবুল বাক্বা আবদুল্লাহ্ ইবনে হোসাঈন ইবনে আবদুল্লাহ্ 'আকবারী বসরী না-বীনা (অন্ধ); যিনি ফিক্বহ্ শাস্ত্র, ইল্‌মে নাহ্ভ, ফারাইয, অভিধান ও উসূল-এর সরদার, বিভিন্ন শাস্ত্রের ইমাম এবং উপকারী গ্রন্থ পুস্তকাবলীর রচয়িতা ও প্রণেতা ছিলেন।

শায়খ আবুল বাক্বার মুরীদ হওয়া ও ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকা

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবুল ফাদ্বল মান্‌সূর ইবনে আহমদ দাওরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ ফক্বীহ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সামদুয়াইহ্ সরীফীনী এবং আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আযদমর। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যায়নুদ্দীন আবদুল্লাহ্ বাগদাদী, ওরফে ইবনুল মা'আলিজ। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা আমাদের সরদার শায়খ আবুল বাক্বা 'আকবারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের মজলিসে হাযির হলাম। ইতোপূর্বে আমি আর কখনো তাঁর মজলিসে হাযির হয়নি, তাঁর কথাও শুনিনি। আমি মনে মনে বললাম, *"আমি এ মজলিসে হাযির হয়ে এ অনারবীয় ব্যক্তির কথাবার্তা শুনবো বৈ-কি।"* আমি মাদ্‌রাসায় প্রবেশ করলাম। আর দেখলাম– তিনি বক্তব্য রাখছেন। তখন তিনি নিজের কথা বন্ধ করে বললেন, *"হে চোখ ও হৃদয়ের অন্ধ! তুমি এ 'আজমী' (অনারবীয়) লোকের কী কথা শুনবে?"* তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি এগুতে এগুতে তাঁর কুরসীর নিকটে পৌঁছে গেলাম। আমি আমার মাথার টুপি ইত্যাদি খুলে ফেললাম। আর তাঁর দরবারে আরয করলাম, *"আপনি আমাকে খিরক্বাহ্ পরিয়ে দিন!"* তখন তিনি আমাকে খিরক্বাহ পরিয়ে দিলেন। আর বললেন, *"হে আবদুল্লাহ্! যদি খোদা তা'আলা আমাকে তোমার পরিণতির খবর না দিতেন, তবে তো তুমি ধ্বংসই হয়ে যেতে।"*

আর বুযুর্গ শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রাহমান ইবনে ইমাম আবূ হাফ্‌স ওমর ইবনে গায্‌যাল ওয়া'ইয, যিনি 'ফক্বীর' ও মুহাদ্দিসগণের শোভা, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ ইমাম আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ জুতা বিক্রেতা, যিনি ফক্বীহ ও

মুহাদ্দিসগণের সৌন্দর্য, শায়খ আবুল ক্বাসিম ইবনে আবূ বকর আহমদ ইবনে আবুস সা'আদত আহমদ ইবনে করম ইবনে গালিব, যিনি ইসলামের ও মুহাদ্দিসকুলের গর্ব, তাঁর ভাই শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবূ বকর আহমদ উৎকৃষ্ট হাফিয, আরেকজন শায়খ আবূ বকর আতীক্ব ওরফে মা'তূক্ব ইবনে আবুল ফদ্বল সমসাময়িকগণ ও ফক্বীহগণের সরদার, যিনি বন্দীজ ও আযাজের অধিবাসী। তারা সবাই শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। আর তাঁর নিকট থেকে (হাদীস) শুনেছেন।

আমাকে এর খবর আবুল খায়র সা'দুল্লাহ্ ইবনে আবূ গালিব আহমদ ইবনে আলী আযাজী দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে তাওহীদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফিয আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবূ বকর মুন্দালীজী। অতঃপর তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আর ইমাম হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ নস্র মাহমূদ ইবনুল মুবারক জানাবিযী ওরফে ইবনুল আখদ্বার, যিনি তাজুল হোফ্ফায (হাফিযকুলের মুকুট) প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন ও উপকারী কিতাবাদি রচনা করেছেন, আল-ক্বসর জামে মসজিদে তাঁর ইল্মের মজলিস বসতো। তিনি তাঁর যুগে ইরাকের হাফিয ছিলেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবুল হাসান আলী ইবনে সাবিত ইবনে ক্বাসিম মিশরী মুআদ্দাব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে আলী ইবনে ইব্রাহীম যার্রাদ বাগদাদী, হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আরিফকুল সরদার আবূ মুহাম্মদ আবদুল গণী ইবনে আবূ বকর শুজা' ইবনে নুক্বতাহ্র ভাগিনা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার মামা আবূ বকর। তিনি বলেন, আমি হাফিয আবূ মুহাম্মদ ইবনুল আখদ্বার রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, "আমাদের সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হলেন সুলতানুল আরিফীন সাইয়্যেদুয্ যুহ্হাদ ও এমন মর্যাদাবান ইমাম ছিলেন যে, তাঁর যুগে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্পষ্ট দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞানরাজি দান করেছেন এবং ফাতাওয়া প্রণয়নে দৃঢ়তা (ক্ষমতা) দিয়েছেন। আমরা তাঁর বরকত (কল্যাণ) অনুধাবন করেছি। তাঁর সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হয়েছি।"

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবুল মাকারিম ফাদ্বল ইবনে বখতিয়ার ইবনে আবূ নস্‌র ইয়া'ক্বী, যিনি হাফিয, ওয়া'ইয ও খতীব ওরফে 'হুজ্জাত', ইসলামী যুক্তি শাস্ত্রের মুখপাত্র (লিসানুল মুতাকাল্লিমীন), শায়খুল মুহাদ্দিসীন তাঁর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে (হাদীস) শুনেছিলেন।

আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন আবুল জা'দ নসর ইবনে মিফ্‌তাহ্ ইবনে সাখার আলাভী করখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ আবদুল্লাহ্ সোহ্‌রাওয়ার্দী। অতঃপর তিনি এটা উল্লেখ করেছেন।

আরিফ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আবূ আবদুল মালিক যাইয়্যাল ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে রাশেদ ইবনে নাবহানুল ইরাক, ইরাক্বী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভূমিতে এসে বসবাসকারী, পীর-মাশাইখ ও দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গ ও আলিমদের শোভা, তাঁর সন্তান আবুল ফারাজ আবদুল মালিক, ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস ও দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গদের পেশ্‌ওয়া (ইমাম), শায়খ ইমাম আবূ আহমদ ওরফে 'ফযীলত', বহু কিতাবের প্রণেতা ও বুযুর্গ ব্যক্তি এবং শরীয়তের ইল্‌মের বড় দক্ষ ব্যক্তি, সবাই তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁরা বর্ণনা করছেন (হযরত) যাইয়্যাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বাগদাদে তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁর কারামতসমূহ স্বচক্ষে দেখেছেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ক্বাসিম মুহাম্মদ ইবনে ওবাদাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আনসারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবদুল মালিক ইবনে শায়খ যাইয়্যাল রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমার পিতা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ও শায়খ আবূ আহমদ, ওরফে 'ফযীলত', উভয়ে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের সম্মান করতেন আর বলতেন– আমরা তাঁর অনুসারী ও মুক্বাতাদী। আর তাঁরা লোকজনকে তাঁর দিকে আহ্বান করতেন। আমি তাঁরা উভয়ের অনুসারী।

শায়খ ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনে শায়খ আবুল উলা নাজ্‌ম ইবনে শরফুল ইসলাম আবুল বরকাত আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে ইমাম আবুল ফারাজ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আন্‌সারী খায্‌রাজী সা'দী ওরফে ইবনুল হাম্বলী, (যিনি) ইসলামের সৌন্দর্য, শিক্ষককুল গর্ব এবং ফক্বীহ্, মুহাদ্দিসগণের

সরদার, ইসলামী যুক্তিবিদ ও মুত্তাক্বী-পরহেযগারদের মুখপাত্র । তাঁর পিতা আবূ আলী মুফতী-উল আনাম, ইমামদের প্রদীপ ও উম্মতের শোভা।

ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার ওসীয়ত

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফিক্বহবিদ সৌভাগ্যবান আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবূ ইমরান, মূসা ইবনে আহমদ ক্বরশী খালেদী। তিনি বলেন, আমি একদিন আমাদের শায়খ আবুল ফারাজ হাম্বলী থেকে হালাবে বড় বড় আলিমদের মজলিসে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে শায়খ-ই পেশ্ওয়া আলিম-ই রাব্বানী শিহাব উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ ওমর সোহরাওয়ার্দী আর আমাদের শায়খ ক্বাযীউল ক্বোযাত (প্রধান বিচারপতি), জামালুল হুক্কাম, বাহাউদ্দীন আবুল হাসান ইয়ূসুফ ইবনে রাফি' ইবনে তামীম প্রমুখ ছিলেন। তিনি বলছিলেন, যখন মাশা-ইখের আলোচনা চলছিলো, তখন আমার পিতা আমাকে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্হ'র ত্বরীক্বাহ্ এবং তাঁর প্রতি মজবুত ভালবাসা রাখার ওসীয়ৎ করলেন। আর বললেন, তিনিও এ ত্বরীকার উপর ছিলেন।

আর শায়খ আবুল মাজদ ঈসা ইবনে ইমাম মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ক্বোদামাহ্ মাক্বদেসী; যিনি মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্কুলের শায়খ, শায়খ আবূ মূসা আবদুল্লাহ ইবনে হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবদুল গণী ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মাক্বদেসী, হাফিযদের শোভা এবং হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুর রাহমান মাক্বদেসী, হাফিযকুল গর্ব, যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাকুলের আভিজাত্যও তেমনি ছিলেন।

আমাকে খবর দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি, শায়খদের শায়খ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মাক্বদেসী, লিখিতভাবে, যা আমি তাঁর নিকট চেয়েছিলাম।

তিনি বলেন, আমার পিতা ইমাদ বলেছেন, আমার চাচা হাফিয, আমাদের শায়খ মুয়াফ্ফাক্ব, আবূ আমর ও তাঁর সন্তানগণ, আত্মীয়-স্বজন ও ছেলেরা, আমাদের শায়খ যিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ, যিয়াউদ্দীন মাহাসিন, ক্বাযী নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালাফ মুক্বাদ্দাসী, বহুগ্রন্থের প্রণেতা, তাঁর পিতা ইমাম শেহাব উদ্দীন, আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল মুন্'ইম ইবনে ইয়া'মার ইবনে সুলতান ইবনে সুন্নর মুক্বাদ্দাসী, শায়খ-ই আলিম আবূ মুহাম্মদ আবদুল হামীদ ইবনে শায়খ আবূ আহমদ আবদুল হাদী ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ক্বোদামাহ্

মুক্বাদ্দাসী ও তাঁর ভাই শায়খ-ই আলিম মুসনাদ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ এবং যেসব লোক তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত (তাঁরা সবাই) শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র সাথে সম্পৃক্ত, তাঁরা তাঁর আদব (নিয়ম)-এর অনুসারী, তাঁকে সম্মান করায় বিশ্বাসী, তাঁর প্রতি হৃদয়ে ভালবাসা ধারণকারী এবং তরীক্বার ক্ষেত্রে তাঁর ওসীয়তগুলোর অনুসরণকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে যিনি তাঁকে পেয়েছেন এবং তাঁর মজলিসে বসেছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেনি, সে ওইসব বুযুর্গ থেকে জ্ঞানার্জন করেছে, যাঁরা তাঁর নিকট থেকে অর্জন করেছেন– পূর্ববর্তীদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে।

আর শায়খ আবুল ফুতূহ ইয়াহিয়া ইবনে শায়খ আবুস্ সা'আদাত সা'দুল্লাহ্ ইবনে হোসাঈন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে সারী তাকরিনী; যিনি মুহাদ্দিসকুলের শোভা, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁর নিকট থেকে (হাদীস) শুনেছেন, তাঁর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, বহু গ্রন্থ-পুস্তক রচনা করেছেন এবং মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে সালেহ ইবনে আবূ বকর তাক্‌রিনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার চাচা শায়খ-ই ফক্বীহ্ আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ইবনে আলী ইবনে আহমদ তাকরিনী অতঃপর এর উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ আবুল ফুতূহ নসর ইবনে আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে আলী বাগদাদী, ওরফে ইবনে হাসারী, ক্বারীদের গর্ব, আলিমকুলের সৌন্দর্য; যিনি ক্বোরআন-ই আযীমকে 'সাত ক্বিরআত' সহকারে হেফ্য করেছিলেন এবং বহু কিতাব লিখেছেন, সব সময় তাঁর নিকট থেকে শুনতে থাকেন এবং শিক্ষা দান করতে থাকেন, এ পর্যন্ত যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শায়খ আবদুল ক্বাদিরের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণে মশগূল ছিলেন।

আমাকে এর খবর দিয়েছেন আবুল মা'আলী হেলাল ইবনে ফক্বীহ্-ই জলীল আবুল 'আলা উমাইয়া ইবনে নাবিগাহ্ ইবনে আসাদ হেলালী আদল। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আমার পিতা। অতঃপর তেমনি উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ আবূ মুহাম্মদ ইয়ূসুফ ইবনুল মুযাফ্ফর ইবনে শুজা' 'আ-কূলী আযাজী সাহ্‌হার, যিনি মাশাইখকুলের উত্তরসূরী, ফক্বীহকুলের গর্ব, তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন, তাঁর নিকট থেকে তাবার্‌রুক গ্রহণ করতেন। আহলে হাক্বীক্বতের ভাষায় তিনি প্রশংসিত ছিলেন।

আমাকে এগুলোর সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী সাবিত ইবনে ক্বাসিম মুআদ্দাব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রাহমান ইবনে আলী ইবনে যার্‌রাদ, হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল গণী ইবনে নুক্বতাহ্‌র ভাগিনা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার মামা আবূ বকর এবং এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবুল বরকাত মুবারক ইবনে হামযাহ্‌ ইবনে ওসমান ইবনে হোসাঈন আযাজী ওরফে ইবনে ত্বাব্বাল, শায়খুল ফোক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিসীন; তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন। তাঁর ছেলে ফক্বীহ মুহাদ্দিস সালিহ্‌ আবুর রাযী হামযাহ্‌, তাঁর ভাই আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ্‌, পূর্ববর্তীদের যোগ্য উত্তরসূরী, সমসাময়িক আলিমকুলের শোভা, (তাঁরা উভয়ে) তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন, তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ফিক্বহ্‌, হাদীস ও সৎকর্ম ও জনকল্যাণের ঘর থেকেই।

আমাকে এর খবর দিয়েছেন আবূ মূসা ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক্ব মাক্বদেসী ইবনুল আওয়ানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ্‌ ইবনে মুবারক আযাজী ওরফে ইবনে ত্বাব্বাল। অতঃপর তিনি তেমনি সবার কথা উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ ফক্বীহ আলিম আবুল ফদ্বল ইসহাক্ব ইবনে আহমদ ইবনে গানিম আলাসী; যিনি ইসলামের স্তম্ভ, মাশাইখের শোভা, ওলামা ও মুহাদ্দিসগণের পেশ্‌ওয়া (ইমাম), শায়খ ইমাম আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ্‌ ইবনে আহমদ ইবনে হিবাতুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল ক্বাদির ইবনে হোসাঈন ওরফে ইবনুল মানসূর, জালালুল ওলামা, যায়নুল খোত্বাবা ওয়ান্নুক্বাবা ওয়াল মুহাদ্দিসীন (আলিমকুলের মহত্ব, খতীবকুলের শোভা এবং নুক্বাবা ও মুহাদ্দিসকুলের সৌন্দর্য) আর শায়খ-ই ফাদ্বিল আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে সামদুয়াইহ্‌ সরীফীনী, সিরাজুল ইরাক্ব ও মুফতী-উল ফারাক্ব (যথাক্রমে,

ইরাকের প্রদীপ ও ফারাক্বের মুফতী)। আর তাঁর সন্তান শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ, ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস ও পরহেয্গারদের মাথার মুকুট।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন মাক্বদেসী। তিনি বলেন, আমি শায়খ ইসহাক্ব আলাসীকে বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর সম্পর্কের কথা, যা তাঁর শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর সাথে ছিলো, উল্লেখ করছিলেন। আর আমি শায়খ আবুল ক্বাসিম মান্সূরী থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি যখন এক বছর বয়সের শিশু ছিলাম, যখন আমাকে আমার শায়খ সাইয়্যেদী মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র নিকট আনা হয়েছিলো। তখন তিনি আমাকে 'খিরক্বাহ্' পরিয়েছেন এবং তাঁর সমস্ত বর্ণনাকৃত ও প্রণীতের অনুমতি দিয়েছেন। আমি শায়খ কামাল উদ্দীন আহমদ ইবনে সামদুয়াইহ্ সরীফীনীকে শুনেছি যে, তিনি নিজের ও নিজ পিতার সম্পর্কের কথা, যা তাঁর শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর সাথে ছিলো, উল্লেখ করছিলেন।

শায়খ ইমাম শামসুদ্দীন বলেন, শায়খ ফক্বীহ ফাদ্বিল আবূ আমর ওসমান ইয়া-সিরী, শায়খ ইমাম, দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গ আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনে বাক্কা ওরফে ইবনুল ইস্কাফ, শায়খ ইমাম ফক্বীহ-ই মুস্নাদ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে তালিব বাগদাদী ওয়া-'ইয, শায়খ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ওয়া-'ইয্ দর্জি, শায়খ-ই জলীল তাজউদ্দীন ইবনে বাত্ত্ব বাগদাদীদ্বয় এবং শায়খ-ই ফাদ্বিল, আলিম-ই নাবীল রুক্নুদ্দীন মারাতিবী বাগদাদী হাম্বলী– এঁরা সবাই ক্বারী ছিলেন, তাঁর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর উচুঁ মর্যাদা ও পূর্ণ ফযীলতের কথা স্বীকার করতেন। সর্বোপরি, তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত ছিলেন। আর শায়খ-ই আলিম ও গুণীজন ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম ইবনে সা'ঈদ দারী আলাসী হাম্বলী; যিনি ফক্বীহগণের মুখপাত্র এবং ভাষাবিশারদ ও হাদীসবিদদের গর্ব।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ যায়দ আবদুর রাহমান ইবনে সালিম ক্বুরশী। তিনি বলেন, আমি শায়খ ইব্রাহীমকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু'র হাতে তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর খিরক্বাহ পরেছি। তখন আমার বয়স ছিলো (মাত্র) সাত বছর।

আর শায়খ-ই জলীল আবূ তাহের ইবনে শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল আব্বাস আহমদ

ইবনে আলী ইবনে খলীল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে খলীল জূসক্বী সরসরী খতীব, পীর-মাশাইখের সৌন্দর্য, ক্বারীগণের মধ্যে উৎকৃষ্টজন, ওলীগণের প্রদীপ, তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ পরেছেন এবং ইল্‌ম হাসিল করেছেন, তাঁর নিকট (হাদীস শরীফ) শুনেছেন এবং আদবের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর আবহারী এবং আবূ মুহাম্মদ সালিম ইবনে আলী দিমিয়াত্বী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা মহান শায়খ সরসরীকে শুনেছি তিনি এমনি উল্লেখ করেছেন। আমি তাঁর সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছুটা উল্লেখ করেছি। আর বিজ্ঞ আলিম ও জ্ঞানী-গুণী শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ আযজী, ওরফে ইব্‌নুন্ নাহ্‌হাল, ক্বারী ও পরহেযগারদের শায়খ, তাঁর নিকট থেকে খিরক্বাহ্ গ্রহণ করেছেন এবং বহুবার তাঁকে বলতে শুনেছেন।

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ রজব ইবনে আবুল মানসূর দারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নাহ্‌হাল থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে তখনই খিরক্বা পরেছি, যখন আমার বয়স মাত্র সাত বছর ছিলো।

আর শায়খ-ই রঈস আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির ইবনে ওসমান ইবনে আবুল বরকাত ইবনে আলী ইবনে আবূ মুহাম্মদ রিযক্বুল্লাহ্ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনে আবদুল আযীয তামীমী বরদানী, পূর্ববর্তীদের যোগ্য উত্তরসূরী, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসগণের শোভা, তাঁর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁর নিকট শুনেছেন, তাঁর নিকট থেকে ইল্‌ম ও ফিক্বহ্ শিখেছেন এবং তাঁর অনেক কারামত বর্ণনা করেছেন।

আমাকে এসব কথার সংবাদ দিয়েছেন- আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে বদরান ইবনে আলী আজায়ী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি বলেন, আমি ফক্বীহ ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির তামীমীকে বলতে শুনেছি। তিনিও তেমনি উল্লেখ করেছেন।

আর শায়খ-ই নাবীল আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে দালাফ ইবনে আবূ তালিব বাগদাদী আদল, নাসিখ, ফখরুল মুহাদ্দিসীন এবং আলিম ও যাহিদগণের পেশ্‌ওয়া, শায়খের নিকট অনেক পড়েছেন, অনেক লিখেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আলী হাসান ইবনে আহমদ ইবনে সুলায়মান তামীমী হায্‌যী। তিনি বলেন, শায়খ আবদুল আযীয নাসিখ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হু'র দিকে আহ্বানকারী ছিলেন। আর শায়খ-ই ফাদ্বিল আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ মিশরী, ওরফে ইবনুল ইয়াসমিনী, ক্বারী ও ফক্বীহ্‌গণের শোভা, যিনি শায়খ আলিম ও হিতকামী-পরিবারের সদস্য, তিনি নিজে ও তাঁর পিতা হযরত শায়খের দিকে সম্পৃক্ত।

আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফারাজ আবদুর রাহীম ইবনে ওয়াযীর ইবনে হাসান ইবনে ক্বাসিম ক্বরশী মিশরী মুআদ্দাব। অতঃপর তিনিও এসব কথা উল্লেখ করেছেন। আর শায়খ ইমাম হাফেয আবূ মান্‌সূর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়ালীদ বাগদাদী, হাফিযদের শোভা, ইরাকের প্রদীপ।

আর শায়খ-ই জলীল আবুল ফারাজ আবদুল মুহসিন, যাঁকে হোসাঈন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে দুয়ায়রাহ্ বসরীও বলা হয়, ক্বারী, ফক্বীহ, দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গ ও মুহাদ্দিসগণের শোভা, (এ দু'জন) তাঁর দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। আর তাঁরা লোকদেরকেও তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হবার জন্য আহ্বান করেছেন, তাঁর জীবনী লিখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাকে এর সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ-ই সালিহ আবুস্ সানা হামিদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী সাক্বাফী আযাজী মুক্বরী। তারপর এ কথা তাঁরা উভয়ের নিকট থেকে উল্লেখ করেছেন। আর শায়খ ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্রাহীম ইবনে মাহমূদ ইবনে জাওহার বা'লাবাকী ওরফে বাত্বা-ইহী ও যিনি পীর-মাশাইখের পেশ্‌ওয়া, ফক্বীহ ও ক্বারীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং ওলীগণের নিশান।

আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ফক্বীহ আবুল ক্বাসিম মুহাম্মদ ইবনে ওবাদাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আনসারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আলিম-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মুহাম্মদ ইব্রাহীম বা'লাবাকীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম-এর পর শায়খ ও আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী পেশ্‌ওয়া হলেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু।" আর শায়খের দিকে তাঁর (বর্ণনাকারী) সম্পৃক্ততা এতই প্রসিদ্ধ যে, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

শায়খ-ই ফাদ্বিল ফক্বীহ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে হোসাঈন ইবনে আবদুল্লাহ্

ইবনে ঈসা ইবনে আবুর রিজাল ইয়ূনাঈনী বা'লাবাকী হলেন হাফিযদের শোভা এবং আলিমদের শায়খ ও অনন্য ফক্বীহ্।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবূ মুহাম্মদ হোসাঈন ইবনে ফক্বীহ-ই ফাদ্বিল আবূ ইমরান মূসা খালেদী। তিনি বলেন, শায়খ ফক্বীহ তক্বীউদ্দীন মুহাম্মদ ইয়ূনাঈনী হাফিয রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের আলোচনা করার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করতেন। তাঁর দিকে লোকজনকে আহ্বান করতেন। তাঁর দিকে নিজের সম্পৃক্ততাকে গর্বের মনে করতেন। তাঁর ও তাঁর নির্দেশের প্রতি খুবই সম্মান দেখাতেন।

আর মহান শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবদুস্ সামাদ ইবনে আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনে হামা-ইল ইবনে খলীল ইবনে রাশিদ আনসারী সা'দী সূফী মিশরের অধিবাসী ফক্বীহ্, মুহাদ্দিস ও দুনিয়ার মোহত্যাগীদের শোভা, তাঁর দিকে সম্পৃক্ত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের পর তাঁর তরীক্বতের পথে চলার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভরসা রাখতেন।

আমাকে এর খবর দিয়েছেন তাঁর মহান ও গুণী সন্তান আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ। অতঃপর তাঁর (হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) সম্পর্কে এর উল্লেখ তাঁরা সবাই করেছেন। আর তাঁকে যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মধ্যে এসব লোকও রয়েছেনঃ

শায়খ আবুল ক্বাসেম দালাফ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বাগদাদী হারীমী ওরফে ইবনে ক্বাওক্বা, শায়খ আবূ ইয়াক্বুব ইয়ূসুফ ইবনে ইব্রাহীম হিবাতুল্লাহ্ ইবনে মাহমূদ ইবনে তোফায়ল দামেক্কী সূফী হারবী, শায়খ আবুর রেদ্বা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে দাউদ মুআদ্দাব হাসিব, ওরফে 'মুফীদ', শায়খ আবূ তালিব আবদুর রাহমান ইবনে আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে আবুল মুযাফ্ফর আবদুস্ সামী' ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুস্ সামী' ক্বরশী হাশেমী ওয়াসেত্বী মুক্বরী আল-আদল, শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুত্বী' বাজাস্রাভী, শায়খ হাফিয আবুল হাসান আলী ইবনে নাফীস ইবনে আবূ যায়দান ইবনে হুসাম বাগদাদী মা'মূনী, যিনি তাঁর নিকট ফিক্বহ্ও পড়েছেন, শায়খ আবূ হোরায়রা মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফুতূহ লায়স ইবনে শুজা' ইবনে মাস'উদ বাগদাদী আযাজী দীনারী না-বীনা (অন্ধ) ওরফে 'ইবনুল ওয়াস্ত্বানী', শরীফ আবুল হাশিম আকমাল ইবনে মাস'উদ ইবনে ওমর ইবনে আম্মার হাশেমী, শায়খ পেশ্ওয়া আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে আবূ বকর ইবনে ইদ্রীস ইদ্রীসী রূহানী ইয়াক্বুবী, শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নাসর ইবনে নাস্সার ইবনে মানসূর

বাগদাদী আযাজী মুক্বরী, শায়খ-ই ফাদ্বিল আবূ তালিব আবদুল লতীফ ইবনে শায়খ আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে হামযাহ্ ইবনে ফারিস ইবনে মুহাম্মদ হাররানী অতঃপর বাগদাদী, মুক্তা ব্যবসায়ী ওরফে ইবনুস্ সাক্বাত্বী (যিনি শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে সর্বশেষ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন)। তাঁরা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বলতে শুনেছেন– যতটুকু আমরা জানি। আল্লাহ্ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

আর হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর সন্তান এবং বংশধরগণও তাঁর নিকট যাঁরা ফিক্বহ্ পড়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন, তাঁরা হলেন– তাঁর আওলাদ বা বংশধরগণ। আর তিনি (ইবনুস্‌সাক্বাত্বী) আলিম, ফাদ্বিল, বুযুর্গ এবং জ্ঞানী ও কল্যাণকামীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলেন। তিনি পছন্দনীয় বিবেকের অধিকারী, মুত্তাক্বী, মর্যাদাবান ও প্রসিদ্ধ গুণীজন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আলিম ছিলেন তাঁরা হলেন–

শায়খ ইমাম সায়ফুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব, (যিনি) ইসলামের শোভা, আলিমকুলের পেশ্‌ওয়া, ইসলামী যুক্তিবিদদের গর্ব, যিনি আপন পিতার নিকট ফিক্বহ্ পড়েছেন, তাঁর নিকট (হাদীস) শুনেছেন এবং অন্যান্য ওস্তাদ থেকেও শুনেছেন, যেমন– আবূ গালিব আহমদ ইবনুল হাসান ইবনুল বান্না, আবূ মান্‌সূর আবদুর রাহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে সরমা, আবুল ফদ্বল মুহাম্মদ ইবনে ওমর উমুভী, আবুল ওয়াক্বত আবদুল আউয়াল ইবনে ঈসা শাহ্‌রী প্রমুখ।

তিনি জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে অনারবীয় দেশ সফর করেছেন এবং আপন পিতার পর মাদ্‌রাসায় দরস দিতে থাকেন। হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, ওয়ায করেছেন, ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন, তাঁর নিকট থেকে অনেক আলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শরীফ আবূ জা'ফর ইবনে আবুল ক্বাসিম, লবীব ইবনুন্ নাফীস ইবনে আবুল করীম ইয়াহিয়া আল-হোসাঈনী বাগদাদী এবং শায়খ সালিহ্ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল ওয়াসি' ইবনে আমীরকাহ্ ইবনে শাফি' জীলী প্রমুখও রয়েছেন। তিনি বাগদাদে বৃহস্পতিবার রাতে ২৫ শাওয়াল ৫৯৩ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। আর পরবর্তী দিন 'হাল্‌বাহ্ কবরস্তান'-এ দাফন হয়েছেন। তাঁর জন্ম হয়েছে শা'বান, ৫২২ হিজরীতে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

আরেকজন শায়খ ইমাম-ই আওহাদ শরফ উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ। তাঁর কুনিয়াৎ (উপনাম) আবূ আবদুর রাহমান ঈসাও ছিলো। তিনি একাধারে ইসলামের আভিজাত্য, আলিমদের সৌন্দর্য, ইরাক ও মিশরের প্রদীপ, দু'ভাষা ও বর্ণনার অধিকারী এবং ইসলামী যুক্তি শাস্ত্রবিদদের মুখপাত্র। নিজের পিতার নিকট ফিক্‌হ পড়েছেন। তাঁরই থেকে হাদীস শুনেছেন। আর আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে সরমা, আবুল ওয়াক্‌ত আবদুল আউয়াল সাখরী প্রমুখ থেকেও শুনেছেন, দরস দিয়েছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়ায করেছেন, ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন এবং 'জাওয়াহিরুল আসরার ওয়া লাত্বাইফুল আন্‌ওয়ার' নামের সূফীতত্ত্বের একটি প্রসিদ্ধ কিতাবও লিখেছেন। এর বিষয়বস্তু অতিমাত্রায় ভাষাশৈলী সমৃদ্ধ। এতে হাক্বীক্বতগুলোর পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে। তিনি মিশরে এসেছেন। সেখানে হাদীস শুনিয়েছেন। ওয়া'য করেছেন। সেখানকার একাধিক অধিবাসী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবূ নাযার রাবী'আহ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ হাম্বরামী সানা'আনী শাফে'ঈ হাফিয, শায়খ আবুল গানা-ইম মুসাফির ইবনে ইয়া'মার ইবনে মুসাফির মিশরী মু'তালিফী হাম্বলী মুআদ্দাব, শায়খ আবুস্ সানা আহমদ ইবনে মায়সারাহ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবনে গামা-ইম 'আদওয়ানী অতঃপর মিশরী খিলাল হাম্বলী, শায়খ আবুস্ সানা হামিদ ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে হামিদ ইবনে মুফাররাজ ইবনে গিয়াস আরতাজী মিশরী, ফক্বীহ্, মুক্বরী এবং তাঁর চাচা শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ফক্বীহ্ মুহাদ্দিস, শায়খ আবুল মান্‌সূর যাফির ইবনে তারখান ইবনে জাওয়াব গাস্‌সানী শাফে'ঈ, শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল খালিক্ব ইবনে আবুল বাক্বা সালিহ্ ইবনে আলী ইবনে যায়দান ইবনে আহমদ ইবনে মুফাররাজ ক্বরশী উমুভ্‌ভী, মিশরী শাফে'ঈ মুক্বরী নাহভী লুগাভী প্রমুখও রয়েছেন।

তিনি স্পষ্টভাষী ও তীক্ষ্ণ রসনাসম্পন্ন ছিলেন। মিশরে ৫৭৩ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন; সেখানকার কবরস্তানে দাফন হয়েছেন। তিনি প্রশস্ত জ্ঞানসম্পন্ন, বড় গুণীজন, পূর্ণাঙ্গ বিবেকসম্পন্ন ও বিনয়ী ছিলেন; এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তাঁর মর্যাদা বড় ও উঁচু ছিলো। তদুপরি তিনি আখিরাতের বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশকারী ছিলেন।

আর বুযুর্গ ইমাম শাসসুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ; যাঁর উপনাম 'আবূ বকর আবদুল আযীয'ও। তিনি ইরাকের শোভা ও আলিমকুলের গর্ব। আপন পিতার নিকট ফিক্‌হ পড়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং আবূ মান্‌সূর আবদুর রাহমান

ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ক্বায্‌যায্‌, আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে তাহির মিহানী, মুহাম্মদ ইবনে নাসিরুস্‌ সালামী, আবুল ওয়াক্বত আবদুল আওয়াল ইবনে ঈসা শাজারী প্রমুখ থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ওয়া'য করেছেন ও দরস দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সুন্দর, নির্ভরযোগ্য, গবেষক, দানশীল, প্রশস্ত বিবেকের অধিকারী, জ্ঞান-সমুদ্র, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি জিবালের দিকে, যা সানজারের একটি গ্রাম, সফর করেছিলেন এবং সেখানেই বাসস্থান বানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

আর শায়খ ইমাম জামাল উদ্দীন আবূ আবদুর রাহমান, যাঁর উপনাম আবুল ফারাজ; আবদুল জাব্বারও, যিনি আলিমকুল প্রদীপ এবং ইরাকের মুফতী। আপন পিতার নিকট ফিক্বহ্‌ পড়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, আর আবুল মানসূর আবদুর রাহমান ক্বায্‌যায আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে সরমা, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যা'ফরানী এবং আবুল ওয়াক্বাত শাজারী থেকেও। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়া'য করেছেন এবং দরস দিয়েছেন। সর্বোপরি তাঁর নিকট থেকে লোকেরা উপকৃত হয়েছেন। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী, প্রশস্ত বক্ষ, অতিরিক্ত বিবেকসম্পন্ন। সত্যের প্রতি সহজভাবে পথ প্রদর্শনকারী, আপন বর্ণনাদির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের বন্ধু ছিলেন। ইল্‌মে তাঁর হাত আলোকিত ছিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

আর শায়খ ইমাম-ই আওহাদ হাফেয তাজুদ্দীন আবূ বকর আবদুর রায্‌যাক্ব, ইরাক-প্রদীপ, ইমামকুলের শোভা, হাফিযকুলের গর্ব, ইসলামের আভিজাত্য, ওলীগণের পেশ্‌ওয়া। আপন পিতার নিকট ফিক্বহ্‌ পড়েছেন। তাঁর নিকট থেকে এবং আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে সরমা, আবুল ফাদ্বল মুহাম্মদ ইবনে ওমর উমুভ্‌ভী, আহমদ ইবনে তাহির মিহানী, মুহাম্মদ ইবনে নাসির সালামা, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যা'ফরানী, আবুল করম মুবারক ইবনে হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল ওয়াক্বত আবদুল আওয়াল শাজারী, শরীফ আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযীয আব্বাসী, আবুল ক্বাসিম সা'ঈদ ইবনে আহমদ ইবনুল বান্না আর এক বড় জমা'আত থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, দরস দিয়েছেন, হাদীসে টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করেছেন ও ফাত্‌ওয়া প্রণয়ন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের

মধ্যে শায়খ ইমাম-ই জলীল মুহায্যাব উদ্দীন আবুল ফাদ্বল ইসহাক্ব ইবনে আহমদ ইবনে গানিম আলাসী, শায়খ-ই ফাদ্বিল আরিফ তক্বী উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে জামীল বাগদাদী আর শায়খই ফাদ্বিল, আরিফ-ই যাহিদ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ওরফে মু'আম্মাম এবং শায়খ-ই ফাদ্বিল যাহিদ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ওরফে 'খতীব' প্রমুখও রয়েছেন।

তিনি লোকদের মধ্যে অতি উত্তম চরিত্র, বেশী শান্ত বক্ষ বিশিষ্ট, প্রশস্ত বাহুসম্পন্ন, বেশী জ্ঞানী ও প্রচুর বিবেকসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্থায়ী চিন্তার অধিকারী, বড় নীরব, সত্যিকার অর্থে সংসারের মোহত্যাগী বুযুর্গ ও জ্ঞানের দিকে মনোনিবেশকারী ছিলেন। তিনি জ্ঞানী লোকদের সম্মান করতেন। নিজের বর্ণনাদিতে খুব যাচাই-বাছাই করতেন। নিজের কাজকর্ম ও কথাবার্তায় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি আপন মাথা আসমানের দিকে আপন রব আয্যা ও জাল্লার প্রতি লজ্জার কারণে উঠাননি। এ বিষয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফারাজ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিহ আযাজী এবং আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে ক্বাসিম হাম্বলী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ এবং তাঁর ভাই শায়খ সায়ফ উদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের পিতা আবূ সালিহ নস্‌র ক্বাদ্বিউল ক্বুদ্বাত (প্রধান বিচারপতি) মদীনাতুস্ সালাম (বাগদাদ)-এ। অতঃপর তিনিও এর উল্লেখ করেছেন।

তিনি বাগদাদে ৬ শাওয়াল ৬০৩ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন। পরবর্তী দিন বাবুল হারবে দাফন হয়েছেন। তার জন্ম যিলক্বদ, ৫২৮ হিজরীতে হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

আর শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম, ফক্বীহগণের শোভা ও সনদ সম্পন্নদের সৌন্দর্য ছিলেন। তিনি আপন পিতার নিকট ফিক্বহ পড়েছেন। আর তাঁর নিকট থেকে এবং শায়খ আবুল ক্বাসেম সা'ঈদ ইবনে আবূ গালিব আহমদ ইবনুল হাসান ইবনুল বান্না ও আবুল ওয়াক্বত আবদুল আওয়াল ইবনে ঈসা থেকে আর ওইসব মুহাদ্দিস থেকেও, যাঁরা ওই দু'জনের পর্যায়ের ছিলেন হাদীস শুনেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বিনয়ী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি জ্ঞানীদের সম্মান করতেন। ওয়াসিত্বে সফর করে চলে গিয়েছিলেন এবং ৫৯২

হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

আর শায়খ-ই বুযুর্গ, জ্ঞানী ও গুণীজন আবুল ফদ্বল মুহাম্মদ ইবনে রঈসুল আসহাব ও জামালুল মুসনাদীন। আপন পিতার নিকট ফিক্‌হ পড়েছেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। আরো শুনেছেন আবুল ক্বাসিম সা'ঈদ ইবনে আহমদ ইবনুল বান্না, আবুল ওয়াক্‌ত সাহারী প্রমুখ থেকেও। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাগদাদে ২৫ যিলক্বদ, ৬০০ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন। আর ওই দিনেই হালবার কবরস্তানে দাফন হন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

আর শায়খ-ই আসীল আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুর রাহমান, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অবশিষ্ট (যোগ্য উত্তরসূরী)। আপন পিতার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং শৈশব থেকেই তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। আর আবুল ক্বাসেম ইবনে হোসাঈন, আবূ গালিব আহমদ ইবনুল হাসান ইবনুল বান্না থেকেও শুনেছেন। কথিত আছে যে, তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বাগদাদে ২৭ সফর, ৫৮৭ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন। তাঁর জন্ম ৫০৮ হিজরীতে হয়েছে। তিনি তাঁর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) সন্তানদের মধ্যে অধিক বয়সের ছিলেন।

আর শায়খ-ই ফাদ্বিল ফক্বীহ মহান আলিম আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া আপন পিতার নিকট থেকে ইল্‌ম-ই ফিক্‌হ্ অর্জন করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। আর আবুল ফাত্‌হ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাক্বী প্রমুখ থেকেও (হাদীস) শুনেছেন এবং নিজেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে (লোকেরা) উপকার লাভ করেছেন। মিশরে এসেছেন। তিনি ফক্বীহ আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন পছন্দনীয় চরিত্র ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এবং জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বাগদাদে অর্দ্ধ শাবান, ৬০০ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। আপন ভাই আবদুল ওয়াহ্‌হাবের পাশে দাফন হয়েছেন। তাঁর জন্ম ৬ রবিউল আউয়াল, ৫৫০ হিজরীতে হয়েছে। আর আপন পিতা সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

আর শায়খ ইমাম যিয়াউদ্দীন আবূ নসর মূসা ফক্বীহ্‌গণের প্রদীপ, মুহাদ্দিসগণের শোভা ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি আপন পিতার নিকট ফিক্‌হ পড়েছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। অনুরূপ, আবুল ক্বাসিম সা'ঈদ ইবনে আহমদ ইবনুল বান্না, আবুল ফাদ্বল মুহাম্মদ ইবনে নাসির হাফেয,

আবুল ওয়াক্বত আবদুল আওয়াল ঈসা সাজরী এবং আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাক্বী ইবনে আহমদ প্রমুখ থেকেও শুনেছেন। তিনি দামেস্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতেই বসবাস করতেন এবং (লোকেরা) উপকার লাভ করেছেন। মিশরে আগমন করেছেন। তিনি গুণীজন, সাহিত্যিক, মুত্তাক্বী ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আক্বাবিয়্যায় ফিক্বহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। দামেস্কে বসবাস করতেন। আর তাতেই জুমাদাল উখ্রার প্রথম রাতে, ৬১৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। আর তাঁকে ক্বাসিয়ূন পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয়েছে। তাঁর জন্ম মাহে রবিউল আউয়ালের শেষ তারিখ, ৫৩৯ হিজরীতে হয়েছে। আর ৫৩৭ হিজরী বলেও কথিত আছে। তিনি আপন পিতা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)র সন্তানদের মধ্যে সবার শেষে ইন্তিকাল করেছেন।

আর শায়খ ইমাম, আলিম, বিশিষ্ট গুণীজন আফীফ উদ্দীন ইবনে মুবারক বাগদাদী, এবং ফক্বীহগণের সৌন্দর্য ও মুহাদ্দিসকুল গর্বের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। আপন দাদা প্রমুখের নিকট ফিক্বহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। আর আবূ যার'আহ্ ত্বাহির ইবনে হোসাঈন যার্‌রাদ ও রাযী এবং আবূ বকর আহমদ ইবনুল মুক্বার্‌রাব ইবনে হোসাঈন ফক্বীহ করখী, আবুল ক্বাসিম ইয়াহিয়া ইবনে সাবিত ইবনে বাদরান ইবনে ইব্রাহীম দীনূরী এবং ক্বাযী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বায়দ্বাভী, আবুল ওয়াক্বত আবদুল আওয়াল ইবনে ঈসা সাজরী প্রমুখ থেকে শুনেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য, উপযুক্ত, ফক্বীহ, গুণীজন, বড় বিবেকবান, জ্ঞানীদের প্রেমিক, অর্থ ও তাৎপর্যবহ বিষয়াদির প্রতি মনোনিবেশকারী এবং সুন্দর হস্তলিপি ও দ্রুতলিপিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

আর শায়খ ইমাম আবূ মান্সূর আবদুস্ সালাম ইবনে ইমাম সায়ফুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব– ফক্বীহ্গণের সৌন্দর্য, আলিম ও মুহাদ্দিসকুলের শোভা, ফিক্বহ আপন দাদা ও পিতা থেকে পড়েছেন। আপন দাদা থেকে হাদীস শুনেছেন, আরো শুনেছেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব সাবী ও আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাক্বী ইবনে আহমদ প্রমুখ থেকে। নিজে পড়তেন, নিজের হস্তলিপিতে লিখতেন, আপন দাদার মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে শিক্ষাদান করতেন, হাদীস বর্ণনা করতেন, ফাত্ওয়া দিতেন এবং কয়েকটা রিয়াসতের মালিক হন। তাঁর নিকট থেকে বাগদাদবাসীদের একটি দল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উৎকৃষ্ট চালচলন বিশিষ্ট অধিক জ্ঞানী, অতীব সহনশীল, পছন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী এবং জ্ঞানী ও

গুণীজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী ছিলেন। আপন কথা ও কর্মে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। বাগদাদে ৬১১ হিজরীর ৩রা রজব ইন্‌তিকাল করেন। আর ওই দিনে হালবার কবরস্থানে দাফন হয়েছেন। তাঁর জন্ম ৫৪৮ হিজরীর যিলহজ্জ্ মাসের ৮ম দিনের রাতে হয়েছে। তাঁর ভাই শায়খ ফক্বীহ্ আবুল ফাত্‌হ্ সুলায়মান, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী, ইরাকের শোভা অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শুনেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান, সহনশীলতা ও দানশীলতায় তার হাত আলোকিত ছিলো।

আর শায়খ ইমাম প্রধান বিচারপতি ইমাদ উদ্দীন আবূ সালিহ নসর ইবনে ইমাম হাফেয তাজ উদ্দীন আবূ বকর আবদুর রায্‌যাক্ব, আমিলকুলের প্রদীপ, গুণীজনদের গর্ব, মাশাইখের পেশ্‌ওয়া (ইমাম) ও ইরাকের মুফ্‌তী আপন পিতাসহ অনেকের নিকট ফিক্বহ্ পড়েছেন এবং আপন পিতা ও চাচা আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্‌হাবের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং আপন পিতার শিক্ষাদান থেকে আবূ হাশিম ঈসা ইবনে আহমদ রোশানী, আবূ শুজা' সা'ঈদ ইবনে সামী ইবনে আবদুল্লাহ্ জামালী, আবূ আহমদ আস'আদ ইবনে বালদারাক হাবূবিলী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনুল মুবারক মারক্বাগানী, আবুল হুসাঈন আবদুল হক্ব ইবনে আবদুল খালেক্ব ইবনে আহমদ ইবনে ইয়ূসুফ, আবূ আবদুল্লাহ্ মুসলিম ইবনে সাবিত ইবনে নাহ্‌হাস, আবুল ফদ্বল আবদুল মুহসিন ইবনে বুরায়ক, কাতিবাহ্ শাহদাহ্ বিনতে আবূ নসর ইব্‌রী, নারীকুলগর্ব খাদীজা বিনতে আহমদ নাহ্‌রাওয়ানী প্রমুখ থেকেও হাদীস শুনেছেন।

তাঁকে দু'জন হাফেয আবুল 'আলা হাসান ইবনে আহমদ হামদানী ও আবূ তাহির আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইস্‌ফাহানী প্রমুখ অনুমতি দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি আবুল ক্বাসিম আবদুল্লাহ্ ইবনে হোসাঈন দামগানী প্রমুখের নিকট হাযির হয়েছেন, দরস দিয়েছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন, লিখেছেন, ওয়া'য করেছেন, ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন, মদীনাতুস্ সালামে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োজিত হয়েছেন। বাগদাদবাসী অনেকে ইল্‌মে শরীয়ত ও হাক্বীক্বতের বিষয়াদি তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করতে থাকেন। আমি মিশরেও তাঁদের অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি ফক্বীহ্ আলিম, ফাদ্বিল, আরিফ, দুনিয়ার মোহত্যাগী, খুব গুণী, পূর্ণাঙ্গ বিবেকবান, প্রশস্ত বক্ষসম্পন্ন, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি মনযোগদাতা, জ্ঞানপ্রেমী, জ্ঞানীদের প্রতি সম্মানদাতা, বিনয়ী, অত্যন্ত সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য ও আপন বর্ণনাদিতে গবেষক ছিলেন। তাঁর বুযর্গীর খ্যাতি এর মুখাপেক্ষী নয় যে, দীর্ঘ

আলোচনা করতে হবে। তিনি বাগদাদে ১৬ শাওয়াল, ৬৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং বাবুল হারবে দাফন হয়েছেন। তাঁর জন্ম ২৪ রবিউল আখির, ৫৬৪ হিজরীতে হয়েছে।

তাঁর মাতা উম্মুল করম তাজুন্নিজা বিনতে ফাদ্বাইল ইবনে আলী তিকরীতী; যিনি আপন স্বামী হাফিয আবূ বকর আবদুর রায্যাক্ব এবং তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। আর আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ আবদুল বাক্বী ইবনে আহমদ থেকেও (হাদীস) শুনেছেন ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কল্যাণ ও সৌভাগ্য থেকে প্রশস্ত হিস্সা পেয়েছিলেন। তিনি বাগদাদে ১২ রজব, ৬১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং বাবুল হারবে দাফন হয়েছেন। তাঁর ভাই শায়খ-ই বুযুর্গ আবুল ক্বাসিম আবদুর রহীম ইবনে আবদুর রায্যাক্ব, ফখরুল ফুদ্বালা ও জালালুল আসহাব আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাক্বী ইবনে আহমদ এবং খাদীজা বিন্তে আহমদ ইব্রী প্রমুখ থেকে হাদীস শুনেছেন ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বুযুর্গ, সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ, জ্ঞানী ও বিনয়ী ছিলেন। বাগদাদে ৭ রবিউল আউয়াল ৬০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন এবং ওই দিনেই বাবুল হারবে দাফন হয়েছেন। শায়খ-ই ফক্বীহ্ আবূ মুহাম্মদ ইসমাঈল যায়নুর রুআসা, ফখরুল ফুদ্বালা অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শুনেছেন, ফিক্বহ শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেছেন ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উত্তম চালচলন বিশিষ্ট, বড় নীরবতা পালনকারী ও পছন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বাগদাদে ১৩ মুহাররম, ৬০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কবরস্তানে দাফন হয়েছেন।

আর শায়খ-ই ফক্বীহ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আবুল মাহাসিন ফাদ্বলুল্লাহ্, যায়নুল মুসনাদীন ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী আপন পিতা প্রমুখের নিকট থেকে ফিক্বহ্র জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। আপন চাচা ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব ও আবুল ফাত্হ ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাজা ইবনে শানীল শীরাহ্-ফুরূশ (সিরাপ বিক্রেতা), আবুল ফাদ্বল মাস্'উদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ইবনুল হাসান, আবূ আলী ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে নাসির সাফ্ফার আল-আদল, ইবনে ইয়ূনুস, ইবনে কুলায়ব, হিবাতুল্লাহ্ ইবনে রমযান, আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমায়দ, ইয়ূসুফ আক্বূলী, আবুস্ সা'আদাত মুবারক, যাঁকে নাস্রুল্লাহও বলা হতো, ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ক্বায্যায বলা হতো, যিনি ইবনে রাযীক্ব হিসেবেও পরিচিত থেকেও শুনেছেন তাঁকে আবদুল হক্ব

ইবনে ইয়ূসুফ, মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আক্বীল এবং আবূ মূসা ইস্ফাহানী প্রমুখ অনুমতি দিয়েছেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর চালচলন ভাল ছিলো, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সুক্ষ্ম চরিত্র-সৌন্দর্যের ধারক, নির্ভরযোগ্য, কলুষমুক্ত ও গুণীজন ছিলেন। বাগদাদে তাতারীদের হাতে ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে শহীদ হন। তাঁর জন্ম ৫৭৪ হিজরীতে বাগদাদে হয়েছে। তাঁর দু'বোন ঃ শায়খা সালিহা সা'আদাহ্, যিনি আবুল খায়র আবদুল হক্ব ইবনে আবদুল খালেক্ব ইবনে আহমদ ইবনে ইয়ূসুফ এবং আবূ আলী হাসান ইবনে আলী ইবনুল হোসাঈন নানাবাঈ ওরফে ইবনে শীরওয়াহ্ই প্রমুখ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সৎকর্মপরায়ণা, খোদাভীরু ও সত্যবাদীনী ছিলেন। বাগদাদে ১৭ জুমাদাল উখরা, ৬২২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার নামায তাঁর ভাই প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ পড়িয়েছেন।

আরেক বোন শায়খা উম্মে মুহাম্মদ আয়েশা, যিনি আবুল হোসাঈন আবদুল হক্ব ইবনে আবদুল খালেক্ব ইবনে আহমদ প্রমুখ থেকে হাদীস শরীফ শুনেছেন। নিজে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উত্তম চরিত্রবতী, সৎকর্মপরায়ণা ও দুনিয়ার মোহত্যাগীনী ছিলেন। তিনি বাগদাদে ৬২৮ হিজরীর ১৩ রবিউল আউয়ালের রাতে ইন্তিকাল করেন। আর পরবর্তী দিনে বাবুল হারবে তাঁকে দাফন করা হয়।

আর জ্ঞানবান মহান শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রাহমান ইবনে শায়খ আবদুল্লাহ্, জামালুল মাশা-ইখ শায়খুল আদূল ওয়ায্ যুহ্হাদ ওয়াল মুসনাদীন আপন দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর আবুল ক্বাসিম নস্র ইবনে 'আক্বারী, সা'ঈদ ইবনে আহমদ ইবনে হাসান ইবনুল বান্না এবং আবুল মুযাফ্ফর হিবাতুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে শাম্মাকী থেকেও। তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, সুন্দর ও বিনয়ী ছিলেন। বাগদাদে ৬১৪ হিজরীর ২৬ মুহাররম ইন্তিকাল করেন। তাঁর ভাই শায়খুল আসীল আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির, ইরাকের রওনক্ব, জালালুশ্ শরফ ও বাক্বিয়্যাতুস্ সালাফ (পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী) ছিলেন। আপন চাচা হাফেয তাজুদ্দীন আবূ বকর আবদুর রায্যাক্ব প্রমুখ থেকে ফিক্বহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাছাড়া, আবুল হাসান আবদুল হক্ব ইবনে আবদুল খালেক্ব ইবনে আহমদ ইবনে ইয়ূসুফ থেকেও হাদীস শুনেছেন। নিজেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, চালচলনে উত্তম ও স্বল্পভাষী ছিলেন। বাগদাদের এক গ্রামে ৬৩৪ হিজরীর রবিউল আখির মাসে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই

দাফন হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

আর শায়খ ইমাম-ই বুযুর্গ পেশ্‌ওয়া আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয, জামালুল আউলিয়া ও শরফুল মাশাইখ অনেক মুহাদ্দিস থেকে (হাদীস) শুনেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তিনি আপন যুগে বড় মর্যাদাবান, বেশী কাশ্‌ফ সম্পন্ন, বড় ফযীলতমণ্ডিত এবং অতি সুন্দর ও স্বল্পভাষী ছিলেন। আমি তাঁর বহু কারামত লিখেছি। তাঁর জীবনীতেও শীঘ্র তাঁর আরো কিছু কারামত উল্লেখ করবো- ইন্‌শা-আল্লাহ্ তা'আলা : 'জিবাল' (পর্বতমালা) ছিলো তাঁর বাসস্থান ও কবর শরীফ। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তাঁর বোন ছিলেন উম্মে আহমদ যোহরা, যাঁকে আবুল হাসান আবদুল হক্ব এবং আবূ নসর আবদুর রাহীম আবদুল খালেক ইবনে আহমদ ইবনে ইয়ূসুফের পুত্রদ্বয় আর আস্'আদ ইবনে বলদরক প্রমুখ অনুমতি দিয়েছেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী, উত্তম ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারীনী ছিলেন। তিনি দ্বীন ও নেক্ কাজের উৎকৃষ্ট হিস্‌সা পেয়েছিলেন। তিনি বাগদাদে ৬৩২ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন।

আর শায়খ-ই আসীল আবূ সুলায়মান দাউদ ইবনে শায়খ-ই জলীল আবুল ফাত্‌হ সুলায়মান ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব জামালুল ইসলাম ফিক্‌হ্ পড়েছেন, হাদীস শুনেছেন ও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী ও বহু মুরীদের শায়খ ছিলেন। বাগদাদে ৬৪৮ হিজরীর ১৮ রবিউল আউয়াল ইন্‌তিকাল করেছেন এবং পরবর্তী দিনে হালবার কবরস্থানে তাঁর পিতা ও দাদা রাহিমাহুমাল্লাহ্‌র পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

আর শায়খ-ই ফক্বীহ আলিম মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ক্বাযীউল ক্বোযাত (প্রধান বিচারপতি) আবূ সালিহ নসর, ওলামাকুল প্রদীপ ও ইরাকের মুফতী ফিক্‌হ্ আপন পিতা প্রমুখের নিকট পড়েছেন। তাঁর নিকট থেকে এবং আরও বহু শায়খ থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে আবূ ইসহাক্ব ইয়ূসুফ ইবনে আবূ হামিদ ইবনে আবুল ফদ্বল মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে ইয়ূসুফ আরমাভী উল্লেখযোগ্য। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, দরস দিয়েছেন ও ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন। তাঁর চালচলন ছিলো খুব ভালো। তিনি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন, গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, খুব সহনশীল, অতি বুদ্ধিমান, নির্ভরযোগ্য ও গবেষক ছিলেন। তাঁর প্রতিটি বিষয় উত্তম ছিলো। আমার নিকট বর্ণনা

করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর পিতার দাদা শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মতো (সদৃশ) ছিলেন। বাগদাদে ৬৫৬ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন। তাঁর ভাই শায়খ ইমাম সাইফুদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া, ইরাকের শোভা, আলিমকুলের সৌন্দর্য, ইসলামী যুক্তি শাস্ত্রবিদদের গর্ব আপন পিতা প্রমুখের নিকট ফিক্‌হ্ পড়েছেন। তাঁর নিকট এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকট থেকেও হাদীস শুনেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন! তাঁদের মধ্যে আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল ফাত্‌হ্, ইয়ূসুফ ইবনে আবুল হাসান ইবনে আবুল গানা-ইম দাক্কাক্ অন্যতম। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওয়ায করেছেন। তিনি ফক্বীহ্, আলিম, ফাদ্বিল (গুণী), ভাষা বিশারদ, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ও বিনয়ী ছিলেন। হাক্বীক্বত জ্ঞাতাদের ভাষায় তাঁর কালাম (কাব্য/ভাষাগুলো) আলোচিত। তাঁর কাব্য উত্তম ও স্পষ্ট বর্ণনাসম্পন্ন ছিলো। আমাকে ফিক্‌হবিদ পরহেযগার ইমাম আফীফ উদ্দীন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর কবিতা শুনিয়েছিলেন।

আর আমাকে খবর দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আযদমর বাগদাদী। তিনি বলেন, আমি বাগদাদে শায়খ সায়ফুদ্দীন, প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহের দরবারে হাযির হলাম। তাঁকে 'তামকীন' (ক্ষমতাপ্রদান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি নিম্নলিখিত কবিতা পড়ে শুনান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন!

يسقى ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم لا يلهو عن الكاس

তিনি পানীয় পান করান এবং (নিজেও) পান করেন; যার মুর্চ্ছনা (নেশা) তাঁকে না আপন সহপাঠিদের থেকে উদাসীন করে, না পেয়ালা (পাত্র) থেকে গাফিল করে।

اطاعه سكره حتى تحكم فى حال الصحاة وذا من اعجب الناس

তার নেশা তাঁর অনুগত ছিলো; এমনকি তিনি সুস্থদের মধ্যে মজবুত ও দৃঢ় ব্যক্তি। তিনি লোকদের মধ্যে আজব ব্যক্তি।

অতঃপর কবিতাগুলোতে অন্য শব্দ প্রয়োগ করে বলেছেন–

ويشرب ثم يسقيها الندامى ولا تلهيه كاس عن نديم

তিনি পানীয় পান করেন এবং বন্ধুদেরও পান করান। পাত্র তাঁকে বন্ধুদের থেকে উদাসীন করতে পারে না।

لــه مــع ســكــرة تــأيــد صــالـح ونشــوة شارب وندى كريم

তাঁর নেশার সাথে সুস্থ লোকের সাহায্য রয়েছে। ওই নেশাও হচ্ছে পানীয়ের পানকারী ও ভদ্র সহচরেরই।

তিনি বাগদাদে ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে তাতারীদের হাতে শহীদ হন। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লাঞ্ছিত করুন!

আর শায়খ-ই ফক্বীহ আলিম-ই পরহেযগার মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামিদ বাগদাদী, ওরফে 'তাওহীদী' হাফেয আবূ বকর আবদুর রায্যাক্ব, ইরাকের সৌন্দর্য, ক্বাযী, ফক্বীহ্, আলিম, ক্বারী, মুহাদ্দিস ও নাহ্ভবিদদের গর্ব এবং ওলীকুলের শোভা, আপন মামা প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহের নিকট ফিক্বহ্ পড়েছেন ও বর্ণনা করেছেন। হাদীস শুনেছেন তাঁর থেকে এবং পেশ্ওয়া আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে আবূ বকর ইবনে ইদ্রীস ইয়াক্বূবী থেকেও। রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলয়হি।

আর শায়খ-ই পেশ্ওয়া শিহাব উদ্দীন আবূ হাফ্স ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সোহ্রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু, আবুল ফাদ্বল্ ইসহাক্ব ইবনে আহমদ আলাসী ও আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে মান্সূর খতীব প্রমুখ থেকে হাদীস শুনেছেন, নিজেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ওয়ায করেছেন। তাঁর নিকট থেকে বহু বাগদাদবাসী বর্ণনা করেছেন। তাঁর বাণীগুলো উন্নতমানের। কাব্যগুলো উচ্চাঙ্গের। ওইগুলো আমরা তাঁর নিকট থেকে লিখে নিয়েছিলাম। এর কিছুটা আলোচনা আমি তাঁর জীবনীতে অতি সত্বর করবো- ইন্শা-আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি ছিলেন একাধারে মহান, সুন্দর, উজ্জ্বল, পছন্দনীয়, বিনয়ী, জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি আগ্রহী, সুন্দর চরিত্র ও ভদ্রোচিত গুণাবলী সম্পন্ন, নির্ভরযোগ্য ও অতি সত্যবাদী। তিনিও তাতারীদের হাতে ৬৫৬ হিজরীর সফর মাসে শহীদ হন। আর যদি আমরা এমন সব লোকের কথা উল্লেখ করতে আরম্ভ করি, যাঁরা তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত, তাঁর নিকট থেকে ইল্ম হাসিল করেছেন কিংবা তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন, তাঁর সন্তানদের কথাও, তবে তাঁদের সংখ্যা অধিক পরিমাণে আসবে, সাহায্য অপ্রতুল হবে, দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে, হাত অপরাগ হবে, নিজের জ্ঞানশূন্যতা প্রশস্ত হবে, হাতের

বিস্তার সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আর যখন আমরা অপারগ হয়েছি তখনতো তা সংক্ষিপ্তই করেছি। আমরা সবক'টি গণনা করিনি। আমরা যা ইচ্ছা করেছি তাই উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আয্‌যা ওয়া জাল্লা তাওফীক্ব ও পুরস্কারদাতা এবং দয়া ও সূক্ষ্ম বিবেচনা তাঁরই প্রাপ্য।

এক আয়াতের চল্লিশ অর্থ

আমাদেরক সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাত্‌হ্ দাউদ ইবনে আহমদ ক্বুরশী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ ইয়ূসুফ ইবনে ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জাওযী। তিনি বলেন, আমাকে হাফিয আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আহমদ বাগদাদী বান্দলজী বলেছেন, "আমি ও তোমার পিতা একদিন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর মজলিসে হাযির হয়েছি। তখন ক্বারী একটি আয়াত পড়লেন। আর শায়খ এর তাফসীরে একটি অর্থ বর্ণনা করলেন। আমি তোমার পিতাকে বললাম, আপনি কি এ অর্থ জানেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি (শায়খ) আরেকটি অর্থ বললেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, "আপনি কি এ অর্থ জানেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর শায়খ এগারটি অর্থ বর্ণনা করলেন আর আমি তোমার পিতাকে (প্রত্যেকবার) বলছিলাম, "আপনি কি এ অর্থ জানেন?" তখন তিনি বলছিলেন, "হাঁ।" অতঃপর তিনি (শায়খ) আরো একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন। আমি তোমার পিতাকে বললাম, "আপনি কি এ অর্থ জানেন?" তিনি এবার বললেন, "না।" শেষ পর্যন্ত শায়খ পূর্ণ চল্লিশটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যেগুলো অতি উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী অর্থ ছিলো। আর তাঁর প্রতিটি অর্থ সেটার বক্তার দিকে সম্পৃক্ত করছিলেন। এ দিকে তোমার পিতা বলছিলেন, "আমি এ অর্থ জানিনা।" শায়খের ইল্‌মের প্রশস্ততা দেখে তাঁর আশ্চর্য আরো বেড়ে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমরা 'ক্বাল' (কথা) ছেড়ে 'হাল' (বিশেষ অবস্থা)'র দিকে রুজূ' করছিলাম। 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল।' তখন লোকেরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে গেলো এবং তোমার পিতা তো কাপড়ই ছিঁড়ে ফেলেছেন।"

শায়খ জ্ঞানের তের বিষয়ে আলোচনা করতেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে খাযির হোসাইনী মসূলী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, *"আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তেরটি জ্ঞানগত বিষয়ে কথা বলতেন (আলোচনা করতেন)। আর আপন মাদ্‌রাসায় তাফসীর, হাদীস, মাযহাব ও অন্যান্য বিষয়ে দরস দিতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় লোকেরা তাফসীর, হাদীস, মাযহাব, বিতর্কিত বিষয়াদি, উসূল ও নাহুভ পড়তেন। যোহরের পর 'একাধিক ক্বিরআত' (ক্বোরআনের পঠন পদ্ধতি)-এ ক্বোরআন পড়াতেন।"*

হাম্বলী ও শাফে'ঈ মাযহাব অনুসারে ফাত্‌ওয়া প্রদান

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ হাশেমী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমি এ তিনজন মাশাইখ ঃ শায়খ মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ, শায়খ সায়ফুদ্দীন ইয়াহিয়া, প্রধান বিচারপতি আবূ সালেহের সন্তানদ্বয় এবং শায়খ আবুল হাসান আলী নানবাঈকে বলতে শুনেছি। শায়খ মুহিউদ্দীন ও শায়খ সাইফুদ্দীন বলেছেন, আমাদেরকে আমাদের পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবদুর রাযযাক্ব ও আমার চাচা আবদুল ওয়াহ্হাব এবং আবুল হাসান বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ক্বাসিম ওমর বাযযার। তাঁরা বলেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদিরের দরবারে ইরাক ও অন্যান্য দেশ থেকে ফাত্‌ওয়া আসতো। আমি কখনো এমনি দেখিনি যে, তাঁর নিকট রাতে ফাত্‌ওয়াগুলো থাকতো, আর তিনি পাঠ-পর্যালোচনা করতেন কিংবা চিন্তা-ভাবনা করবেন; বরং (প্রশ্ন) পড়ার পরপরই জবাব লিখে দিয়ে দিতেন। উল্লেখ্য, তিনি ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবানুসারে ফাত্‌ওয়া দিতেন। তাঁর প্রদত্ত ফাত্‌ওয়া ইরাকের আলিমদের সামনে পেশ করা হতো। তখন তাঁরা তাঁর সঠিক জবাব দানের জন্য ততটুকু আশ্চর্যবোধ করতেন না, যতটুকু আশ্চর্যবোধ করতেন অতি শীঘ্র জবাব লিখে দেয়ার জন্য। আর যে ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতেন, তাঁর প্রতি তাঁর বড় বড় সমসাময়িক লোকেরা মুখাপেক্ষী হতেন আর তিনি তাদের সরদার সাব্যস্ত হতেন।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন বিজ্ঞ ফক্বীহ্ আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে ফক্বীহ্-ই

জলীল আবূ ইমরান মূসা ইবনে আহমদ খালেদী। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনে ইমাম আবুল 'উলা নাজমুদ্দীন ইবনে হাম্বলীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে বলতে শুনেছি। শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর প্রতি ইরাকে তাঁর সময়ে ইল্‌মে ফাত্‌ওয়া অর্পিত হয়েছিলো।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শায়খুশ্‌ শুয়ূখ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ মুক্বাদ্দাসী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ ইমাম মুয়াফ্‌ফাক্ব উদ্দীন ইবনে ক্বোদামাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি, আমরা ৫৬১ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করলাম। তখন দেখতে পেলাম শায়খ ইমাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ইল্‌ম, আমল, হাল (বিশেষ অবস্থা) ও ফাত্‌ওয়া প্রণয়নের নেতৃত্ব দান করা হয়েছে। কোন ছাত্র অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা এজন্য করতো না যে, তিনি প্রচুর ইল্‌মের ধারক। তিনি ওইসব ছাত্রকে পড়ানোর ক্ষেত্রে, যারা তাঁর নিকট পড়তো, ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট ও চোখ জুড়ানো বদান্যতার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর মধ্যে সুন্দর গুণাবলী ও প্রিয় অবস্থাদির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। আমি তাঁর পর অন্য কাউকে তেমনি দেখিনি। বস্তুতঃ বড় থেকে উচ্চতর চাহিদাও তাঁর দরবারে পূরণ হয়ে যেতো। তাছাড়া, যে তাঁর নিকট অবস্থান করতেন তার মনে অন্য কারো দিকে যাবার ইচ্ছাও জন্মাতোনা।

এক আজব মাস্‌আলা ও তার সমাধান

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আলিম আবিদ আফীফ উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুস্‌ সালাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাযরূ' মিশরী, বসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ সায়ফ উদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে ক্বাদ্বিউল ক্বোদ্বাত (প্রধান বিচারপতি) আবূ সালিহ নসর। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি, তিনি তাঁর পিতা আবদুর রায্‌যাক্ব থেকে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন, আজম (অনারবীয় দেশ) থেকে একটি ফাত্‌ওয়া বাগদাদে আসলো। এটা ইতোপূর্বে ইরাকের আরবীয় ও অনারবীয় ভূ-খণ্ডের আলিমদের নিকট পেশ করা

হয়েছিলো; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো নিকট শান্ত্বনাদায়ক জবাব মিলেনি।

মাসআলা (প্রশ্ন) এ ছিলো– সম্মানিত আলিমগণ, এ প্রসঙ্গে আপনাদের অভিমত কি যে, এক ব্যক্তি তিন তালাক্বের উপর এমন শপথ করলো যে, সে অবশ্যই এমন ইবাদত করবে যে, সে ওই সময় সমগ্র দুনিয়ার মানুষ থেকে একাকী ইবাদত করবে। এখন সে কোন্ ইবাদত করবে? তিনি বললেন, এ ফাত্ওয়া আমার পিতার নিকট পেশ করা হলো। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এ ফাত্ওয়ার জবাব লিখে দিলেন। তা হচ্ছে এ যে, ওই ব্যক্তি মক্কা শরীফে যাবে। আর 'মাত্বাফ' তার জন্য খালি করে দেয়া হবে। সে একাকী সাত চক্কর তাওয়াফ করবে এবং ক্বসম পূর্ণ করবে। তখন ওই লোক বাগদাদে একটি রাতও অবস্থান করেনি। (জবাব পেয়ে চলে গেছে।)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রওযার যিয়ারত

আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শরীফ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবুল গানা-ইম মুহাম্মদ আযহারী হোসাঈনী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ও শায়খ-ই সালিহ্ বাক্বিয়্যাতুস সালাফ আবুস্ সানা মাহমূদ জীলানীকে বলতে শুনেছি। তিনি বললেন, আমি শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনুল হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির এবং শায়খ বক্বা ইবনে বত্তুর সাথে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর রওযার যিয়ারত করেছি। আমি দেখলাম, হযরত ইমাম তাঁর কবর থেকে বের হলেন এবং শায়খ আবদুল ক্বাদিরকে আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে 'খিল্'আত' (বিশেষ পোষাক) পরালেন। আর বললেন, "হে শায়খ আবদুল ক্বাদির, আমি ইল্মে শরীয়ত, ইল্মে হাক্বীক্বত, ইল্মে 'হাল' ও 'হাল'-এর কর্মে তোমার মুখাপেক্ষী।"

আর আমাদেরকে এ কথার খবর শায়খ বক্বা আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী সরীফীনী দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী নানাবাঈ বাগদাদী। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর বায্যার। তিনি বলেন, আমি শায়খ বক্বা ইবনে বত্তুকে একথার উল্লেখ করতে শুনেছি।

সরকার-ই গাউসুল আ'যম এবং পরম করুণাময়ের ওলীগণ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই শরীফ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস খাদ্বির ইবনে মুহাম্মদ হাসানী মসূলী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি বাগদাদে আমার সরদার শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাদ্‌রাসায় ৫৫১ হিজরীতে দেখেছি- স্বপ্নে একটি বড় ও প্রশস্ত বাড়ী, তাতে স্থল ও জলের মাশাইখ মওজুদ আছেন। আর শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির তাঁদের সভাপতি (প্রধান)। কিছু সংখ্যক মাশাইখ তো এমন রয়েছেন, যাঁদের মাথার উপর শুধু একটি পাগড়ি রয়েছে। আর কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছেন, যাঁদের পাগড়ির উপর একটি ঝালর রয়েছে। কারো পাগড়িতে দু'টি ঝালরও আছে; কিন্তু শায়খ মুহি উদ্দীনের পাগড়ীতে তিনটি ঝালর রয়েছে। আমি স্বপ্নের মধ্যে এ তিনটি ঝালর নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলাম। আমি যখন এমতাবস্থায় জাগ্রত হলাম। তখন তিনি আমার মাথার উপর (শিয়রে) দণ্ডায়মান ছিলেন। আর আমাকে বলছিলেন, *"হে খাদ্বির! একটি ঝালর ইল্‌মে শরীয়তের মহামর্যাদার, দ্বিতীয়টি ইল্‌মে হাক্বীক্বতের মর্যাদার এবং তৃতীয়টি আভিজাত্যের ঝালর (চিহ্ন)।"*

'হাক্বীক্বত' শাস্ত্রে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ

এ কিতাবে এ বিষয়ে তাঁর বাণী ইতোপূর্বে অনেক উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সেগুলো এখানে পুনর্বার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী সরীফীনী হাম্বলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান নানবাঈ। তিনি বলেন, আমি শায়খ পেশ্‌ওয়া আবুল ক্বাসিম ওমর ইবনে মাস'উদ বায্‌যাযকে বলতে শুনেছি, আমার চক্ষু দু'টি আমার সরদার শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অপেক্ষা হাক্বীক্বতের জ্ঞানে কাউকে বেশী ফিক্বহ বা বুঝশক্তি সম্পন্ন দেখেনি।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আবিদ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হক্ব ইবনে মক্কী ইবনে সালিহ ক্বুরশী মিশরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ-ই আলিম আরিফ আবুল ইল্‌ম ইয়াসীন ইবনে আবদুল্লাহ্ মাগরিবী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই সালিহ, আলামুয যুহ্‌হাদ, বাক্বিয়্যাতুস্ সালাফ আবূ আবদুল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বলখী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বলতে শুনেছি, আমাকে এ অবস্থার এক শীর্ষস্থানীয় লোক, যিনি আমাদের সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত, বর্ণনা করেছেন, তিনি অনারবীয় দেশ থেকে বাগদাদে এসেছেন এবং তাঁর 'হাল' হলো, যা তাঁকে বিভোর করে ফেললো এবং তাঁকে কাবু করে ফেলেছিলো– তাঁকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেলো। তার ব্যাপারটি তার জন্য মুশকিল হয়ে গেলো। তিনি এমন লোকের তালাশ করতে ইচ্ছা করলেন, যিনি এ সমস্যা দূরীভূত করে দেবেন। তখন তাঁকে অদৃশ্য থেকে বলা হলো– "এ ব্যাপারে এখন শায়খ আবদুল ক্বাদির অপেক্ষা বেশী বুঝশক্তি সম্পন্ন (ফক্বীহ) ও বেশী জ্ঞানী, অর্থাৎ সমাধান দাতা ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ফয়সালাদাতা অন্য কেউ নেই।" তখন তিনি শায়খ আবদুল ক্বাদিরের দিকে মনোনিবেশ করে তাঁকে তালাশ করতে লাগলেন। তখনই শায়খ সেখানে হাযির হয়ে গেলেন এবং তাঁর অবস্থা ঠিক করে দিলেন, যা কায়েম রাখার ছিলো তা কায়েম রাখলেন আর যা দূরীভূত করার ছিলো তা দূর করে ছিলেন।

'নূর-ই জামাল' প্রত্যক্ষ করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল আফাফ মূসা ইবনে শায়খ-ই জলীল আবূ আমর ওসমান ইবনে মূসা বুক্বা'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি দু'জন শায়খ– আবূ আমর ওসমান সরীফীনী ও আবূ মুহাম্মদ আবদুল খালেক্ব হারীমী থেকে শুনেছি। আর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী, যার দাদা ইবনে ক্বোক্বা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্, নক্বীবুল হাশেমীয়ীন, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবূ ত্বালহা ইবনে মুযাফ্ফর ইবনে গানিম আলাসী থেকে শুনেছি। আর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ক্বাসিম ওমর ইবনে মাস'উদ বায্যার। তাঁরা সবাই বলেছেন, শায়খ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে বলা হলো– অমুক লোক, তাঁরা তাঁর এক মুরীদের নাম নিলেন, একথা বলছে যে, সে আপন কপালের চক্ষুযুগল দ্বারা মহামহিম আল্লাহ্‌কে দেখে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন। তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, "হাঁ।" তিনি তাকে ধমক দিলেন এবং একথা বলতে নিষেধ করলেন আর তার নিকট থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়েছেন যেন একথা আর কখনো না বলে। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– সে এ বিষয়ে সত্য কিনা। তিনি

তা নিয়ে চিন্তা করলাম। অতঃপর আমি একটি আলো দেখতে পেলাম; যাতে আসমানের এক প্রান্ত আলোকিত হয়ে উঠলো। আর আমার সামনে একটি আকৃতি প্রকাশিত হলো। আর তা থেকে আমাকে আহ্বান করা হলো– "হে আবদুল ক্বাদির! আমি তোমার রব। আমি তোমার উপর হারাম বস্তুগুলো, অথবা বলছিলো, 'যে সব জিনিষ অন্যান্য লোকের উপর হারাম করেছি, সেগুলো তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি।" তখন আমি বললাম, "আ'ঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।" (আল্লাহ্‌র নিকট আমি ধিক্কৃত শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।) হে অভিশপ্ত দূর হয়ে যা!" অতঃপর তা অন্ধকারে পরিণত হয়ে গেলো। আর ওই আকৃতি ধোঁয়া হয়ে গেলো। অতঃপর সে আমার উদ্দেশে বললো, "হে আবদুল ক্বাদির! তুমি আমার (হামলা) থেকে তোমার জ্ঞান, তোমার রবের হুকুম এবং তোমার ফিক্বহ্'র কারণে, যা তোমার নিজের মহা মর্যাদাদির অবস্থা সম্পর্কে অর্জিত হয়েছে, বেঁচে গেছো।" আমি এমন আহ্বান দ্বারা সত্তর জন তরীক্বতপন্থীকে (ঘটনা) পথভ্রষ্ট করেছি।" তার জবাবে আমি বললাম, "অনুগ্রহ ও ইহসান আমার রবেরই।" (অর্থাৎ আমার উপর আমার রবের অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে।)

তাঁকে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কিভাবে জানালেন যে, সে শয়তান। তিনি বললেন, তার এ কথা দ্বারা যে, 'আমি তোমার জন্য হারাম জিনিষগুলোকে হালাল করে দিয়েছি।'

'শুহূদ-ই যাত' ও 'শুহূদ-ই সিফাত' (সত্তার দর্শন ও গুণাবলীর দর্শন)-এর মধ্যে পার্থক্য

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– 'শুহূদ-ই যাত' ও 'শুহূদ-ই সিফাত'-এর মধ্যে পার্থক্য কি? তখন তিনি বললেন, যখন সির্ (বাত্বিন) ওই জিনিষকে দেখে, যা অন্য কারো দ্বারা কায়েম থাকে, সেটার বিরোধীর পর্দার মধ্যে থাকে, নিজের অর্থের মধ্যে গোপন থাকে আর ওই অস্তিত্বের সাথে প্রকাশ পায়, যা সেটা ব্যতীত অন্য কিছু, তখন তা-ই 'শুহূদ-ই সিফাত'। কেননা, সেটার প্রতিষ্ঠা সেটার গুণান্বিতের মাধ্যমেই হয়। সুতরাং সেটা প্রকাশ পেলে একথা অনিবার্য হয়ে যায় যে, সেটার পার্শ্বগুলো থেকে কোন পার্শ্ব গুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, এমন গুণ থাকাবস্থায়, যা অন্য কিছুর অস্তিত্বের অপরিহার্যতার দিকে আকর্ষণকারী হয়, 'শুহূদ-ই যাত' (সত্তার দর্শন) হারিয়ে যায়

আর সেটার বিপরীত হলে পর্দার আড়ালে হয়ে যায়। কেননা, যে ব্যক্তি 'জামাল' (স্নিগ্ধতাপূর্ণ সৌন্দর্য) দেখে, সে 'জালাল' (মহত্বপূর্ণ সৌন্দর্য)-এর প্রকাশের জন্য শক্তিমান হয় না। আর যে ব্যক্তি 'কামাল' (পূর্ণতা) ও 'রওনক্ব' (জাঁকজমক)-এ অভ্যস্ত হয়, সে মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ পাবার কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে না। আর 'গুণ' বাস্তবিক পক্ষে অপরের প্রকাশের সময় হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) থেকে অন্তরাল গ্রহণ করে না; বরং প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যক্ষ করা থেকে অন্তরাল গ্রহণ করে। প্রত্যক্ষকারীর প্রত্যক্ষ করা থেকে পর্দার আড়াল হয় গুপ্ত গুণ দর্শনের ক্ষমতার উপর প্রকাশ্য গুণ বিজয়ী হবার কারণে। আর সেটা তার অর্থের মধ্যে গোপন হয়ে যায়। কেননা, প্রত্যেক গুণের অর্থ এ যে, সেটা তার গুণান্বিতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যখন তার গুণান্বিতের জন্য অনিবার্য অর্থের কর্মসমূহের ক্ষমতা 'আযল' (অনাদি)'র চোখে প্রকাশ পায়, তখন সেটা প্রকাশ পাবার চিহ্নাদি সেটার অর্থের কার্যাবলীতে গোপন হয়ে যায়- সংখ্যার প্রতিবেশ থেকে এককত্ব উদ্ভূতর হবার কারণে। অতঃপর ওখানে সেটার বিভিন্ন পার্শ্বদেশ একক গুণ ও বিজোড় অর্থে জড়িয়ে যায়। আর সেটা ব্যতীত অন্য কিছু অস্তিত্ব সহকারে প্রকাশ পায়। কেননা, বাতিন গুণাবলীর দর্শন বাশারিয়তের নিয়মাবলীর স্থায়িত্ব সহকারে করেছে। আর সেটার সমুদ্র ওই নৌযানে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করে, যা সেটার অস্তিত্বের চোখের কোণা ও মুহূর্ত এবং সেটার বিপরীতগুলোকে আকর্ষণকারী। এ সবের চিহ্ন তিনটি-

১. 'শুহূদ-ই বসীরাত' (অন্তর্দৃষ্টির দর্শন) এমন ক্ষমতা সহকারে, যা তার জন্য এ দর্শনের পূর্বে ছিলো, ২. 'মাশহূদ'(প্রত্যক্ষকৃত)-এর অনুধাবন সহকারে সেটার হাক্বীক্বতের উপর সেটার দর্শন হারিয়ে যাবার পর দলীল গ্রহণ করা আর ৩. দু'টি 'মাশহূদ' একটি 'শুহূদ' দ্বারা একটি গুণের মধ্যে দৃষ্ট হওয়া।

আর যখন সির্ (বাত্বিন) ওই মওজূদকে প্রত্যক্ষ করে নিজে নিজে স্থির থাকে নিঃশর্ত অস্তিত্বের সাথে, তখন তা হয় 'শুহূদ-ই যাত' (সত্তার দর্শন)। আর এই প্রত্যক্ষকৃতের মধ্যে জরুরী হচ্ছে- উভয় শুহূদের পতন, সময়, মুহূর্ত ও স্থানের বিবেচনার সম্পর্কের অস্বীকার, পার্থক্য, একত্রীকরণ, নৈকট্য ও দূরত্বের প্রমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া- দীর্ঘক্ষণ দেখার সময়, প্রত্যক্ষদর্শন ও অস্তিত্ব বিলীন হতে থাকা, প্রত্যক্ষকৃতের গুণের সাথে প্রত্যক্ষকরণ একাকী হয়ে যাওয়া, 'আযল' (অনাদি)'র চোখ আযলের মুখোমুখী হবার জন্য চিরস্থায়ী সত্তার ক্ষমতা বলে প্রকাশ পাওয়া, তার থেকে নশ্বরতার গুণাবলী বিলুপ্ত হবার সময়, তার অর্থগুলো লুপ্ত হওয়া- গুণ, হুকুম, সত্তা ও অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে। সুতরাং এ স্থানে প্রত্যেক অস্তিত্বের শুরু শেষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে; কেননা, 'পূর্ব'র গুণ অস্তিত্বহীনতায় বিলীন হয়ে যায় এবং 'হওয়া'র পরে গুণ চিরস্থায়িত্বে বিলীন হয়। আর প্রতিটি প্রকাশ্য বস্তু তাঁর চিরস্থায়িত্বের ভয়ে, অস্তিত্বহীনতার কোঠায় সুপ্ত হয়ে যায়।

এ 'শুহূদ'র আলামত হচ্ছে– তা এমন একটি গুণ, যা সেটার অস্তিত্বের পূর্বে অর্জিত হয় না। তার সত্তা গোপন হবার পর তার হুকুম (অবস্থা) অবশিষ্ট থাকেনা। আর যে জিনিষ তা থেকে প্রকাশ পায়, সেটার হাক্বীক্বত অনুপস্থিত হয় না। তার হাক্বীক্বতের উপর ওই গুণ থেকে পৃথক হওয়া ও শেষ প্রান্তের সাথে মুশাহাদার মিলনের পর দলীল হাযির করে না। আর এ বিষয় নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ব্যতীত অন্য কারো 'মাক্বাম' স্তর হতে পারে না। আর এটা সিদ্দীক্বগণ ব্যতীত অন্য কারো মর্যাদার স্তরও হতে পারে না। তাছাড়া, ওলীগণ ব্যতীত অন্য কারো 'হাল' (বিশেষ অবস্থা)ও হতে পারে না। এসব বিষয় উপার্জন দ্বারা পেতে পারে না; বরং আল্লাহ্ তা'আলার সরাসরি দান, আর মাধ্যমগুলো দ্বারাও দেওয়া হয়না, বরং 'প্রথম লিপি' (তাক্বদীরের লিখন)-এর কারণেই (পাওয়া যায়)।

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'মাওয়ারিদ-ই ইলাহিয়্যাহ্' ও 'তাওয়ারিক্-ই শায়তানিয়্যাহ্' (যথাক্রমে, 'আল্লাহ্র পথে আগমনকারী দল' ও 'শয়তানের পথে আগমনকারী দল') সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'মাওয়ারিদে ইলাহিয়্যাহ্' চাইলে আসে না, আবার কোন কারণেও যায়না, এক পন্থায়ও আসেনা, নির্দিষ্ট সময়েও আসেনা। আর 'তাওয়ারিক্বে শয়তানিয়্যাহ্' প্রায়শঃ এর বিপরীত হয়।

'মুহাব্বত'এর অর্থ

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'মুহাব্বত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, "তা মাহবূবের পক্ষ থেকে একটি 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা' হয়ে থাকে। অতঃপর দুনিয়া তার সামনে তেমনি হয়, যেমন আংটির রিং অথবা মাতমের জমায়েত। মুহাব্বত হচ্ছে একটি নেশা, যার সাথে হুঁশ থাকে না; আর এমন একটি যিক্র যার সাথে বিলীনতা; নেই এমন একটি অস্থিরতা, যার সাথে প্রশান্তি নেই; আর যাহির, বাত্বিন এবং বাধ্য হওয়া– সব দিক দিয়ে মাহবূবের নিষ্ঠা বা পবিত্রতা। এটা

ইচ্ছার প্রাধান্য থেকে হয় না। এটা সৃষ্টিজনিত ইচ্ছায় হয়; বর্তানোর ইচ্ছায় হয় না।

'মুহাব্বত' হচ্ছে– মাহবূব ব্যতীত অন্য কারো থেকে অন্ধ হয়ে যাওয়া আর ভালবাসার অহমিকায় মাহবূব থেকে অন্ধ হয়ে যাওয়া তার ভয়ে। সুতরাং সে সম্পূর্ণরূপে অন্ধই।

আশিক্বগণ এমন বিভোর যে, আপন মাহবূবকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া তাদের হুঁশ আসেনা; তারা এমন রোগী যে, আপন কাঙ্ক্ষিতজনকে দেখা ব্যতীত আরোগ্য লাভ করেনা; সে এমন হতভম্ব যে, আপন মাহবূব ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তার ভালবাসা থাকে না; তার আলোচনা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি আসক্ত হয় না; তার প্রতি আহ্বানকারী ছাড়া অন্য কাউকে সাড়া দেয়না। আর এ অর্থেই মজনূ লায়লীর উদ্দেশে কতগুলো পংক্তি আবৃত্তি করেছে। সেগুলোর প্রথম কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

لقد لا منى فى حب ليلى اقاربى اخى وابن عمى وابن خالى وخاليا
فلو كنت اعمى اخبط الارض بالعصا اصم فنادتنى اجيب المناديا
واخرج من بين البيوت لعلنى احدث عنك النفس بالليل خاليا
وانى لا استغشى وما بى غشية لعل خيالا منك يلقى خياليا
معذبتى لولاك ما كنت هنما ادور على الأطلال فى البيد عاريا
فان تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلم تمنعوا منى البكا والقوافيا
واشهد عند الله انى احبها وهذا لها عندى فما عندها ليا
احب من الاسماء ما وافق اسمها واشبهه او كان منه مدانيه
يقول اناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت انى طابيا
عذولى ذا داء الهيام اصابنى فاياك عنى لا يكن بك ما بيا
اذا ما طواك الدهر يا ام مالك فشان المنايا القاضيات وشانيا

অর্থাৎ ঃ

১। নিশ্চয় আমার নিকটাত্মীয়রা, এমনকি আমার ভাই, আমার চাচাত ভাই, আমার মামা ও মামাত ভাই আমার সমালোচনা করেছে– এ জন্য যে, আমি লায়লীকে ভালবাসি।

২। সুতরাং আমি যদি অন্ধ হতাম তবে লাঠি দ্বারা যমীনের উপর চলাফেরা করতাম আর যদি বধির হতাম, তবে সে (লায়লী) আমাকে আহ্বান করতো, তবুও আমি ওই আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিতাম।

৩। আমি ঘর থেকে বের হই এ আশায় যে, হে লায়লী! আমি তোমার সাথে রাতে একাকী কথা বলবো।

৪। আর আমি নিজেকে ঢাকিনা, আমার নিকট কোন পর্দাও নেই। সম্ভবতঃ তোমারই ধ্যান ও কল্পনা আমার মধ্যে ধ্যান-মগ্নতা ঢেলে দেয়।

৫। (লায়লীর ভালবাসা হচ্ছে) আমার জন্য সুমিষ্ট পানীয়। হে লায়লী! তুমি না হলে আমি পিপাসার্তই হতাম না; আমি বৃষ্টির পানির উপর ঘুরপাক খাচ্ছি, ধ্বংসের মধ্যে খোলা শরীরে ঘুরছি।

৬। সুতরাং তোমরা যদি লায়লীকে ও তার সুন্দর কথায় বাধা দাও, (তবে দিতে পারো); কিন্তু তোমার আমার কান্না বিজড়িত ছন্দগুলোকে বাধা দিতে পারবে না।

৭। আর আমি আল্লাহ্‌র দরবারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাকে ভালবাসি। এটা আমার নিকট তার প্রাপ্য, কিন্তু তার নিকট আমার কোন দাবী নেই।

৮। আমি, ওই নামকে ভালবাসি, যে নামটি তার নামের মতো হয় এবং যা সে নামের সদৃশ হয়; অথবা সেটার কাছাকাছিও হয়।

৯। লোকেরা বলে, "হে মাজনূ উঠো! ঘরে বসবাসকারীই", প্রশান্ত মনে চলাফেরা করে। আমি বললাম, "আমি অতি আনন্দে আছি।"

১০। আমার সমালোচনাকারী হচ্ছে রোগাক্রান্ত। আমার পিপাসা লেগেছে। সুতরাং আমার নিকট থেকে দূরে সরে যাও; যাতে যা আমার মধ্যে আছে (ভালবাসা), তা তোমাকে স্পর্শ না করে।

১১। হে উম্মে মালিক! মহাকাল যখন তোমাকে গুটিয়ে ফেলবে, মৃত্যুর অবস্থাই এ যে, তা ফয়সালা দাতা, অবশ্যই সংঘটিত হয়। আমার অবস্থাও তা-ই, এর ব্যতিক্রম হবে না।

তাওহীদের অর্থ

আর শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'তাওহীদ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, তা হচ্ছে 'সাবির' বা ধৈর্যশীলের দিক থেকে উভয়ের ভেদ (রহস্য) গোপন করার ইঙ্গিত; তাও এমন সময়ে যে, উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করে, হৃদয় চিন্তাধারার স্থানগুলোর শেষপ্রান্ত অতিক্রম করা, তার মিলনের উঁচু পর্যায়গুলো তথা তা'য়ীমের রহস্যের মানযিলগুলোতে আরোহন করা, 'তাজরীদ' (সঙ্গশূন্যতা)'র, কদমগুলো দ্বারা নৈকট্য পর্যন্ত চলে যাওয়া, 'তাফরীদ' (একাকীত্ব)-এর দ্রুত চলা দ্বারা নৈকট্যের সোপানে আরোহন করা– এর সাথে যে, উভয় জগত থেকে অস্থিত্বহীন হয়ে যাবে, উভয় রাজ্য থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাবে, পাদুকাযুগল খুলে নেবে, দু'নূর কুঁড়িয়ে নেবে, দু'জগতকে বিলীন করবে– কাশফের বিদ্যুতের আলো চমকিত হবার অধীনে, নিজে এগিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প করা ব্যতিরেকেই।

তাফরীদের অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'তাফরীদ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, তা হচ্ছে একাকী সত্তার পক্ষ থেকে 'ফরদ' বা একক ব্যক্তির প্রতি উভয় জগৎ থেকে আলাদা হওয়া সম্পর্কে ইঙ্গিত করা, উভয় রাজ্য থেকে তার সম্পর্কহীন হয়ে যাওয়া এবং অস্তিত্বের গুণ ও সত্তার বিবরণ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া; তাও এমতাবস্থায় যে, সে ওই সত্যকে পর্যালোচনা করবে, যা তার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উদিত হয়, বিশুদ্ধ 'তাফরীদ'-এর অন্বেষণকারী হয় এবং আপন গুণে সত্যতার প্রত্যাশী হয়। এটা এজন্য যে, 'ফরদিয়াত'-এর গুণ একাকীত্বের ইঙ্গিত চায়। তারপর ওই ইঙ্গিতকে 'ফরদিয়াত'-এর উপর শক্তভাবে ধারণ করে তাঁর সত্তার দিকে আরোহন করে। যখন এ অর্থে, কোন কারণের অনুপস্থিতি কিংবা আবর্জনার কারণ ঘায়েল করে, তখন বান্দা তার ধারণাকারী থেকে আলাদা হয়ে যায়, তার পাকড়াওকারী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়– আর মানবের দিকে ইঙ্গিত উল্টো পদে ফিরে আসে। সে সত্যের পর্যালোচনা থেকে আড়াল হয়ে যায় রূহগুলোর আগ্রহের জোশকে দয়ার বিজলী চমকানোর সময় হ্রাস করে বাশরিয়াতের পর্দাগুলো থেকে; তার উপর ফরদানিয়াতের গুণ থেকে, সজ্জিত করার ইঙ্গিতসমূহ পৌছানো, রূহগুলোর মাহাত্ম্য পাওয়া ও ব্যক্তিগুলোর সংখ্যার বর্ণনা থেকে।

'তাজরীদ'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'তাজরীদ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, 'তাজরীদ' হচ্ছে সির (হৃদয়)-কে চিন্তা-ভাবনা থেকে আলাদা করা। তা এভাবে যে, তা মাহবূবের অন্বেষণের দিক দিয়ে প্রশান্তি স্থির থাকবে, মানসিক প্রশান্তির লেবাস পরা থেকে সীমাবদ্ধ বস্তুর বিচ্ছিন্নতার উপর অন্তরালশূন্যতা থাকবে এবং মাখলূক্ব থেকে হক্ব (আল্লাহ্)'র দিকে প্রকাশ্যে প্রত্যাবর্তন করবে।

'মা'রিফাত'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মা'রিফাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'মা'রিফাত' হচ্ছে– গোপন বস্তুগুলোর অন্তরালে যেসব গুপ্ত অর্থ রয়েছে এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে ওয়াহদানিয়াতের অর্থের উপর আর প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে ইঙ্গিত সহকারে সত্যের প্রমাণাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর প্রত্যেক বিলীন হয় এমন বস্তুর মধ্যে হাক্বীক্বতের ইলমের উপস্থিতি (অনুধাবন) এমন সময়ে অর্জিত হওয়া যে, চিরস্থায়ী সত্তার সেটার দিকে ইঙ্গিত থাকবে; তাও এভাবে যে, রাবূবিয়াতের ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের প্রকাশমান চমক থাকবে এবং স্থায়িত্বের প্রভাব তারই মধ্যে যার দিকে চিরস্থায়ীর ইঙ্গিত থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তাতে উলূহিয়াতের মহত্বের চমক থাকবে এবং এতদ্সঙ্গে এটাও থাকবে যে, হৃদয়ের চোখে খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে।

শায়খ মান্সূর হাল্লাজ ও শায়খ আবূ ইয়াযীদের (বায়েযীদ) কথার মধ্যে পার্থক্য

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রশ্ন করা হলো– হযরত মান্সূর হাল্লাজের উক্তি ও হযরত আবূ ইয়াযীদের (বায়েযীদ) ওই উক্তি সম্পর্কে, যাতে তিনি 'সুবহানী' বলেছিলেন। (এ দু'টির মধ্যে) কী ওযর ছিলো? তিনি তদুত্তরে বললেন, হাল্লাজ ইশ্ক্বের পথ অতিক্রম করেছিলেন। আর এরই মাধ্যমে মুহাব্বতের রহস্যের মুক্তা বা মূলবস্তু অর্জন করেছিলেন। আর সেটাকে আপন হৃদয়ের একান্ত গুপ্ত ভাণ্ডারে আপন 'হাল' (বিশেষ আধ্যাত্মিক মূর্চ্ছনা)'র দিকে ইঙ্গিত করে আমানত (গচ্ছিত) রেখেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির চোখের সামনে তার 'জামাল' (স্নিগ্ধতাপূর্ণ

সৌন্দর্য)-এর নূর (জ্যোতি) প্রকাশ পেলো, তখন মওজূদাত (প্রকাশ্য সৃষ্টিজগত) দেখা থেকে অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন তিনি মনে করলেন যে, স্থান মওজূদাত (সৃষ্টিবস্তু) শূন্য। অতঃপর তিনি যা অর্জন করেছেন তা মুখে স্বীকার করে ফেললেন। সুতরাং তিনি হাতকর্তন ও কৃতল হবার উপযোগী হয়ে গেলেন। আর তোমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি ওই 'মূলবস্তু' (জওহার)-এর মালিক হয়, তিনি উচ্চতর পর্যায়ের ভালবাসা না পেলে তৃপ্ত হতে পারেন না। আর তা হচ্ছে 'ফানা' (বিলীন হয়ে যাওয়া)।

আর আবূ ইয়াযীদ (হযরত বায়েযীদ বোস্তামী) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আপন ভালবাসাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন নি; না আপন ইশ্‌ক্ব সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তিনি তো শুধু এমনি হলেন যে, শেষ প্রান্তের মর্যাদাদির জঙ্গলগুলোতে তিনি মজবুত হয়ে যাবার পর রাস্তার পরিশ্রান্তির ধূলিবালি তাঁর উপর পড়েছে। তখন তিনি 'সুবহানী' (আমারই পবিত্রতা) সেখানে পৌছার শোক্‌রিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে) বলেছিলেন। (এবং এটা অনুসারে আমল করেছেন যে, আল্লাহ্‌ বলেছেন,) "আপন রবের নি'মাত বর্ণনা করো।" [সূরা যোহা ঃ আয়াহ-১১]

তাছাড়া, হাল্লাজ যখন দরজা পর্যন্ত পৌছলেন এবং সেটার কড়ায় নাড়া দিলেন, তখন তাঁর প্রতি আহ্বান আসলো, "হে হাল্লাজ! এ দরজায় ওই ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারে, যে বশরিয়াতসুলভ অবস্থাদি থেকে পবিত্র আর মানুষ হবার ধরন থেকে বিলীন হয়ে যায়। তারপর সে মুহাব্বতের কারণে মারা যায়, ইশক্বের কারণে গলে যায় আর আপন প্রাণকে দরজার নিকট অর্পণ করে এবং পর্দার নিকট আপন প্রাণকে দান করে দেয়। তখন তিনি আতঙ্কময় স্থানে হতভম্বতার কদমযুগলের উপর দণ্ডায়মান হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাকে 'ফানা' (বিলীনতা) বোবা করে দিলো, তখন 'নেশা' তাকে বাকশক্তিসম্পন্ন করে দিলো এবং 'আনাল হক্ব' বলে ঘোষণা দিলেন। তখন তাঁর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের দারোয়ান তাঁকে জবাব দিলেন, "আজ তুমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, তোমাকে কতল করা হবে। আর আগামীকাল তোমার অর্জিত হবে নৈকট্য, তুমি পৌছে যাবে আপন গন্তব্যে।" অতঃপর তিনি তাঁর 'হাল'-এর রসনা দ্বারা বললেন, (তখন তো তাদের দিক থেকে একটি মাত্র দৃষ্টি, আমার রক্ত প্রবাহিত হবার মোকাবেলায় ভারী নয়।)

আর তাঁর জন্য আবূ ইয়াযীদ দরজার ভিতর থেকে বের হলেন– এমতাবস্থায় যে, তাঁর মর্যাদা উৎকৃষ্ট হয়ে গেলো, তাঁর চারণভূমি সবুজ-সজীব হয়ে গেলো। তাঁর পালা এ

'ফানা'র মধ্যে কুদরতের হাতে নৈকট্যের সাথে এসে গেলো। আর 'মুশাহাদা' (প্রত্যক্ষকরণ)-এর তাঁবুগুলো পূর্ববর্তী দানের সাথে ওই সংরক্ষিত চারণভূমিতে খাটানো হলো। তাঁর এমন দু'টি রসনা ছিলো, যে দু'টিই কথা বলতো, আর দু'টি নূর ছিলো, যে দু'টি চমকাচ্ছিলো। একটি রসনাতো ছিলো তাই, যা প্রশংসা করার খুশী সহকারে বলতো, আর দ্বিতীয়টি ছিলো ওই রসনা, যা তাওহীদের হাক্বীক্বতসমূহ সহকারে বলতো। অতঃপর তাঁর প্রশংসা করার খুশীর রসনা গাইতে লাগলো। আর বললেন, "আমি যে জিনিষটিই দেখেছি, তার পূর্বে আল্লাহ্‌কেই দেখেছি।" তারপর তাঁকে তাঁর তাওহীদের হাক্বীক্বতসমূহের রসনা দ্বারা এ জবাব দিলেন– 'সুবহানী'। তারপর 'নূর-ই ভিজদান' (প্রাপ্তির আলো) উচ্চস্বরে বললো, "নৈকট্য আমাকে 'ফানা' (বিলীন) করে দিয়েছে। অতঃপর জীবিত করে দিয়েছে। আর মিলনের নূর আওয়াজ দিলো, 'আনাল হক্ব' (আমি খোদা)। আমাকে স্থির রেখেছে। তারপর আমাকে আরোহন করিয়েছেন। তারপর আমার প্রতিদানদাতা ও পরম করুণাময়ের জন্য আমি পবিত্র।

فبادرها بالحزن ان مزارها قريب ولكن دون ذلك اهوال

অর্থাৎ সুতরাং তার দিকে মনের অনুশোচনা সহকারে দৌড়ে যাও! নিশ্চয় তার সাক্ষাতস্থলতো নিকটেই; কিন্তু সেটার প্রতিটি উপত্যাকায় ভয়ানক বিষয়াদি রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, হাল্লাজের আগ্রহের বুলবুলিরা যখন জোশে এলো এবং তাঁকে জ্বালানোর আগুনগুলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো, তখন তিনি মিলন (সাক্ষাৎ) চাইলেন। তখন তাকে পরীক্ষার আসনে বসানো হলো। আর বলা হলো, "হে হাল্লাজ ইবনে মানসূর! যদি তুমি সত্যিকার প্রেমিক হও কিংবা (নিজেকে) বিক্রয়কারী আশিক্ব হও, তবে নিজের মূল্যবান প্রাণ এবং মর্যাদাবান রূহকে 'ফানা' (বিলীনতা)'র মধ্যে ব্যয় করো। তাহলে তুমি আমার নিকট পৌছবে।" তখন তিনি হুকুম আনুগত্যের সাথে পালন করলেন এবং 'আনাল হক্ব' বললেন, যাতে তাৎক্ষণিকভাবে কবূল হয়ে যায়। (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–) "এবং ওইসব লোককে, যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, মৃত মনে করোনা।" [সূরা আ-লে ইমরান ঃ আয়াত-১৬৯] যখন ইবলীসের উক্তি 'আনা' (আমি) অবাধ্যতা ও নিয়মাবলীর বিরোধিতার কারণে ছিলো, তখন তাকে বলা হয়েছিলো, "তুই সাজদা কর!' তখন সে বলেছিলো, "আমি তাঁর চেয়ে উত্তম।" তখন সে দূর হবার (বিতাড়িত হবার) উপযোগী হলো। যিনি পয়দা করেছেন তিনি কি জানেন না? (অবশ্যই জানেন।)

তাছাড়া, হাল্লাজের কোমল হৃদয়ের উপর ভালবাসার কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো এবং সুলতান-ই ইশক্ তাঁর ভেদগুলোর উপর বিজয়ী হয়েছিলো, তখন তিনি অন্বেষণের হতভম্বতা থেকে 'আনা' (আমি) বলেছিলেন। কিন্তু ইবলীসের অহঙ্কারের দাপট তার (ইবলীস) দুঃসাহসের মাথায় প্রবেশ করেছিলো। আর মনের মধ্যে রক্ষিত (হিংসার) ভাণ্ডার তার নাফস (প্রবৃত্তি)'র শ্বাস-প্রশ্বাসগুলোর সাথে জারী হলো। তখন সে বলে ফেললো, "আমি তাঁর (হযরত আদম) থেকে উত্তম।" সুতরাং যাঁর উপর তাঁর মুনিবের ভালবাসার নেশা বিজয়ী হয়েছে, তিনি তো এরই উপযোগী হয়েছেন যে, তাঁকে সাক্ষাতের সাথে সাথে নৈকট্যও দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, যে আপন নাফসের দিকে অহঙ্কারের চোখে তাকালো, সে তো এরই উপযোগী হলো যে, তার মাথাকে বিতাড়নের তরবারি দ্বারা কেটে ফেলা হবে। (মোটকথা, হাল্লাজ আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ ও নৈকট্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন, আর ইবলীস হয়েছে অভিশাপের তরবারিতে কর্তিত।)

অতঃপর হযরত শায়খকে জিজ্ঞাসা করা হলো– মানসূরের 'আলাল হক্' বলার রহস্য কি এবং তাঁর (হযরত বায়েযীদ) 'সুবহানী' বলার বাস্তবতা কি? তদুত্তরে শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বললেন, (এটাতো গূঢ় রহস্যের কথা।) "আমিতো এমন কাউকে পাচ্ছিনা যার নিকট (আমার) চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করবো, না কাউকে আমানতদার হিসেবে পাচ্ছি, যার নিকট এ গূঢ় রহস্য প্রকাশ করবো।"

হিম্মত'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'হিম্মত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, তা হচ্ছে– কারো নাফ্‌স দুনিয়ার ভালবাসাশূন্য হওয়া, তার রূহ পরিণতির সাথে সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়, তার হৃদয় মুনিবের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বে নিজের ইচ্ছা শূন্য হওয়া, তার মনের ভেদ মুক্ত হওয়া এবং সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা থেকে– যদিও একটি মাত্র মুহূর্তের জন্য হয় কিংবা একটি বার মাত্র চোখের পলক মারার পরিমাণ সময়ের জন্য হয়। (তখন তাই হচ্ছে হিম্মত।)

'হাক্বীক্বত'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'হাক্বীক্বত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন

তিনি বললেন, 'হাক্বীকৃত' হচ্ছে এ যে, কোন কিছুর বিপরীত সেটার নেতিবাচক হবে না; সেটার নেতিবাচকই পাওয়া যাবে না, বরং সেটার দিকে ইঙ্গিত করার সময় সেটার বিপরীতগুলো অবশিষ্ট থাকবে। আর সেটার সাথে মোকাবেলা (বিপরীতে দাঁড় করানো)'র সময় সেটার নেতিবাচক বাতিল হয়ে যাবে।

'যিক্‌র'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'যিক্‌র'-এর উচ্চতর পর্যায়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে– হৃদয়গুলোতে সত্য (আল্লাহ্‌)'র ইঙ্গিতে সেটা বেছে নেয়ার সময় সেটার পূর্ববর্তী দানের স্থায়িত্ব থেকে একটা প্রভাব সৃষ্টি হয়। অতঃপর এ যিক্‌র স্থায়ী, স্থির ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়। তখন তাতে 'ভুলে যাওয়া' কোন বাধা বা ক্ষতিকারক হয় না। তাকে আলস্য কলুষিত করেনা। এ গুণ থাকা সত্ত্বে নিশ্চুপ থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা পদচারণা বা চলাফেরা করা যিক্‌রই। বস্তুতঃ এটা বড় যিক্‌র, যার কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আর অতি উত্তম যিক্‌র হচ্ছে তা-ই, যাকে পরাক্রমশালী মালিক (আল্লাহ্‌)'র পক্ষ থেকে মনের মধ্যে যা আসে তা উদ্দীপ্ত করে। তারপর সেগুলো গূঢ় রহস্যাদির মহলে আত্মগোপন করে।

'শওক্ব'-এর অর্থ

হযরত শায়খকে 'শওক্ব' (প্রবল আগ্রহ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন, উৎকৃষ্ট 'শওক্ব' হচ্ছে– যা চাক্ষুষভাবে দেখা থেকে সৃষ্টি হয়, যা সাক্ষাতের ফলে ক্ষীণ হয়ে পড়েনা, দেখলে নিথর হয়ে যায়না, নৈকট্যের কারণে চলে যায় না, ভালবাসা দ্বারা দূরীভূত হয়না, বরং যতই সাক্ষাৎ বাড়তে থাকে, শওক্ব (আগ্রহ)ও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর 'শওক্ব' বিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তার ব্যাধিগুলো থেকে পৃথক হয়ে যায়। সেগুলো হচ্ছে রূহের একাত্মতা কিংবা মনের ইচ্ছার অনুসরণ কিংবা নাফসের হিস্‌সা। সুতরাং 'শওক্ব' আসবাব (মাধ্যম) শূন্য হবে। অতঃপর ওই 'মাধ্যম', যার জন্য এ শওক্ব অপরিহার্য করে দিয়েছে, সে বুঝতে পারবে না। কারণ, সে হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে প্রত্যক্ষ করে এবং দেখা সত্ত্বেও দেখার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে।

'তাওয়াক্কুল'-এর অর্থ

হযরত শায়খকে 'তাওয়াক্কুল' (ভরসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে হৃদয় আল্লাহ্‌র দিকে মগ্ন হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় অন্য কারো থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। অতঃপর যার উপর ভরসা করবে, তাঁর কারণে তাকে ভুলে যাবে এবং অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী থাকবে না। তার নিকট থেকে তাওয়াক্কুলের মধ্যে অমুখাপেক্ষীতার দাপট উঠে যাবে। তাওয়াক্কুল হচ্ছে গূঢ় রহস্যের দিকে তাকানোর নাম। তাও মা'রিফাতের চোখের অবলোকন দ্বারা ক্ষমতাধীন বিষয়াদির মধ্যে অদৃশ্যের গোপন বিষয়ের দিকেই (এ দেখা); আর হাক্বীক্বতের ইয়াক্বীনের উপর মা'রিফাতের পথগুলোর অর্থের প্রতি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। কেননা, তা অপরিহার্য; তাতে কোন বিরুদ্ধবাদী সমালোচনা করে না।

'ইনাবত'-এর অর্থ

হযরত শায়খকে 'ইনাবত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, 'ইনাবত' (মনোনিবেশ করা) হচ্ছে– 'মাক্বাম' বা সোপানগুলো অতিক্রম করাকেই অন্বেষণ করা, স্তরগুলোতে থেকে যাওয়াকে ভয় করা, উন্নত গোপন বিষয়াদির উপর আরোহণ করা, সাহসিকতার সাথে দরবারের মজলিসগুলোর প্রধানদের উপর ভরসা করা, অতঃপর দরবারে উপস্থিতি ও এ মজলিসকে দেখার পর ওইসব থেকে সত্যের দিকে ফিরে যাওয়াকেই বলা হয়। আর 'ইনাবত' এও যে, তা থেকে তাঁর দিকে ভীত অবস্থায়, তিনি ব্যতীত অন্য কিছু থেকে তাঁর দিকে সন্ত্রস্থ অবস্থায় এবং প্রত্যেক সম্পর্ক থেকে তাঁর দিকে শঙ্কিত অবস্থায় রুজু করা।

ইবলীস ও মানসূরের 'আনা' (আমি) বলার মধ্যে পার্থক্য

তাঁর দরবারে আরয করা হলো– 'ইবলীস'ও 'আনা' (আমি) বলেছে। ফলে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছে। আর হাল্লাজও 'আনা' বলেছেন। ফলে তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেয়েছেন। (এর কারণ কি?) তখন শায়খ বললেন, 'হাল্লাহ' তাঁর উক্তি 'আনা' দ্বারা 'ফানা' (আল্লাহ্‌তে বিলীনতা)'র ইচ্ছা করেছিলেন, যাতে তিনি ওই বিলীনতার মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি 'ভেসাল' (মিলন)-এর মজলিস পর্যন্ত পৌঁছে

গেছেন এবং তাঁকে সেখানে 'বাক্বা' (স্থায়িত্ব)'র খিল'আত (বিশেষ পোষাক) পরানো হয়েছে।

পক্ষান্তরে, ইবলীস তার 'আনা' (আমি) বলার মাধ্যমে 'বাক্বা' (স্থায়ী হয়ে যাওয়া)'র ইচ্ছা করেছিলো। ফলে তার 'ভেলায়ত-ই ফানা' (বিলীনতারূপী বেলায়ত) ও নি'মাত প্রত্যাহার করে নেয়া হলো। তার মর্যাদা নিচে পতিত হলো, অভিশাপ উঠে চেপে বসলো।

'তাওবা'র অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'তাওবা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, 'তাওবা' হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দার দিকে আপন পূর্ববর্তী 'ক্বাদীম' (অবিনশ্বর) দান সহকারে দেখবেন। আর ওই দান দ্বারা আপন বান্দার হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করবেন। তাকে নিজের বিশেষ করুণা সহকারে নিজের দিকে ধরে টেনে নিয়ে আসবেন (আকৃষ্ট করবেন)। যখন সে এমনি হয়ে যাবে, তখন হৃদয় তার দিকে প্রত্যেক ভ্রষ্ট ইচ্ছা থেকে (পৃথক হয়ে) আকৃষ্ট হয়ে আসবে। রূহ তার অনুসারী এবং বিবেক তার অনুকূল হয়ে যাবে। তখন তওবা বিশুদ্ধ হবে এবং তার সব কাজই আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাবে।

'ইখ্‌লাস' তাওয়াক্কুলের মতোই

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'তাওয়াক্কুল' সম্পর্কে আবারো জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বলেছেন, সেটার 'হাক্বীক্বত' (বাস্তবতা) 'ইখ্‌লাস'-এর হাক্বীক্বতের মতোই। আর 'ইখলাস'-এর হাক্বীক্বত হচ্ছে– আমলগুলোর উপর বিনিময় চাওয়া থেকে ইচ্ছা উঠে যাওয়া। আর তাওয়াক্কুলও তেমনি। নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্য থেকে প্রশান্তি সহকারে রাব্বুল আবরাব (মহান রব)-এর দিকে বের হয়ে যাওয়া। অতঃপর বলেছেন– হে বৎস! কত বার বলা হবে? তুমি কি শোন না? আর কত শোনবে? তুমি কি বুঝবে না? কত বুঝবে? তুমি কি আমল করবে না? কি পরিমাণ আমল করবে? তুমি কি নিষ্ঠা অবলম্বন করবে না? কি পরিমাণ নিষ্ঠা অবলম্বন করছো? তুমি কি নিজের নিষ্ঠার মধ্যে আপন অস্তিত্ব থেকে অদৃশ্য হবে না?

কান্নাকাটি

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'কান্নাকাটি' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, তাঁর জন্য কান্নাকাটি করো, তাঁর কারণে কান্নাকাটি করো, তাঁর কথা ভেবে কাঁদো।

দুনিয়া

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'দুনিয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, সেটাকে নিজের হৃদয় থেকে হাত পর্যন্ত বের করে দাও! তাহলে সেটা তোমার ক্ষতি করবে না।

তাসাওফ (সূফীবাদ)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'তাসাওফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি এরশাদ করলেন, সূফী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিজের হারানো বস্তুকে আল্লাহ্‌র নিকট তালাশ করেন, দুনিয়াকে পেছনে ছেড়ে দিয়েছেন। তখন সেটা তাঁর সেবা করবে, তাকে তার হিস্‌সাগুলো দেবে। দুনিয়ায় আখিরাতের পূর্বে তার মাক্বসূদ হাসিল হবে। অতঃপর তার উপর তার রবের নিকট থেকে সালাম (শান্তি) প্রেরণ করা হবে।

তা'আয্‌যুয ও তাকাব্‌বুর

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'তা'আয্‌যুয' ও 'তাকাব্বুর'-এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি এরশাদ করলেন, 'তা'আয্‌যুয' হচ্ছে সবকিছু আল্লাহ্‌র জন্য ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে সম্পন্ন হবে। তা নিজের 'নাফ্‌স' (প্রবৃত্তি)কে লাঞ্ছিতকরণ ও আল্লাহর দিকে নিজের ইচ্ছা উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে উপকারী হয়।

আর 'তাকাব্‌বুর' হচ্ছে কোন কাজ নিজের নাফ্‌সের (কুপ্রবৃত্তি) জন্য সম্পন্ন করা হবে এবং সব কাজ প্রবৃত্তির তাড়নার মধ্যে সম্পন্ন হবে। এটা থাকলে আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া

জাল্লার দিকে ইচ্ছা করলে স্বভাব উত্তেজিত হয়। আর তাকে তার ইচ্ছা মহামহিম আল্লাহ্‌র দিক থেকে ফেরাতে সক্ষম হয়। স্বভাবজাত অহঙ্কার অর্জনগত অহঙ্কার অপেক্ষা সহজ হয়।

শোক্‌র

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'শোকর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, 'শোক্‌র'-এর হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) হচ্ছে নি'মাতদাতার নি'মাতকে এভাবে স্বীকার করা যে, তাতে বিনয় থাকবে এবং ইহসানের দেখা পাওয়া যাবে। আর মর্যাদার হিফাযত এভাবে হবে যে, সে একথা মনে করবে যে, এই শোক্‌র প্রত্যেক প্রকারের শাক্‌র করা থেকে অপারগ।

শোকর অনেক প্রকার

এক. মৌখিক শোকর। তা হচ্ছে শান্তিরূপী নি'মাতের সাথে নি'মাতের স্বীকৃতি। দুই. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শোকর। এটা হচ্ছে খিদমত ও ভাবগাম্ভীর্যের হয়ে নি'মাতের কথা স্বীকার করা, তিন. অন্তরের শোক্‌র। এটা হচ্ছে উপস্থিতির প্রশস্ত আঙ্গিনায় হিফাযত ও সম্মানের স্থায়িত্বের সাথে ই'তিকাফ করা। অতঃপর ওই 'মুশাহাদাহ' বা প্রত্যক্ষ দর্শনের উপস্থিতির পর নি'মাত দেখা থেকে নি'মাতদাতাকে দেখার ক্ষেত্রে অদৃশ্যের দিকে উন্নতি করা।

শাকির (শোকরকারী বা কৃতজ্ঞ) হচ্ছে সে-ই, যে যা পাওয়া যায় তার উপর শোকর করে। আর **শাকূর** হচ্ছে– সে-ই, যে কাঙ্ক্ষিত বস্তু না পেয়েও শোক্‌র করে। **হামিদ** হচ্ছে সে-ই, যে রুখে দেওয়া (না পাওয়া)কে দান হিসেবে আর ক্ষতিকে উপকার হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। অতঃপর তাঁর মতে উভয় গুণই সমান হয়ে যায়। আর 'হামদ' হচ্ছে– যা দ্বারা প্রশংসাকারী মা'রিফাতের চোখে নৈকট্যের প্রশস্ত আঙ্গিনায় উপকৃত হন।

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করা হলো– فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ আল্লাহ্‌র এ বাণীতে আমাদের 'যিক্‌র' বা স্মরণ করাকে কেন তাঁর স্মরণ করার পরে উল্লেখ করা হলো? আর তাঁর বাণী يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ -এর মধ্যে কেন

নিজের ভালবাসাকে আমাদের ভালবাসার আগে উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন- 'যিক্র' হচ্ছে চাওয়া ও ইচ্ছা করার স্থান। আর চাওয়া হচ্ছে দানের ভূমিকা স্বরূপ। এ কারণে আমাদের যিক্র করার কথা তার যিক্র করার পূর্বে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু 'মুহাব্বত' তো শুধু 'তাক্দীর'-এর দিক থেকে খোদায়ী তোহফা। তাতে বান্দার উপার্জন (কাজ) নেই। আর সেটার অস্তিত্ব বান্দার মধ্যে এটা ব্যতীত বিশুদ্ধও নয় যে, অদৃশ্যের দিক থেকে ইচ্ছার হাতের উপর সেটা প্রকাশ পাবে। আর সেখানে বান্দার উপার্জন পতিত এবং তার মাধ্যম বা উপকরণ নিশ্চিহ্ন। এ কারণে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মুহাব্বতকে তাঁর প্রতি আমাদের মুহাব্বতের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

তারপর তাঁকে বলা হলো- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا - এর মধ্যে তাঁর আমাদের তাওবা কবুল করার কথাকে তাঁর দরবারে আমাদের তাওবা করার কথার পূর্বে কেন উল্লেখ করেছেন? অথচ সেটাও যিক্রের মতো উপার্জন। তদুত্তরে শায়খ বললেন, এর কারণ হচ্ছে- তাওবা হলো চাওয়ার স্থানগুলোর মধ্যে প্রথম এবং ভ্রমণের মানযিলসমূহের সূচনা। সুতরাং এখানে নিজের কাজকে আমাদের কাজের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কেননা, সেটাকে তিনি ব্যতীত আর কেউ খুলে না এবং কেউ সেটার উপর চলার ক্ষমতা তিনি সহজ করে দেওয়া ব্যতীত, রাখেনা। কেননা, ওই মহামহিম আল্লাহ্ই অলসদেরকে জাগ্রত করা, ঘুমন্তদেরকে জাগিয়ে তোলা, পৃথক পৃথকভাবে পদচারণাকারীদেরকে সদিচ্ছা পোষণকারীদের পথের উপর আনয়ন করা এবং মাহ্বূবের যিক্রের দিকে এনে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয়।

'সবর'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'সবর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি উত্তরে বললেন, 'সবর' হচ্ছে বালা-মুসীবত থাকাবস্থায় মহামহিম আল্লাহ্র দরবারে সুন্দর আদব সহকারে অবস্থান করা এবং তাঁর ফয়সালাগুলোর তিক্ততাকেও প্রশস্ত অন্তরে কিতাব ও সুন্নাহর বিধানাবলী অনুসারে মেনে নেওয়া।

'সবর' এর প্রকারভেদ

'সবর' কয়েক প্রকার ঃ

এক. আল্লাহ্র জন্য সবর করা। তা হচ্ছে- তাঁর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিষেধকৃত

কাজ থেকে বিরত থাকা।

দুই. আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার সাথে 'সবর'। তা হচ্ছে– তাঁর ফয়সালা জারী হবার অধীনে প্রশান্ত থাকা এবং তোমার মধ্যে তাঁর কাজ কার্যকর হবার মধ্যে প্রশান্ত থাকা। আর দারিদ্র আসা সত্ত্বেও হাসিমুখে অভাবশূন্যতা প্রকাশ করা।

তিন. আরেক সবর হচ্ছে– আল্লাহ্র উপর। তা হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর প্রতিশ্রুতির দিকে ঝোঁক থাকা। আর দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে চলা মু'মিনের জন্য সহজ। আল্লাহ্র মোকাবেলায় সৃষ্টিকে ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়। আর আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার দিকে নাফসের চলা আরো কঠিন হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সবর অতিমাত্রায় কঠিন আর সবরকারী দরিদ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনী অপেক্ষা উত্তম। তবে শোকর আদায়কারী দরিদ্র এ দু'জন থেকেও উত্তম। আর কৃতজ্ঞ ধৈর্যশীল দরিদ্র তাদের সবার চেয়ে উত্তম। বালা-মুসীবতকে সেই ডেকে আনে, যে চিনে।

'সুন্দর চরিত্র'-এর অর্থ

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'হুস্নে খুল্ক্' (সুন্দর চরিত্র) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে– সত্যের পর্যালোচনা তোমার নাফ্স কষ্টসাধ্য মনে করার পর সৃষ্টির যুল্ম তোমার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলবে না। আর তাতে যা আছে, তা এমন এক মা'রিফাত, যাতে তা (নাফ্স) অভ্যস্ত হবে। লোকজনকে যেই ঈমান ও হিকমত দেয়া হয়েছে তদনুসারে সেগুলোকে বড় মনে করবে। এটা বান্দার উৎকৃষ্টতম চরিত্র। এটারই কারণে পুরুষদের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

আর শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে আরো প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে সত্যবাদিতা সহকারে গ্রহণ করা, কুপ্রবৃত্তি না থাকা, তার একাত্মতা হচ্ছে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এবং আর তার বর্জন হচ্ছে– রিয়া ও মুনাফেক্বী।

সত্যবাদিতা (সিদ্ক্ব)

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'সিদক্ব' (সত্যবাদিতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, কথাবার্তার মধ্যে সত্যবাদিতা হচ্ছে এ যে, যথাসময়ে

হৃদয় তার কথার অনুরূপ হবে। কাজকর্মে সত্যবাদিতা হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাক্ষাতের উপর তার দৃঢ়তা থাকবে, কিন্তু নিজেকে দেখাও ভুলে যাবে। আর অবস্থাদিতে সত্যবাদিতা হচ্ছে- অবস্থাদি এভাবে অতিবাহিত হবে যে, স্বভাব-প্রকৃতি সত্যের উপর কায়েম (স্থির) থাকবে। সেগুলোকে তত্ত্বাবধায়কের পর্যালোচনা ও ফক্বীহ্‌র বাদানুবাদ আবর্জনাময় করতে পারে না।

ফানা

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'ফানা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপন ওলীর মনের কথা (ভেদ) তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচনা করেন। তারপর সৃষ্টিজগত 'বিলীন' হয়ে যায়। ওলীও ওই ইঙ্গিতে বিলীন হয়ে যান। ওই সময়ে তাঁর বিলীনতাই হচ্ছে 'বাক্বা' বা স্থায়িত্ব; কিন্তু তিনি চিরস্থায়ী সত্তার ইঙ্গিতের অধীনে বিলীন হন। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিত হয়, তবে তিনি তাকে বিলীন করে দেন। কেননা, তাঁর তাজাল্লী তাকে স্থির রাখে, যেন তাঁকে তাঁর দিক থেকে বিলীন করেন। তারপর তাঁকে তাঁর সাথে স্থায়ী রাখেন।

বাক্বা

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'বাক্বা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বাক্বা' (স্থায়িত্ব) সাক্ষাৎ (লিক্বা) ব্যতীত হয়না। কেননা, ওই বাক্বা (স্থায়িত্ব), যার সাথে 'ফানা' (বিলীনতা) থাকেনা, তা ওই সাক্ষাতের সাথেই থাকে, যার সাথে সমাপ্তি থাকে না। বস্তুতঃ সেটা তেমনি হয়, যেমন চোখের পলক মারা, কিংবা তদপেক্ষাও নিকটে। আর 'আহলে বাক্বা'র আলামত (চিহ্ন) হচ্ছে- 'বাক্বারূপী গুণের মধ্য তাদের সাথে বিলীন হয়, এমন কোন বস্তু থাকে না। কেননা, এ দু'টি পরস্পর বিরোধী।

ওয়াফা

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'ওয়াফা' (বিশ্বস্ততা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, তা হচ্ছে এ যে, সম্মানাদির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যাদির ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়া। তা এভাবে যে, সেগুলোর পর্যালোচনা না হৃদয় দ্বারা করা হবে, না চক্ষু দ্বারা। তদুপরি, আল্লাহ্‌র সীমারেখাগুলোর সংরক্ষণ কথায় ও

কাজে করা হবে। তাঁর সন্তুষ্টির দিকে প্রকাশ্যে ও গোপনে পূর্ণাঙ্গভাবে ধাবিত হবে।

রেযা

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'রেযা' (সন্তুষ্টি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে- সংশয়কে উঠিয়ে দেয়া হবে, যা কিছু মহামহিম আল্লাহ্‌র অনাদি জ্ঞানে পূর্ব থেকে আছে সেটাকে যথেষ্ট মনে করবে। আর 'রেযা' এও যে, আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত বস্তু থেকে কোন বিশেষ নির্দ্ধারিত বস্তু অবতীর্ণ হবার দিকে অন্তর ফিরবে না। আর যদি কোন নির্দ্ধারিত বস্তু অবতীর্ণ হয়ে যায়, তবে অন্তর সেটা দূরীভূত হবার দিকে চেয়ে থাকবে না।

ইরাদাহ্ (ইচ্ছা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'ইরাদাহ্' (ইচ্ছা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে- অন্তরে বারংবার চিন্তার অবতারণা ঘটবে- প্রবল আগ্রহের মূল উপাদান সহকারে, যা'তে যিক্‌র জারী থাকে।

ইনায়াত (দান)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'ইনায়ত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ইনায়ত' হচ্ছে- আযালী (অনাদি) দান। তা মহামহিম আল্লাহ্‌রই অন্যতম গুণ। তিনি সেটা কারো উপর প্রকাশ করেননি আর সেটা পর্যন্ত কোন মাধ্যমেও পৌছানো যায় না। তাতে কোন উপকরণ ক্ষতিও করতে পারে না, কোন উপকরণ সেটাকে বিগড়েও দিতে পারে না। সেটাকে কোন কিছু কলঙ্কিতও করতে পারে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌রই গূঢ় রহস্য (ভেদ), আল্লাহ্‌রই সাথে খাস। সেটা সম্পর্কে কেউ অবহিত হতে পারে না। সৃষ্টি জগত সেটার দিকে পৌছার পথ পায় না। 'ইনায়ত' হচ্ছে প্রাক্তন (প্রাচীন); কালের শর্তও সেটার সাথে জুড়ে দেয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা আপন সৃষ্টি থেকে যাকে চান তাঁকে সেটার উপযুক্ত ও মালিক করে দেন। আর উপযুক্ততা ও ওই ইনায়াত দেখার উপর ছেড়ে দেন। তারপর 'ইখ্‌তিয়ার' (ইচ্ছা)কে মাখলূক্বের দিকে ছেড়ে দেন। তারপর দানকে ইখতিয়ার দর্শনের উপর,

তারপর তাওফীক্ব (সামর্থ্য)কে দান দর্শনের উপর, তারপর ক্বুবূলকে 'তাওফীক্ব' (সামর্থ্য) দর্শনের উপর এবং সাওয়াবকে বাণী দর্শনের উপর ছেড়ে দেন। আর ওই ব্যক্তির চিহ্ন, যার উপর তাঁর (আলোচ্য) ইনায়ত হয় বন্দিত্বই, তারপর কয়েদবন্দি, তারপর রুখে দেওয়া, তারপর তা থেকে একেবারে কয়েদ হয়ে যাবে। তারপর সেটাকে মাখলূক্ব থেকে টেনে নেবে। তারপর তাকে 'হুযূর-ই ক্বুদ্‌স' (পবিত্র দরবার)-এর মধ্যে কয়েদ করে দেবেন। তারপর সম্মানের শর্তারোপ করে দেয়া হবে। তারপর তাঁর নিকট সে স্থায়ীভাবে থাকবে।

ওয়াজ্‌দ (মুর্চ্ছনা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'ওয়াজ্‌দ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে এ যে, রূহ যিক্‌রের তৃপ্তি সহকারে মশগুল হয়ে যাবে। আর 'নাফস' (আত্মা) খুশী করার তৃপ্তিতে মশগুল হবে, 'হৃদয়' তার সমকক্ষ থেকে মুক্ত থাকবে, আর 'প্রেমিক' তার তত্ত্বাবধায়ক থেকে সত্যের জন্য সত্যের সাথে অবসর হয়ে যাবে।

'ওয়াজ্‌দ' একটি পানীয়, যা ওয়াজদসম্পন্নকে মুনিব কারামতের মিম্বরের উপর পান করান। আর যখন সে তা পান করে নেয় তখন বেহুঁশ হয়ে যায়। যখন বেহুঁশ হয়ে যায়, তখন তা'র হৃদয় ভালবাসার পাখা দ্বারা 'ক্বুদ্‌স' (পবিত্রতা)'র বাগানে উড়ে বেড়ায়। তারপর সে 'হায়বত' (ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়)-এর সাগরে পতিত হয়। তারপর ধরাশায়ী হয়। এ কারণে 'ওয়াজদধারী'রা বে-হুঁশ হয়ে যায়।

খাওফ (ভয়)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে 'খাওফ' (ভয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, 'খাওফ' (ভয়) কয়েক প্রকার ঃ এক. 'খাওফ' (ভয়) গুনাহগারদেরই হয়ে থাকে। দুই. 'রাহ্‌বাহ্' থাকে 'আবিদ' (ইবাদতপরায়ণ) বান্দাদের মধ্যে, তিন. 'খাশিয়্যাহ' থাকে আলিমদের মনে, চার. 'ওয়াজদ' থাকে প্রেমিকদের মধ্যে এবং পাঁচ. 'হায়বত' (ভক্তিপ্রযুক্তভয়) হয় আরিফবান্দাদের মধ্যে।

গুনাহগারদের 'ভয়' থাকে আযাব থেকে, আবিদ বান্দাদের ভয় ইবাদতের সাওয়াব

হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া থেকে, আলিমগণ ভয় করে এজন্য যে, ইবাদত-বন্দেগীতে 'গোপন শির্ক' (শির্ক-ই খাফী) হচ্ছে কিনা, প্রেমিকগণ ভয় করে বন্ধুর সাক্ষাৎ হাতছাড়া হচ্ছে কিনা তজ্জন্য, আর আরিফ বান্দাদের ভয় হচ্ছে হায়বত ও তা'যীম। বস্তুতঃ এ ভয় হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কঠিন। কেননা, এটা কখনো দূরীভূত হয়না। আর এ কয়েক প্রকারের ভয় প্রশান্তিতে পরিণত হয়, যখন রহমত ও দয়ার সম্মুখীন হয়ে যায়।

রাজা (আশা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'রাজা' (আশা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, সম্মানিত ওলীগণের বেলায় 'আশা'র 'হক্ব' (বাস্তবতা) হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শুধু উত্তম ধারণাই থাকবে। কেননা, রাজা (আশা) লালসাকেই বলে। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে, তিনি বান্দার জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যা নির্দ্ধারণ করেছেন, তা চাওয়া। সূফীগণের এটা চাওয়া এবং ওলীর এ আশাবিহীন হওয়া উচিৎ নয়। তাঁর আশাও সেটার উপর চাওয়াই হবে– এটাও উচিৎ হবে না। সুতরাং উচিৎ হচ্ছে তাঁর আশা ভাল ধারণাই হওয়া; না উপকার পাওয়ার জন্য, না মন্দ দূরীভূত করার জন্য। কেননা, ওলীগণ একথা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণই করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা একথা জানার কারণে চাওয়ার পরিশ্রমের দাবীর মুখাপেক্ষীই নন। এমন সময় ভাল ধারণা, প্রার্থনা করার আশা অপেক্ষা উত্তম। আর আশাতো ভয় ও আশংকার কারণেই হয়ে থাকে। কেননা, যে ব্যক্তি এ কথার আশা করে যে, সে কোন কিছু পর্যন্ত পৌছে যাবে, সে এতে ভয় করে যে, সেটা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে কিনা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি উত্তম ধারণা হচ্ছে– তাঁর সমস্ত গুণ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর পক্ষ থেকে তার নিকট পৌছবে; 'বান্দা' অনুসারে পৌছাবে না। কেননা, সে জানে যে, তাঁর গুণাবলী হচ্ছে– তিনি উপকারদাতা, দাতা, দয়ার্দ্র ও দয়ালু।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি উত্তম ধারণা হচ্ছে– প্রথম দানপূর্ণ দৃষ্টির সাথে ইচ্ছাগুলোর সম্পর্ক নিবদ্ধ থাকবে। অন্তরের নজর থাকে মহান রবের প্রতি– হৃদয়ের লালসা থাকবে না, রূহ ও আত্মাগুলোর আরজু থাকবে না।

আর সাধারণের আশা থাকবে যখন বেশীরভাগ সামগ্রী যোগাড় হয়ে যায়; তখন এর জন্য 'আশা' নামটি প্রযোজ্য হবে। যখন তার বেশীর ভাগ সামগ্রী বন্ধ হয়ে যায়, তখন

'লালসা'র নাম আশার অন্তরালে উত্তম হয়। ভয় ব্যতিরেকে আশা হচ্ছে নিরাপত্তা। আর আশাবিহীন ভয় হচ্ছে হতাশা।

ইল্‌মুল ইয়াক্বীন

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'ইলমুল ইয়াক্বীন' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, তা হচ্ছে দৃষ্টি অনুসারে কল্যাণ ও মা'রিফাতকে একত্রিত করার নাম। অতঃপর যখন ইল্‌ম (জ্ঞান) হাসিল হয়ে যায়, আর নিশ্চিত পরিচিতি সহকারে হৃদয়ও তা কবুল করে নেবে এবং দৃষ্টিও খুলে যায়, তখন 'ইল্‌মুল ইয়াক্বীন' (নিশ্চিত জ্ঞান) হাসিল হয়ে যায়।

মুয়াফাক্বাহ্ (একাত্মতা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে 'মুয়াফাক্বাহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হলে তিনি বলেন, তা হচ্ছে– আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালার উপর, মানবীয় অক্ষমতা ব্যতীত হৃদয় একাত্ম হবারই নাম। অতঃপর ইচ্ছাও এক হয়ে যায়।

দো'আ (প্রার্থনা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে দো'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন, এর তিনটি স্তর রয়েছে ঃ ১. তাসরীহ (প্রকাশ্য ভাষায় প্রার্থনা করা), ২. তা'রীদ্ব (সুক্ষ ইঙ্গিতে প্রার্থনা করা) এবং ৩. ইশারাহ্ (ইশারা করা)।

'তাসরীহ্' হচ্ছে কোন কিছু মুখে উচ্চারণ করা। 'তা'রীদ্ব' হচ্ছে ওই দো'আ, যা চুপিসারে করা হয় এবং কোন গোপন কথা গোপনে বলা। আর 'ইশারাহ্' হয় গোপন উক্তিতে।

'তা'রীদ্ব'-এর উদাহরণ হচ্ছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ উক্তি মুবারক, যা'তে হুযূর করীম এরশাদ করেছেন– "হে খোদা! আমাদেরকে আমাদের নাফ্‌সগুলোর দিকে একটি মাত্র মুহূর্তের জন্যও অর্পণ করো না।"

আর 'ইশারা'র উদাহরণ হচ্ছে– হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ সালাওয়া-তুল্লাহি ওয়া

সালামুহু আলায়হির এ উক্তি- "হে আল্লাহ্! আমার রব! আমাকে দেখাও তুমি মৃতকে কীভাবে জীবিত করো।" এটা 'দেখা'র দিকে ইঙ্গিতবহ। আর 'তাস্‌রীহ্' হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর এ উক্তির মধ্যে রয়েছে- "হে আমার রব! আমাকে তুমি দেখা দাও। আমি তোমাকে দেখবো।" [সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত-১৪৩]

হায়া (লজ্জা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'হায়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি এরশাদ করেছেন, তা হচ্ছে- বান্দা এ থেকে লজ্জাবোধ করবে যে, 'আল্লাহ্' বলবে অথচ তাঁর হক্ পালন করবে না। আর এও যে, তাঁর দিকে মনোনিবেশ করবে এমতাবস্থায় যে, সে একথা জানে না যে, সেটা তার জন্য উপযোগী নয়।

আর আল্লাহ্র দরবারে এমন বিষয়ের আরজু করবে যে, সে একথা জানে যে, তাঁর দরবারে সে ওই কথার উপযোগী নয়। আর এও যে, গুনাহসমূহকে লজ্জার কারণে পরিত্যাগ করবে; ভয়ের কারণে নয়। আর (নিজের মধ্যে) ত্রুটি দেখা সত্ত্বেও ইবাদত পালন করবে। আর এও যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে আপন হৃদয়ের অবস্থাদি ও কথাবার্তা সম্পর্কে অবগত জানে তারপর তাঁর প্রতি (কিছু চাইতে) লজ্জাবোধ করবে। বস্তুতঃ কখনো কখনো 'হায়া' (লজ্জা) হৃদয় ও ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের মধ্যবর্তী পর্দা উঠে যাওয়ার কারণে পয়দা হয়।

মুশাহাদাহ্

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'মুশাহাদাহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বলেন, তা হচ্ছে উভয় জাহান থেকে হৃদয়ের চোখ অন্ধ হয়ে যাবে এবং মা'রিফাতের চোখ দ্বারা পর্যালোচনা করবে, কিন্তু অনুধাবনে কোনরূপ সন্দেহ করবে না, আর না কল্পনায় আশা করবে, না অবস্থায়। হৃদয়গুলোর অবগতি ইয়াক্বীনের পরিচ্ছন্নতার সাথে এ বিষয়ের দিকে হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা অদৃশ্যের সংবাদ দিয়েছেন।

নৈকট্য

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'ক্বোরব' (নৈকট্য)-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, দূরত্বগুলোকে নৈকট্যের তৃপ্তি সহকারে অতিক্রম করাকে 'ক্বোরব' বলে।

'সুক্র' (নেশার মুর্চ্ছনা)

হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে 'সুক্র' (নেশা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, তা হচ্ছে মাহবূবের যিক্র পেশ করার সময় অন্তরগুলোতে জোশ্ পয়দা হয়ে যাওয়া। আর 'খাওফ' হচ্ছে মাহবূবের দাপট সম্পর্কে জানার কারণে হৃদয়গুলো অস্থির হয়ে যাওয়া।

আর 'ইয়াক্বীন' হচ্ছে– অদৃশ্য বিষয়াদির বিধানাবলীর রহস্যাদি নিশ্চিত করা।

'ওয়াস্ল' হচ্ছে মাহবূবের সাথে মিলিত হওয়া এবং মাহবূব ব্যতীত অন্য সবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

আর 'ইন্বিসাত্ব' 'অন্তরের প্রশস্ততা' হচ্ছে প্রশ্ন ও অবস্থার সংশোধনের সময় দাপটের ভয় চলে যাওয়া। আর একাকীত্ব ভাল লাগা।

'যিক্রের মধ্যে অদৃশ্যতা' হচ্ছে– তোমার নাফ্স যিক্রের অবস্থা দেখবে। অতঃপর হঠাৎ করে তার নিকট থেকে তুমি অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর এ অদৃশ্য হওয়া হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ)।

আর প্রত্যক্ষ করার সময় সম্মান বর্জন প্রত্যক্ষ করার অবস্থায় ওয়াজদই হয়ে থাকে। কেননা, 'ওয়াজদ' হয় সাক্ষাতের আঙ্গিনার উপর। আর 'মুশাহাদাহ্' হয় নৈকট্যের আঙ্গিনায়। ওই স্থানে সম্মান বর্জন হারাম।

আর যেই 'মুর্চ্ছনা' (নেশা) মুশাহাদার সময় অর্জিত হয়, তা অনুধাবন করতে বুঝশক্তি অক্ষম। ভালবাসা থাকলে সংশয় ও অনুপস্থিতির কল্পনাই করা যায় না। আর যখন ইচ্ছা শক্তিশালী হয় এবং সেটার সাথে যিক্র মিলিত হয় আর কাঙ্ক্ষিত বস্তুর ইচ্ছা বেড়ে যায়, তখন তা থেকে ভালবাসা পয়দা হয়। আর যখন কাঙ্ক্ষিত বস্তু সমগ্র হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে, তখন সেটার মালিক হয়ে যায়। আর যখন সেটার মালিক হয়ে যায়, তখন তিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে তার ইচ্ছা দুরীভূত হয়ে যায়। আর তা

থেকে ইচ্ছারূপী ওই শাহানশাহ্‌র পতিত হওয়া বাস্তবই হবে। আর এটা হচ্ছে খাঁটি মুহাক্কত। যদি তুমি তার যিক্‌র করো, তবে তুমি প্রেমিক হলে। আর যদি তুমি শোনো যে, সে তোমার যিক্‌র করছে, তবে তো তুমি 'মাহবূব' বা প্রেমাস্পদ হলে।

মাখলূক্‌ হচ্ছে তোমার নাফ্‌স থেকে অন্তরাল (হিজাব), তোমার নাফ্‌স হচ্ছে তোমার রব থেকে হিজাব। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মাখলূক্‌কে দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন নাফ্‌সকে দেখবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন নাফসকে দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপন রবকে দেখবে না। সুতরাং দারিদ্র হচ্ছে মৃত্যু। আর লোকেরা তালাশ করছে যে, তারা তাতে জীবিত থাকবে।

সাধারণ লোকেরা 'ক্বাল' বা কথার অনুসরণ (আনুগত্য) করে। আর বিশেষ লোকেরা করে 'হাল'-এর। যখন তোমাকে প্রাচূর্য দেবেন, তখন তো প্রাচূর্য এসে যায়। আর তোমার 'রুখসাত' (অবকাশদান) 'আযীমত' (দৃঢ় প্রত্যয়)-এ বদলে যায়। তোমার 'আযীমত'-এ দিকনির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং 'রুখ্‌সাত' তো অসম্পূর্ণ ঈমানদারেরই জন্য। আর 'আযীমত' হচ্ছে কামিল ঈমানদারের জন্য। বিশ্বরাজ্য নশ্বরদের জন্য। তারপর ক্বারী তাঁর (হযরত শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) সামনে এ আয়াত পড়লেন- لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (অর্থাৎ আজ বিশ্বরাজ্য কার?) অতঃপর শায়খ দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, তখন তাঁর মহত্ত্বের কারণে অন্যান্য লোকেরাও দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি দাঁড়ানোর পর তাঁদেরকে ইঙ্গিত করলেন- তোমরা তোমাদের অবস্থায় থাকো। অতঃপর তিনি একথা বলতে থাকেন- 'কে বলে- রাজ্য আমার?' 'কে বলে, রাজ্য আমার?' এটার কয়েকবার অবতারণা করলেন। তখন তাঁর দরবারে বড় নেক্‌কারদের থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন। তাঁকে 'শায়খ আহমদ দারান' বলা হতো। তিনি বড় ইবাদতপরায়ণ ও বড় মুজাহিদ ছিলেন। তিনি বললেন, আমি বলছি, "রাজ্য আমার। কেননা, সেটা আমার জন্য। আর সেটার জন্য আমার মতো কেউ নেই।" অতঃপর শায়খ এটা শুনে খুব চিৎকার করলেন। আর বললেন, "আহম্মক! তুমি কবে তার ছিলে, ফলে সেটা তোমার জন্য হয়ে গেলো? তুমি কখন বালা-মুসীবৎ দেখেছো যে, সেটা তোমার রক্ষিত জায়গার চতুর্পাশে প্রদক্ষিণ করছিলো? তারপর সেটাকে তোমার দিকে কড়া নেড়ে ঝুঁকিয়েছো?" তারপর ফক্বীরটি চিৎকার করে উঠলো এবং আপন কাপড় নিক্ষেপ করলো, যা কালো পশমের তৈরী তার গায়ের উপর ছিলো। সে জঙ্গলের দিকে উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে চলে গেলো।

একদিন তাঁর সামনে ক্বারী শরীফ মাস'উদ ইবনে ওমর হাশেমী মুক্বরী এ আয়াত

পড়লেন- وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ [অর্থাৎ (ফিরিশ্‌তারা বললো) আমরা তোমার প্রশংসা ও পবিত্রতার তাসবীহ্ পড়ি। সূরা বাক্বারা ঃ আয়াত-৩০] তখন তিনি বললেন, "হে বৎস! নিশ্চুপ থাকো!" তারপর তিনি খুব শোর-চিৎকার করলেন এবং বললেন, "তোমরা কতক্ষণ পর্যন্ত বলবে, 'আমরা তোমার প্রশংসা ও পবিত্রতার তাসবীহ্ পড়ছি, কতক্ষণ পর্যন্ত বলবে? 'নিশ্চয় আমরা তাস্‌বীহ্ পাঠক।' তোমরা তোমাদের মনের ভেদ প্রকাশ করে দিয়েছো। আর আমরা গোপন রেখেছি। সুতরাং নৈকট্য আমাদেরকে বিলীন করে দেয়। আর দর্শন করা আমাদেরকে মেরে ফেলে। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে কে বলবে?" আর আপন শিরকে উঠালেন এবং বলেছেন- "হে আমার রবের ফিরিশ্‌তাগণ! তোমরা নেমে এসো! তোমরা হাযির হও! কারণ, অধিকন্তু আমাদের দল তোমাদের দল অপেক্ষা অধিকতর কামিল হয়।"

বর্ণনাগুলো সনদ (সূত্র) সহকারে উল্লেখ করতেন

আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ-ই জলীলুল মুসনাদ যায়নুদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইমাম হাফিয তক্বী উদ্দীন আবূ তাহের ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুহসিন আম্বাত্বী। আর আমি তাঁর সামনে কয়েকবার পড়েছি। আমি তাঁকে বললাম, "আপনাকে কি শায়খ ইমাম আলিম মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ক্বোদামাহ্ মুক্বাদ্দাসী খবর দিয়েছেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর সামনে তিনি পড়েছেন আর আপনি শুনেছেন, ৬১০ হিজরীর যিলক্বদ মাসে দামেস্কের জামে মসজিদে?" তিনি তা স্বীকার করেছেন। আর বলেছেন, 'হ্যাঁ!"

তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ইমাম তাজুল আরেফীন মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদের ইবনে আবূ সালিহ জীলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁর দরবারে পড়া হতো আর আমি শুনতাম ৫৬১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ গালিব মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আহমদ ইবনুল হোসাইন বাক্বিল্লানী, বাগদাদে 'আল-ক্বসর' জামে মসজিদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আলী হাসান ইবনে আহমদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শাযান বায্‌যার। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ওসমান ইবনে আহমদ, মায়মূন ইবনে ইসহাক্ব

এবং আবূ সাহ্‌ল ইবনে যিয়াদ। তাঁরা বলেছেন, আমাদের নিকট হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে আবদুল জব্বার, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইবনে ইদ্‌রীস, তিনি ইবনে জুরায়জ থেকে, তিনি ইবনে আবূ আম্মার থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে তাসাহ্‌ থেকে, তিনি ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে বললাম, (এ আয়াত) "তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, যদি তোমরা ভয় করো এবং নামায ক্বসর করে পড়ো।" এখন তো লোকেরা নির্ভয় হয়ে গেছে। (সুতরাং ক্বসর কেন পড়বো?) তিনি বলেছেন, "আমিও ওই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেছি, যাতে তুমি আশ্চর্যবোধ করছো এবং রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, "এটা একটা সাদক্বাহ্‌, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সাদক্বাহকে ক্বুবূল করে নাও!" ইমাম মুসলিম ওই হাদীস বর্ণনা করেছেন আপন সহীহগ্রন্থে, 'নামায অধ্যায়'-এ আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ্‌, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা, আবূ হায়সুমাহ্‌ যুহায়র ইবনে হারব এবং ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন; আর এ চারজনই আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ইদ্‌রীস এবং মুহাম্মদ মুক্বাদ্দাসী এবং ইয়াহিয়া ইবনে সা'ঈদ থেকে, আর এ দু'জন ইবনে জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য এটা দলীল হয়েছে– ইবনে শাযান পর্যন্ত সনদ সহকারে।

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আহমদ ইবনে সুলায়মান। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনে মুকাররাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওসমান ইবনে ওমর ইবনে ইয়ূনুস ইবনে ইয়াযীদ যুহরী থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে যে, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মুসলমানদের দেহ একটি পাখীতে পরিণত হবে। সেটা জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলতে থাকবে। এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার শরীরকে ওই দিন ফিরিয়ে দেবেন, যেদিন তাকে পুনরুত্থিত করবেন।" এ হাদীস শরীফ তিনজন ইমাম বর্ণনা করেছেন ঃ তিরমিযী তাঁর জামে'তে এবং নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্‌ তাঁদের 'সুনান'-এ। ইমাম তিরমিযী 'জিহাদ' শীর্ষক অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবূ ওমর 'আদানী থেকে, তিনি সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ্‌ থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এটা বর্ণনা করেছেন

'জানা-ইয' শীর্ষক অধ্যায়ে, কোতায়বাহ্ ইবনে সা'ঈদ থেকে, তিনি মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ 'যুহ্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে সুয়াইদ ইবনে সা'ঈদ থেকে, তিনি মালিক থেকে বর্ণনা করছেন। আর তিনি 'জানা-ইয' শীর্ষক অধ্যায়েও মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া যুহালী থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-আহমাসী থেকে, তিনি মুহারেবী থেকে, আর এ দু'জন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ থেকে, তিনি হারিস ইবনে যুব্বায়ল থেকে আর এ তিনজনই ইমাম যুহ্রী থেকে, অতঃপর ইবনে মাজাহ্র সূত্রে ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনা থেকে, সংখ্যানুসারে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতঃ আমাদের দু'টি বড় মর্যাদা অর্জিত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলারই সকল প্রশংসা ও ইহসান। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'হাসান-সহীহ্' পর্যায়ের।

রোযার ফযীলত

আর তাঁরই সনদ দ্বারা, যা ইবনে শাযান পর্যন্ত পৌঁছেছে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনে মুকার্‌রাম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইবনে হারূন, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শো'বাহ্ মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে, আর তিনি (হুযূর-ই আকরাম) আপন মহামহিম রব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক আমলের জন্য কাফ্ফারা রয়েছে। আর রোযা আমার জন্য। আমি তার প্রতিদান দেবো। রোযাদারের (মুখের) গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুশ্‌কের খুশ্‌বু থেকে উত্তম।" এটা এমন এক হাদীস শরীফ, যা ইমাম বোখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে 'তাওহীদ' সম্পর্কে আদম ইবনে আবূ ইয়াস থেকে, তিনি আবূ বোস্তাম সা'ঈদ ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ আল-'আতাফী থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন আমি সেটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য সেটা দলীল হলো।

আর এই সনদে, যা ইবনে শাযান পর্যন্ত পৌঁছে–

তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওসমান ইবনে আহমদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে বারিয়্যাহ্, আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আদমী ও মায়মূন ইবনে ইসহাক্। তাঁরা

সবাই বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে আবদুল জব্বার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মু'আবিয়া আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নিশ্চয় আমার একথা বলা– 'সুবহা-নাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর' আমার নিকট ওইসব বস্তু থেকে, যেগুলোর উপর সূর্য উদিত হয়, অধিকতর প্রিয়।" এ হাদীস শরীফ ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আদ্দা'ওয়াত' অধ্যায়ে আবূ বকর ইবনে শায়বাহ্, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনে 'আলা থেকে বর্ণনা করছেন। আর তাঁরা উভয়ে আবূ মু'আবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন, আমরা সেটা বর্ণনা করেছি। অতঃপর সেটা আমাদের জন্য দলীল হলো।

সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

এ সূত্রে, যা ইবনে শাযান পর্যন্ত পৌঁছে–

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছন ওসমান ইবনে সাম্মাক, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে আবদুল জাব্বার, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ মু'আবিয়া আ'মাশ থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবীদের গালি দিওনা। কেননা, আমায় ওই যাত-ই পাকের শপথ, যাঁর করায়ত্বে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ, (যে সাহাবী নয়) উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে নেয়, তবে তাদের এক 'মুদ্দ' (এক সের কিংবা তদপেক্ষা কম পরিমাণের পরিমাপ যন্ত্র বিশেষ)-এর সমানও পৌঁছবে না, না তার অর্দ্ধেক পরিমাণ।" এ হাদীস বিশুদ্ধ। এটার বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র ছয়জন ইমামই এটা বর্ণনা করেছেন– ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের আপন আপন 'সহীহ' গ্রন্থে, ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে'তে এবং ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ তাঁদের নিজ নিজ 'সুনান' গ্রন্থে। ইমাম বোখারী হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফযীলতের বর্ণনায়, আদম ইবনে আবূ ইয়াস থেকে, তিনি শো'বাহ্ থেকে, তিনি

আ'মাশ থেকে। আর বলেছেন– জারীর, আবদুল্লাহ্ ইবনে দাউদ, আবূ মু'আভিয়া ও মুজাহিদ আ'মাশ থেকে বর্ণনায় তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম 'ফাযাইল'-এ কয়েক সূত্রে হাদীসটি হযরত আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবূ দাউদ তাঁর সুনান-এ মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ থেকে, তিনি আবূ মু'আভিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী 'মানাক্বিব'-এ হাসান ইবনে আলী খিলাল থেকে, তিনি আবূ মু'আভিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন আর শো'বাহ্র হাদীস থেকেও। তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে মাজাহ্ 'সুনান'-এ কয়েকটা সূত্রে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবূ কোরায়ব থেকে, তিনি আবূ মু'আবিয়া থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ 'মানাক্বিব'-এ মুহাম্মদ ইবনে হিশাম থেকে, তিনি খালিদ ইবনে হারিস থেকে, তিনি শো'বাহ্ থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের জন্য এটা দলীল হয়েছে ইমামত্রয় ঃ আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ থেকে। আর এটা নাসাঈর সূত্রে দু'স্তর পর্যন্ত উন্নীত। সমস্ত ইহসান বা করুণা আল্লাহ্রই।

অঙ্গারের উপর বসে যাওয়া সহজতর!

এই সূত্রে, যা ইবনে শাযান পর্যন্ত পৌছে–

তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনে মুকাররাম। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী ইবনে আসিম। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন সুহায়ল ইবনে আবূ সালিহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কারো অঙ্গারের উপর বসে যাওয়া, যার কারণে তার কাপড় (পরনের পোশাক) জ্বলে যাবে, এর পর তার চামড়া পর্যন্ত (সেটার প্রভাব) পৌছবে, অবশ্যই এ থেকে সহজ (উত্তম) হবে যে, সে (আপন মু'মিন ভাইয়ের) কবরের উপর বসে যাবে।" ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'কিতাবুল জানা-ইয' (জানাযা পর্ব)-এ যুহায়র ইবনে হারব থেকে, তিনি জরীর থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ক্বোতায়বাহ্ ইবনে সা'ঈদ থেকে,

- তিনি দারাওয়ার্দী থেকে, আর ওমর নাক্বিদ থেকে, তিনি আবূ আহমদ যুবায়রী থেকে, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, আর এ তিনজনই হযরত সুহায়ল থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, "অতঃপর তা তার চামড়া (ত্বক)কে স্পর্শ করবে' এটা বলেন নি, 'এমনকি তার ত্বক পর্যন্ত পৌছে যাবে', আর বর্ণনার পুরো অবশিষ্টটাই এর অনুরূপ। অতঃপর সংখ্যানুসারে ইমান সাওরীর বর্ণনায় আমাদের সনদ উন্নীত। দু'টি স্তরে সেটা ওই পর্যন্ত পৌছে যায়। আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ।

শা'বান মাসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রোযা পালন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম ক্বাযী-উল ক্বোযাত (প্রধান বিচারপতি) শায়খুশ্ শুয়ূখ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইমাম আলিম ইমাদ উদ্দীন আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মাক্বদেসী। এভাবে যে, আমি তাঁর সামনে পড়েছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ্ ইবনে মান্সূরী, হাশেমী বংশীয়দের তত্ত্বাবধায়ক, রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির ইবনে আবূ সালিহ জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু, অনুমতি সাপেক্ষে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ নাস্র আবূ মুহাম্মদ ইবনুল বান্না। তাঁর পিতা আবূ আলী হাসান থেকে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে ওমর ইবনে হাফ্স মুক্বরী, আবুল ফাত্হ হাফিযের অনুসারী হয়ে। আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ শাফে'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইসহাক্ব ইবনুল হাসান। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাস্লামাহ্। (তিনি বলেন) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মালিক ইবনে আনাস আবুন্ নদ্বর, ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহ্র আযাদকৃত ক্রীতদাস থেকে। তিনি আবূ সালমাহ্ ইবনে আবদুর রাহমান থেকে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিবি, রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে নিশ্চয় তিনি বলেছেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখতেন (শা'বান মাসে), এমনকি আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি রোযা বর্জন করবেন না, (আবার

কখনো) রোযা রাখতেন না, এমনকি আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি আর রোযা রাখবেন না। আমি তাঁকে রমযান মাস ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি আর শা'বান মাস ব্যতীত তাঁকে অন্য কোন মাসে এত বেশী রোযা রাখতে দেখিনি।"

আমাদেরকে উন্নত সনদ (সূত্র)-এ সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই বুযুর্গ শিহাব উদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মুন্'ইম ইবনে মুহাম্মদ আন্সারী, এমতাবস্থায় যে, আমি তাঁর সামনে পড়েছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আল-মুসনাদ মুয়াফ্ফাক্ উদ্দীন আবূ হাফস্ ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মা'মার ইবনে তাবারযদ বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাক্বী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী। তাঁর সামনে পড়া হতো আর আমরা শুনতাম, ৫২৬ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ জওহারী, তিনি জুমু'আর দিনে নামাযের পর আল-মান্সূর জামে মসজিদে বর্ণনা করেছেন। তারিখ ছিলো- ৩ শা'বান, ৪৪৭ হিজরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে মুযাফ্ফর ইবনে মূসা আল-হাফেয। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তাহাভী। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আল-মুযানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাফে'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক আবূ নাদ্বর মাওলা ওমর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ সালমাহ্ ইবনে আবদুর রাহমান, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (লাগাতার) রোযা রাখতেন, এভাবে যে, আমরা বলাবলি করতাম যে, তিনি আর রোযা রাখা বন্ধ করবেন না, আবার রোযা রাখা বন্ধ করতেন এভাবে যে, আমরা বলাবলি করতাম- তিনি আর রোযা রাখবেন না। আর আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লমাকে রমযান ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান ব্যতীত অন্য কোন মাসে তত বেশী রোযা রাখতে দেখিনি।

এ হাদীস বিশুদ্ধ (সহীহ)। এটার বিশুদ্ধতার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইমাম বোখারী ও মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন- আপন আপন 'সহীহ্' গ্রন্থে। সুতরাং ইমাম বোখারী সেটা আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়ূসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম

সেটাকে ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করছেন। সুতরাং আমরা এ সূত্রে হাদীস পেয়েছি।

ফিরিশ্‌তার সাথে কমর্দন ও জান্নাত তৈরী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই মুফীদ শরফ উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে ঈসা ইবনুল হাসান ইবনে আলী লাখ্‌মী আর আমি তাঁর সামনে পড়েছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল ফাত্‌হ মুফার্‌রাজ ইবনে আবুল হাসান আলী দামেশ্‌কী, শায়খ ইমাম-ই আরিফ তাজুল আরেফীন আবূ মুহাম্মদ মুহি উদ্দীন আবদুল ক্বাদির ইবনে আবূ সালিহ জীলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে। আর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, উন্নত সনদ সহকারে, বড় বড় শায়খগণ– ইমাম-ই আলিম সফী উদ্দীন আবুস্ সফা খলীল ইবনে আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ মুরাগী, শায়খ-ই সালিহ, পূর্ববর্তীদের অবশিষ্ট (যোগ্য উত্তরসূরী) আবূ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ক্বরশী এবং মুসনাদ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইমাম হাফিয আবূয্ যাহির ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ আনমাত্বী, তাঁর সামনে পড়েছিলেন আর আমি শুনছিলাম। তাঁরা সবাই বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম আবূ নস্‌র মূসা ইবনে ইমাম জামালুল ইসলাম আওহাদুল আনাম, পেশ্‌ওয়া-ই আরিফীন মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির জীলানী। তিনি বলেন, আমাদের সংবাদ দিয়েছেন আবুল ওয়াক্বত আবদুল আউয়াল ইবনে ঈসা হারাভী, তাঁর সামনে পড়া হতো, আর আমরা শুনতাম, ৫৫৩ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুর রাহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল মুযাফ্‌ফর দাউদী। তাঁর সামনে পড়া হতো আর আমি শুনতাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হামাভিয়াহ্ সারাখ্‌সী। তাঁর সামনে পড়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, ইব্‌রাহীম ইবনে হারীম শাশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্‌দ ইবনে হুমায়দ ইবনে নস্‌র। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে দাউদ যুহায়র ইবনে মু'আভিয়া থেকে। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সা'আদ আবূ মুজাহিদ তাঈ। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল মাদাল্লাহ্, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হার আযাদকৃত ক্রীতদাস, তিনি হযরত আবূ হোরায়রা

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে শুনেছেন। তিনি বলছিলেন–

আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম), যখন আমরা আপনার খিদমতে হাযির হই, তখন আমাদের হৃদয় নম্র থাকে এবং আমরা পরকালমুখী হয়ে যাই। আর যখন আমরা আপনার নিকট থেকে চলে যাই (পৃথক হই) এবং স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে মিলিত হই, তখন দুনিয়া আমাদের নিকট উত্তম মনে হয়।" তখন রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি য়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আমায় ওই মহান সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতের মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা ওই অবস্থার উপর থাকতো, যে অবস্থায় আমার নিকট থাকো, তবে ফিরিশ্‌তাগণ এসে তোমাদের সাথে করমর্দন করতো এবং তোমাদের ঘরে এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতো। আর যদি তোমরা গুনাহ্‌ না করতে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন কোন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসতেন, যারা গুনাহ্‌ করতো, তারপর তারা আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তারপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করতেন।"

আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে জান্নাত সম্পর্কে বলুন, সেটার গড়ন কিরূপ!" তিনি বললেন, "সেটার একটি ইট স্বর্ণের,একটি রূপার, সেটার কঙ্করগুলো মুক্তা ও চুণি পাথরের। সেটার টাইলস মুশকের এবং মাটি যা'ফরানের। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে তরুতাজা ও সজীব থাকবে, স্থায়ী হবে, সব সময় সেখানে থাকবে। না মৃত্যুবরণ করবে, না তার পোশাক পুরানো হবে। তার যৌবন বিলুপ্ত হবে না।

তিনজনের দো'আ প্রত্যাখ্যাত হবে না– একজন হলো রোযাদার, যতক্ষণ না ইফতার করে। দ্বিতীয়জন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্‌ আর তৃতীয়জন মযলূম। তার দো'আ মেঘের উপর উঠানো হয়। এর জন্য আসমানগুলোর দরজা খুলে দেয়া হয়, আর মহান বরকতময় রব বলেন, "আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি তোমাকে সাহায্য করবো– যদিও এক সময়সীমার পরও হয়।" এ হাদীস শরীফ 'হাসান' পর্যায়ের। এ হাদীস আবূ খায়সুমাহ্‌ যুহায়র ইবনে মু'আভিয়া কূফী থেকে বর্ণিত। আর ইমাম বোখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করার উপর একমত হয়েছেন, যা আবূ মুজাহিদ সা'দ তাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হার আযাদকৃত ক্রীতদাস আবুল মাদাল্লাহ্‌

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে'তে ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ তাঁর 'সুনান'-এ সেটা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম তিরমিযী সেটা সংক্ষেপে মুহাম্মদ ইবনে আলা হামদানী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে নুমায়র থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা ইবনে মাজাহ্ও সংক্ষেপে আলী ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি ওয়াকী' ইবনুল জাব্বরাহ থেকে আর তাঁরা উভয়ে সা'দান ইবনে বিশর থেকে, তিনি সা'দ তাঈ থেকে বর্ণনা করেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের। আর আবূ মাদাল্লাহ্, হযরত উম্মুল মু'মিনীনের আযাদকৃত ক্রীতদাস আমরা তাঁকে এ হাদীস দ্বারাই চিনি। তাঁর থেকে এ হাদীস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পরিসরেও বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে, যাকে আমরা এখানে বর্ণনা করেছি, যুবায়র ইবনে মু'আভিয়া থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীসের কিছু অংশ হানযালাহ্ ইবনে রবী' আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাদের নিকট এ হাদীস উন্নত সনদে অন্য সূত্রেও 'মারফূ' হিসেবে পৌঁছেছে। আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

ঈদের দিন

এ সনদ সহকারেই তিনি বলেন– আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমায়দ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন জা'ফর ইবনে 'আউন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ ওমায়স ক্বায়স ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি তারেক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

এক ইহুদী হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট আসলো। আর বলতে লাগলো, "হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পড়ে থাকেন। যদি ওই আয়াত আমরা ইহুদীদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা ওই দিনকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তিনি বললেন, ওই আয়াত কোন্‌টি? সে বললো–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

(তরজমা : আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আর আমি তোমাদের উপর আমার নি'মাতকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করেছি।) তখন হযরত ওমর বললেন, নিশ্চয় আমি ওই দিন সম্পর্কে, যাতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, ওই স্থান সম্পর্কে, যাতে ওই আয়াত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, খুব ভালভাবে জানি। ওটা আরাফাতের ময়দানে জুমু'আর দিনে নাযিল হয়েছিলো, (অর্থাৎ সেটা হজ্জের দিন ছিলো, জুমু'আর দিন ছিলো। দু'টি ঈদই ওই দিনে একত্রিত হয়েছিলো।) এ হাদীস 'সহীহ' পর্যায়ের। ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম সেটা বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসকে ইমামত্রয়– ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের আপন আপন 'সহীহ' গ্রন্থে ও ইমাম নাসাঈ তাঁর 'সুনান'-এ বর্ণনা করেছেন। তদুপরি, ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম একাধিক সূত্রে সেটা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বোখারী 'কিতাবুল ঈমান' (ঈমান পর্ব)-এ আবূ আলী আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ্ বাগদাদী যা'ফরানী থেকে, আর ইমাম মুসলিমের অন্য সূত্রে কিতাবের শেষ ভাগে আবদুল্লাহ ইবনে হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ 'ঈমান পর্ব'-এ আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনে ইয়ূসুফ হাররানী থেকে। তাঁরা তিনিজনই জা'ফর ইবনে আউন থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন আমি সেটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমার বর্ণনা ইমাম মুসলিমের অনুরূপ হয়েছে। ইমাম বোখারী ও ইমাম নাসাঈকে এর প্রতিদান দেয়া হোক! সমস্ত প্রশংসা ও ইহসান আল্লাহরই।

মু'জিযা : চন্দ্র-বিদারণ

আর এ বর্ণনাসূত্রে বলেছেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন আমাদেরকে আবদ্ ইবনে হুমায়দ। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল ওয়ালীদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক্ ইবনে সাঈ'দ ইবনে আমর ইবনে সা'ঈদ ইবনুল আস। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন, আমি হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর নিকট ছিলাম। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন। আর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "যে মুসলিমের নিকট ফরয নামায হাযির হয়, অতঃপর সে উত্তমরূপে ওযূ করে, উত্তমরূপে সেটার

বিনয় ও সেটার রুকূ' সম্পন্ন করে, অবশ্যই তা তার পূর্ববর্তী গুনাহ্র জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়- যতক্ষণ না কবীরাহ্ গুনাহ্ সম্পন্ন করে। এটা সমগ্র যুগেই বলবৎ থাকবে।" এটাকে ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'তাহারত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন- আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে; যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। আমাদের বর্ণনা তাঁর বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে।

এ সনদেই তিনি বলেছেন- আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদ্ ইবনে হুমায়দ, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবদুর রায্যাক্, তিনি মা'মার থেকে, তিনি ক্বাতাদাহ্ থেকে, তিনি হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মু'জিযা দেখাতে অনুরোধ করলো। সুতরাং মক্কায় দু'বার চন্দ্রদ্বিখণ্ডি ত হয়েছে। আর এ আয়াত নাযিল হয়েছে-

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ... سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ পর্যন্ত।

[সূরা ক্বমর ঃ আয়াত ১-২] সাবিত বলেন, এটা তিনজন ইমামই বর্ণনা করেছেন- ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে, ইমাম তিরমিযী তাঁর 'জামে'তে ও ইমাম নাসাঈ তাঁর 'সুনান'-এ। সুতরাং সেটা ইমাম মুসলিম মুহাম্মদ ইবনে রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে'তে 'তাফসীর' অধ্যায়ে আবদ্ ইবনে হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসা'ঈ তাতে ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তিনজনই আবদুর রায্যাক্ব থেকে বর্ণনা করেছেন; যেমন আমি সেটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমার বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর অনুরূপ হলো আর মুসলিম ও নাসাঈর জন্য হলো বিকল্প।

আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ ইমাম-ই আলিম হাফেয শরফ উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল মু'মিন ইবনে খালাফ ইবনে আবুল হাসান দিমিয়াত্বী। আমি তাঁর সামনে পড়েছি। তিনি বলেন, আমি দামেস্কে আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল ফাত্হ আল-মুফাররাজ ইবনে আলী দামেস্কীর সামনে পড়েছি। শায়খ ইমাম-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির ইবনে আবূ সালিহ জীলী রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্হুর সূত্রে। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বকর আহমদ ইবনে মুযাফ্ফর ইবনে হুসায়ন ইবনে সূসান খেজুর বিক্রেতা। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ আলী আল-হাসান ইবনে আহমদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শাযান রায্যার। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে

আব্বাস ইবনে নজীহ্। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শাকির। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আফফান। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আত্বা ইবনে সা-ইব আপন পিতা থেকে, তিনি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে যে, তিনি নামায পড়েছেন এবং সেটাকে হালকা করে পড়েছেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন, তখন আমি তাঁর নিকট এর উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি ওইসব দো'আ করেছি, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, তারপর হযরত আম্মার চলে গেলেন। একজন লোক দাঁড়ালেন এবং তাঁর পেছনে চলতে থাকেন। তিনি বললেন, "তিনি আমার পিতা ছিলেন।" অতঃপর তিনি তাঁকে একটি উত্তম দো'আ বলার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন তিনি জবাবে বললেন– দো'আটি ছিলো নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ، وَاَسْئَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ، وَالشَّهَادَةِ وَاَسْئَلُكَ كَلِمَةَ الْحِكْمَةِ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَبِيْدُ، وَاَسْئَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَاَسْئَلُكَ الرِّضَاءَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَاَسْئَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَاَسْأَلُكَ النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ، [رَوَاهُ النَّسَائِىُّ]

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বি'ইলমিকাল গায়বি ওবিক্বুদ্‌রাতিকা আলাল-খাল্‌ক্বি। আহ্‌য়িনী মা-কান-তিল হায়াতু খায়রাল লী। ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী মা-কা-নাতিল ওফাতু খায়রাল লী। ওয়া আস্‌আলুকা খাশ্‌ইয়াতাকা ফিল গায়বি ওয়াশ্ শাহা-দাতি। ওয়া আস্‌আলুকা কালিমাতাল হিকমাতি ফিররাদ্বা-ই ওয়াল গাদ্বাবি। ওয়া আস্‌আলুকা না'ঈমাল্ লা-ইয়াবী দু। ওয়া আস্‌আলুকা ক্বুররাতা 'আইনিল্ লা-তান্‌ক্বাতি'উ। ওয়া আস্‌আলুকার রাদ্বা-আ 'ইনদাল ক্বাদ্বা-ই। ওয়া আস্‌আলুকা বারদাল্ আয়শি বা'দাল মাউতি, ওয়া আস্‌আলুকাল্ নায্‌রা ইলা-ওয়াজহিকা ওয়াশ্ শাউক্বা ইলা লিক্বা-ইকা ফী গায়রি দ্বার্‌রা-ইম মুদ্বির্‌রাতিন্; ওয়ালা ফিত্‌নাতাম মুদ্বিল্লাতান, আল্লা-হুম্মা যায়্যিন্না-

বিযীনাতিল ঈমান, ওয়াজ'আলনা-হুদা-তাম্ মুহতাদীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টিকুলের উপর তোমার কুদরতের মহিমা দ্বারা আমাকে জীবিত রাখো যতদিন আমার জীবন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর আমাকে মৃত্যু দাও যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়, আমি তোমার নিকট গোপন ও প্রকাশ্যে তোমার ভয় চাই, আমি সন্তুষ্টি ও ক্রোধে তোমার নিকট প্রজ্ঞার বাক্য চাই, আমি তোমার দরবারে এমন নি'মাত চাই, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়না, আমি তোমার দরবারে চোখের এমন শান্তি চাই, যা কখনো বন্ধ হয় না, আমি তোমার নিকট অদৃষ্ট লিখার সময় (তোমার) সন্তুষ্টি চাই, আমি তোমার দরবারে আমার মৃত্যুর পর শান্তির জীবন চাই, আমি তোমার দরবারে তোমার কুদরতের দিকে দেখতে চাই, তোমার সাক্ষাতের দিকে আগ্রহ চাই, চাইনা কোন ক্ষতিকারক দুঃখ-কষ্ট, না পথভ্রষ্টকারী ফিৎনা (পরীক্ষা কিংবা ফ্যাসাদ)। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ঈমানের শোভায় শোভামণ্ডিত করো। আর আমাদেরকে করো হিদায়তপ্রাপ্তদের পথ-প্রদর্শক।

এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ ইয়াহিয়া ইবনে হাবীব ইবনে আরবী থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে যায়দ থেকে, তিনি আত্বা ইবনে সা-ইব থেকে, যেমন আমি বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য দলীল হয়েছে। আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

সৎকর্মের বিনিময়

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন গুণীজন শায়খ শরফ উদ্দীন আবুল ফদ্বল হাসান ইবনে আলী ইবনে ঈসা ইবনুল হাসান এভাবে যে, আমি তাঁর সামনে পড়েছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল ফাত্‌হ্ আল-মুফাররাজ ইবনে আবুল হাসান আলী দামেস্কী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম-ই আরিফ, দ্বীনের শোভা, তরীক্বতপন্থীদের পেশ্‌ওয়া, আরিফ বান্দাদের মাথার মুকুট মুহি উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল ক্বাদির ইবনে আবূ সালিহ জীলী হুসায়নী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপকৃত করুন তাঁর ভালাবাসা দ্বারা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মান্‌সূর আবদুর রাহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ক্বাযযায, হাফেয আবুল 'আলা হাসান ইবনে আহমদ ইবনে হাসান ইবনে আত্তার হামদানীর ক্বিরআত সহকারে, যা তাঁর সামনে পড়া হয়েছিলো আর আমি শুনছিলাম, জুমাদাল উখ্‌রা, ৫৩১

হিজরীতে বাগদাদের বাবে আযাজে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম-ই হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত বাগদাদী, তাঁর সামনে পড়েছেন আর আমি শুনছিলাম ৪৬৩ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে গালিব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর ইসমাঈলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ্ জুরজানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে যুহায়র। তিনি বলেন, আমাদেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওসমান ইবনে মুসলিম, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে সালমাহ্, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাবিত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা থেকে, তিনি সুহায়ব থেকে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– এ আয়াত

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

(অর্থাৎ যারা নেক্কাজ করেছে তাদের জন্য নেকী থাকবে এবং আরো বেশী পাবে) [সূরা ইয়ূনুস ঃ আয়াত-২৬] সম্পর্কে। তিনি এরশাদ করেছেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দোযখীরা দোযখে, তখন একজন আহ্বানকারী বলবে, হে জান্নাতীগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের জন্য একটি অতিরিক্ত রয়েছে। তিনি চান সেটা পূর্ণ করতে।" তারা বলবে, "তিনি কি আমাদের চেহারা আলোকিত করেন নি? আমাদের দাঁড়িপাল্লা (মীযানকে) ভারী করেন নি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করান নি? আমাদেরকে কি দোযখ থেকে রক্ষা করেন নি? (অবশ্যই করেছেন।) অতঃপর পর্দা উঠিয়ে দেবেন। তারপর তাঁরা আল্লাহ্কে দেখবেন। সুতরাং আল্লাহ্রই শপথ! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট, আপন দীদার অপেক্ষা বেশী প্রিয় ও বেশী আনন্দদায়ক কোন জিনিষ দেবেন না।

জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন এ বর্ণনা থেকে তিন স্তর পর্যন্ত উপরস্থ শায়খ-ই মুসনাদ আবুল ফাদ্বল আবদুর রাহীম ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে ইয়াহিয়া দামেস্কী। তাঁর সামনে পড়া হতো আর আমি শুনতাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ হাফ্স ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মা'মার ইবনে ত্বরযাদ আদ্দারকাযী এভাবে যে,

তাঁর সামনে পড়া হচ্ছিলো আর আমি হাযির ছিলাম ও শুনছিলাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ক্বাসিম হিবাতুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আহমদ ইবনে হোসাইন শায়বানী এভাবে যে, তাঁর সামনে পড়া হচ্ছিলো, আর আমরা শুনছিলাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে গায়লান বায্যার। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহীম শাফে'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ওয়াসেত্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইবনে হারূন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাম্মাদ ইবনে সালমাহ্ সাবিত থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবূ লায়লা থেকে, তিনি হযরত সোহায়ব থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (হুযূর করীম) এরশাদ করেছেন, "যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে, 'হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এক প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যাকে তোমরা দেখোনি।' তাঁরা বলবেন, 'সেটা কি? তিনি কি আমাদের মীযানকে ভারী করেননি? আমাদের চেহারাগুলোকে সাদা (আলোকিত) করেন নি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করান নি? দোযখ থেকে নাজাত দেননি? অতঃপর আল্লাহ্ মহামহিম পর্দা উঠিয়ে নেবেন। তারপর তাঁরা তাঁকে দেখবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌রই শপথ! তাদেরকে আপন দীদার অপেক্ষা বেশী প্রিয় কোন কিছু দেবেন না।" অতঃপর তিনি এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেছেন-

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ [সূরা ইউনূয়স ঃ আয়াত-২৬]

এ হাদীস শরীফ 'সহীহ' পর্যায়ের- ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে। এটাকে ইমাম-ই বুযুর্গ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ'-এ ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন। এটাকে ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ্ থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন আমিও সেটা বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমাদের জন্য ইমাম আহমদের সাথে বড় সামঞ্জস্য হলো। আর ইমাম মুসলিমের উঁচু পর্যায়ের বিকল্প হলো। তাছাড়া, পূর্ববর্তী সনদের সংখ্যানুসারে আমি যেন আবূ মান্‌সূর আবদুর রাহমান ইবনে মুহম্মদ ক্বায্‌যায থেকে শুনেছি। আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং সমস্ত ইহসান তাঁরই।

আর এ সনদ সহকারে, যা আবুল মানসূর ক্বাযযায্ পর্যন্ত পৌছে–

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর খতীব। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ক্বাযী আবুল আলা মুহাম্মদ ইবনে আলী ওয়াসেত্বী, তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম হাদ্বরামী বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ হামিদ আহমদ ইবনে ক্বোদামাহ্ বাল্খী ওয়াররাক্ব ২৯৮ হিজরীতে। আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ক্বোতায়বাহ ইবনে সা'ঈদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মালিক। তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে– নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর শির মুবারকে বর্ম শোভা পাচ্ছিলো। তারপর তিনি ইবনে খাত্বালকে, যে কা'বা শরীফের গিলাফের সাথে ঝুলন্ত ছিলো, দেখতে পেলেন, আর এরশাদ করলেন, "তাকে হত্যা করো।"

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, এ থেকে দু'স্তর উপরের শায়খ-ই মুসনাদ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইমাম হাফিয আবূ তাহির ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ্ আন্মাত্বী, আমি তাঁর সামনে পড়েছিলাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবুল ক্বাসিম আবদুস্ সামাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাদ্বল আন্সারী। তাঁর সামনে পড়া হতো। আর আমি শুনতাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল করীম ইবনে হামযাহ্ ইবনে খাদ্বির সালামী, অনুমতি সাপেক্ষে। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল ক্বাসেম হোসাঈন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম হায়ানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল হাসান আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে হাসান ইবনে ওয়ালীদ কেলাবী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে হারীম ইবনে মুহাম্মদ ওক্বায়লী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনে আম্মার ইবনে নস্র ইবনে মায়সারাহ্ সালামী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মালিক ইবনে আনাস আস্বাহী। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাব যুহ্রী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে। (তিনি বর্ণনা করেছেন) নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেছেন। তখন তাঁর শির মুবারকে বর্ম শোভা পাচ্ছিলো।

এ হাদীস শরীফ সহীহ। এর বিশুদ্ধতা ও প্রমাণিত হবার উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ হাদীস ইমাম-ই দারুল হিজরত হযরত মালিক ইবনে আনাস আসবাহী থেকে বর্ণিত, যিনি আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে হিশাম যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেন। এ হাদীসকে ইমাম যুহ্‌রী অপেক্ষা বেশী কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বিশুদ্ধভাবে ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তাঁরই থেকে এটা প্রসিদ্ধ হয়েছে। আর ইমাম মালিক থেকে ইমামগণের একটি দল, যাঁরা তাঁর সমসাময়িক ও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইবনে জুরাইজ, মা'মার ও ইবনে ওয়ায়নাহ্ প্রমুখও ছিলেন। আর মুহাদ্দিসগণ সেটার সনদগুলো তাঁরই থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। আর কথিত আছে যে, এ হাদীস ইমাম মালিক থেকে প্রায় দু'শজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমি জানিনা এ হাদীস ইমাম মালিক ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন কিনা। এটা ছয়জন (প্রসিদ্ধ) ইমাম বর্ণনা করেছেন– বোখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহাঈনে, তিরমিযী তাঁর জামে'তে, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ আপন আপন 'সুনান'-এ। সুতরাং এটা বর্ণনা করেছেন বোখারী 'হজ্জ' পর্বে, আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ থেকে এবং 'জিহাদ' পর্বে ইসমাঈল ইবনে আবূ ওয়াইস থেকে, আর 'মাগাযী' পর্বে ইয়াহিয়া ইবনে ক্বায্'আহ্ থেকে এবং 'লিবাস' (পোশাক-পরিচ্ছদ) পর্বে আবুল ওয়ালীদ ত্বায়ালিসী থেকে। আর এটা ইমাম মুসলিম 'মানাসিক'-এ, তিরমিযী 'জিহাদ'-এ, নাসাঈ 'হজ্জ' পর্বে ক্বোতায়বাহ্ ইবনে সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে 'মানাসিক'-এও বর্ণনা করেছেন ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া ও ওক্ববা থেকে। এটা আবূ দাউদ 'জিহাদ' পর্বে ওক্ববা থেকে বর্ণনা করেছেন। এটাকে ইবনে মাজাহ্ও বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে হিশাম ইবনে আম্মার ও সুয়াইদ ইবনে সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে নয়জন বর্ণনাকারী ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রথমসূত্রে আমাদের সামঞ্জস্য মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ এবং ক্বোতায়বাহ ইবনে সা'ঈদের সাথে হয়েছে এবং বোখারীর বিকল্প হয়েছে। অন্য সূত্রে ইবনে মাজার সাথে হিশাম ইবনে আম্মারের উন্নত পর্যায়ের মিল হয়েছে। আর উন্নত স্তরের এ পাঁচ জনের বিকল্প হয়েছে। ইমাম তিরমিযী 'শামাইল'-এও আহমদ ইবনে ঈসা থেকে, তিনি ইবনে ওয়াহ্ব থেকে বর্ণনা করেন। এটা ইমাম নাসাঈও বর্ণনা করেছেন 'সিয়ার'-এ মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম থেকে, তিনি আবুল ক্বাসিম থেকে, আর 'হজ্জ' পর্বে সংক্ষিপ্তাকারে আবদুল্লাহ্ ইবনে ফাদ্বালাহ্

থেকে, তিনি হুমায়দী থেকে, তিনি সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ্ থেকে। তাঁদের তিনজন ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমরা এ তিন সূত্রে সংখ্যানুসারে উন্নত সনদ সহকারে পেয়েছি। আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং অনুগ্রহ ও ইহসান তাঁরই। এ হাদীস আমি দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত সূত্রে পেয়েছি। সংক্ষিপ্ত করার নিমিত্তে এখানে বর্ণনা করলাম না।

আর পূর্ববর্তী সনদ সহকারে, যা আবূ মান্সূর ক্বায্যায পর্যন্ত পৌছে আবূ বকর খতীব থেকে। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন নূরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ওমর ইবনুল ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ মুক্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব মু'আদ্দাল মুরায়নী 'আক্কায়। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া মারভেযী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ক্বাযী আবূ বকর ইবনুল হাসান ইবনে আহমদ হারাসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়াকূব আসাম্ম। তিনি বলেন, আমাদেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ ইয়াহিয়া যাকারিয়া মারভেযী। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান, আর আমাদেরকে খবর দিয়েছেন উন্নত সনদ সহকারে, আবূ মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে ঈসা ইবনে আল-হাসান লাখ্মী। আমি তাঁর সামনে পড়েছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন বড় বড় মাশাইখ ঃ ইমাম-ই আলিম আল্লামা মুফ্তী-ই মুসলিমীন বাহাউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবুল ফাত্বা-ইল হিবাতুল্লাহ্ ইবনে সালামাহ্ ইবনে মুসলিম, যিনি শাফে'ঈ ইমামদের মধ্যে বড় ইমাম, তাঁর সামনে পড়া হতো আর আমি শুনতাম। আর দু'মুসনাদ– আবূ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে যা-ফির ইবনে আলী এবং আবুল ক্বাসিম আবদুর রাহমান ইবনে মক্কী হাসিব কিয়ান– এঁরা সবাই মৌখিকভাবে বলেছেন। আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমাম জামালুল ইসলাম আওহাদুল আনাম হাফেয আবূ তাহের আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সালামী ইস্ফাহানী, তাঁর সামনে পড়া হতো আর আমরা শুনতাম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ওস্তাদ-ই রঈস (প্রধান) জামালুল ইরাক্ব আবুল হাসান মক্কী ইবনে মান্সূর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল্লান করখী, তিনি ইস্ফাহানে ৪৯১ হিজরীতে এসেছেন এবং তাতে ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর দয়া করুন!

ক্বিয়ামত কবে আসবে?

তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ক্বাযী আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আহমদ হারসী হাসারী, নিশাপুরে। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়াক্‌ব আসাম্‌। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়াহিয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আসাদ মারভেযী, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইমাম যুহরী থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, "হে আল্লাহর রসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ক্বিয়ামত কবে আসবে?" হুযূর-ই করীম এরশাদ করেছেন, "তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছো?" সে বললো, "কিছুই না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি।" তখন তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাসো।" এ সহীহ্‌ হাদীস উন্নত পর্যায়ের। এ হাদীস শরীফ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ্‌ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হামযাহ্‌ আনাস ইবনে মালিক আনসারী থেকে, তিনি নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন আপন সহীহ্‌ গ্রন্থে। সুতরাং তিনি সেটা বর্ণনা করেছেন 'আদব' পর্বে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ্‌, ওমর ইবনে মুহাম্মদ নাক্বিদ, যুহায়র ইবনে হারব, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে নুমায়র এবং মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবূ ওমর থেকে। এ পাঁচজন সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা আমাদের জন্য উন্নত বিকল্প হিসেবে পাওয়া গেছে। আর এটা বর্ণনা করছেন ইমাম মুসলিমও মুহাম্মদ ইবনে নাফি'ও আবদ্‌ ইবনে হুমায়দ থেকে। এঁরা সবাই আবদুর রায্‌যাক্‌ থেকে, তিনি ওমর থেকে। তাঁরা উভয়ে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। আর ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম এ মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, এটা তাঁদের সহীহাঈনে হাদীস-ই সালিম ইবনে আবুল জা'দ থেকে হযরত আনাসের সূত্রে উদ্ধৃত করবেন। অতঃপর এটাকে বর্ণনা করেছেন হাদীস-ই জরীর থেকে, তিনি মান্‌সূর থেকে। আর এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী 'আদব' পর্বে, আবদান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি শো'বাহ্‌ থেকে, তিনি আমর ইবনে মুর্‌রাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও এটা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইয়াশ্‌কুরী থেকে, তিনি আবদান থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি শো'বাহ্‌ থেকে, তিনি আমর ইবনে মুর্‌রাহ্‌ থেকে, আর তাঁরা উভয়ে সালিম থেকে

বর্ণনা করেন। সুতরাং এ সংখ্যানুসারে এ সনদ হযরত আনাস পর্যন্ত পৌছে থাকে। আমাদের জন্য উন্নত সনদ অন্য পন্থায়ও রয়েছে। আমার শায়খ এটাকে ফক্বীহ যাহিদ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান নিশাপূরী, মুসলিম প্রণেতা থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি সোমবার, মাহে রজব, ৩০০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সমস্ত প্রশংসা, অনুগ্রহ ও ইহসান আল্লাহ্‌রই।

ভেজা খেজুর, কূপে পতিত হওয়া ও বের হয়ে আসার ঘটনা

এবং পূর্ববর্তী সনদ সহকারে, যা আবূ মানসূর ক্বায্‌যায পর্যন্ত পৌছে-

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর খতীব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ তাহেরী। তিনি বলেন, আমি আবুল খায়র ইবনে সাম'উনকে শুনেছি, তিনি উল্লেখ করছিলেন যে, তিনি মদীনাতুর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আর খেজুরকে অন্যান্য খাদ্যের সাথে ওইস্থানে রাখলেন, যেখানে তাঁর ঠিকানা ছিলো। তারপর তাঁর নাফ্‌স (আত্মা) ভেজা খেজুর তালাশ করলো। আর লা-ইমায় সেগুলোর নিকট আসলেন এবং বলতে লাগলেন, "এখানে আমরা কোথায় ভেজা খেজুর পাবো?" যখন ইফতারের সময় আসলো, তখন খেজুর খেতে চাইলেন। তখন তিনি সাহানীর ভেজা খেজুর পেলেন। তবে তা থেকে একটুও আহার করেননি। এর পরবর্তী দিনে তার নিকট সন্ধ্যায় আসলেন। তাকে তার পূর্ববর্তী অবস্থায় খেজুর হিসেবে পেলেন। তা আহার করলেন। অথবা যেমনটি বলেছেন। আর পূর্ববর্তী সনদ সহকারে, যা আবূ মানসূর ক্বায্‌যায পর্যন্ত পৌছে।

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন খতীব আবূ বকর। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবূ নু'আয়ম হাফেয। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাক্‌সাম। তিনি বলেন, আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর খাইয়্যাত্ব সূফী। তিনি বলেন, আমি আবূ হামযাহকে একথা বলতে শুনেছি, "আমি এক সফর তাওয়াক্‌কুল-এর উপর করেছি। ইত্যবসরে এক রাতে আমি চলছিলাম। আমার চোখে ঘুম ছিলো। ঘটনাচক্রে আমি একটি কূপে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি দেখলাম আমি কূপের ভিতর। কূপের সিঁড়ি বেশী দূরে (উপরে) হবার কারণে আমি তা থেকে বের হতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাতে বসে পড়লাম। ইত্যবসরে দেখলাম কূপের মুখে দু'জন লোক দণ্ডায়মান। একজন তার

সাথীকে বললো, "আমরা চলে যাচ্ছি। এ পথে কূপটি আমরা এভাবে রেখে যাবো।" অপরজন বললো, "আমরা এমনটি করবো না; বরং কূপের মুখটি বন্ধ করে যাবো।" তিনি বলেন, আমার মন চাচ্ছে যে, অমি বলবো, আমি ভিতরে আছি। তখন আমাকে ডেকে বলা হলো– "তুমি তো আমার উপর তাওয়াক্‌কুল (ভরসা) করেছো। আর এখন আমার প্রদত্ত বিপদের কথা অন্যকে বলছো!" অতঃপর আমি নিশ্চুপ রইলাম। আর ওই লোক দু'টি চলে গেলো। তারপর উভয়ে ফিরে আসলো। তখন তাদের হাতে কিছু ছিলো। অতঃপর তারা সেটা কূপের মুখে রেখে দিলো এবং সেটা দিয়ে কূপের মুখ বন্ধ করে দিলো। অতঃপর আমাকে আমার নাফ্‌স বললো, "এর ভিতরে থাকায় তুমি নির্ভয় হয়ে গেছো, কিন্তু এতে তো বন্দি হয়ে গেলে।" তারপর আমি সেটার ভিতর একদিন একরাত অবস্থান করলাম। আর যখন পরবর্তী দিন আসলো, তখন আমাকে যেন অদৃশ্য ব্যক্তি ডেকে বললো, যাকে আমি দেখছিলাম না, "আমাকে শক্তভাবে ধরো।" আমি আমার হাত প্রসারিত করলাম। তখন আমার হাত কোন শক্ত জিনিসের উপর পড়লো, যাকে আমি শক্তভাবে ধরলাম। সেটা আমাকে টেনে উপরে নিয়ে আসলো এবং আমাকে রেখে দিলো। আমি সেটাকে মাটির উপর গভীরভাবে দেখলাম। দেখলাম সেটা একটা জন্তু। আমি সেটা দেখে সঙ্গত কারণে ভয় অনুভব করছিলাম। তারপর আমাকে কেউ ডেকে বললো, "হে আবূ হামযাহ্! আমি তোমাকে বালা দিয়ে বালা থেকে মুক্ত করেছি; যাকে তুমি ভয় করছো তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি যথেষ্ট।"

আর এ সনদে, যা খতীব পর্যন্ত পৌছে–

তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল ক্বাসিম রিদ্বওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান দীনূরী। তিনি বলেন, আমি আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব হাফিযকে বলতে শুনেছি, আমি আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নু'আয়মকে বলতে শুনেছি। তিনি আবূ হামযা সূফী দামেস্কী থেকে বর্ণনা করছিলেন, তিনি যখন কূপ থেকে বের হয়ে আসলেন তখন নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো পড়ছিলেন–

نهانى حيائى منک ان اكشف الهوى واغنيتنى بالقرب منک عن الكشف

আমাকে লজ্জাবোধ তোমার ভালবাসাকে প্রকাশ করতে বাধা দিয়েছে। আর তুমি তোমার নৈকট্যের কারণে ভালবাসা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমাকে বে-পরোয়া করে দিয়েছো।

ترايت لى بالغيب حتى كانما تبشرنى بالغيب انك فى الكف

আমি নিজেকে নিজে দেখলাম; এমনকি যেন তুমি অদৃশ্য থেকে আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো যে, 'তুমি হাতের তালুতে রয়েছো।'

اراك وبى من هيبتى منك وحشة فتؤنسنى بالعطف منك وباللطف

আমি তোমাকে এতমাবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যে, তোমার ভয়ের কারণে আমার মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তারপর নিজ থেকে আমার উপর দয়া ও অনুকম্পা করছো।

ويحيى محب انت فى الحب حتفه وذا عجب كون الحياة مع الحتف

ওই আশিক্ব জীবিত। তুমি ভালবাসার মধ্যে তার মৃত্যুই। আর একথা আশ্চর্যজনক যে, মৃত্যুর সাথে জীবন রয়েছে।

গুণাবলী বদলে যাওয়া

এবং ওই সনদ সহকারে, যা খতীব পর্যন্ত পৌঁছে-

তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আলী আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ফাদ্বালাহ্ নিশাপুরী, রায় প্রদেশে। তিনি বলেন, আমি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে আযদী খতীবকে সিমনানে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ খুলদী বলেছেন, মাশাইখের একটি দল এজন্য ঘর থেকে বের হয়েছেন যে, তাঁরা আবূ হামযাহ্ সূফীর ইস্তিক্ববাল (অভ্যর্থনা) জানাবেন, যখন তিনি মক্কা মু'আয্যামাহ্ থেকে আসছিলেন। দেখলেন তাঁর রং বিগড়ে গেছে। তখন হারীরী বললেন, "হে আমার সরদার! যখন গুণাবলী বদলে যায়, তখন কি গূঢ় রহস্যাবলীও বদলে যায়?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্রই আশ্রয়! যদি গূঢ় রহস্যাদি বদলে যায়, তবে গুণাবলী বদলে যায়। আর যদি গুণাবলী বদলে যায়, তবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায়; কিন্তু গূঢ় রহস্যাবলী স্থির থাকে। অতঃপর সেগুলোর হিফাযত করে এবং গুণাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর ওই গুলোকে ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং পৃষ্ঠদেশ ঘুরিয়ে বলছিলেন-

كما ترى صيرنى. قطع قفار الزمن شردنى عن وطنى. كانى لم اكن

যেমন তুমি দেখছো যে, আমাকে বদলে ফেলেছে, যুগের ময়দান অতিক্রম করা। আমাকে আমার মাতৃভূমি থেকে পৃথক করে দিয়েছে যেন আমি সেখানে ছিলামই না।

اذا تغيبت بدا. وان بدا غيبني يقول لا تشه ما. تشهدا وتشهدني

যখন আমি অদৃশ্য হলাম তখন সে প্রকাশ পেলো। আর যদি সে প্রকাশ পায় তবে আমাকে অদৃশ্য করে দেয়। সে বলে, তুমি প্রত্যক্ষ করো না, যা করে থাকো, অথবা আমাকে প্রত্যক্ষ করো।

পীর-মাশাইখ ও আলিমগণ হযরত শায়খকে সম্মান করতেন ও তাঁর প্রশংসা করতেন

এ কিতাবে ইতোপূর্বে কয়েকবার এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী আলোচনার ফলে এখানে ওইগুলো আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য এখানে এমন কিছু শীর্ষস্থানীয় মাশাইখের উল্লেখ করবো, যাঁদের থেকে এ বিষয়টির বিবরণ আমার নিকট পৌছেছে– ধারাবাহিকভাবে। আর প্রসঙ্গক্রমে ওইসব মাশাইখের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ফযীলতও ইঙ্গিতে বর্ণনা করবো। কেননা, যদি কোন পদাঙ্ক অনুসারী নিজের দীর্ঘ হাতগুলো দ্বারা তাদের পরিণতি পর্যন্ত পৌছতে চায়, তবে অবশ্যই তার চূড়ান্ত সীমার অনুধাবনের হাতের তালু আপন কাঙ্ক্ষিত বস্তু (মাকসূদ) হাসিল করতে অক্ষম থাকবে। অথবা এমন কোন ব্যক্তি, যে অলঙ্কার শাস্ত্রের বিষয়াদিতে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং ভাষালঙ্কারের মূল্যবান বস্তুর সাথে জড়িত হয় এমন লোক এ ধারণা করে সাহায্যের ক্ষমতাগুলোর প্রাধান্যের কারণে সেটার চূড়ান্ত পর্যায়ের মালিক হয়ে যায়, তবে তার বর্ণনা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার হৃদয় হতভম্ব হবে। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, আমি তাঁর সমুদ্রগুলো থেকে এক ঢোক পান করে ক্ষান্ত হবো এবং তার বৃষ্টি থেকে একটা মাত্র ফোঁটার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবো। অতঃপর আমি তাঁর গুণাবলীর পর এদিকে মনোনিবেশ করবো যে, তাঁর কিছু কারামতও বর্ণনা করবো। তাতে এমনসব উজ্জ্বল কারামত বর্ণনা করবো যে, তাঁর মাহাত্ম্য তাঁর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের চেহারা থেকে প্রকাশ পাবে। আর মুক্তাও এমনসব ঘাট থেকে নিয়ে আসবো, যার আমি ইচ্ছা করেছি। অতঃপর আমি তাতে নামবো। আর তাও উত্তম ঘাট হবে। আর মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। আর আমি যদি সাহায্য চাই, তবে ক্ষতি নেই। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, কিন্তু মহা অনুগ্রহশীল আল্লাহ্র নিকট।

শায়খ আবূ বকর ইবনে হাওয়ার বাত্বা-ইহীর জীবন-বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলী

তিনি হলেন শায়খ। তিনি ইরাকের বড় বড় শায়খ, আরিফ ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য বান্দাদের অন্যতম সরদার, বহু প্রকাশ্য কারামতের ধারক, বহু গৌরবময় আসনে আসীন, আলোকোজ্জ্বল রহস্যাদিতে আলোকিত মনের অধিকারী, বিজয়ী অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ও বহু মহত্ত্বের ধারক। বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা (কারামত), অলৌকিক কার্যাদি তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর সততা প্রকাশ পায়। অতি সৎসাহসী, বহু উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর ইঙ্গিতগুলো আলোকদীপ্ত। তাঁর সুঘ্রাণে রূহানিয়াত, ফিরিশ্‌তাজগতের গূঢ় রহস্যাবলী এবং পবিত্রতা বিরাজমান। তাঁর রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঊর্ধ্বজগতের মি'রাজ (উন্নতি), হাক্বীক্বতসমূহে রয়েছে আলোকিত পথ, উন্নত স্তরগুলোতে রয়েছে উচ্চতর চালচলন। মর্যাদাদি প্রকাশ পাবার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী। উঁচু উঁচু স্তরগুলোতে তিনি আগে পৌঁছে যান। চূড়ান্ত অবস্থাদিতে তাঁর কদম সুদৃঢ়। ঘাটগুলোর জ্ঞানে তাঁর হাত আলোকিত। কার্যকর ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁর হাত দীর্ঘ ও প্রশস্ত। ক্ষমতা প্রদানেও তাঁর বাহু দীর্ঘ-প্রশস্ত। আয়াতগুলোর হাক্বীক্বতসমূহ উদ্‌ঘাটনে তাঁর অলৌকিকতা স্পষ্ট। মুশাহাদার মর্মার্থগুলোতে তাঁর রয়েছে দ্বিগুণ বিজয়।

তিনি ওইসব বুযুর্গের অন্যতম, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকূলের দিকে প্রকাশ করেছেন এবং লোকজনের দিকে প্রকাশ্যভাবে প্রেরণ করেছেন।

তাঁদের হৃদয়গুলোকে তাঁর ভয় দ্বারা এবং তাঁদের অন্তরগুলোকে তাঁর ভালবাসা দ্বারা ভর্তি করে দিয়েছেন। আর তাঁকে বিশেষ ও সাধারণ লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বে ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতা দিয়েছেন। বেলায়তের বিধানাবলীতে তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছেন। তাঁর জন্য সৃষ্টবস্তুগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জন্য স্বাভাবিক নিয়মগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির বক্তা করে দিয়েছেন। তাঁর হাতে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মুখে হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা জারি করেছেন। আর এমতাবস্থায় যেগুলো পুরানা হয়ে গিয়েছিলো, সেগুলোকে তাঁর কারণে জীবিত করে দিয়েছেন। তাঁকে ত্বরীক্বতপন্থীদের পেশ্‌ওয়া করেছেন, সত্যবাদীদের মজবুত দলীল সাব্যস্ত করেছেন এবং সঠিক পথপ্রাপ্তদের ইমাম (পথ প্রদর্শক) করেছেন।

কথিত আছে যে, তিনি ইরাকে স্তর পরম্পরায় পীর-মাশাইখের সিলসিলার ধারা বন্ধ হবার উপক্রম হলে পুনরায় তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এ বিষয়ের মিনার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর পূর্ববর্তীদের পথকে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর পুনরায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমাকে একথার সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মাক্বদেসী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই সালিহ আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ূসুফ সরসরী রাহিমাহুল্লাহ্ তা'আলাকে শুনেছি। তিনি বলছেন, আমি আমাদের শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়াক্বী রাহিমাহুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, আমি আমার শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনে হায়তী রাহিমাহুল্লাহ্কে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আমাদের শায়খ-ই পেশ্ওয়া তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফাকে বলতে শুনেছি, "আমি আমাদের শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীকে বলতে শুনেছি। সুতরাং তিনি একথা উল্লেখ করেছেন– 'আর তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু স্বপ্নে 'খির্ক্বা' পরিয়েছেন। যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন তিনি সেটা তাঁর শরীরের উপর পেয়েছিলেন। এর ব্যাখ্যা ইন্শাআল্লাহ্ শীঘ্র আসবে।

তাঁর মাযারের বৈশিষ্ট্যাদি

তিনি হচ্ছেন ওই মহান ওলী, যিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি ৪০ (চল্লিশ) বুধবার আমার কবরের যিয়ারত করবে, সে তার কবরেই দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে।" তিনি আরো বলেছেন, "আমি আমার মহামহিম রব থেকে এ অঙ্গিকার নিয়েছি যে, যে ব্যক্তি আমার চার দেয়ালে (অর্থাৎ আমার মাযারে) প্রবেশ করবে, তার দেহ দোযখে জ্বলবে না।"

আরো কথিত আছে যে, যেই মাছ ও গোশ্ত তাতে প্রবেশ করে, তাকে আগুনে রান্না করা যায় না, না অন্য কিছুকে। বস্তুত: তিনি এ পথের একটি স্তম্ভ, এর সরদারদের প্রধান, ইমামদের সরদার। তিনি তাদের শীর্ষস্থানীয়, যাঁরা এ রাস্তার দিকে আকৃষ্টকারী ও আহ্বানকারী। তদুপরি, তিনি হলেন ইল্ম ও আমল (জ্ঞান ও কর্ম), অবস্থা ও কথা, তাক্বওয়া-পরহেযগারী ও ক্ষমতা দান, মহত্ব ও আতঙ্কের ক্ষেত্রে ওইসব আলিমের মধ্যে বড়জন। তাঁদের যুগে এ বিষয়ের নেতৃত্ব তাঁর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে থাকতো। ইরাকে তাঁরই মাধ্যমে সত্যিকারের মুরীদদের প্রশিক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁদের জটিল সমস্যাদির সমাধান তিনি করছেন। তাঁদের গুপ্ত অবস্থাদি তিনি উদ্ঘাটন

করেছেন। তাঁর সঙ্গলাভ করে অনেক শীর্ষস্থানীয় আলিম হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। যেমন– শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আর ইরাকের বেশীর ভাগ বড় বড় মাশাইখ তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত। তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের গৌরবময় অবস্থাদির কথা জনগণের বিরাট অংশ স্বীকার করেছেন। তাঁর শাগরিদের সংখ্যা এত বেশী যে, গণনা করা যায় না। তাঁদের মর্যাদার স্তর বহু উর্ধ্বে। তাঁর বুযুর্গী ও সম্মান এবং তাঁর উক্তি ও হুকুমকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করার উপর ওলামা-মাশাইখের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর সাক্ষাতের জন্য লোকেরা চতুর্দিক থেকে আসতো। মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষে লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাঁর দরবারে আসতো। প্রত্যেক দূর দিগন্ত থেকে তরীক্বতপন্থীরা তাঁর দিকে দৌড়ে আসতো।

তিনি সুন্দর গুণাবলী, ভদ্র চরিত্র ও পূর্ণ আদবসম্পন্ন, অতিমাত্রায় বিনয়ী, সার্বক্ষণিক হাস্যোজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট, প্রশস্ত বিবেকের অধিকারী, শরীয়তের বিধানাবলী কঠোরভাবে পালনকারী, জ্ঞানীদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনকারী, দ্বীন ও সুন্নাতের অনুসারীদের মূল্যায়নকারী এবং সত্যের প্রতি ইচ্ছা পোষণকারীদের বন্ধু ছিলেন। তাঁদের সাথে তিনি আমৃত্যু পূর্ণ প্রচেষ্টা ও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর উক্তিগুলো উন্নত মানের ছিলো। তন্মধ্যে কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

শায়খ আবূ বকরের বাণীসমূহ

তাওহীদ

তাওহীদ হচ্ছে নশ্বরতা থেকে অবিনশ্বরতা পৃথক হওয়া, সৃষ্টিজগত থেকে বের হওয়া, রহস্যের হিজাব ছিন্ন করা এবং নিজের জ্ঞান ও মূর্খতাকে বর্জন করা। আর এও যে, সবার স্থলে হক্ব (সত্য) থাকবে। 'ইল্‌মে তাওহীদ' নিজের অস্তিত্বের বিপরীত। আর তার অস্তিত্ব তার জ্ঞান থেকে পৃথক। যখন বিবেকবানদের বিবেকগুলো তাওহীদে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তা আবার হতভম্বতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তাসাওফ

'তাসাওফ' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্য কোন সম্পর্ক ব্যতিরেকে থাকবে। সেটার সাথে যিক্‌র জমা'আত সহকারে হবে, ভয় থাকবে উপকার গ্রহণ সহকারে

এবং উত্তমরূপে অনুসরণ হবে।

সংসারের মোহত্যাগ (যুহ্‌দ)

'যুহ্‌দ' হচ্ছে- হৃদয় এ কথা থেকে শূন্য হবে, যা থেকে হাত শূন্য হয়, দুনিয়াকে হীন মনে করবে এবং হৃদয় থেকে তার নিদর্শনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

ভয়-ভীতি

এ কথা উত্তমরূপে গ্রহণ করতে হবে যে, ধারণ করে পতিত হওয়া থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জারী থাকার সাথে ভয় করতে থাকবে।

খুশূ'

আর খুশূ' হচ্ছে– অদৃশ্যাদির মহান জ্ঞাতার জন্য হৃদয় বিনম্র থাকা।

বিনয়

তাওয়াদ্বূ' বা বিনয় হচ্ছে– বাহু নত হওয়া ও পার্শ্বদেশ বিনম্র হওয়া।

নাফসে আম্মারাহ্ বিস্‌সূ' (মন্দ কাজের নির্দেশদাতা নাফ্‌স বা প্রবৃত্তি) হচ্ছে– সেটা ধ্বংসের দিকে আহ্বানকারী, শত্রুদের সাহায্যকারী, মনের কু-প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নানা ধরনের মন্দ কাজে তর্তি।

সম্মানিত নবীগণ সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম্-এর 'কালাম' (বাণী) হচ্ছে– নিষিদ্ধ বস্তুগুলো সম্পর্কে খবর দেওয়া, সিদ্দীক্বগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম-এর বাণী হচ্ছে মুশাহাদাহ্‌গুলো (অন্তর্দর্শন)'র ইঙ্গিতসমূহ। তন্মধ্যে হিকমত অন্যতম; যা কথা বলে– আরিফ বান্দাদের অন্তরে সত্যায়নের ভাষায়, আবিদদের অন্তরে তাওফীক্ব (সামর্থ্য)'র ভাষায়; মুরীদদের হৃদয়ে চিন্তা-গবেষণার ভাষায়, আলিমদের হৃদয়ে নসীহত গ্রহণের ভাষায় এবং আশিক্বদের হৃদয়ে আগ্রহের ভাষায়।

'আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গ' হবে– সুন্দর আদব সহকারে, সব সময় ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় থাকবে আর নিয়মিতভাবে মুরাক্বাবাহ্ করা হবে।

'আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ' এ যে, তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করা হবে এবং জ্ঞানের সাথে আলিঙ্গন করা হবে।

'আল্লাহ্‌র ওলীগণের সঙ্গ' হবে– সম্মান প্রদর্শন ও সেবা সহকারে। 'পরিবার-

পরিজনের সঙ্গ' হবে সুন্দর চরিত্র সহকারে। 'ভাই-বন্ধুদের সঙ্গ' হবে- সার্বক্ষণিক হাস্যোজ্জ্বলতার সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ না হয়। আর 'মূর্খদের সঙ্গ' হবে- তাঁদের অনুকূলে দো'আ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। 'আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়া' মানে (আল্লাহ্ ব্যতীত) অন্য কারো থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। বস্তুতঃ অন্যের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই হচ্ছে মিলিত হওয়া। যে ব্যক্তি তাঁর ভালবাসা পর্যন্ত পৌঁছবে, সে তাঁর নৈকট্যকে ভালবাসবে। আর যে ব্যক্তি ভালবাসা সহকারে সাক্ষাৎ করছে, তার পরিচ্ছন্নতা বান্দাদের মধ্যে বিশুদ্ধ হবে। যখন হক্ব এককই হয়, তখন তাঁকে অন্বেষণকারীও অনন্য সত্তার অধিকারী হবে।

'মুশ্‌তাক্ব' (আগ্রহী) হচ্ছে- যাকে তার মাহবূবের নিদর্শনাবলী আগ্রহী করে তোলে, তার মুশাহাদাহ্ (দর্শন) তাকে পরীক্ষায় ফেলে। তারপর তাদের জন্য ওই অর্থসমূহ প্রকাশ পায়, যেগুলো অন্যান্যদের থেকে গোপন থাকে। তারপর তাদের দিকে 'অনাদি' (আযাল) ভালবাসার ভাষায় ইঙ্গিত করবে এ পর্যন্ত যে, এটা দ্বারা তারা নি'মাতপ্রাপ্ত হবে। তারপর পর্দা পড়ে যাবে, আর খুশী পরিণত হবে কান্নায়।

'ভয়' তোমাকে মহামহিম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর 'আত্ম-গর্ব' (ওজুব) তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কহীন করে দেয়। আর তোমার, লোকদের হীনজ্ঞান করা এত বড় ব্যাধি যে, সেটার প্রতিষেধক থাকতে পারে না।

শায়খ আবূ বকরের তাওবার ঘটনা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শায়খুশ্ শুয়ূখ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মাক্বদেসী। তিনি বলেন, আমি তিনজন শায়খকে শুনেছি। তাঁরা হলেন, শায়খ-ই আরিফ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান বাগদাদী ওরফে নানবাঈ, শায়খ-ই সালিহ্ আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে ইয়াহিয়া সরসরি এবং শায়খ-ই আলিম কামাল উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়াদ্দাহ্' শাহ্‌রিয়ানী। তাঁরা বলেন, আমরা শুনেছি শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদরীস ইয়াক্বূবীকে। তিনি বলছিলেন, আমি আমাদের শায়খ আলী ইবনুল হায়তীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমাদের শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমাদের সরদার শায়খ আবূ বকর ইবনে হাওয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু (প্রথমে) দাবাড় ছিলেন, মরুভূমি বা

জঙ্গলগুলোতে ডাকাতি করতেন। তাঁর আরো কতিপয় সাথী ছিলো। তিনি তাদের সর্দার ছিলেন। তারা রাস্তাগুলোতে বসে লোকজনের মাল-সম্পদ কেড়ে নিয়ে ভাগ করে নিতো। এক রাতে তিনি এক নারীকে শুনেছিলেন, সে তার স্বামীকে বলছিলো, "এখনেই নেমে যাও! এমন যেন না হয় যে, ইবনে হাওয়ার ও তার সাথীরা ধরে ফেলবে।" এটা শুনতেই তাঁর মধ্যে নসীহত স্থান পেলো এবং কেঁদে ফেললেন এ বলে যে, "লোকেরা আমাকে ভয় করে; অথচ আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করিনা।" তিনি তখনই তাওবা করে ফেললেন। তাঁর সাথে তাঁর সঙ্গীরাও তাওবা করে নিলো। আপন মহামহিম রবের দিকে, সত্য কদম ও ইচ্ছায় নিষ্ঠার উপর ওই স্থান ত্যাগ করলেন। তাঁর মনে একথা আসলো যে, তিনি এমন কোন পীরের সান্নিধ্যে গিয়ে নিজেকে সোপর্দ করবেন, (বায়'আত গ্রহণ করবেন), যিনি তাঁকে তাঁর মহান রব পর্যন্ত পৌছাবেন। তখনকার দিনে ইরাকে ত্বরীক্বতের কোন প্রসিদ্ধ শায়খ (পীর) ছিলেন না। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে স্বপ্নে দেখলেন। আর আরয করলেন, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে বায়'আতের খিরক্বাহ্ পরিয়ে দিন।" হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে ইবনে হাওয়ার! আমি তোমার নবী। আর ইনি হলেন তোমার শায়খ।" তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

অতঃপর এরশাদ করলেন, "হে আবূ বকর! তোমার একই নামের ইবনে হাওয়ারকে খিরক্বাহ্ পরিয়ে দাও! আমিই তোমাকে এমনটি করতে নির্দেশ দিচ্ছি।" তখন সাইয়্যেদুনা সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁকে কাপড় ও চাদর বা টুপি পরিয়ে দিলেন এবং তাঁর মাথার উপর নিজের হাত ফেরালেন, তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন, "খোদা তোমাকে বরকত দিন!" অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "হে আবূ বকর! তোমার দ্বারা ইরাক্বে আমার উম্মতের ত্বরীক্বতপন্থীদের তরীক্বাহ্গুলো, যেগুলো ইরাকে মরে গেছে, পুনরায় জীবিত হবে। আর হাক্বীক্বতপন্থীদের মিনার খোদার বন্ধুদের সাথে, সেটা পুরানা হবার পর পুনরায় দণ্ডায়মান হয়ে যাবে। ইরাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার মধ্যে 'শায়খ হওয়ার মর্যাদা' স্থায়ী হবে। তোমার আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ্র বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হতে থাকবে। আল্লাহ্র খুশ্‌বুগুলো তোমার দণ্ডায়মান হওয়ার মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।"

অতঃপর তিনি যখন জাগ্রত হলেন, তখন ওই কাপড় ও চাদর বা টুপি হুবহু নিজের শরীরের উপর পেয়েছেন। আর নিজের শিয়রে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করলেন। তারপর আর দেখেননি। (কেননা, হযরত সিদ্দীক্-ই আকবর তাঁর মাথার উপর হাত বুলিয়েছিলেন। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।) যেন ডেকে ডেকে বলা হলো– "ইবনে হাওয়ার মহামহিম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন।" এরপর চতুর্দিক থেকে লোকেরা দৌড়ে দৌড়ে তাঁর নিকট আসতে লাগলো। তাঁর উপর মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্যের চিহ্নাদি প্রকাশ পেতে লাগলো। শায়খের কথাগুলো ও আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে আগত খবরাদি সমার্থক হতে দেখা গেলো।

শায়খ আবূ বকরের কারামতসমূহ

জঙ্গলের বাঘেরা তাঁর চতুর্পাশে!

হযরত শাম্বাকী বলেন, আমি তাঁর দরবারে আসতাম। তখন তিনি জঙ্গলে একাকী থাকতেন। বাঘেরা তাঁর চতুর্পাশে থাকতো। কোন কোনটি তাঁর কদমের উপর লুটিয়ে পড়তো। একদিন আমি তাঁর সামনে এক বড় বাঘ (বা সিংহ) দেখতে গেলাম। সেটা তাঁর সামনে নিজের মুখমণ্ডলকে মাটি দ্বারা মলিন করছিলো; এভাবে যেন সেটা আবেদন করছে। আর শায়খও যেন তাকে জবাব দিচ্ছিলেন। তারপর বাঘ (বা সিংহ)টি চলে গেলো। অতঃপর আমি বললাম, "আপনাকে ওই খোদার শপথ দিচ্ছি, যিনি আপনাকে এটা (কারামত) দান করেছেন। আপনি বাঘটিকে কি বলেছেন? আর সেটাও আপনাকে কি বলেছে?" তিনি বললেন, হে শাম্বাকী! সেটা আমাকে বলেছে, "আমি আজ তিন দিন যাবৎ আহার করিনি। আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে গেছি। আর আমি আজ রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করেছি। তখন আমাকে বলা হলো, 'তোমার জীবিকা হচ্ছে একটি গাভী, যা হুমামিয়া নামক স্থানে অবস্থান করছে। তুমি সেটাকে চিরে খাবে, তবে তুমি কষ্টও পাবে।" আমি ওই কষ্টকে ভয় পাচ্ছি এ ভেবে যে, সেটা কি আমার তো জানা নেই।"

আমি তাকে বললাম, "তুমি একটি আঘাত পাবে, যা তোমার ডান পার্শ্বদেশে লাগবে। সেটার চোটে তুমি ব্যথা অনুভব করবে। এক সপ্তাহ যাবৎ এ ব্যথা অনুভূত হবে। তারপর তা দূরীভূত হবে। হে শাম্বাকী! আমি লওহ-ই মাহফুযে তাকালে তার রিযক্বরূপী গাভীটা দেখতে পেয়েছি। সেটা সে অবশ্যই পাবে। আর হুমামিয়াবাসী এগারজন লোক বের হবে। তাদের থেকে তিনজন মারা যাবে এভাবে যে, প্রথমজন

দ্বিতীয় জন অপেক্ষা দু'ঘন্টা পূর্বে মরবে, আর দ্বিতীয়জন তৃতীয় জনের সাত ঘন্টা পর মারা যাবে। আর বাঘের গায়ে তাদের মধ্যে একজনের দিক থেকে সেটার ডান পাশে আঘাত লাগবে। আর এক সপ্তাহ পর আরোগ্য লাভ করবে।"

হযরত শাত্তাকী বলেন, আমি তাড়াতাড়ি হুমামিয়ার দিকে গেলাম। দেখলাম বাঘটি আমার পূর্বেই সেখানে পৌছে গেছে। হুমামিয়াহ্ থেকে এগারজন লোক বের হলো, তাদের থেকে একজন বাঘকে সেটার ডান পার্শ্বদেশে বড় ধরনের আঘাত করলো। আর আমি বাঘটিকে দেখলাম সেটা গাভী সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর সেটার প্রাণ্ড যখম থেকে রক্ত ঝরছিলো। আমি তাদের নিকট ওই রাতে অবস্থান করলাম। তারপর তাদের মধ্য থেকে ওই তিন আহত ব্যক্তিকে, যাদেরকে বাঘও আক্রমণ করে যখমপ্রাপ্ত করেছিলো, দেখলাম। একজন আহত লোক মাগরিবের সময়, দ্বিতীয় জন এশার পর, আর তৃতীয়জন ভোর রাতে মারা গেছে। অতঃপর আমি এক সপ্তাহ পর শায়খের নিকট এলাম। তখন বাঘটি দেখতে পেলাম। সেটা তাঁর সামনে উপস্থিত ছিলো। দেখলাম তখন তার জখম সুস্থ হয়ে গেছে।

মৃতকে জীবিত করেছেন!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মাহমূদ রাব'ঈ ওয়াসেত্বী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই সালিহ, পূর্বসুরীদের অবশিষ্ট আবুল আযাইম মিক্বদাম ইবনে সালিহ বাত্বা-ইহী, তারপর বাগদাদী থেকে ওখানেই শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবুল হাসান রেফা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুকে শুনছি। তিনি বলেছেন, আমি আমার মামা শায়খ মানসূরকে বলতে শুনেছি, ইতোপূর্বে যিনি বাঘ ও সাপগুলোকে জঙ্গলের অধিবাসীদের জন্য অবনমিত করেছেন, তিনি হলেন শায়খ আবূ বকর ইবনে হাওয়ার রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হু। এর কারণ হলো যে, তিনি এ কথার ইচ্ছা করেছেন যে, জঙ্গলগুলো থেকে বের হয়ে শহরগুলোতে বসবাস করবেন। অতঃপর তাঁকে সাপ, বাঘ, পাখী ও জিনেরা ঘিরে ধরেছে। আর আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে এ আবেদন করেছে যেন তিনি তাদেরকে ছেড়ে চলে না যান। তখন তিনিও তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যেন তারা তাঁর মুরীদ ও বন্ধুদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কষ্ট না দেয়। একথারও যেন তারা যেখানে থাকুক না কেন তাঁর আনুগত্য করে, যতদিন দুনিয়া কায়েম থাকে।

তিনি বলেন, তাঁর নিকট জঙ্গলগুলো থেকে এক নারী আসলো। আর বলতে লাগলো, আমার ছেলে নদীতে ডুবে গেছে। সে ব্যতীত আমার কেউ নেই। আমি খোদার শপথ করে বলছি, তিনি আপনাকে আমার পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেয়ার শক্তি দিয়েছেন। আর যদি আপনি তা না করেন, তবে আমি কাল ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো। আমি বলবো, "হে আমার রব! আমি তাঁর নিকট দুঃখিত মনে এসেছিলাম। আর তিনি আমার দুঃখ দূরীভূত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।"

অতঃপর তিনি মাথা ঝুঁকালেন। আর বললেন, আমাকে দেখিয়ে দাও– তোমার পুত্র কোথায় ডুবেছে। সে তাঁকে নিয়ে নদীর ধারে আসলো। সেখানে দেখতে পেলো যে, তার পুত্র পানিতে মৃত অবস্থায় ভাসছে। অতঃপর শায়খ পানিতে সাঁতার কেটে তার নিকট পৌছলেন। আর তাকে আপন কাঁধে তুলে তীরে নিয়ে আসলেন এবং তাকে তার মাকে দিয়ে বললেন, "নাও! আমি তাকে জীবিত পেয়েছি।" সে (নারীটি) চলে গেলো আর ছেলেটি তার সাথে চলছিলো– এমতাবস্থায় যে, ছেলেটির হাত তার হাতে ছিলো, যেন তার কখনো কোন দুর্ঘটনাই হয়নি।

বরকতের দো'আ!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর ওমর আযদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ আবূ তাহের খলীল ইবনে শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী সরসরি। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি শায়খ আয্‌যায ইবনে মুস্তাউদা' নাফসানী বায-ই আশ্‌হাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ আবূ বকর হাওয়ার পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের তিরোধানের পর ইরাকে প্রথম শায়খ। আর যেহেতু অদৃশ্য পুরুষগণ (রিজালুল গায়ব) প্রচুর সংখ্যায় তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসতেন, সেহেতু জঙ্গলে রাতের বেলায় নূররাশি দেখা যেতো, যা জঙ্গলের অন্ধকার চিরে উদ্ভাসিত হতো। তাঁর দো'আ কবূল হতো। জঙ্গলগুলোর জন্য তিনি বরকতের দো'আ করেছিলেন। আর বলেছেন, "হে খোদা! আমাদের পশুগুলো, শাক-সব্জি ও জীবিকায় বরকত দাও!" তারপর ওই জঙ্গল তাঁর দো'আর বরকতে অন্য স্থানের ভূমি অপেক্ষা বেশী সবুজ-সজীব, অধিক উত্তম, প্রশস্ত জীবিকা বিশিষ্ট ও প্রাণীগুলো অনুসারে অধিকতর ছিলো। তাঁর ক্ষমতাপ্রয়োগ প্রকাশ্যে ছিলো। যখন কখনো কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁর নিকট

দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করতো এবং তাঁর নিকট বৃষ্টির জন্য দো'আ চাইতো। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, "তাড়াতাড়ি তোমরা ঘরে চলে যাও।" অতঃপর তারা বৃষ্টির পানিতে চলা ব্যতীত ঘরে যেতে পারতো না। আর ওই বৃষ্টিও ওই (প্রার্থিত) গ্রামের বাইরে বর্ষিত হতো না। আর কখনো কখনো তো এমনি বৃষ্টির মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ও ঘটে যেতো।

ভূমিকম্প থেমে গিয়েছিলো

ওয়াসিত্বে একদা তীব্র ভূমিকম্প আসলো। যার কারণে পাহাড় হেলে পড়েছিলো, ঘর বাড়ি পড়ে গেলো। লোকেরা শোর-চিৎকার করতে লাগলো। হঠাৎ কি দেখা গেলো? শায়খ আবূ বকর তাদের মাঝে উপস্থিত; অথচ তাঁর ও ওয়াসিত্বের মধ্যভাগে কয়েক দিনের রাস্তার দূরত্ব ছিলো। অতঃপর ভূমিকম্প থেমে গেলো। তারপর তারা শায়খকে তালাশ করলো; কিন্তু দেখা যায়নি।

ওয়াসিত্বে এক সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন– আসমান থেকে দু'জন ফিরিশ্‌তা নেমে এসেছেন। তাঁদের একজন অপরজনকে বলছিলেন, "আজ এ ভূ-খণ্ড ধ্বসে যাবার উপক্রম হয়েছিলো।" তখন অপরজন বললেন, "তাহলে কে সেটাকে রুখে দিয়েছে?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইবনে হাওয়ারের দিকে নজর দিলেন। ফলে সৃষ্টির উপর দয়া করলেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি অনুমতি চাইলেন যেন ভূমিকম্প থেমে যায়। তখন তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর সেটা (ভূমিকম্প) সপ্ত যমীন ও এর সর্বনিম্ন স্তরকে চিরে 'বাহমূত' পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। সুতরাং তিনি তাকে বললেন, "হে খোদার বান্দা, (ভূমিকম্প!) থেমে যা!" সে বললো, "তুমি কে?" তিনি বললেন, "আমি আবূ বকর ইবনে হাওয়ার।" সে বললো, "আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি আপনার আনুগত্য করি এবং যেন আপনার সমসাময়িক অন্য কারো আনুগত্য না করি।" আর থেমে গেলো।

বর্ণনাকারী বলেছেন, শায়খ একদিন জঙ্গলে এমন এক কূপে ওযূ করলেন, যা জঙ্গলে অকেজো হয়ে পড়েছিলো। এরপর থেকে সেটার পানি ফুলে উঠলো এবং পানিও মিঠা হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

তিনি হাওয়ারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'হাওয়ার' কুর্দিদের একটি গোত্র। তিনি জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করতেন। তিনি সেখানে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ হয়েছিলেন।

সেখানেই তাঁর কবর, যা প্রসিদ্ধ। সেটার যিয়ারত করা হয়।

ইন্তিকালের সময় খুশ্বুই খুশ্বু!

কথিত আছে যে, যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলো, তখন তাঁকে চমকদার নূররাশি ঢেকে ফেললো, যার দৃশ্য এ মর্যাদার লোকেরা দূর ও নিকট থেকে দেখে ফেলেছিলো। আর উপস্থিত লোকেরা এ ধরনের প্রকট খুশ্বু অনুভব করলো যেন দুনিয়া এর চেয়ে বেশী খুশ্বু কখনো অনুভব করেনি। আর যখন তাঁর ইন্তিকাল হলো, তখন জঙ্গলের চতুর্দিক থেকে উচ্চস্বরে ক্রন্দনের আওয়াজ ও আর্ত চিৎকার আসতে লাগলো; কিন্তু ক্রন্দনকারীদের দেখা যেতো না। কথিত আছে যে, সেটা জিন্দের কান্নার আওয়াজ ছিলো। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু।

ইরাকের আওতাদ

আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ আবুল ফাদ্বাইল আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে আলী ইবনে ইয়ূসুফ হাশেমী ক্বায়লভী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতারকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আবূ জাফর ওমর ইবনে শায়খ আবুল খায়র সা'ঈদ ইবনে শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবূ সা'ঈদ ক্বায়লুভী থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমার পিতা আবূ সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমাদের শায়খ-ই শরীফ আবূ সা'দ ইবনে মাজিস্ হামেদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমাদের শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমাদের সরদার শায়খ আবূ বকর ইবনে হাওয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন–

ইরাকের আওতাদের সংখ্যা সাতজন। তাঁরা হলেন– মা'রূফ করখী, আহমদ ইবনে হাম্বল, বিশ্র হাফী, মানসূর ইবনে আম্মার, জুনায়দ, সারী, সাহল, ইবনে আবদুল্লাহ্ তাস্তারী ও আবদুল ক্বাদির জীলানী। আমরা তাঁকে বললাম, "কোন্ আবদুল ক্বাদির?" তিনি বললেন, "একজন আজমী (অনারবীয়) বুযুর্গ, যিনি বাগদাদে থাকবেন। তাঁর আবির্ভাব হবে পঞ্চম শতাব্দিতে। তিনি সিদ্দীক্বগণ, 'আওতাদ', 'আফরাদ', দুনিয়ার সরদারসমূহ ও যমীনের ক্বুত্বগণের অন্তর্ভুক্ত। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম।

শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাত্তাকীর জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি ইরাকের অন্যতম বুযুর্গ শায়খ। তিনি শীর্ষস্থানীয় আরিফ ও অন্যতম মুহাক্কিক্ব ইমাম ও অনেক কারামত সম্পন্ন। তিনি প্রকাশ্য কর্ম, উত্তম অবস্থাদি, উচ্চ মর্যাদাদি, উঁচু সাহস, উন্নত মর্যাদাদি, নূরানী ইঙ্গিতসমূহ, পবিত্র গূঢ় রহস্যাদি ফিরিশ্তাসুলভ আত্মার অধিকারী। তিনি সুস্পষ্ট বিজয়সম্পন্ন, আলোকিত ও প্রকাশ্য কাশ্ফ, পছন্দনীয় সম্পর্ক এবং আলোকিত মনের বুযুর্গ। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিগুলো অদৃশ্য নূর দ্বারা আলোকিত। তাঁর ভেদ ছিলো জাগতিক সম্পর্কাদিশূন্য। তাঁর বুযুর্গ ইচ্ছাসমূহ মর্যাদা প্রকাশের উর্ধ্বে ছিলো। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাতের উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। হাক্বীক্বতে তাঁর স্তরগুলো বহু উঁচু স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। পবিত্রাত্মার স্তরগুলোতে তাঁর সভাপতিত্ব ছিলো। নৈকট্যের মানযিলগুলোতে তিনি ছিলেন এগিয়ে। নৈকট্যের সিঁড়িগুলোতে তিনি আরোহণ করেছিলেন। তাঁর কদমযুগল মজবুত অবস্থানে সুদৃঢ় ছিলো। কার্যকর ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি ছিলেন দক্ষহস্ত। বেলায়তের বিধানাবলীতে তাঁর হাত দু'টি আলোকিত। চূড়ান্ত অবস্থাদিতে তাঁর বড় ক্ষমতা রয়েছে। অদৃশ্যের নিদর্শনাদিতে তিনি অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন। অলৌকিক অবস্থাদিতে তাঁর বিরাট প্রকাশস্থল। এতদ্সত্ত্বেও তাঁর ছিলো মোকাবেলায় সূচনা আর মুশাহাদায় বিশেষ 'হাল' (অবস্থাসমূহ)। আল্লাহ্র নিকট তাঁর সন্তুষ্টির স্থান দৃঢ় অবস্থানে। তাক্বদীরগুলোর আবর্তনাদিতে ভালবাসার তলব ছিলো।

তিনি তাঁদের একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির দিকে প্রকাশ করেছেন। অস্তিত্বজগতে তাঁকে ক্ষমতা প্রয়োগের মর্যাদা দিয়েছেন। অবস্থাদিতে তাঁকে শক্তি দিয়েছেন। গূঢ় রহস্যাদিতে তাঁকে মালিক করেছেন। তাঁকে কারামত (অলৌকিকত্ব) দিয়েছেন। সৃষ্টিকে তাঁর জন্য পাল্টে দিয়েছেন। তাঁর হাতে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি প্রকাশ করেছেন। অদৃশ্যের কথা বলিয়েছেন। তাঁর রসনায় গূঢ় রহস্যাদি ও নানা ধরনের হিকমত বা প্রজ্ঞা জারী করেছেন। তাঁর জন্য (মানুষের) বক্ষগুলোতে পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ঢেলে দিয়েছেন। বিশেষ ও সাধারণ লোকদের নিকট তাঁর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় স্থাপন করেছেন। তাঁকে মুত্তাক্বীদের ইমাম ও হিদায়তপ্রাপ্তদের নিশান বানিয়েছেন। তিনি এ তরীক্বতপন্থীদের স্তম্ভ এবং বড় ও উঁচু মর্যাদার ইমাম ছিলেন। তাঁদের মুহাক্কিক্বদের সরদারদের সরদার, শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলিম। আর তিনি জ্ঞান, কর্ম, সংসারের মোহত্যাগ, গবেষণা, ক্ষমতা প্রদান, মহত্ব ও ভক্তিপ্রযুক্ত আতঙ্কের রাস্তায় দক্ষহস্ত ও গভীর

দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।

তার সমসাময়িককালে এমন পর্যায়ের নেতৃত্ব তাঁর সত্ত্বা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। তাঁরই মাধ্যমে ইরাকে ত্বরীক্বতপন্থী ও সত্যবাদীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁদের সমস্যাদির সমাধান তিনি দিয়েছেন ও তাঁদের অবস্থাদির তাফসীলে উত্তম ভূমিকা পালন করেছেন। তার সঙ্গ অবলম্বন করে বড় বড় লোকেরা হাদীস ও জ্ঞানের বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন। যেমন– শায়খ তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফা, শায়খ মান্সূর, শায়খ আয্যায্, শায়খ আবূ সা'ঈদ ইবনে মাজিস, শায়খ মাওহূব, শায়খ মাওয়াহিব, শায়খ ওসমান ইবনে মারওয়াহ্, এ দু'জন বাত্বা-ইহী ছিলেন এবং আরো অনেকে। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম আজমা'ঈন। গৌরবময় অবস্থাদির একটি বিরাট দল তাঁর মুরীদ বলে ঘোষণা করেছেন। অনেক উচ্চস্তরে আসীন লোকেরা তাঁর শীষ্যত্ব অবলম্বন করেছেন। যে মাশাইখের এ পথে কদম দৃঢ় রয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক বিরাট দল তাঁর দিকে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুরীদদের থেকে এমন এমন মুরীদ পয়দা করেছেন, যাঁদের কথা ও কাজ অনুসরণীয়। আর সবাই তাঁদের গুণাবলীর ক্ষেত্রে একমত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁদের অনুসারী রয়েছে।

তিনি হলেন ওই শায়খ, যিনি আপন শায়খ আবূ বকর ইবনে হাওয়ারের পর ইরাকে শায়খের পদবীতে দায়িত্ব পালন করেছেন। সত্যের পথে সৃষ্টির ওই গূঢ় রহস্যাবলীকে, যেগুলো তাঁকে দিয়েছিলেন, প্রসারিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সত্য রসনা দ্বারা ডেকেছেন। অতঃপর হৃদয়গুলোর ভালবাসা তাকে গ্রহণ করেছে। গূঢ় রহস্যাদির অর্থগুলো তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাঁরা সবাই তাঁকে সম্মান করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ওলামা-মাশাইখ তাঁর সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর কথার দিকে রুজু' করেছেন। তাঁর মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রকাশ করেছেন। চতুর্দিক থেকে তরীক্বতের অন্বেষণকারীগণ তাঁর প্রতি ইচ্ছাকে নিবদ্ধ করেছেন।

তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সুক্ষ্ম গুণাবলী ও পূর্ণাঙ্গ আদব সম্পন্ন, প্রশস্ত বিবেকের অধিকারী, সব সময় হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, অতি নম্র ও বড় লজ্জাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের বিধানাবলী ও সুন্নাতসম্মত নিয়মাবলীর অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন গুণীজনদের বন্ধু, জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। তাঁর কদম বিচ্যুত হতো না মনের কু-প্রবৃত্তি, অন্যান্য লোকেরা যার অনুসরণ করতো, তাঁকে বিরক্ত করতে পারতো না। এভাবে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

শায়খ শাত্তাকীর উপদেশাবলী

হাক্কীকৃতপন্থীদের ভাষায় তাঁর বাণীগুলো অতি উত্তম ছিলো। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ:

বন্দেগীর মূল হচ্ছে পাপাচার থেকে দূরে থাকা, আর এ পাপাচার বর্জনের মূল হচ্ছে পরহেযগারী (খোদাভীরুতা) এবং নাফ্স থেকে হিসাব লওয়া। নাফসের হিসাব নেওয়ার মূল হচ্ছে ভয় ও আশা। ভয় ও আশার পরিচিতির মূল হচ্ছে- প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকির পরিচয় লাভ করা। তার মূল হচ্ছে- গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। তার সরদার হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ। সচ্চরিত্র হচ্ছে- কষ্ট সহ্য করা, রাগ কম হওয়া এবং দয়া বেশী হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আহ্বান শুনেনা, সে তার আহ্বকারীর আওয়াজ কিভাবে শুনবে? আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি আপন বাত্বিন (অভ্যন্তর)কে মুরাক্বাবাহ্ ও নিষ্ঠা দ্বারা সজ্জিত করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রকাশ্য দিককে মুজাহাদাহ্ (সাধনা), সুন্নাতের অনুসরণ ও মাখ্লুক্ থেকে পৃথক হয়ে খোদার প্রতি ভালবাসা দ্বারা শোভা দান করেন।

মাখ্লুক্ থেকে পৃথক হবার আলামত হচ্ছে- একাকিত্বের স্তরগুলোর দিকে ধাবিত হওয়া এবং যিকরের প্রবল আগ্রহ সহকারে একাকী হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি খোদা তা'আলাকে তাঁর কুদরতের সাথে চিনে না, সে তাঁকে চিনেই না। কেননা, যখন সে তাঁকে এ মর্মে চিনে নিয়েছে যে, তিনি তার নিকট যা আছে তা তার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন এবং অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন, আর এও যে, আপন অনুগ্রহ থেকে তাকে দান করবে, এরপর যে, তা তার নিকট ছিলো, তখন সে তাঁকে চিনতে পারবে।

আর যে ব্যক্তি নিজের ইয়াক্বীনের পরীক্ষা নেয়ার ইচ্ছা করে সে যেন এটা চিন্তা করে যে, মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে কি ওয়াদা করেছেন আর লোকেরা তার সাথে কি ওয়াদা করেছে। তারপর দেখবে তার হৃদয় কোন্টির উপর বেশী নির্ভর করে।

যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহ্র নিকট তাঁর হুকুম পালনের উপর সাহায্য চায় এবং আল্লাহ্র আদাবের (নিয়মাবলী) উপর আল্লাহ্র ওয়াস্তে সবর করে, সে উঁচু স্তরসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি নিজের নাফ্সের উপর আদাবের সাথে বিজয়ী থাকে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত নিষ্ঠার সাথে করে।

আল্লাহ্‌র নিকট থেকে মাখলূক্বের হিজাব হচ্ছে– তারা নিজের নাফ্‌সগুলোর জন্য তাদবীর করবে। আর যে আল্লাহ্‌র দিকে এ মর্মে দেখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকটে আছেন, তবে তার হৃদয় থেকে তিনি ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ দূরীভূত হয়ে যায়। (সূফী) সম্প্রদায় আপন আপন নাফ্‌সকে মুজাহাদা (সাধনা)'র মধ্যে, আপন আপন প্রবৃত্তিগুলোকে কষ্টের মধ্যে এবং নিজ নিজ ইচ্ছাগুলোকে মুরাক্বাবার মধ্যে হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তাদের কাম-প্রবৃত্তিগুলো মুশাহাদার মধ্যে চলে যায়।

তাঁর বাণীগুলোর মধ্যে এও রয়েছে–

❒ যে ব্যক্তিকে তুমি দেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সে এমন অবস্থার দাবী করে যে, সেটা তাকে ইল্‌মে শরীয়ত থেকে বের করে দেয়, তাহলে তুমি অবশ্যই তার নিকটেও যেও না।

❒ যাকে তুমি দেখবে যে, সে নেতৃত্ব ও সম্মানপ্রাপ্তিতে শান্তি পায়, তাহলে তুমি তার নিকট থেকে দূরে থাকো, তাকেও তোমার নিকটে আসতে দিও না। যাকে তুমি দেখবে যে, সে নিজে নিজেকে অমুখাপেক্ষী বলে মনে করে, তাহলে অবশ্যই জেনে রাখো যে, সে (একজন) মূর্খলোক।

❒ আর যে ব্যক্তি একথা দাবী করে যে, তার হৃদয় খোদা তা'আলার দিকে নিবদ্ধ; কিন্তু তার যাহির (বাহ্যিক অবস্থা) সেটার সাক্ষ্য দেয় না, তাহলে তার দ্বীনের ক্ষেত্রে অপবাদ দাও।

❒ আর যাকে দেখবে যে, সে নিজের নাফ্‌সের উপর খুশী আছে এবং নিজের সময়ে সে শান্তি পায়, তবে সে ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।

❒ যাকে তুমি দেখবে যে, সে তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব প্রশান্তিতে আছে, আর সে নিজের অবস্থায় কামিল (পরিপূর্ণ) বলে দাবী করছে, তাহলে তার নির্বোধ হবার পক্ষে সাক্ষ্য দাও।

❒ আর যখন কোন মুরীদকে দেখছো যে, সে ক্বসীদা ও কবিতাদি শুনছে, আর শারীরিকভাবে সহজ বিষয়াদির দিকে তার ঝোঁক রয়েছে, তবে তুমি তার কল্যাণের আশা করো না।

❒ যদি তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরেও যাও, তবুও এমন ফক্বীরের সঙ্গ অবলম্বন করোনা, যে দুনিয়ার দিকে মনোনিবেশ করে। কেননা, তার সঙ্গ চল্লিশ দিন পর্যন্ত (তোমার)

হৃদয়কে পাষাণ করে দেবে।

❒ যে ব্যক্তি ফরযকে সুন্নাতের সাথে সম্পন্ন করে এবং হালাল বস্তুকে খোদা-ভীরুতার সাথে আহার করে, প্রকাশ্য ও গোপনে নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকে, আর এ কথার উপর মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে ঈমানের হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) পর্যন্ত পৌছে গেছে।

❒ হৃদয়ের কল্যাণ বা বন্ধুত্ব তিনটি বস্তু থেকে হাসিল হয়ে থাকে ঃ দুনিয়া বর্জন, আল্লাহ্‌র বন্টনের উপর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের জন্য জ্ঞান-অন্বেষণে রত থাকা।

❒ আর যেই বান্দা জ্ঞান ব্যতীত দুনিয়ার প্রবৃত্তি অর্জন করে, সে তো আযাবকেই গ্রহণ করে।

❒ উঁচু উঁচু স্তরে পৌছার জন্য উন্নতির উঁচু সিঁড়ি হচ্ছে– সত্যের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অন্তরের সংস্কার করা, নৈকট্য দেখার জন্য মাখলূক্বকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং হিজাবগুলো তুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা।

❒ আর ওলী সব সময় নিজের অবস্থাকে গোপন করতে থাকেন; অথচ সমস্ত সৃষ্টি তাঁর বেলায়তের কথা বলে।

❒ হৃদয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বেশী নিকটে হচ্ছে ওই হৃদয়, যা ফক্বীরদের অংশের উপর সন্তুষ্ট থাকে, স্থায়ীকে ধ্বংসশীলের উপর প্রাধান্য দেয়, গত হওয়া অদৃষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, নিজের কার্যাদির উপর আশা পোষণ করেনা। আর যখন তুমি কোন বিষয়ে অক্ষম হও, তবে নিজের অক্ষমতা (দুর্বলতা) দেখতে অক্ষম হয়ো না।

ওলামা-ই রব্বানী

❒ ওলামা-ই রব্বানী (আল্লাহ্‌ওয়ালা আলিমগণ)-ই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আদাবের সীমারেখাগুলোতে স্থির থাকেন। ওখান থেকে তাঁর নির্দেশ ব্যতীত অতিক্রম করেন না।

❒ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে বেশী উপকারী জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার (যাত ও সিফাত)-এর জ্ঞান।

হৃদয়কে পাষাণ করে দেবে।

❒ যে ব্যক্তি ফরযকে সুন্নাতের সাথে সম্পন্ন করে এবং হালাল বস্তুকে খোদা-ভীরুতার সাথে আহার করে, প্রকাশ্য ও গোপনে নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকে, আর এ কথার উপর মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে, তবে সে ঈমানের হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) পর্যন্ত পৌছে গেছে।

❒ হৃদয়ের কল্যাণ বা বন্ধুত্ব তিনটি বস্তু থেকে হাসিল হয়ে থাকে ঃ দুনিয়া বর্জন, আল্লাহ্‌র বণ্টনের উপর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের জন্য জ্ঞান-অন্বেষণে রত থাকা।

❒ আর যেই বান্দা জ্ঞান ব্যতীত দুনিয়ার প্রবৃত্তি অর্জন করে, সে তো আযাবকেই গ্রহণ করে।

❒ উঁচু উঁচু স্তরে পৌছার জন্য উন্নতির উঁচু সিঁড়ি হচ্ছে– সত্যের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অন্তরের সংস্কার করা, নৈকট্য দেখার জন্য মাখলূক্বকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং হিজাবগুলো তুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা।

❒ আর ওলী সব সময় নিজের অবস্থাকে গোপন করতে থাকেন; অথচ সমস্ত সৃষ্টি তাঁর বেলায়তের কথা বলে।

❒ হৃদয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বেশী নিকটে হচ্ছে ওই হৃদয়, যা ফক্বীরদের অংশের উপর সন্তুষ্ট থাকে, স্থায়ীকে ধ্বংসশীলের উপর প্রাধান্য দেয়, গত হওয়া অদৃষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, নিজের কার্যাদির উপর আশা পোষণ করেনা। আর যখন তুমি কোন বিষয়ে অক্ষম হও, তবে নিজের অক্ষমতা (দুর্বলতা) দেখতে অক্ষম হয়ো না।

ওলামা-ই রব্বানী

❒ ওলামা-ই রব্বানী (আল্লাহ্‌ওয়ালা আলিমগণ)-ই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আদাবের সীমারেখাগুলোতে স্থির থাকেন। ওখান থেকে তাঁর নির্দেশ ব্যতীত অতিক্রম করেন না।

❒ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে বেশী উপকারী জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার (যাত ও সিফাত)-এর জ্ঞান।

শায়খ আবু মুহাম্মদ শাম্বাকীর তাওবার বর্ণনা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ মাজিদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ ইরাক্বী হাল্‌ওয়ানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে শায়খ-ই আরিফ আওয়াদ্ব ইবনে সালামাহ্ গার্‌রাদ বাগদাদী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেছেন শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মোহাম্মদ মাজিদ কুর্দি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে আমি শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শুনেছি আমাদের শায়খ তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে। তিনি বলছিলেন, আমাদের শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীর প্রারম্ভিক অবস্থা এ ছিলো যে, তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে মানুষের কাফেলাগুলোর সম্পদ লুণ্ঠন করতেন। তাঁর সাথে তাঁর সাথীরাও ছিলো। এক রাতে এক কাফেলাকে শায়খ আবূ বকর ইবনে হাওয়ারের গ্রামে ঘিরে ফেললেন। কাফেলার লোকজনকে হত্যা করলেন এবং তাদের মালামাল (নিজেদের মধ্যে) বন্টন করে নিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা শায়খ ইবনে হাওয়ারের কামরা ভোর রাতে অতিক্রম করেছিলেন, তখন আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "তোমরা চলে যাও। শায়খ আমার হৃদয়ের জোড়াগুলোকে ধরে ফেলেছেন।" আমি তাঁর সামনে ডানে বামে কোথাও বাড়তে পারছিনা। তারা সবাই তাঁকে বললো, আমরাও আপনার সাথে আছি। আর তাদের নিকট যেসব মালপত্র ছিলো সবই সেখানে ফেলে দিলো। তখন শায়খ আবূ বকর তাঁর সাথীদের (মুরীদগণ) উদ্দেশে বললেন, "তোমরা আমার সাথে উঠো! মাক্‌বূল বান্দাদের সথে সাক্ষাৎ করবো।" শায়খ তাঁদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তারা শায়খকে দেখলো, তখন তাঁকে বলতে লাগলো, "হে আমাদের সরদার! আমাদের উদরে হারাম বস্তু ও আমাদের তরবারিগুলোতে রক্ত মিশ্রিত রয়েছে।" শায়খ তাদেরকে বললেন, "সেটা ছাড়ো! কেননা, তোমাদের মধ্যে সবকিছু আছে। সব কিছু ক্বুবূল হয়ে গেছে।" তারপর তাঁরা সবাই শায়খের হাতে তাওবা করে বায়'আত গ্রহণ করলেন। আর শায়খ আবূ বকর শায়খ আবূ মুহাম্মদের আত্মশুদ্ধির খাতিরে তিনদিন যাবৎ মনোনিবেশ করলেন। অতঃপর চতুর্থ দিনে তাঁকে বললেন, "হে আবূ মুহাম্মদ! তুমি হাদ্দাদিয়ায় চলে যাও। ওখানে বসো এবং আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার দিকে মানুষকে ডাকো। কেননা, তুমি নিঃসন্দেহে কামিল-মুকাম্মিল পীর (শায়খ) হয়ে গেছো।"

তারপর তিনি হাদ্দাদিয়ায় চলে গেলেন যেমনিভাবে শায়খ তাঁকে নির্দেশ দিলেন।

শায়খ আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, "আবূ মুহাম্মদ মহামহিম আল্লাহ্ পর্যন্ত (মাত্র) তিন দিনে পৌছে গেছে।"

অতঃপর শায়খ আবূ মুহাম্মদকে বলা হলো, "আপনি তিন দিনে আল্লাহ্ পর্যন্ত কিভাবে পৌছলেন?" তিনি বললেন, "প্রথম দিনে আমি দুনিয়াকে বর্জন করেছি। দ্বিতীয় দিনে আখিরাতকে ছেড়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় দিনে আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যসব কিছু থেকে পৃথক হয়ে শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্বেষণ করেছি। সুতরাং আমি তাঁকে পেয়েছি।"

তাঁর আলোচনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরদূরান্তর থেকে লোকেরা তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসতে লাগলো। আল্লাহ্র সাথে তাঁর যেই নৈকট্য ছিলো সেটার আলামত প্রকাশ পেতে লাগলো। তাঁর কারামতসমূহও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দো'আয় মাতৃগর্ভের অন্ধ, কুষ্ঠরোগী ও পাগলকে পর্যন্ত আরোগ্য দান করতেন। অল্প জিনিসেই তাঁর জন্য বরকত হতো।

শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীর কারামতসমূহ

পাখী মরে জীবিত হওয়া!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সালিম ইবনে আলী দিমিয়াত্বী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম আরিফ ইয্য উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ-ই জলীল আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইরাক্বী তারুনী। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ আহমদ ইবনে রেফা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমার মামা শায়খ মান্সূরকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু জঙ্গলে একাকী বসা ছিলেন। তারপর তাঁর উপর দিয়ে শতাধিক পাখী উড়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁর চতুর্দিকে নেমে আসলো। সেগুলোর কিচিমিচি শব্দ মিলিত হয়ে উঁচু হলো। তখন তিনি বললেন, "হে রব! এগুলো তো আমাকে পেরেশান করে ছাড়লো!" তিনি সেগুলোর দিকে দেখলেন। ফলে ওইগুলোর সব ক'টিই মরে গেলো। অতঃপর তিনি বললেন, "হে খোদা! আমি সেগুলোর মৃত্যু চাইনি।" অতঃপর সেগুলো (জীবিত হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলো এবং পাখা ঝাড়তে ঝাড়তে উড়ে গেলো।

মদ পানি হয়ে গেলো

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে শরাবের একটা মটকা ও বিনোদনের সামগ্রী (বাদ্য যন্ত্রাদি) ছিলো। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! তাদের জীবনকে আখিরাতে উত্তম করে দাও। তখনই ওই মদ পানি হয়ে গেলো এবং তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা ভয় ঢেলে দিলেন। অতঃপর তারা চিৎকার করে উঠলো এবং নিজ নিজ কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেললো। তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো। তারা তাদের পানপাত্র ও বিনোদনের সরঞ্জামগুলো ভেঙ্গে ফেললো। তাদের তাওবা উত্তম হয়ে গেলো।

ছাগী জীবিত হয়ে গেলো!

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর নিকট একটি চামড়ার মশক আসলো, যাতে দুধ ছিলো। তখন তিনি একটি মশকের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সেটা চিরে ফেললেন। আর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য ওই ছাগীকে, যার চামড়া দিয়ে এ মশক তৈরী করা হয়েছে, জীবিত করে দিয়েছেন এবং সেটা আমাকে খবর দিলো যে, সেটা মৃত। আর এ চামড়া দ্বারা আমাকে একথাও বলিয়েছেন যে, সেটাকে সংস্কার করা হয়নি। অতঃপর সেটা অনুসন্ধান করা হলো। তখন অবস্থা তেমনি পাওয়া গেলো যেমন এ শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেছেন।

শায়খ আয্‌যায বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ ইয়াহিয়া ইবনে আবুল ক্বাসিম আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আলী ইবনে সুলায়মান নানবাঈ, বাগদাদে। তিনি বলেন, আমি শুনেছি শায়খ আলী ইবনে ইদ্রীস রূহানীকে। আর আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল ফাত্‌হ আবদুর রাহমান ইবনে শায়খ আবুল ফারাজ তাওবাহ্ ইবনে ইব্রাহীম সিদ্দীক্বী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি শুনেছি শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া মাকারিম নাহ্‌র-খালেসীকে। তিনি বলেন, আমরা আমাদের শায়খ পেশ্‌ওয়া আলী ইবনুল হায়তীকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, শায়খ আয্‌যায ইবনে মুস্তাউদা'র মুরীদগণ তাঁকে বলেছেন, যদি কেউ আমাদেরকে বলে, "তোমাদের শায়খ কে?"

তাহলে আমরা বলবো, "শায়খ আয্যায্।" যদি কেউ বলে, "শায়খ আয্যাযের শায়খ কে? তাহলে আমরা কি বলবো?" তিনি তাদেরকে বললেন, "সুতরাং তিনি (আল্লাহ্) ওহী করেছেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো।" একথা তাঁর শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীর নিকট পৌঁছলো। তখন তিনি তাঁর মুরীদদের বললেন, আমাদের সাথে শায়খ আয্যাযের গ্রামে চলো। আর যখন নহরের তীরের নিকটে পৌঁছলেন, তখন শায়খ আয্যায বের হলেন এবং তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আর শায়খ আবূ মুহাম্মদ তাঁর নিকট কয়েকদিন অবস্থান করলেন। একদিন শায়খ আবূ মুহাম্মদ তাঁর উভয় চক্ষু বন্ধ করলেন এবং 'আহ্' বললেন। তখন তাঁর দরবারে শায়খ আয্যায আরয করলেন, "হে আমার সরদার! আপনার এ কি অবস্থা?" তিনি বললেন, "আমার চোখ।" তিনি বললেন, "আমাকেও আপনি তা দেখান।"

তখন শায়খ তাঁর চোখের সামনে নিজের চোখ খুললেন। তখন শায়খ আয্যায বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর শায়খ আবূ মুহাম্মদ হাদ্দাদিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। যখন শায়খ আয্যাযের হুঁশ ফিরে এলো, তখন নিজের সব সাথী (মুরীদ)কে একত্রিত করলেন এবং তাদের উদ্দেশে বললেন, "যখন তোমাদেরকে বলা হয়- তোমাদের শায়খ কে? তখন বলবে, 'শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী'। আর আয্যায আমাদের ভাই।"

ফিরিশ্তাদের সালাম!

শায়খ আলী ইবনুল হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, আমাকে শরীফ আবূ সা'দ ইবনে মাজিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেছেন, "আমি শুরুতে যখনই হাদ্দাদিয়াহ্ যেতাম, তখন শূন্যে ফিরিশ্তাদেরকে শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীর বেলায়তের ঢঙ্কা বাজাতে শুনেছি। আর উর্দ্ধ জগতের ফিরিশতাগণ আসমানে তাঁর জাঁকজমক ও প্রাধান্য উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন। তাছাড়া, আমি ফিরিশ্তাদের দেখতাম যে, তাঁরা দলে দলে তাঁর উপর সম্মানের সাথে সালাম বলতেন। আমি এখন একথা ইরাকের চতুর্দিকে শুনতে পাই।

আমি যখনই আসমান থেকে বালা-মুসীবৎ নাযিল হতে দেখেছি, তখন তা হাদ্দাদিয়ার উপর দিয়ে অতিক্রম করে ফেটে যেতো ও দূরীভূত হয়ে যেতো।"

ঘর পড়ে গেছে!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ফক্বীহ্ আবুল ক্বাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওবাদাহ্ আনসারী হালবী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ক্বরশীকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আমাদের শায়খ হযরত আবূ সা'দ ক্বায়লভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, এক হাদ্দাদিয়াহ্বাসী হাদ্দাদিয়ায় একটি ঘর তৈরী করেছে। আর সেটাকে মজবুত করার জন্য সেটা নির্মাণের সময় কারিগরদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করছিলো। সে শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকীর মুরীদদের থেকে এক মুরীদকেও কাবূ করে রেখেছিলো। এর ফলে তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করা হলো।

অতঃপর শায়খ আবূ মুহাম্মদ একদিন সেটা অতিক্রম করলেন আর (আল্লাহ্র এ বাণীটুকু) পাঠ করলেন- إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

অর্থ ঃ "আমি যমীন ও যমীনে বসবাসারীদের মালিক।" অমনি ধড়াৎ করে ঘরটি উপর থেকে ভেঙে পড়লো। আর সেটার বুনিয়াদ চুরমার হয়ে গেলো। শায়খ বললেন, "এটা আর কখনো উঁচু হবেনা; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান।" তাদের অবস্থা এ হলো যে, যখনই তারা সেটার বুনিয়াদ ও দেওয়ালগুলো মজবুত করে নির্মাণ করতো, তখন তা ভেঙ্গে পড়তো। ওই ঘরের মালিকগণ কখনো সেটার একটি দেওয়ালও উঁচু করতে পারে নি।

অভাব ও দুর্ভিক্ষের সময় আসলো!

শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লুভী বলেন, শায়খের খিদমতে (দরবারে) তাঁর এক মুরীদ আসলো। আর বলতে লাগলো, বাদশাহ্র নিকট পয়গাম পাঠান, যাতে তিনি আমাকে ওই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান করেন যা'দ্বারা আমার চাহিদা মেটাতে মদদ পাই। পরদিন মুরীদ আসলো। আর বলতে লাগলো, "হে আমার সরদার! আপনি কি কাউকে সুলতানের নিকট পাঠিয়েছেন?" শায়খ তাকে বললেন, "বরং আমি তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে) বলেছি।" তখন তিনি আমাকে বলেছেন, "সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তাকে কোন মাখলূক্বের মুখাপেক্ষী করবো না।"

বর্ণনাকারী বলেন, তার অবস্থা এ হলো যে, যখন সে ক্ষুধার্ত হতো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোককে তার নিকট পাঠিয়ে দিতেন, যে তাকে তার মর্জি মোতাবেক

খাদ্য আহার করাতো। যখন তার কাপড়ের প্রয়োজন হতো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কাপড় পাঠিয়ে দিতেন, যা সে পরে নিতো। যখন চাঁদি অর্থাৎ টাকা-পয়সার প্রয়োজন হতো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট চাওয়া ব্যতিরেকেই তা পাঠিয়ে দিতেন। তার সব সময় এ অবস্থাই রইলো; শেষ পর্যন্ত এভাবেই তার ইন্‌তিক্বাল হলো।

রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ

বর্ণনাকারী বলেন, শায়খকে এক ব্যক্তি বললো, "হে আমার সরদার! যখন আপনি রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযির হবেন, তখন তাঁর নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" শায়খ কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, আমি তাঁর নিকট তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তিনি বললেন–

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ

অর্থাৎ ঃ "উত্তম বান্দা। নিশ্চয় সে খুব রুজূ' করে (আল্লাহর দিকে)।" [সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত-৩০] অবিলম্বে আজ রাতেই তুমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখবে। তিনি তোমাকে এ সুসংবাদ দেবেন। অতঃপর লোকটি সংবাদ দিয়েছে যে, তাকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী সত্য বলেছে। নিশ্চয় তোমার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ

(উত্তম বান্দা। নিশ্চয় সে খুব রুজূ' করে আল্লাহ্‌র দিকে।)।

শায়খ 'শানাবাকা'র লোক, যা কুর্দের একটি গোত্রের নাম। তিনি হান্দাদিয়ায় বসবাস করতেন, যা জঙ্গলী এলাকার একটি গ্রাম ছিলো। সেখানেই তিনি ইন্‌তিক্বাল করেন। তিনি দীর্ঘায়ু সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর কবরও সেখানে প্রসিদ্ধ ছিলো, যার যিয়ারত করা হয়।

গাউসুল ওয়ারার শুভাগমনের সংবাদ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবূ গালিব রিয্‌কুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে

আলী রক্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল ফাত্হ মান্সূর ইবনে আক্বদাম রক্বী। তিনি ওখানেই বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি শুনেছি শায়খ-ই বুযুর্গ পেশ্ওয়া আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে মাজিদ রক্বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবূ আমর ওসমান ইবনে আহমদ শাওকীকে বাগদাদে শুনেছি। প্রসিদ্ধি ছিলো যে, তিনি পরিভ্রমণকারী অদৃশ্য বুযুর্গদের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই বুযুর্গ পেশ্ওয়া আবুল আব্বাস আহমদ বক্বলী ইয়ামানীকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আমার নানা শায়খ-ই বুযুর্গ, পেশ্ওয়া আবুল ফাত্হ মাওয়াহিব ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব হাশেমী বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন–

আমাদের শায়খ হযরত আবূ বকর ইবনে হাওয়ার শায়খ আবদুল ক্বাদিরের উল্লেখ করছিলেন। (আর বলছিলেন) তিনি অবিলম্বে ইরাকে পঞ্চম ক্বরনের মাঝামাঝিতে প্রকাশ পাবেন। তিনি বিস্তারিতভাবে তাঁর ফযীলত (গুণগান) বর্ণনা করছিলেন, যার জ্ঞান তাঁর সম্পর্কে আমারও ছিলো না। তা আমার কান অতিক্রম করে চলে গেছে। অতঃপর আউলিয়া-ই কেরামের স্তরগুলো সম্পর্কে আমার কাশ্ফ হলো। তখন বুঝতে পারলাম যে, তিনি তাঁদের প্রধান। তাছাড়া, নৈকট্যধন্য বান্দাদের মর্যাদাদি সম্পর্কে আমার কাশ্ফ হলো। দেখলাম তিনি তাঁদের থেকেও উঁচু পর্যায়ের। তারপর কাশ্ফধারীদের চালচলন সম্পর্কে আমার কাশ্ফ হলো। তখন দেখলাম– তিনি তাঁদেরও বুযুর্গ। অবিলম্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন প্রকাশস্থলে প্রকাশ করবেন, যাতে সিদ্দীক্ব পর্যায়ের মুরীদগণ ও আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেউ প্রকাশিত হবে না। তিনি তেমনি হবেন যে, তাঁর কর্মগুলোর অনুসরণ করা হবে এবং তাঁর কথাগুলোর আনুগত্য করা হবে। আর অবিলম্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বরকতে আপন বান্দাদের মধ্য থেকে অনেক লোককে খুব উঁচু মর্যাদাদিতে উন্নীত করবেন। তিনি তেমনি হবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর ক্বিয়ামতের দিন গর্ব করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং জান্নাতকে করুন তাঁর ঠিকানা।

শায়খ আয্‌যায ইবনে মুস্তাউদা'র জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি ইরাকের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শায়খ। তিনি আরিফ বান্দাদের সরদার, আল্লাহ্‌র উঁচু স্তরের নৈকট্যধন্য বান্দা এবং অগণিত প্রকাশ্য কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ। তিনি গৌরবময় অবস্থাদি, অলৌকিক কার্যাদি, সত্যবাদী আত্মা, উঁচু মর্যাদাদি ও পবিত্র গূঢ় রহস্যাদির ধারক ছিলেন।

তিনি আলোকিত অন্তর্দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন অন্তর, সুক্ষ্ম হাক্বীক্বত, অভিজাত মা'রিফাত, উন্নত সাহস ও উঁচু মর্তবার অধিকারী। তাছাড়া তিনি ছিলেন– উন্নত বিজয়, প্রকাশ্য কাশ্‌ফ, আলোকদীপ্ত হৃদয়, উঁচুস্তরের মর্যাদা এবং অতীব পছন্দনীয় ত্বরীকতের ধারক। আল্লাহ্‌র নৈকট্যের পথগুলোতে তাঁর ছিলো উন্নত মি'রাজ। পবিত্র জগতে তাঁর মর্যাদা ছিলো উঁচু। মিলনের সিঁড়িগুলোতে তাঁর চড়ার ধরন ছিলো আলোকময়। মর্যাদা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। বুলন্দ মান্‌যিলগুলোর দিকে তিনি এগিয়ে গেছেন। প্রশস্ত ক্ষমতা প্রদানে তাঁর কদম সুদৃঢ়। কার্যকর ফয়য জারী করার ক্ষেত্রে তাঁর হাত অতি দীর্ঘ। মানযিলগুলোর জ্ঞানে তাঁর রয়েছে আলোকিত হাত। মুশাদাহাগুলোর অর্থগুলোতে তাঁর হাত প্রশস্ত। আয়াতগুলোর হাক্বীক্বত অনুধাবনেও তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত।

তিনি তাঁদেরই অন্যতম, যাঁদেরকে খোদা তা'আলা সৃষ্টি জগতের দিকে প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টি জগতে তাঁকে ক্ষমতা প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। চূড়ান্ত অবস্থাদিতে তাঁকে শক্তি দিয়েছেন। বেলায়তের গূঢ় রহস্যাদির তাঁকে মালিক করেছেন। অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিক কাজগুলোকে তাঁর জন্য অলৌকিকতার সৌন্দর্য দিয়েছেন। তাঁর হাতে কারামতসমূহ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে অদৃশ্য বার্তাগুলোর বক্তা করেছেন। তাঁর মুখে হিকমত বা প্রজ্ঞার কথাবার্তা জারী করেছেন। তাঁকে সৃষ্টির নিকট পূর্ণ গ্রহণযোগ্য করেছেন। গণ মানুষের বক্ষকে তাঁর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দ্বারা ভর্তি করে দিয়েছেন। তাদের হৃদয়গুলোকে তাঁর ভালবাসা দ্বারা আবাদ করেছেন। সত্য পথে যারা চলে তাদের জন্য তাঁকে পেশ্‌ওয়া করেছেন।

তিনি এমন মর্যাদার একটি স্তম্ভ এবং তাঁদের বড় বড় ইমামগণের সরদার। তিনি তাঁদের মুহাক্কিক্ব আলিমদের প্রধান ও তাঁদের এমন সরদার, যিনি সেদিকে ধাবিত করেন। জ্ঞান, কর্ম, খোদাভীরুতা, ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও মহত্বের দিক দিয়ে বিধানাবলী পালনে সক্ষম ও বিবেকবান।

তিনি এমনই যে, তাঁর নিকট এ বিষয়ের নেতৃত্ব, বাত্বা-ইহে সত্যবাদী মুরীদদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। তাঁর নিকট নেক্‌কার ও মর্যাদাবানদের একটি জমা'আত (দল) সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে ইল্‌মে ত্বরীক্বত ও হাক্বীক্বতের আদাব শিক্ষা করেছিলেন, তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। হাল-সম্পন্ন একটি বিরাট দল তাঁর মুরীদ হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।

আর এমতাবস্থায় যাঁদের কদম দৃঢ়ভাবে জমে গেছে, তাঁদের অনেকে তাঁর শাগরিদ হয়েছেন। ওলামা-মাশাইখ তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তিনি একজন সম্মানিত বুযুর্গ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর যোগ্যতা (তাক্বওয়া ও উন্নত ব্যক্তিত্ব)'র কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথার উপর নির্ভর করেছেন। তাঁর নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। চতুর্দিক থেকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য লোকেরা এসেছে। আশাগুলো তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছে। সকল প্রান্তের বহুলোক স্বেচ্ছায় তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করেছেন। জঙ্গলের মাশাইখ তাঁকে 'বায-ই আশহাব' উপাধি দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখাতেন। তাঁর উঁচু মর্যাদার কথা স্বীকার করতেন।

তিনি বড় গুণী, সুক্ষ্মদর্শী, কামিল পুরুষ, পূর্ণ আদাবের উপযোগী, স্থায়ী তাওয়াজ্জুহ্‌ বিশিষ্ট, প্রকাশ্য দিক আলোকিত, বড় লজ্জাশীল, পূর্ণাঙ্গ বিবেকবান, শরীয়তের বিধানাবলীর বড় অনুসারী, সব সময় সুন্নাতের অনুসারী, আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর প্রতি অর্পণকারী, আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত অদৃষ্টের প্রতি আত্মসমর্পনকারী, দ্বীনদারদের বন্ধু, গুণীজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। তদুপরি, সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনাকারী, নিয়মিত মুরাক্বাবাকারী এবং যাহির ও বাত্বিনে সবসময় পূর্ববর্তী বুযুর্গদের পথ অবলম্বনকারী ছিলেন। তাঁর বাণী ত্বরিক্বাতপন্থীদের ভাষায় অতি উচ্চাঙ্গের ছিলো। ওই বাণীগুলোর মধ্যে কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

শায়খ আয্‌যাযের বাণীসমূহ

❐ তিনি বলেন, অলসতা দু'প্রকার ঃ ১. একটি অলসতা রহমত, ২. আরেকটি অলসতা গযব। যা 'রহমত' তা হচ্ছে এ যে, পর্দা খুলে দেয়া হয়, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু মর্যাদা ও মহত্ব স্বচক্ষে দেখতে পায়। অতঃপর তাঁরা বান্দা হবার বিষয়টি ভুলে যায় বটে, কিন্তু ফরয ও সুন্নাত ভুলে যায় না, হৃদয়ের প্রতি যত্নবান

হবার বিষয়ে উদাসীন হয়ে যায়, কিন্তু ভক্তিপ্রযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ থেকে উদাসীন হয় না।

আর যেই অলসতা গযব, তা হচ্ছে বান্দা গুনাহ্ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগী করার ক্ষেত্রে বে-পরোয়া হয়ে যায়। অথবা কারামতসমূহ দেখার প্রতি মনোনিবেশ করে, অথচ (আল্লাহ্র) ইবাদত-বন্দেগীর উপর অটলতার ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে যায়।

❐ (তিনি আরো বলেন-) মর্যাদার বিছানা হচ্ছে ওলীগণের আসন, যাতে তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট থাকেন ও তাঁদের মন থেকে ভয় দূরীভূত হয়ে যায়, যাতে তাৎক্ষণিক দর্শন থাকে। দাপটের বিছানা শত্রুর জন্য বিছানো হয়, যাতে তারা তাদের মন্দকার্যাদির কারণে ভীত হয়ে যায়। তারপর তারা ওই বিষয়টি দেখে না, যার দিকে তার শেষ। যার প্রতি তারা সন্তুষ্ট হবে তার উপর তারা চিন্তামুক্ত হয়না। আর যখন তোমার নাফ্স তোমার নিকট থেকে রক্ষা পায়, তখন নিঃসন্দেহে তুমি তার হক্ব (প্রাপ্য) আদায় করেছো। আর যখন তোমার নিকট থেকে মাখলূক্ব নিরাপদে থাকে, তখন নিঃসন্দেহে তুমি তাদের হক্বও আদায় করেছো।

❐ আরিফ বান্দার মনে এ ভয় থাকে যে, তাকে প্রদত্ত বস্তুটি পাছে চলে যাচ্ছে কিনা। প্রকৃত ভীতিসম্পন্ন ব্যক্তি শাস্তির হুমকি নাযিল হচ্ছে কিনা ভয় করে। আর ভয় ন্যায় বিচারের প্রাধান্য দেখা থেকে পয়দা হয়। আর আশা ও হৃদয়ের নম্রতা অনুগ্রহ দেখা থেকে পয়দা হয়।

❐ তিনি আরো বলেন- রূহগুলো আগ্রহের সাথে কথা বলে আর হাক্বীক্বতের জ্বালার সময় মুশাহাদায় দামনের সাথে ঝুলতে থাকে। অতঃপর সেগুলো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ হিসেবে দেখে না। তারা বিশ্বাস করে যে, নশ্বর অবিনশ্বরকে জ্ঞাত গুণাবলী সহকারে অনুধান করতে পারে না। সুতরাং সত্যের গুণাবলী তার দিকে গিয়ে মিলতে থাকে। আল্লাহ্ই তাকে সে গন্তব্যে পৌছান, নিজে নিজে পৌছতে পারে না।

❐ আশেক্বদের হৃদয় মা'রিফাতের পাখাগুলোর সাথে খোদার দিকে উড়ে যায়। ভালবাসার সাথে তার দিকে চলতে থাকে। ওই পবিত্রতার নূরগুলোর সাথে তার মাথার নূররাশির দিকে আকৃষ্ট হয়।

সুস্থ হৃদয়

❐ সুস্থ হৃদয় হচ্ছে- যা তার নিচের দিক থেকে বিশ্বস্ততার দিকে, তার উপর থেকে

সন্তুষ্টির দিকে, ডান থেকে দানের দিকে এবং বাম থেকে আরজুর দিকে, সামনে থেকে সাক্ষাতের দিকে এবং পেছন থেকে স্থায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করে।

এটাও তাঁর বাণী-

ইরাদাহ্ (ইচ্ছা)

❐ ইরাদাহ্ হচ্ছে- হৃদয়কে সব জিনিষ থেকে জিনিষগুলোর রবের দিকে ফেরানো।

তাসাওফ (সূফীবাদ)

❐ তাসাওফ হচ্ছে- মহামহিম আল্লাহ্র সাথে নিশ্চিন্তে বসা। 'তাজরীদ' হচ্ছে একটি বিজলী, যা অবশিষ্ট সব কিছুকে জ্বালিয়ে দেয়, রুসূম (প্রথাসমূহ)কে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং সৃষ্টিজগতকে দেখা থেকে রক্ষা করে নেয়।

❐ 'ওয়াজদ্' (মুর্চ্ছনা) একটি আলো, যা আগ্রহের আগুনের সাথে মিলিত হয়ে আলোকিত করে এবং অবশিষ্ট সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেয়। আর দৈহিক আকৃতিগুলোর উপর সেটার নিদর্শনগুলো চমকিত হয়।

❐ 'মুহাব্বত' (ভালবাসা) একটি পেয়ালা (পাত্র); যার জ্বালা ও শিখা বক্ষগুলোর মধ্যে থাকে; যখন হৃদয়গুলোর মধ্যে স্থান পায়, তখন সেগুলো 'ফানা' (বিলীন) হয়ে যায়। যখন আত্মগুলোতে স্থান করে নেয়, তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যখন রূহগুলোর সাথে মিলিত হয়, তখন উড়ে যায়। যখন বিবেকগুলোর সাথে মিলিত হয়, তখন তা বেহুঁশ হয়ে যায় আর যখন চিন্তাধারার সাথে মিলিত হয়, তখন হতভম্ব হয়ে যায়।

❐ আর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হচ্ছে জালাল (মহত্ব)-এর গুণাবলী হাক্বীক্বত পর্যন্ত পৌছা থেকে আশা শেষ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আপন হৃদয় থেকে আপন নাফসের ছায়া তুলে নেয়, লোকেরা তার ছায়ায় জীবন যাপন করে।

❐ তোমার উত্তম সময় হচ্ছে সেটাই, যাতে তুমি নাফ্সের প্ররোচনাদি থেকে বেঁচে থাকো, আর লোকেরাও তোমার মন্দ ধারণা থেকে নিরাপদে থাকে। শায়খ 'আয্যায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি নিম্নলিখিত চরণগুলোও পড়তেন-

عودونى الوصال والوصل عذب ورمونى بالصد والصد صعب

তারা আমাকে মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর মিলন হচ্ছে মিষ্ট। তারা বাধা-বিপত্তিকে আমার দিকে নিক্ষেপ করেছে। আর বাধা-বিপত্তি হচ্ছে কঠিন।

زعموا حين عتبوا أن جرمي فرط حبي لهم وما ذا ذنب

তারা ধারণা করেছে, যখন তারা আমাকে তিরস্কার করেছে যে, আমার অপরাধ হচ্ছে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা গভীর হয়েছে, অথচ এটা পাপ নয়।

لا وحسن الخضوع عند التلاقي ما جزى من يحب الا بحب

এবং সাক্ষাতের সময় উত্তম তোষামোদও (গুনাহ) নয়। আর বন্ধুর প্রতিদান এটা ব্যতীত অন্য কিছু নেই যে, তাকে ভালবাসা যাবে।

শায়খ আয্‌যাযের কারামতসমূহ

খেজুরের থোকা নিকটে এসে গেছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাহাসিন ইয়ূসুফ ইবনে আয়াস ইবনে রাজা বা'লাবাক্কী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আবদুল লতীফ ইবনে শায়খুশ শুয়ূখ আবুল বরকাত ইসমাঈল ইবনে আবূ সা'দ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে দস্তযাদ নিশাপুরী বাগদাদী, দামেস্কে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ আযযায্ রাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে তাজা খেজুর খাবার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর খেজুরের থোকাগুলো ঝুঁকে তাঁর নিকট এসে গেলো, এমনকি সেগুলো মাটির একেবারে নিকটে এসে গেলো। তিনি তা থেকে খেজুর নিয়ে আহার করলেন। অতঃপর সেগুলো আপন আপন অবস্থায় স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলো, যেভাবে ইতোপূর্বে ছিলো।

জিন্ ও বন্য পশুগুলোর ভালবাসা!

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর সাথে জিনেরা কথা বলতো এবং বাঘ/সিংহরা তাঁকে ভালবাসতো। বন্য পশুরাও তাঁকে ভালবাসতো। পাখীরা এসে তাঁর নিকট আশ্রয় নিতো।

আল্লাহ্ তা'আলার সথে ভালবাসা!

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসে, প্রত্যেক কিছু তাকে ভালবাসে। আর যে আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে (ডাকে), তার সাথে সবাই কথা বলে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে প্রত্যেক কিছু তাকে ভয় করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে যায়, প্রত্যেক কিছু তার মহত্বের কারণে তার পেছনে চলে যায়। যে ব্যক্তি খোদাকে চিনে, প্রত্যেক কিছু তার নিকট অপরিচিত হয়ে যায়, এ কারণে যে, আল্লাহ্ তার মধ্যে এক মহান জিনিষ গচ্ছিত রেখেছেন।

জড়বস্তুসমূহ সম্বোধন করা!

কথিত আছে যে, শায়খ আয্‌যায়কে সবকিছু সম্বোধন করতো, এমনকি জড় পদার্থগুলোও।

তাছাড়া, প্রতিটি বস্তু তাঁকে ভয় করতো। এমনকি তাঁকে দেখা মাত্র সেটা তাঁর ভয়ে কেঁপে ওঠার উপক্রম হতো।

তাঁর মজলিসের সাথীরা তাঁকে এতো ভালবাসতো যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে ভুলে যেতো। এমনকি তারা যেসব স্থানে বসতো, তারা তাঁর নিকট থেকে পৃথক হবার পরও সেখানে ওই ভালবাসা ও তৃপ্তি অনুভব করতো।

বাঘ মরে পতিত হওয়া!

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (শায়খ আয্‌যায) একটি বাঘের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা জঙ্গলে এক যুবককে চিরে ফেলার জন্য উদ্যত হলো। তার পায়ের গোছাও দু'টুকরো করে ফেলেছিলো। সেটা রাস্তাও বন্ধ করে রেখেছিলো। পথচারীরা তাতে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। সমগ্র জঙ্গলের লোকেরা সেটার দাপটে আতঙ্কিত ও অসহায় হয়ে পড়ছিলো। তখন শায়খ সেটাকে চিৎকার করে তিরস্কার করলেন। তখন সেটা লজ্জিত হয়ে বিনয় সহকারে পালিয়ে গেলো। তাঁর চোখের সামনে সেটা তার গণ্ডদেশ দু'টি মাটিতে মুছতে লাগলো। অঃপর শায়খ মাটি থেকে চনার সমান একটি কঙ্কর তুলে নিলেন এবং সেটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। অমনি বাঘটি মরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অতঃপর শায়খ ওই (আহত) যুবকের নিকট আসলেন। আর পায়ের যেই গোছাটি ভেঙ্গে গিয়েছিলো তা সেটার যথাস্থানে স্থাপন করলেন এবং ওই স্থানে নিজের হাত বুলিয়ে দিলেন। অমনি সে সুস্থ হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলো। আর নিজ ঘরের দিকে চলে গেলো। সে গিয়ে লোকজনকে এ ঘটনা সম্পর্কে জানালো। লোকেরা আসলো এবং বাঘের চামড়া খুলে নিলো। এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পর শায়খ ইন্‌তিক্বাল করেছেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু।

আশ্চর্যজনক কারামতরাজি

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ আবুল ফাত্বাইল ওসমান ইবনে নস্‌র ইবনে ইয়্‌সুফ ইবনে আহমদ হোসাইনী ওয়াসেত্বী মুক্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ হযরত আবূ তালিব আবদুর রাহমান ইবনে আবুল ফাত্হ্ মুহাম্মদ ইবনে আবদুস্ সামী' হাশেমী ওয়াসেত্বী মুক্বরী আদিল, ওয়াসিত্বে। তিনি বলেন, আমি আমার দাদা আবুল মুযাফ্ফর আবদুস্ সামী' ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুস্ সামী' ওয়াসেত্বীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, খলীফা মুক্বতাদী বিআমরিল্লাহ্ শায়খ আয্‌যাযকে জঙ্গল থেকে বাগদাদে আসতে ডেকে পাঠালেন। তাও এজন্য যে, তিনি তাঁর নিকট থেকে বরকত হাসিল করবেন। (সুতরাং তিনি আসলেন।) যখন তিনি মহলে প্রবেশ করলেন এবং দহলিজগুলো অতিক্রম করছিলেন, তখন যে পর্দার উপরই তাঁর দৃষ্টি পড়ছিলো, তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে মুক্বতাদীর সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হলো, তখন শায়খ তাঁকে বললেন, "অনতিবিলম্বে এক অনারবীয় বাদশাহ্ তার সৈন্যদল নিয়ে তোমাকে হামলা করবে, যার মোকাবেলা তুমি করতে পারবে না। তবে আমি নিঃসন্দেহে তোমার সেনাদলকে ওই সেনাদলের ঘাড়গুলোর এবং তোমাকে তার গর্দানের মালিক বানিয়ে দিলাম।"

সুতরাং কিছুদিন পর অনারবীয় বাদশাহ্ বাগদাদের দিকে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু আক্রমণকারীদের তার ওই পরিণতি হলো, যা শায়খ বলেছিলেন। আক্রমনকারী বাদশাহও বন্দী হলো। অতঃপর কয়েকদিন বাগদাদে বন্দী হয়ে রইলো। তারপর অনেক অর্থ-সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে রেহাই পেলো।

তিনি বলেন, শায়খ মানসূর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করা হলো- শায়খ আয্‌যায্ যখন পর্দাগুলোর দিকে দেখলেন, তখন সেগুলো ছিন্ন হয়ে গেলো। (এর কারণ কি?) তখন তিনি বললেন, "যখন হিজাব তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে ছিঁড়ে যায় এবং তাঁর ইচ্ছার সাথে জড়িয়ে যায়, তখন ওই পর্দাগুলো তাঁর দৃষ্টির ফলে ছিন্ন না হয়ে থাকবে কিভাবে?"

পাথর হাতের মুঠোয় বালু হয়ে গেলো!

তিনি বলেছেন, আরো কথিত আছে যে, শায়খ আয্‌যাযকে বলা হলো এমতাবস্থায় যে, তিনি পাহাড়ের পাদদেশে ছিলেন, "হালের শক্তি কিরূপ হয়?" তদুত্তরে তিনি

বললেন, "কারো 'হাল'-এর ক্ষমতা এ যে, তাঁর জন্য প্রতিটি কঠিন পদার্থ নরম হয়ে যায় এবং কঠিন জিনিষ সহজ হয়ে যায়।" অতঃপর তিনি পাহাড় থেকে একটি শক্ত পাথর নিলেন। তখন তাঁর হাতের (মুঠোর) মধ্যে সেটা বালু হয়ে গেলো।

চল্লিশ দিন যাবৎ বিভোর ছিলেন!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ আবুল জা'দ আবদুর রাহমান ইবনে আবুস্ সা'আদাত আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রিদ্বওয়ান কুরশী বসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ পূর্ববর্তীদের অবশিষ্ট (যোগ্য উত্তরসূরী) আবুল খায়র মাকারিম ইবনে খলীল ইবনে ইয়াকূব মিশরী বসরী ওয়াররাক্ব। তিনি বলেন, আমি বুযুর্গ শায়খ আবুল মা'মার ইসমাঈল ইবনে বরকাত ওয়াসেত্বী খাদেম-ই শায়খ আয্‌যায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আমাদের শায়খ হযরত আয্‌যায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমার উপর প্রারম্ভিক অবস্থায় এক 'হাল' (মুর্চ্ছনাময় অবস্থা) এসে পড়লো। তাতে আমি চল্লিশ দিন যাবৎ বিভোর ছিলাম– আমি না কিছু আহার করতাম, না পান করতাম। ওই অবস্থায় আমি দু'টি জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতাম না। অতঃপর আমি হুঁশে এলাম। এরপর আমি সতের দিন যাবৎ নিজেকেও ভুলে বসেছিলাম। তারপর আমি আমার পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। তখন আমার মন গমের গরম রুটি, ভুনা মাছ ও মিঠা পানি নতুন লাল পাত্রে রেখে খেতে চাইলো। তখন আমি নহরের তীরে ছিলাম। তখন পানির ঘূর্ণিপাকে কতগুলো কালো আকৃতি দেখতে পেলাম। যখন সেগুলো আমার নিকটে আসলো, তখন কি দেখতে পেলাম? দেখলাম তিনটি মাছ পানিতে সাঁতরাচ্ছে। যেগুলোর একটির পিঠে রুটি, অপরটির পিঠে একটি থালা দেখতে পেলাম, যাতে ভুনা মাছ ছিলো। আর তৃতীয়টির পিঠের উপর নতুন লাল বর্ণের থালা দেখতে পেলাম। আর পানির ঢেউগুলো সেগুলোকে ডানে-বামে ধাক্কা দিচ্ছিলো। এভাবে সেগুলো এগিয়ে আসছিলো। শেষ পর্যন্ত আমার নিকটেই এসে পড়লো। তখন ওইগুলোর মধ্যে প্রতিটি মাছ, যা কিছু তার উপর ছিলো, আমার সামনে রেখে দিলো। তাও এভাবে রাখলো যেমন এক মানুষ আরেক মানুষের সামনে কিছু রেখে থাকে, যা রাখতে সে ইচ্ছা করে। তারপর সেগুলো পানির ভিতরে চলে গেলো। আমি রুটি নিলাম। দেখলাম সেটা সাদা গমেরই রুটি ছিলো। জ্বলন্ত কয়লার উপর রাখা তাবার উপর ফুলে ওঠা

রুটিরই মতো। তারপর আমি রুটি ভুনা মাছ দিয়ে খেলাম এবং নতুন পাত্রে পানি পান করলাম। পানিও তেমনি মিষ্ট ছিলো যে, দুনিয়ায় আমি এর চেয়ে বেশী সুস্বাদু পানি আর কখনা পান করিনি। ওই খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আমার পেট ভরে গেলো; কিন্তু তা থেকে এক দশমাংশও কম হয়নি। অবশিষ্টটুকু আমি রেখে দিলাম এবং ওখান থেকে চলে গেলাম।

শায়খ বাত্বা-ইহের যমীনে নাফসিয়াতের তীরে বসবাস করছিলেন। ওখানেই তাঁর ইন্তিক্বাল হলো। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর ইন্তিকাল শায়খ মান্সূরের ইন্তিকালের পূর্বে হয়েছিলো। আমার তেমনি জানা ছিলো। তাঁর কবর শরীফ ওখানেই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। সেটার যিয়ারত করা হয়।

গাউসুল ওয়ারার শুভাগমনের সংবাদ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাহাসিন ইয়ূনুফ ইবনে ইয়াস বা'লাবাক্কী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ফাত্হ নস্র ইবনে রিদ্ওয়ান দারানী মুক্বরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খুশ্ শুয়ূখ আবুল হাসান আবদুল লতীফ ইবনে শায়খুশ্ শুয়ূখ আবুল বরকাত ইসমাঈল ইবনে আহমদ নিশাপুরী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি শায়খ আয্যায্ ইবনে মুস্তাউদা' বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে ৪৮৯ হিজরীতে বলতে শুনেছি–

নিশ্চয় বাগদাদে এক অনারবীয় ভদ্র যুবক প্রবেশ করেছেন। তাঁর নাম আবদুল ক্বাদির। তিনি অবিলম্বে স্তরগুলোর মধ্যে হায়বত (ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়)-এর মধ্যে বিচরণ করবেন। আর তিনি বড় বড় কারামতের মধ্যে প্রকাশ পাবেন, সম্মানজনক অবস্থার সাথে বিজয়ী হবেন, ভালবাসার উঁচু মর্যাদায় পৌছবেন, এক দীর্ঘ সময় যাবৎ সৃষ্টি-জগত ও এর মধ্যে যত কম ও বেশী গুণের অধিকারী থাকবেন, সবই তাঁর নিকট অর্পিত হবে। ক্ষমতাদানে তাঁর কদমযুগল সুদৃঢ়। তাতে তিনি অগ্রগামী। হাক্বীক্বতগুলোতে তাঁর হাত আলোকদীপ্ত। কারণ, আযাল (অনাদিকাল)-এ এরই কারণে তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন। আর আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লার সামনে, পবিত্র দরবারে তার কথা চলে। তিনি ওই মর্যাদার অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আল্লাহ্র বহু ওলীর অর্জিত হয়নি।

শায়খ মনসূর বাত্বা-ইহী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু]র

জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি হলেন ইরাকের শীর্ষ স্থানীয় মাশাইখের অন্যতম এবং বড় বিবেকবান মুহাক্কিক্, নৈকট্যধন্য ও নেতৃস্থানীয় আরিফগণের একজন। তিনি একাধারে প্রকাশ্য কারামাত, অলৌকিক কার্যাবলী, মহৎ অবস্থাদি ও উচ্চ মর্যাদাসমূহের ধারক। তিনি উঁচুস্তরের বুযুর্গ এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর মতো পাকাপোক্ত ইচ্ছাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আরো ছিলেন– ফিরিশ্তাসুলভ ইঙ্গিত, পবিত্র সুগন্ধ, রূহানী শ্বাস-প্রশ্বাস, আলোকময় বিজয়, উজ্জ্বল কাশ্ফ, অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি, সত্য গূঢ় রহস্যাবলী, আলোকদীপ্ত মা'রিফাত ও সুবাসিত হাক্বীক্বতের অধিকারী। (আল্লাহর) নৈকট্য সমৃদ্ধ মর্যাদাদিতে তাঁর স্থান ছিলো বহু উর্ধ্বে। তাঁর মজলিস পবিত্র মর্যাদাদির উঁচুতর শিখরে ছিলো। (আল্লাহ্র সাথে) মিলনের হ্রদগুলোতে তাঁর মিঠা পানির ঘাট ছিলো। নৈকট্যের সিঁড়িসমূহ থেকে তাঁর সিঁড়ি ছিলো উঁচুতর সোপানে। (কাউকে) ক্ষমতা প্রদানের চূড়ান্ত অবস্থাদিতে তাঁর কদম ছিলো সুদৃঢ়। বেলায়তের সকল বিধিবিধানে ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি ছিলেন দীর্ঘহস্ত। জ্ঞানে, গায়বের স্থানগুলোতে ও হৃদয়গুলোর মুশাহাদায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁর হাত ছিলো শুভ্র (দক্ষ)।

গর্ব ও উচ্চ মর্যাদাদি অর্জনের প্রতিযোগিতায় তিনি অগ্রগামী ছিলেন। সকল অগ্রগামিতা ও উঁচুতার মর্যাদাদিতে তিনি উঁচু আসনে আসীন, গূঢ় রহস্যাবলীর ভাণ্ডারসমূহ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। আর নূররাশির খনিগুলোতে তিনি ডুব দিতেন।

তিনি ওই বুযুর্গদের অন্যতম, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মাখ্লূক্বের দিকে প্রকাশ করেছেন, সৃষ্টিজগতে ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি দিয়েছেন, অবস্থাদিতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়েছেন, গূঢ় রহস্যাদির মালিক করে দিয়েছেন। অনেক মহান ব্যক্তিকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিক বিষয়াদিকে তাঁর জন্য অলৌকিক করে দিয়েছেন, তাঁকে অদৃশ্য বস্তুসমূহের বক্তা করে দিয়েছেন, তাঁর হাতে অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী প্রকাশ করেছেন, তাঁর মুখ দ্বারা হিকমতসমূহ জারি করেছেন, সাধারণ ও বিশেষ লোকদের নিকট তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন, তাঁর প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত ভয় দ্বারা লোকদের বক্ষ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর তাঁর ভালোবাসায় ভর্তি করে

দিয়েছেন। তাঁকে সালিকদের পেশ্ওয়া বানিয়েছেন এবং সাদিক্বদের জন্য তাঁকে দলিল বানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি এ পথের একজন স্তম্ভ স্বরূপ। তাঁদের সরদারদের সরদার। তাঁদের ইমামদের ইমাম। তিনি যেসব লোক এ রাস্তার দিকে লোকদের আহ্বান করছেন, তাঁদের প্রধান, মা'রিফাতের বিধানাবলীর আলিমগণ এবং জ্ঞানীদের রাস্তার শীর্ষ সরদারদের ঝাণ্ডা ও নিশান আর এর রাস্তাগুলোর বিজ্ঞজন।

তাঁর সমসাময়িক কালের নেতৃত্ব তাঁর হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁদের বিষয়াদির বাগডোরগুলো তাঁর যুগে তাঁকেই দেয়া হয়েছে। তিনি শায়খ-ই বুযুর্গ পেশ্ওয়া আবুল হাসান আহমদ রেফা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মামা। তাঁর সঙ্গে থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর দিকে মহান 'হালপ্রাপ্ত' ওলীগণের একটি বিরাট দল সম্পৃক্ত। উঁচু মর্যাদাদির ধারক বুযুর্গদের একটি বিরাট দল তাঁর শীষ্য হয়েছেন। আর নেক্কারদের একটি বিরাট দল তাঁর মুরীদ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর সম্মানিত মাতা গর্ভবতী থাকাবস্থায় তাঁর শায়খ হযরত আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী (রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু)'র দরবারে যেতেন। উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তাও ছিলো। শায়খ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। এটা তিনি বহুবার করেছেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, আমি ওই সন্তানের তা'যীমের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাই, যিনি তাঁর গর্ভে রয়েছেন। "কেননা, তিনি আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য এবং অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার ওলীগণের অন্যতম। তাঁর বড় শান (মর্যাদা) হবে।"

ওলামা-মাশায়েখ তাঁর সম্মানের ব্যাপারে একমত।

তাঁর মর্যাদা ও মহত্বের স্বীকৃতি প্রদান, তাঁর বাণীর দিকে ফেরার, তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য অগ্রসর হবার, তাঁর নিয়মাবলী অনুসরণের এবং তাঁর যোগ্যতা, তাক্ওয়া-পরহেযগারী ও মানবীয় গুণাবলী প্রকাশমান থাকার উপর ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করা হতো। চতুর্দিক থেকে তাঁর জন্য মান্নত করা হতো। তিনি সুন্দর ও উজ্জ্বল আকৃতির ছিলেন। পরিপূর্ণ আদাব ও শিষ্টাচার, সুন্দর গুণাবলী, সুন্দর চরিত্র এবং সর্বদা হাস্যময় ললাটের অধিকারী ও সাধনাকারী ছিলেন। এছাড়াও, সুখে দুঃখে সম্মানিত পূর্বসূরী বুযুর্গদের তরীক্বাকেই অত্যাবশ্যকভাবে অবলম্বন করতেন। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শরীয়তের আদাবের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আল্লাহ তা'আলার আহ্কাম পালনে কষ্টসাধ্য ও সহজ সময়ে মহব্বত সহকারে

চলতেন। তাঁর তরীক্বা কখনো বিফলে যায়নি। হাক্বীক্বতের জ্ঞানে তাঁর কথা ছিলো অতি মূল্যবান। এ গুলোর মধ্যে কিছুটা নিম্নরূপঃ

শায়খ মান্‌সূরের বাণীসমূহ

❒ তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার পরিচয় পেয়েছে, সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়নি। যে ব্যক্তি পরকালের পরিচয় লাভ করেছে, সে ওইদিকেই আকৃষ্ট হয়েছে। যে আল্লাহ্‌র পরিচয় পেয়েছে, সে তাঁর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের নাফ্‌সকে চিনতে পারেনি, সে অহঙ্কারের মধ্যে রয়েছে।

❒ অলসতা ও অন্তরের পাষণ্ডতার চেয়ে বেশি অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে পরীক্ষা করেন না।

❒ আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন, তাকে জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় উপকৃত করেন।

❒ বান্দার (নিছক) দুনিয়াবী মর্যাদা যতোই বাড়তে থাকে, শান্তি ততটুকু তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। বাধ্য লোকদের পাথেয় হচ্ছে ধৈর্য। আরিফ বান্দাদের মর্যাদা হলো সন্তুষ্টি। অতএব যে ব্যক্তি ধৈর্যের পর ধৈর্য ধরে যায়, সে-ই প্রকৃত অর্থে ধৈর্যশীল। যে ব্যক্তি দ্বীনকে নিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে দৌড়লো এমতাবস্থায় যে, সে সেটাকে নিজের রিযক্ব (জীবিকা)'র ক্ষেত্রে অপবাদ দিলো, সে না তার জন্য দৌড়ালো, না তার দিকে দৌড়ালো। যদি দুনিয়ায় মওজুদ কোন জিনিস দুনিয়ার মোহ ত্যাগের জন্য তোমার সাহায্য না করে, তাহলে সে তোমার বিরুদ্ধাচারণ করে, তোমার উপকার করে না।

ওলীগণের বৈশিষ্ট্যাদি

❒ তিনি ওলীগণ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ্‌র ওলীগণের তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ ১. প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা, ২. তাঁর সাহায্যের কারণে প্রত্যেক বস্তু থেকে বেপরোয়া হওয়া এবং ৩. সর্বাবস্থায় তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

❒ তিনি আরো বলেন, চূড়ান্ত ইচ্ছা হলো এ যে, মহামহিম আল্লাহ্‌র পথেই চলবে। অতঃপর তাঁকে ইঙ্গিতে পাবে।

❒ তাওয়াক্কুল হলো এ যে, কাজকর্মকে এক আল্লাহ্‌র দিকেই ফেরাবে।

❐ ইখলাসের মধ্যে প্রত্যেক মুখলিস বা নিষ্ঠাবানের ক্ষতি হলো এই যে, সে নিজের ইখলাসকে দেখবে।

❐ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ভালবাসা এ যে, হৃদয়গুলো মহামহিম আল্লাহ্র নৈকট্য দ্বারা সন্তুষ্ট থাকবে। এর দ্বারা সেগুলোর শান্তি অর্জিত হবে। তাঁর নিকট শান্তির দিকে সেগুলোর দৃষ্টি থাকবে। নিজে ছাড়া অন্য কিছু থেকে মুক্ত করে দেবে। তাঁর দিকেই চলবে- এ পর্যন্ত যে, সেগুলোকে ইঙ্গিত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার গুণাবলী দ্বারা ধোঁকায় পড়ে যাবে, আল্লাহকে ভুলে যাবার ব্যাধি তার মধ্যে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে মহান রবের সৃষ্টি কর্মের সাক্ষ্য দিলো, সে নিজের নাফ্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, আর যে ব্যক্তি স্বীয় মহামহিম রবের দিকে প্রশান্ত মনে রুজু' করলো। ওইসময় সে 'ইস্তিদরাজ' থেকে বেঁচে গেলো। 'ইস্তিদরাজ' হলো ইয়াক্বীন চলে যাওয়া। কেননা, সেটা ইয়াক্বীনের সাথেই গায়বের উপকারাদি অর্জন করবে।

❐ 'কাশ্ফ' হচ্ছে নূররাশির এমন চমক, যা হৃদয়গুলোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়- অদৃশ্য বিষয়াদিতে সমস্ত অন্তরে মা'রিফাতের ক্ষমতা সহকারে, অদৃশ্য থেকে অদৃশ্যের দিকে, এ পর্যন্ত যে, বস্তুগুলোকে এমনভাবে দেখে নেয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে শক্তভাবে স্থাপন করেন। অতঃপর লোকদের অন্তরের কথা বলেন। আর যখন হক্ব (সত্য) অন্তরসমূহে প্রকাশ পায়, তখন তাদের জন্য আশা ও ভীতির অতিরিক্ত কিছু অবশিষ্ট থাকেনা।

❐ তিনি আরো বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসে মর্যাদার কার্পেট বিছাবেন, তখন পূর্ব ও পরবর্তীদের গুনাহ তাঁর অনুগ্রহের আচঁলগুলোর মধ্যে একটি আঁচলে দাখিল হয়ে যাবে। আর যখন বদান্যতার চক্ষুসমূহ থেকে একটি চক্ষু প্রকাশ করবেন, তখন গুনাহগারকে নেক্কারদের সাথে মিলিত করবেন। আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিতির প্রথম স্তর হচ্ছে- ক্বলব আল্লাহ্র অনুগ্রহে জীবিত থাকা। অতঃপর ক্বলব আল্লাহ্র সাথে স্থায়ী হওয়া। তারপর প্রতিটি বস্তু থেকে অদৃশ্য হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে থাকা। বিতাবের মূল বক্তব্য (ইবারত) আলিমগণই বুঝেন, ইশারা হাকিমগণই (প্রজ্ঞাবানগণ) জানেন এবং সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে মাশায়েখের সরদারগণই অবগত থাকেন। আর তিনি এ পংক্তিগুলোও পড়তেন-

فلاذوا به من بعد كل نهايه - لياذ مقر بالخضوع مع الجد

অর্থ ঃ তারা এর সাথে প্রত্যেক চূড়ান্তের পর আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তারই আশ্রয়ের মতো। যে বিনয় সহকারে স্বীকার করে সেই সাফল্যমণ্ডিত হয়।

بعزرتقصير مع الواجب الذى - به عرفوه للودود من الود

অর্থ ঃ অনুনয়-বিনয় ও ভুল-ত্রুটির সাথে ওই 'ওয়াজিব' থাকা সত্ত্বে, যা দ্বারা তারা বন্ধুর বন্ধুত্ব চিনতে পেরেছে।

শায়খ মনসূর

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র

কারামতসমূহ

ইরাকী সৈন্যবাহিনী বিজয়ী হয়েছেন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাহাসিন ইয়ূসুফ ইবনে ইয়াস বা'লাবাক্কী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আলিম আবুল ফাত্‌হ নসর ইবনে রিদ্বওয়ান দারানী, দামেস্কে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খুশ্ শুয়ূখ আবুল হাসান আবদুল লতীফ ইবনে শায়খুশ্ শুয়ূখ আবুল বরকাত ইসমাঈল নিশাপুরী। তিনি বলেন, আমি আমার সম্মানিত পিতা থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, অনারবীয় সৈন্যরা একবার শায়খ মনসূর বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র জীবদ্দশায় বাগদাদ আক্রমণের ইচ্ছা করলো। যখন উভয় সৈন্যদল মুখোমুখী হলো, তখন হযরত মনসূর একটি উঁচু টিলার উপর, যা উভয় সৈন্যদলের সম্মুখে ছিলো, নিজ মুরীদদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর ডান হাত বাড়ালেন এবং বললেন, "এটা ইরাকী সৈন্যদের জন্য।" অতঃপর বাম হাত প্রসারিত করলেন এবং বললেন, "এটা অনারবীয় সৈনিকদের জন্য। অতঃপর দু'হাতে তালি মারলেন। তখন উভয় সেনাদল যুদ্ধ শুরু করলো। অতঃপর তিনি বাম হাত গুটিয়ে নিলেন এবং ওই হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে শক্তভাবে ধরলেন। তখন ইরাকের সৈন্যদের উপর অনারবীয় সৈন্যরা বিজয় লাভ করলো এবং ইরাকীরা পলায়ন করতে লাগলো। অতঃপর তিনি ডান হাত প্রসারিত করলেন এবং এর আঙ্গুলগুলোকে শক্তভাবে একত্রিত করলেন। তখন ইরাকী সৈন্যরা অনারবীয় সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে বিজয় লাভ করলো। আর অনারবীয়রা লাঞ্ছিত হয়ে পালিয়ে গেলো। সুতরাং ইরাকীরা বিজয় ও সাচ্ছন্দ্য সহকারে তাঁদের বাড়ীতে ফিরে আসলো।

বাহু সুস্থ হয়ে গিয়েছিলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সালিম ইবনে আলী দিমইয়াত্বী সূফী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ হাফ্স্ ওমর বারীদীকে শুনেছি। তিনি শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনে হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শায়খ মনসূর বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু শীর্ষস্থানীয় মাশা-ইখের অন্যতম ছিলেন। ক্ষমতা প্রয়োগকারী ছিলেন। তাঁর দো'আ কবূল হতো। তাঁর কারামত ছিলো প্রকাশ্য, বরকত ছিলো প্রচুর এবং তাঁকে দেখলে মানুষের মনে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের সৃষ্টি হতো। মহান পরওয়ারদিগারের নির্দেশক্রমে তাঁর এক দৃষ্টিতে তাই হতো, যা তিনি করতে ইচ্ছা করতেন।

তিনি বলেন, তিনি একদিন জঙ্গলে এক সিংহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন সেটা এক লোককে ধরাশায়ী করে ফেলেছিলো এবং তার বাহু ভেঙ্গে দুই টুকরো করে ফেলেছিলো। তিনি সিংহটির নিকট আসলেন এবং সেটার কপালের লোম ধরে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলি নি– আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে কারো প্রতি উদ্যত হয়ো না?" সিংহটি তখন অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো এবং লোকটিকে ছেড়ে দিলো। শায়খ সিংহটির উদ্দেশে বললেন, "আল্লাহ্র হুকুমে মরে যা।" তৎক্ষণাৎ সিংহটি মুত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। শায়খ তখন যে বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো তা নিয়ে তার দেহের যথাস্থানে স্থাপন করলেন আর বললেন,

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اُجْبُرْ عَظْمَهُ الْكَسِيْرَ

(এয়া হাইয়্যু এয়া ক্বাইয়্যু-মু এয়া যাল্জালা-লি ওয়াল ইক্রামি! উজ্বুর 'আযমাহুর কাসী-রা অর্থাৎ ঃ হে চিরজীবি, হে নিজেও অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠাকারী! হে মহত্ব ও মর্যাদার মালিক; তার ভগ্ন হাড়কে পূর্ণাঙ্গ করে দিন।)।

অতঃপর তার বাহু এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলো যেন সে কোন ব্যথাই পায়নি। সে ওই হাতেই সিংহটির চামড়া খুলে নিয়েছিলো।

মালাকূত-ই আ'লা (ঊর্ধ্বজগত)-এর কাশ্ফ

এক ব্যক্তি মিশর থেকে তাঁর দরবারে আসলো এবং তাঁকে বললো, "হে আমার সরদার! আমি মিশর থেকে হিজরত করে আপনার দরবারে এসেছি। আমি আমার সম্পদ, আমার আওলাদ, নিজের মাতৃভূমি এবং আপন বংশীয় ঐশ্বর্য সবই আপনার খেদমতে থাকার অভিপ্রায়ে পরিত্যাগ করেছি।"

তখন শায়খ লোকটির বুকে ফুঁক দিলেন। তখন তার অন্তরে আলোর এক চমক পেলো, যা দ্বারা তার মালাকুত-ই আ'লা (উর্ধ্ব জগত)-এর কাশ্‌ফ হয়ে গেলো। আর (শায়খ) বললেন, "এ (পুরস্কার) তোমার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং মাতৃভূমি পরিত্যাগের কারণে দেয়া হলো।" এর দীর্ঘ এক মাস পর তিনি তার বুকে আরেকটি ফুঁক দিলেন। তখন অবশিষ্ট সব কিছু তার থেকে মুছে গেলো এবং সৌভাগ্য যাবতীয় স্থান করে নিলো। আর বললেন, "এ (পুরস্কার) তোমাকে তোমার বংশীয় ঐশ্বর্য ও নেতৃত্ব পরিত্যাগের কারণে দেওয়া হলো।" আরেক মাস পর তার বুকে আরেকটি ফুঁক দিলেন। অমনি তার মাক্বাম (মর্যাদার স্তর) আল্লাহ্‌র সম্মুখে দেখা গেলো এবং তার সামনেই দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর বললেন, "এ (পুরস্কার) এজন্যই যে, তুমি আমার দিকে হিজরত করেছো।" অতঃপর বললেন, "হে লোক! আমি তোমাকে মহামহিম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে খুঁজে নিয়েছি। তিনি তোমাকে আমায় দিয়ে দিয়েছেন। আমাকে তোমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তোমার পুরস্কারকে আমার হাতেই ন্যস্ত করেছেন। এটা তোমার চূড়ান্ত মর্যাদার স্থান, যার নিকট তুমি দাঁড়িয়ে আছো। বর্ণনাকারী বলেন, ওই ব্যক্তি এ অবস্থায়ই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ পর্যন্ত যে, তিনি বাত্বা-ইহে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাঁকে দয়া করুন।

আযাব রহমতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুরশী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ আবূ তাহের জলীল ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আলী সরসরি। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক)কে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান তাফসুনজী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ মানসূর বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগে আসমানের দিক থেকে ইরাকের উপর মেঘের টুকরোর মতো বালা-মুসীবত নাযিল হতে দেখেছিলাম, যা পার্থিব অন্যান্য ধর্ম ও দেহবিশিষ্টদের ছাইয়ে ফেলেছিলো। তখন শায়খ মনসূর সেটা প্রতিহত করার জন্য (আল্লাহ্‌র দরবারে) অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলো এবং তাঁকে বলা হলো, "যে ভূ-খণ্ডে তুমি অবস্থান করছো, সেটার উপর দয়া করা হলো। আর তোমার খাতিরে তাদের মন্দগুলো ক্ষমা করে দেয়া হলো।" অতঃপর

শায়খ গাছের একটি ডাল নিলেন এবং তা দ্বারা আসমান ও বালা-মুসীবতের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর সেখান থেকে সরে দাঁড়ালেন আর বললেন, "হে আল্লাহ্! এটাকে আমাদের উপর রহমত বানিয়ে দাও।" তৎক্ষণাৎ সেটা মেঘে পরিণত হয়ে গেলো এবং বৃষ্টি বর্ষণ করলো। লোকেরা তা দ্বারা অতিমাত্রায় উপকৃত হলো।

মুহাব্বত কি?

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ যায়দ আবদুর রহমান ইবনে সালিম ইবনে আহমদ কুরশী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবুল ফাত্হ ওয়াসেত্বীকে আলেক্সান্দ্রিয়ায় শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমার নিকট শায়খ-ই বুযুর্গ আবুল হাসান আলী, সাইয়্যেদী শায়খ আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর ভাগিনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার মামা শায়খ আহমদকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমার মামা শায়খ মানসূর বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো- মুহব্বত কী? তখন তিনি বলেন আর আমি শুনছিলাম, "প্রেমিক আপন ভালবাসার নেশায় মত্ত হয়, আপন শরাবের নেশায় হতভম্ব থাকে। সে তার সুরামত্ততা থেকে হতভম্বতার দিকেই বের হয় এবং হতবুদ্ধিতা থেকে সুরামত্তার দিকেই যায়।" অতঃপর এই কবিতা পড়লেন-

الحب سكر خماره التلف يحسن فيه الذبول والدنف

মহব্বত হলো একটি নেশা, যার শেষ অবস্থা হলো ধ্বংস। তবে এটা দ্বারা শীর্ণতা ও রোগ সুস্থ হয়ে যায়।

والحب كالموت يفنى كل ذى شغف ومن تطعمه أودى به التلف

মুহব্বত মৃত্যুর মতো, যা প্রত্যেক আশিক্কে বিলীন করে দেয়। যে ব্যক্তি সেটাকে আস্বাদন করে সেটা তাকে জীর্ণ-শীর্ণ ও ধ্বংস করে দেয়।

فى الحب مات الأولى صفوا محبتهم لو لم يحبوا لما ماتوا وما تلفوا

পূর্ববর্তী লোকেরা, যাদের মুহব্বত ছিলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তারা মুহাব্বতের মধ্যে মরে গেছে। যদি না তারা মুহব্বত করতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা না মারা যেতো, না ধ্বংস হতো।

মুহাব্বতের উদাহরণ

অতঃপর তিনি একটি বৃক্ষের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন, যা সেখানে সবুজ ও তরুতাজা ছিলো। তিনি সেটার নিকট শ্বাস নিলেন। অমনি সেটা শুষ্ক হয়ে গেলো এবং সেটার পাতা ঝরে পড়লো। অতঃপর তিনি বললেন, মুহাব্বতের দৃষ্টান্ত এক ভয়ানক আওয়াজের মতো, যাতে আগুন থাকে, অথবা বাতাস, যা ধ্বংসাত্মক; যদি বৃক্ষগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যায়, তাহলে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আর যদি সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে যায়, তাহলে তা উত্তাল হয়ে যায়। যদি পাহাড়ের উপর দিয়ে তীব্রবেগে বয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই তা ঢলে পড়ে। আর যদি অন্তরের উপত্যকায় নেমে আসে, তাহলে সেখানকার কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। অতঃপর সেখানকার লোকজন থেকে আর কোন সংবাদ শোনা যায় না। অতঃপর তিনি এ কবিতা পড়লেন–

ان البلاد وما فيها من الشجر لو بالهوى عطشت لم تروبالمطر

নিশ্চয়ই শহর এবং তার যে বৃক্ষ রয়েছে, যদি সেগুলো মুহাব্বতের কারণে পিপাসার্ত হয়ে যায়, তাহলে সেগুলো বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃপ্ত হবে না।

لو ذاقت الأرض حب الله لاشتغلت اشجارها بالهوى عن الثمر

যদি যমীন খোদার মুহাব্বতের স্বাদ আস্বাদন করে নিতো, তবে সেটার বৃক্ষগুলো ইশকের কারণে ফল শূন্য হয়ে যেতো;

وعاد اغصانها جردا بلاورق من حر نار الهوى يرمين بالشرر

এর শাখাগুলো পাতাশূন্য হয়ে যেতো– ইশকের আগুনের তাপ দ্বারা ; এমতাবস্থায় সেগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াতো।

ليس الحديد ولا صم الجبال اذا اقوى على الحب والبلوى من البشر

এ সময় মানবীয় মুহাব্বত ও বালা-মুসীবত থেকে বেশী শক্তিশালী না লোহা হয়, না পাথরময় পাহাড়।

অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন, অমুকের কাছে যাও। তিনি জঙ্গলের একজন মহা মর্যাদাবান বুযুর্গের নাম নিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে মুহাব্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তিনি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে বলবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর নিকট এলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। অতঃপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি এমনভাবে গলে গেলেন যেভাবে আগুনের উপর দস্তা বিন্দু বিন্দু হয়ে গলে যায়, আর

আমরা তাঁকে দেখছিলাম, এমনকি তিনি বহমান পানির মতো হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর কাছে মাশা-ইখ আসলেন এবং তাঁকে রুইতে জড়িয়ে দিয়ে দাওয়ার্দানের কবরস্থানে, যা ওয়াসিত্বে রয়েছে, নিয়ে গিয়ে দাফন করে দিলেন। (আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)।

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাত্বা-ইহের যমীনে নহরে দাফলার তীরে থাকতেন এবং এটাকেই বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি ওখানেই তিনি ইন্তিক্বাল করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। সেখানেই তাঁর কবর রয়েছে। লোকেরা প্রকাশ্যে সেটার যিয়ারত করে থাকেন।

খেজুর, খোদার তাসবীহ্ জপেছিলো

যখন তাঁর ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আপনার সন্তানের জন্য কিছু নসীহত করুন।" তিনি বললেন, "না বরং আমি নসীহত করবো আমার ভাগিনা শায়খ আহমদকে।" অতঃপর তাঁর বিবি যখন বারবার বললেন, তখন তিনি আপন সন্তান ও ভাগিনা উভয়কে বললেন, "আমার নিকট খেজুরের চারা নিয়ে এসো।" তখন তাঁর ছেলে অনেক চারা তাঁর জন্য নিয়ে এলেন; কিন্তু তাঁর ভাগিনা কিছুই আনলেন না। তিনি তাকে বললেন, "হে আহমদ! তুমি কেন কিছুই আনলেনা?" তখন তিনি (শায়খ আহমদ) জবাব দিলেন, "আমি প্রত্যেক বৃক্ষকে আল্লাহর যিক্র করতে শুনেছি। এজন্য আমার দ্বারা ওইসব যিক্ররত বৃক্ষ কাটা সম্ভব হয়নি।" অতঃপর শায়খ তাঁর বিবিকে বললেন, "আমি অনেকবার আমার সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছি, যেন সে উপযুক্ত হয়অ" কিন্তু আমাকে বলা হলো, "তোমার সন্তান নয়, বরং তোমার ভাগিনাই (খিলাফতের উপযোগী)।"

গাউসুল ওয়ারার মর্যাদার স্তর

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবুল ফাদ্বল আহমদ ইবনে ইয়ূসূফ ইবনে মুহাম্মদ আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার চাচা শায়খ আবুল গানাইম রিযক্বুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ মানসূর আবদুস্ সালাম থেকে ইবনে ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহ্হাবকে শুনেছি। তিনি বাগদাদে বলছিলেন, আমি আমার চাচা আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম এবং

শায়খ আবূ তালিব আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুস্ সামী' হাশেমী ওয়াসেত্বীকে শুনেছি। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা শায়খ মানসূর বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুর সাথীদের একটি জমা'আত থেকে শুনেছি। তাঁরা বলছিলেন–

আমাদের শায়খ মানসূর বাত্বা-ইহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কথা উল্লেখ করা হলো। ওই সময় তিনি যুবক ছিলেন। তখন শায়খ বাত্বা-ইহী বললেন, অতিসত্বর এমন একটি সময় আসবে, যখন লোকেরা তাঁর মুখাপেক্ষী হবে এবং আরিফ বান্দাদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচু হবে। আর তিনি এমন অবস্থায় ইন্তিক্বাল করবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নিকট পৃথিবীবাসীদের মধ্যে তখন তিনিই সর্বাধিক প্রিয় হবেন। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ওই সময় পাবে, সে যেন তাঁর সম্মান সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেয় এবং তাঁর নির্দেশকে শ্রদ্ধা করে। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন।

শায়খ তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফা

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

শায়খ তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর যুগে ইরাকের প্রসিদ্ধ মাশাইখের অন্যতম ছিলেন এবং স্বীয় যুগের এক মহান আরিফ ছিলেন। তিনি কারামত, অলৌকিক অবস্থাদি এবং সত্য ও পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী ছিলেন। নৈকট্য ও অলৌকিক ক্ষমতায় তাঁর কদম ছিলো সুদৃঢ়। হিকমত ও বিনয়ে ছিলেন তিনি শুভ্রহস্ত। কার্যকর ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁর হাত ছিলো দীর্ঘ।

তাঁর যুগে এ বিষয়ের নেতৃত্বে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত। ইরাকের শীর্ষস্থানীয় মাশা-ইখের একটি বড় দল তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– শায়খ আলী ইবনে হায়তী, শায়খ বাক্কা ইবনে বত্তু, শায়খ আবদুর রহমান তাফসুনজী, শায়খ মত্বর বাদরাঈ, শায়খ মাজেদ কুরদী এবং শায়খ আহমদ বক্কলী ইয়ামানী প্রমুখ। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

অনেক লোক, যাঁদের কদম এ বিষয়ে সুদৃঢ়, তাঁর মুরীদ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর শীষ্য অগণিত। তাঁর চল্লিশজন খাদিম এমনই ছিলেন যে, তাঁরা সবাই 'হাল' (আধ্যাত্মিক মুর্চ্ছনাপূর্ণ অবস্থা)-এর অধিকারী ছিলেন।

ইরাকের মাশাইখ বলেন যে, তাঁর মুরীদদের মধ্যে তাঁদের জানা মতে, সতেরজন 'সুলতান' ছিলেন।

আর বাত্বাইহের শায়খগণ বলেন, "আমরা ওই ব্যক্তির উপর আশ্চর্যবোধ করছি, যে শায়খ আবুল ওয়াফার উল্লেখ করে, অতঃপর তার নিজ চেহারায় হাত ফেরায়না, খোদার নাম নেয় না এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ পড়েনা। তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ের কারণে তার চেহারা কিভাবে ঝুঁকে পড়ে না?

শায়খ আবুল ওয়াফার পরিচয়

তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর নাম ইরাকে, আমার জানা মতে, 'তাংুল আরিফীন' (আরিফ বান্দাদের মুকুট) রাখা হয়েছে। আর তিনি হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি বলেছেন, কোন

শায়খ কখনো শায়খ হতে পারেন না, যতক্ষণ না তিনি 'কাফ' থেকে 'ক্বাফ' পর্যন্ত চিনেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কাফ' কি এবং 'ক্বাফ' কি? তিনি বলেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উভয় জাহানে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে, শুরু থেকে যা 'কুন' কলেমা দ্বারা হয়েছে, ওই স্থান পর্যন্ত, যাতে বলা হবে–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ

(তাদেরকে থামাও। নিশ্চয়ই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা সা-ফ্ফাহ্ ঃ আয়াত-২৪)।

তিনি তাঁদেরই অন্যতম, যাঁদের কৃতবিয়াতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাঁর কারামত এবং গুণাবলীর উপর একটি কিতাব সংকলন করা হয়েছে। হাক্বীক্বত জ্ঞানীদের মতে, তাঁর কালাম (বাণী) ছিলো খুবই উঁচু মানের। সেগুলোর মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

শায়খ আবুল ওয়াফার বাণীসমূহ

❒ শায়খ আবুল ওয়াফা বলেছেন– যে ব্যক্তিকে দৃষ্টির প্রভাব পেরেশান করে দেয় এবং সংবাদ শ্রবণ অস্থির করে দেয়, তিনি 'শওক্ব' (প্রবল আগ্রহ)-এর জঙ্গলেই চলাফেরা করেন। তিনি দুনিয়ার প্রান্তগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন না। আর নিজের পেরেশানীতে এটাই বলেন যে, 'এমন মিলনের দিকে, যা দ্বারা আমি জীবিত থাকবো, কিভাবে রাস্তা পাওয়া যাবে?'

❒ তিনি আরো বলেন– 'যিক্‌র' হচ্ছে যা আপন অস্তিত্ব সহকারে তোমাকে তোমার থেকে গায়ব করে দেয় এবং তোমার থেকে নিজের উপস্থিতির কারণে (বিচারবুদ্ধি) নিয়ে নেয়। 'যিক্‌র' হাক্বীক্বত এবং উপস্থিতি ও অভ্যাসসমূহ কম হবার নাম।

❒ তিনি আরো বলেন, শরীরগুলো হলো কলম, রুহগুলো হলো ফলক, নাফ্‌সসমূহ হলো পেয়ালা, 'ওয়াজ্‌দ' হলো একটি অঙ্গার, যা জ্বলে ওঠে। অতঃপর দৃষ্টি, যা ছিনিয়ে নেয়, আর 'ক্ষমতা' হচ্ছে– বান্দা ফানা হওয়ার সময় তার অন্তর কথা বলে উপস্থিতের ন্যায় এবং মাশহুদের প্রাধান্যের কারণে মোশাহাদার সমুদ্রে অন্তর ডুবে যায়।

❒ তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় লেনদেনগুলোতে আল্লাহ তা'আলার জন্য নিষ্ঠা অবলম্বন করে, সে মিথ্যা আহ্বান থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

❒ যে ব্যক্তি নিজের সময়ের নির্দেশকে নষ্ট করে সে জাহিল (মূর্খ)। যে তাতে অক্ষম

থাকে, সে গাফিল (উদাসীন)। আর যে সেটার প্রতি গুরুত্ব দেয়, সে অপরাগ। 'তাসলীম' (অর্পণ করা) হলো নফ্সকে বিধিনিষেধের ময়দানে ছেড়ে দেয়া এবং তার উপর যেই দয়া হয় এবং যা আগামীতে খেয়াল-খুশী থেকে সৃষ্টি হয়, তা পরিত্যাগ করা।

শায়খ আবুল ওয়াফার কারামাতসমূহ

হাভিয়া দোযখ প্রত্যক্ষ করা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মুযাফ্ফর ইব্রাহীম ইবনে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নস্র ইবনে নাসের বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার নানা শায়খ-ই সালিহ আবূ আমর ওসমান ইবনে নস্র তাফসুন্জী। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ পেশ্ওয়া আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান তাফ্সুনজী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শুনেছি, তাফ্সুনজে। তিনি বলছিলেন, আমি রাগান্বিত অবস্থায় বলেছি, "আমি যতদিন জীবিত থাকবো ক্বালমিনিয়ায় যাবো না। আর সেখানে যিনি আছেন, তাঁর আমার দরকার নেই।" আমি এটা দ্বারা শায়খ তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথা বুঝিয়েছিলাম।

অতঃপর আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। আর শায়খের দরবারে এসেছি। যখন তিনি আমাকে দেখলেন তখন বললেন, "হে আবদুর রহমান! তুমি কি এমন এমন বলেছিলে।" আমি বললাম, "জ্বী হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "এখন দিনের কোন্ সময়?" আমি বললাম, "যোহরের সময়।" অতঃপর তিনি মধ্যমা আঙ্গুলকে শাহাদাত আঙ্গুলের উপর রাখলেন আর বললেন, "দেখো! এখন কোন্ সময়?" তখন আমি কী দেখলাম! দেখলাম ঘোর-অন্ধকার রাত। আমি বললাম, "হে আমার সরদার! আমি তো এখন রাত দেখতে পাচ্ছি।" অতঃপর তিনি নিজের আঙ্গুল থেকে তাঁর আংটিটি বের করলেন এবং তাঁর জায়নামাযের এক পাশ উঠালেন এবং হাত থেকে তা ছেড়ে দিলেন। আর আমাকে বললেন, "আমার নিকটে এসো এবং দেখো আংটিটি কোথায় গেছে!" আমি দেখলাম এটা 'হাভিয়া' বা আগুনের মধ্যে, যা যমীনের গর্তে রয়েছে। সেটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অতঃপর বললেন, "হে আবদুর রহমান! পরাক্রমশালী আল্লাহ্রই শপথ! যদি বাবার স্নেহ পুত্রের উপর না হতো, তাহলে তুমি এই আংটির স্থানেই থাকতে।"

প্রত্যেক অঙ্গ তাসবীহ্ পড়েছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাতহ্ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী হুযালী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্রিস ইয়াকূবী, সেখানেই। তিনি বলেন, আমি শুনেছি আমার সরদার শায়খ আলী ইবনে হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে। তিনি বলছিলেন, আমাদের শায়খ তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগে দশজন ওলীর উপর গায়বের 'মানযিলসমূহ' নেমে এসেছে। ওইগুলোর গূঢ় রহস্যাবলীতে আমিও ছিলাম। আর একটি কথা তাঁদের সবার নিকটে কঠিন ঠেকেছিলো। তখন সবাই একত্রিত হয়ে তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফার খিদমতে আসলেন যেন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেন এবং শুনতে পেলেন তাঁর শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ, তাহলীল ও তাক্বদীস (আল্লাহ্র পবিত্রতা ও প্রশংসা বাক্য) জপনা করছে। সুতরাং তাঁরা তাঁর জাগ্রত হবার অপেক্ষায় বসে রইলেন। অতঃপর তাঁর অঙ্গগুলো তাদের উদ্দেশে বলতে লাগলো এবং তাঁদের 'মানাযিল' বা উঁচু স্তরগুলো অনুসারে সম্বোধন করলেন। সুতরাং যেসব বিষয় তাদের নিকট জটিল হয়েছিল ওইগুলো তাঁদের নিকট 'কাশ্ফ' (স্পষ্ট) হয়ে গেলো এবং তিনি জাগ্রত হবার পূর্বেই সবাই চলে গেলেন।

মহত্বপূর্ণ ভেসাল

তিনি বরজস গোত্রের লোক ছিলেন। বরজস একটি কুর্দী গোত্র। তিনি বলতেন, "আমি সন্ধ্যায় অনারবীয় আর সকালে আরবী।" তিনি ক্বালমিনিয়ার বাসিন্দা ছিলেন; যা ইরাকের গ্রামগুলো থেকে একটি গ্রাম। সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এমনকি সেখানে ৫০০ হিজরীর পর ইনতিক্বাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৮০ বছর অতিক্রম করেছিলো।

ওফাতের পূর্বে তিনি একটি বৃক্ষের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তাঁর হুজরার নিকটেই ছিলো। তখন সেটার উপর তিনি হাত রাখলেন এবং বললেন, (بزس ودزس) (এর শাব্দিক অর্থ ফার্সিতে দাঁড়ায়- বিলাদে সাখ্তী ওয়া খিরমান)। আমরা এর মর্মার্থ বুঝলাম না। যখন তাঁর ইনতিক্বাল হলো তখন বৃক্ষটি কাটা হলো এবং সেটা দ্বারা তাঁর তাবূত (কবরের বাক্স) তৈরী করা হলো এবং তাঁর কবরের দরজার উপর চৌকাঠ তৈরী করা হলো। তখনই এর মর্মার্থ বুঝা গেলো। (অর্থাৎ তাঁর কথাটার অর্থ ছিলো-

এদেশ কঠিন ও বাহ্যিক চাকচিক্যময় মাত্র। এটা ছেড়ে চলে যেতে হবে।)

'আবুল ওয়াফা' নামকরণের কারণ

আমাকে এ ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবূ ইসহাক্ব ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আহমদ ইবনে আলী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওয়াদ্বাহ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্‌রীস। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আলী ইবনে হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু। অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন। আমার নিকট যতটুকু খবর পৌঁছেছে, তাঁর নাম হলো 'কাকীস'। আর তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) 'আবুল ওয়াফা' সাব্যস্থ করেছেন তাঁর দাদা ও পীর শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্বাকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু। কেননা, তিনি তাঁর ওয়াদা পালন করেছিলেন এবং এর ঘটনাও প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

তাঁর চর্চা এমনভাবেই থাকবে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সালিম ইবনে আলী দিম্‌ইয়াত্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ : আবুল হাসান বাগদাদী, ওরফে মোজা বিক্রেতা আর আবুল হাসান আলী নাবনাঈ (রুটি বিক্রেতা)। হযরত মোজা বিক্রেতা বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ হযরত আবুস্ সা'উদ হারীমী আত্তার এবং হযরত নানবাঈ বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমরান কীমাতী ও রায্‌যার। (তাঁরা বলেন) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ রজব ইবনে মানসূর দারী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ: আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়া'ক্বী এবং আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নাহ্‌হাল মুক্বরী। ইবনে ইদ্‌রীস বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ হযরত আলী ইবনুল হাইতী। ইবনুন্ নাহ্‌হাল বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মাজেদ কুর্দী। তাঁরা সবাই বলেছেন, তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু একদিন চেয়ারে বসে ওয়া'য করছিলেন। তখন শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী তাঁর মজলিসে আসলেন। ওই সময় তিনি যুবক ছিলেন। তিনি বাগদাদে ওই প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। তখন তাজুল আরিফীন নিজের বক্তব্য বন্ধ করে দিলেন এবং শায়খ আবদুল ক্বাদিরকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুতরাং তাঁকে বের করে দেয়া হলো। আর তাজুল আরিফীন আবার তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। শায়খ আবদুল ক্বাদির মজলিসে আবার প্রবেশ করলেন। অতঃপর তাজুল আরিফীন বক্তব্য বন্ধ করলেন এবং তাঁকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে আবার বের করে দেয়া হলো। অতঃপর তাজুল আরিফীন আবার বক্তব্য আরম্ভ করলেন। অতঃপর শায়খ আবদুল ক্বাদির তৃতীয়বার প্রবেশ করলেন। তখন তাজুল আরিফীন চেয়ার থেকে উঠে এসে তার সাথে আলিঙ্গন করলেন, তাঁর দু'চোখের মধ্যভাগে চুমু খেলেন এবং বললেন, "হে বাগদাদবাসীরা! আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। আমি তাঁকে বের করে দেয়ার জন্য নির্দেশ তাঁকে অপমান করার জন্য মোটেই দিইনি, বরং এজন্য (নির্দেশ) দিয়েছি যেন তোমরা তাঁকে চিন্‌তে পারো। আমার মা'বূদের ইজ্জতের শপথ! তাঁর মাথার উপর রয়েছে সানাজিক্ব (মহা মর্যাদার তাজ), যাঁর যুলফিগুলো প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।"

অতঃপর তাঁর উদ্দেশে বললেন, "হে আবদুল ক্বাদির! এখন সময় আমাদের। অতিসত্বর তোমার যুগ আসবে এবং তাঁরা ইরাক তোমাকে প্রদান করেছেন।"

হে আবদুল ক্বাদির! প্রত্যেক মোরগই ডাকে এবং চুপ হয়ে যায়; কিন্তু তোমার মোরগ ক্বিয়ামত পর্যন্ত ডাকতে থাকবে। তিনি তাঁকে নিজের জায়নামায, জামা, তাসবীহ, পেয়ালা এবং লাঠি দিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে বলা হলো, "এর উপর অঙ্গীকার নিয়ে নাও।" তখন বললেন, "তাঁর কপালের উপর আরিফ বান্দাদের নিদর্শন আছে।" যখন মজলিস খতম হলো এবং তাজুল আরিফীন চেয়ার থেকে নামলেন, তখন সর্বশেষ সিঁড়িতে বসে পড়লেন আর শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানীর হাত ধরলেন এবং তাঁকে বললেন, "হে আব্দুল ক্বাদির! তোমার জন্য একটি সময় আসছে। যখন ওই সময় আসবে, তখন এ বৃদ্ধকেও স্মরণ করবে।" আর তিনি এ বলে নিজের চোখগুলো ধরলেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

তাসবীহ্‌র দানাতে চক্কর

শায়খ ওমর বায্‌যার বলেন, তাজুল আরিফীনের ওই তসবীহ, যা শায়খ আবদুল ক্বাদিরকে দিয়েছিলেন, সেটাকে যখন শায়খ মুহিউদ্দীন যমীনের উপর রেখেছিলেন, তখন সেটার প্রতিটি দানা মাটির উপর চক্কর কাটতে (প্রদক্ষিণ করতে লাগলো)। আর যখন শায়খ ইনতিক্বাল করলেন, তখন ওই তাস্‌বীহ তাঁর পায়জামার কোমরবন্দে পাওয়া গেছে। এরপর শায়খ আলী ইবনুল হায়তী সেটা নিয়ে নিলেন। এরপর শায়খ

আলী ইবনে শায়খ মুহাম্মদ ফায়েদ সেটা নিয়েছেন।

পেয়ালা ধরলে হাত কাঁপতো

আর যে পেয়ালা শায়খকে দিয়েছিলেন, ওই পেয়ালা যে ব্যক্তি হাতে ধরতো, তার হাত কাঁপতে থাকতো।

আপনার মর্যাদা বহু উঁচু!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল মুহসিন ইবনে আবদুল মজীদ ইবনে আবদুল খালেক্ব হুসাইনী ইরবিলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবুল ফালাহ্ মুনজিহ্ ইবনে শায়খ-ই জলীল আবুল খায়ের করম ইবনে শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবূ মুহাম্মদ মুযাফ্ফর বাদরাঈ। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমার সম্মানিত পিতা। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু)কে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন আমাদের শায়খ তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্হুর খিদমতে তাঁর হুজরায়, যা ক্বালমিনিয়ায় ছিলো, উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুযাফ্ফর, দরজা বন্ধ করে দাও। আর যখন একজন অনারবীয় যুবক আমার নিকট আসতে চাইবে, তখন তাকে নিষেধ করে দেবে।" অতঃপর আমি দাঁড়ালাম। ইত্যবসরে শায়খ আবদুল ক্বাদির আসলেন। ওইসময় তিনি যুবক ছিলেন। একদিন তিনি ভেতরে যাবার অনুমতি চাইলেন। অতঃপর আমি শায়খ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেননি। আমি তাঁকে ঘরের এক কোণে অস্থির লোকের মতো পায়চারি করতে দেখেছি। অতঃপর তাঁকে অনুমতি দিলেন। তাঁকে দেখতেই তিনি কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন এবং অনেক্ষণ যাবৎ তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "হে আবদুল ক্বাদির! আমায় তাঁরই ইজ্জতের শপথ, যিনি ইজ্জতের মালিক। আপনাকে প্রথমবার ভিতরে আসতে বাধা দেয়া আপনার মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য ছিলো না; বরং ভয়ের কারণে (তা করেছি)। কিন্তু যখন আমি জানতে পালাম যে, আপনি আমার থেকে নেবেন এবং আমাকে দেবেন, তখন আমি নির্ভয় হয়ে গেলাম। (আল্লাহ তাঁদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকেও তাঁদের বরকতে তাঁর কৃপা দ্বারা উপকৃত করুন।)

শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

এ শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বাগদাদের শীর্ষ মাশা-ইখের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনি দুনিয়ার মোহ ত্যাগীদের প্রধান, তাঁদের আরিফগণের নিশান। অলৌকিক কাশ্ফের ধারক ও উত্তম অবস্থাদি, প্রকাশ্য কারামতসমূহ ও আলোকিত বংশ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সর্বসাধারণের নিকট তাঁর পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। উন্নত মর্যাদাদিতে তাঁর চালচলন ছিলো উঁচু পর্যায়ের। আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যে তাঁর দৃঢ় মর্তবা ছিলো। হাক্বীক্বতসমূহের জ্ঞানে পরিপক্ক জ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অনন্য আলিম ছিলেন। বাগদাদে মুরীদদের শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন শীর্ষে। গোপন অবস্থাদির কাশ্ফের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থানের বিষয়ে সবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর যুগে বাগদাদের শীর্ষ মাশাইখ ও সুফীগণ তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি ওইসব মহান ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন, যাঁদের সাহচর্যে ছিলেন ওলীকুল শিরমণি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানী। তিনি শায়খের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কারামতসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যখন বাগদাদে আসতেন, তখন তাঁর কাছেই অবস্থান করতেন। তাঁর মহামর্যাদার কথা বলতেন। বাগদাদের মাশাইখ তাঁর নির্দেশকে সম্মান করতেন। তাঁর সম্মুখে আসলে তাঁকে আদব করতেন। নীরবতা সহকারে তাঁর বাণী শুনতেন। পরস্পরের মতবিরোধের সময় তাঁকে বিচারক বানাতেন।

শায়খ নজীবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলতেন, "যদি আবুল ক্বাসেম ক্বোশায়রী শায়খ হাম্মাদ দাব্বাসকে দেখতেন, তবে তাঁর কিতাবে তাঁকে অনেক মাশাইখের পূর্বে স্থান দিতেন।"

ইমাম পেশ্ওয়া আবূ ইয়া'ক্বূব ইয়ূসুফ ইবনে আইয়ূব হামদানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, শায়খ হাম্মাদ দাব্বাসের গবেষণায় এমন তথ্য রয়েছে, যেগুলোর কারণে তিনি পূর্ববর্তী বহু দক্ষ বুযুর্গদের থেকে এগিয়ে গেছেন। তিনি নিজের নাফ্সের উপর অতি কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন।

বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন শায়খ মা'রূফ (করখী) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর

কবরস্তানের যিয়ারতের জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে তিনি এক ক্রীতদাসীর আওয়াজ শুনলেন, যে তাঁর মুনিবের ঘরে গান করছিলো। তখন তিনি নিজ ঘরে ফিরে আসলেন। ঘরের সদস্যদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, "আজ আমার থেকে কোন্ গুনাহ্ সম্পাদিত হয়েছে যে, আমি সেটার শাস্তি ভোগ করছি।" তারা কিছুই উল্লেখ করলো না এটা ছাড়া যে, তারা বলেছিলো, আমরা গতকাল এমন একটি থালা ক্রয় করেছিলাম, যাতে ফটো খচিত ছিলো।" তিনি বললেন, "এ কারণে আমার উপর শাস্তি হয়েছে।" তিনি ওই থালাটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেটার ফটো মুছে ফেললেন।

তাঁর বাণী ছিলো খুবই উঁচু স্তরের। ওইগুলোর মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ ঃ

শায়খ হাম্মাদের বাণীসমূহ

❐ শায়খ হাম্মাদ বলেন, হৃদয় তিন প্রকার ঃ একটি হৃদয় দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করে। আরেকটি পরকালে প্রদক্ষিণ করে। অপরটি আল্লাহ্ তা'আলাকে পাবার জন্য প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং যে হৃদয় দুনিয়া নিয়ে প্রদক্ষিণ করে, সেটা 'যান্দীক্ব' হলো। তুমি হৃদয়কে সুনিশ্চিতভাবে পবিত্র কারো যেন তাতে তাক্বদীরসমূহ জারী হয়।

❐ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী রাস্তা হচ্ছে তাঁর মুহাব্বত। তাঁর মুহাব্বত নিখাদ হয় না, যতক্ষণ না প্রেমিক আত্মা সহকারে, নাফ্স ব্যতিরেকে, থেকে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত নাফ্স থাকে ততক্ষণ যাবৎ আল্লাহ্ তা'আলায় ভালবাসা কায়েম রাখা জরুরী। বস্তুতঃ নাফ্স হারিয়ে যাওয়ার সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার সত্যিকার ভালোবাসা এসে থাকে।

❐ তিনি এটাও বলেছেন– অনাদিকালীন মুহাব্বত তাক্বদীর দ্বারা চেনা যায় আর সৃষ্টি ও নির্দেশ থেকে আযালী বা অনাদি কালীন ইশ্ক্ব নিষ্ঠাপূর্ণ ও খাঁটি হয়। নির্দেশ থেকে যে পরিমাণ তোমার নিকট রয়েছে, সে অনুসারে তুমি রক্ষা পাবে। আর তাক্বদীর থেকে যে পরিমাণ তোমার নিকট রয়েছে, সে অনুসারে তুমি পরিচিত হবে। যা এখানে তোমার অস্তিত্বে পাওয়া যায়, তা চিন্‌লে তুমি সত্যিকার অর্থে একত্ববাদী (আল্লাহ্র তাওহীদে বিশ্বাসী) হবে। তাঁর ব্যবস্থাপনায় তোমার ইচ্ছার কারণে তুমি 'ফানী' (বিলীন) হয়ে যাবে। যদি তিনি তোমাকে আহ্বান করেন, তাহলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দাও! যদি তোমার সাথে ওয়াদা করেন, তাহলে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করো। যদি

তোমার বরখেলাপ নির্দ্ধারণ (অদৃষ্ট নির্ণয়)ও করেন, তাহলে তা মেনে নাও। যদি তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে পছন্দ করেছি', তাহলে তাঁকে বলে দাও, "আমি সমর্পণ করে দিয়েছি।" যদি তোমাকে বলেন, আমি তোমাকে চাই, তাহলে বলো, "আপনি ঠিক বলেছেন।" যদি তোমাকে বলেন, "আমার ইবাদত করো", তাহলে বলো, "আমাকে তওফীক্ব (সামর্থ্য) দিন।" যদি তোমাকে বলেন, "আমাকে এক বলে জানো," তাহলে তুমি বলো, "আমাকে টেনে নিন!"

❐ যখন মা'রিফাত এসে যায়, তখন সেটা রব্বানী কর্ম হয়ে যায়, সৃষ্টি চলে যেতে থাকে। তাঁর আয়ত্বের মধ্যে তুমি এমন অন্তরওয়ালা হয়ে যাবে যে, তোমার কাছে মহামহিম আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছু থাকে না। যা কিছু তাঁর সাথে থাকে, তা তাঁর জন্য হয়, তোমার সাথে যা থাকে তা তোমার জন্য থাকে। অতঃপর ঈমানের সাথে থাকলে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার থেকে পৃথক হয়ে যায়। কেননা, এতে তাঁর সত্যায়ন রয়েছে। জ্ঞানের সাথে থাকলে অন্যান্য প্রকার থেকে পৃথক হয়ে যায়। কেননা, এতে তাঁর পরিচিতি (মা'রিফাত) রয়েছে। মা'রিফাত সাথে থাকলে সব কিছু থেকে পৃথক হয়ে যাবে; তুমি যেখানেই থাকো না কেন। কেননা, তিনি তোমার সাথে তোমার মা'রিফাত ও তাক্বদীর মোতাবেক থাকেন।

শায়খ হাম্মাদের কারামতসমূহ

শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছড়িয়ে পড়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর আবহারী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ, বিজ্ঞ আলিম শিহাবুদ্দীন আবূ হাফ্‌স ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা শায়খ নজীবুদ্দীন ইবনে আবদুল ক্বাদির সোহ্‌রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস বাগদাদের ওই মাশা-ইখের মধ্যে বড় ছিলেন, যাঁদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি।

তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর বরকতের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে (মা'রিফাতে) প্রশস্ততা দান করেছেন। তাঁর দুধ/শীরায় না কোন ভিমরুল আসতো, না কোন মাছি বসতো। (খলিফা) মুস্‌তারশিদ-এর এক গোলাম তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসতো। তাঁকে বললেন, "আমি তোমার তাক্বদীরে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের বড় বড় স্তরে তোমার

অংশ দেখতে পাচ্ছি। তুমি দুনিয়া পরিত্যাগ করো, আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করো।" সে তাঁর নির্দেশ মানলোনা। সে খলিফার বিশ্বস্ত ছিলো। অতঃপর আরেক দিন সে তাঁর (শায়খ) দরবারে আসলো। ঘটনাচক্রে তখন আমিও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাকে পূর্বোক্ত কথাটি বললেন। কিন্তু সে শায়খের কথা শুনলো না। তখন তিনি তাকে বললেন, "তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন যেভাবেই হোক তোমাকে তাঁর (আল্লাহ্) দিকে ফিরিয়ে আনি। আমি কুষ্ঠরোগকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তোমাকে ঢেকে ফেলে।"

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্‌রই শপথ! তখনো তিনি তাঁর কথা শেষ করেন নি, এদিকে ওই গোলামের পুরো শরীরে কুষ্ঠরোগ ছেয়ে গেলো। উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেলো। সে সেখান থেকে উঠে খলিফার নিকট চলে গেলো। খলিফা তার জন্য সকল ডাক্তারদের আহ্বান করলেন; কিন্তু সব ডাক্তার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানালেন যে, তার জন্য কোন ঔষধ নেই। অতঃপর রাজ্যের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা খলিফাকে ইশারা করলেন যেন তাকে শাহী মহল থেকে বের করে দেয়া হয়। তখনই তাকে বের করে দেয়া হলো। সে বের হয়ে শায়খ হাম্মাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে উপস্থিত হলো। সে তাঁর পায়ে চুম্বন করলো এবং তার দুরবস্থার কথা বললো। আর অঙ্গীকার ব্যক্ত করলো, "আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করবো।" তখন শায়খ দাঁড়িয়ে তার জামা খুলে ফেললেন, যা তার শরীরে ছিলো এবং বললেন, "হে কুষ্ঠরোগ! সেখানেই চলে যা, যেখান থেকে এসেছিলে।" আমি দেখলাম তার শরীর তেমনি হয়ে গেলো, যেন শুভ্র চাঁদি। অতঃপর পরদিন তার মনে (শয়তানের) প্ররোচনা আসলো– 'খলীফার কাছে চলে যাও!' শায়খ তাঁর আঙ্গুল তার কপালে মারলেন। তখন তার কপালে কুষ্ঠ রোগের একটি দাগ পড়ে গেলো। আর বললেন, "এ দাগ তোমাকে খলীফাদের নিকট যেতে বাধ সাধবে।" সুতরাং সে শায়খের খিদমতকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিলো। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর খিদমতেই রইলো।

দৃষ্টির বরকত

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আবূ ইমরান মূসা ইবনে আহমদ মাখযূমী সূফী। তিনি বলেন, আমি শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ ওমর সোহ্‌রাওয়ার্দীকে শুনেছি এবং আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ যায়দ আবদুর রহমান ইবনে সালেম ইবনে আহমদ কুরশী। তিনি বলেন, আমি মিশরে শায়খ-ই

আরিফ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে মত্বর রুমীকে শুনেছি। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা আমাদের শায়খ হযরত আবূ নজীব আবদুল কাহির সোহ্‌রাওয়ার্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি প্রাথমিক বয়সে শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর খিদমতে উপস্থিত হয়েছি এবং তাঁর কাছে অধিক মোজাহাদাহ্, দেরীতে রূহানী বিজয় পাবার অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, "আগামীকাল দরসের পর এক পাত্র দুধ আনবে এবং তোমার পোষাক পরিবর্তন করবে না।" যখন সকাল হলো, তখন আমি মাদ্‌রাসা থেকে বের হলাম এবং পোষাকও মোটেই পরিবর্তন করলাম না। আমি বাজারে গেলাম। সেখান থেকে দুধভর্তি পাত্র খরিদ করলাম এবং সেটা মাথায় নিয়ে বাগদাদের বাজার থেকে মাদ্‌রাসার দিকে যেতে লাগলাম। তখন ঘটনা এমনি হলো যে, আমার জানা-চেনা প্রত্যেকের সাথে আমার দেখা হলো, আর লোকেরা দাঁড়িয়ে আমার দিকে দেখছিলো। আমি যতই সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, ততই আমার মনে হচ্ছিলো যেন আমার 'নাফ্‌স' (প্রবৃত্তি) তেমনিভাবে বিগলিত হচ্ছিলো, যেভাবে আগুনের উপর শীসা বিগলিত হয়। আর যখন আমি শায়খ হাম্মাদের নিকটে গেলাম, দেখলাম তিনি ঘরের দরজায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। যখন তিনি আমাকে এক নজর দেখলেন, তখন তাঁর কৃপাদৃষ্টির পূর্ণ প্রভাব আমার উপর পড়লো। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং মুখের উপর ভর করে পড়ে গেলাম। আর দুধও মাটিতে পড়ে গেলো। আমি এখনও তাঁর নজরের বরকতের মধ্যে আছি।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে এটা বলতে শুনেছি, "আমি 'ফদ্বল' (আল্লাহর অনুগ্রহ)-এর খাদ্য ব্যতীত খাই না।" বস্তুতঃ তিনি স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে দেখতেন। তিনি তখন বলতেন, "হাম্মাদের নিকট কিছু নিয়ে যাও" আর যাকে দেখতেন তাকে এটাও নির্দিষ্ট করে বলে দিতেন, "তাঁর কাছে এটা এটা নিয়ে যাও।"

তিনি বলতেন, যে শরীর 'ফদ্বল'র খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সেটার উপর কখনও বালা-মুসীবত বিজয়ী হয় না। 'ফদ্বল'র খাদ্য' দ্বারা যে রূহানী শক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে দিয়েছেন, তা দ্বারা শারীরিক সুস্থতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তা-ই বুঝানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো।

ঘোড়া গভর্ণরকে শায়খের নির্দেশে উড়িয়ে নিয়ে গেলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর ইবনে ওমর

আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ তাহের খলীল ইবনে শায়খ-ই জলীল আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী সরসরী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বাগদাদের একটি গ্রাম অতিক্রম করছিলেন। তিনি মুস্তাযহারিয়ায় সরকারের গভর্ণরকে দেখলেন যে, সে আরোহী ও নেশাবস্থায় অতিক্রম করছিলো। শায়খ তাকে তিরস্কার করলেন। আর আমীর তাঁর উপর চড়াও হলো। তখন শায়খ বললেন, "হে আল্লাহ্‌র ঘোড়া! একে ধরো।" তখনই ঘোড়া তাকে ধরে এমন দ্রুতবেগে নিয়ে গেলো, যেভাবে বিজলী চোখের পলকেই চলে যায়। আর এমনভাবে হারিয়ে গেলো যে, জানাই গেলা না কোন্ দিকে গেলো। খলিফা তার পেছনে সৈন্য পাঠালেন; কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যায় নি। তারা তার সম্পর্কে কোন খবর পর্যন্ত শুনতে পায়নি। তার কোন পদচিহ্ন সম্পর্কেও অবগত হয়নি।

অতঃপর শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, ওই মহান সত্তার সম্মানের শপথ! যিনিই সম্মানের মালিক, ঘোড়া তাকে না মরুভূমিতে রাখলো, না সমুদ্রে, না নরম জমিতে, না পাহাড়ে; বরং কোহ্-ই ক্বাফের পেছনে নিয়েই ফেলেছে এবং সেখান থেকে তাকে (ক্বিয়ামতের দিন) উঠানো হবে।

শায়খ হাম্মাদের কবরস্তান!

তিনি মূলত সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদের মোযাফ্ফরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং সেখানেই ৫২৫ হিজরী সনে ইনতিক্বাল করেছেন। অনেক দীর্ঘায়ু লাভ করেন। তাঁকে 'ওয়াইনিয়ী' কবরস্তানে দাফন করা হয়। তাঁর মাযার শরীফ ওখানেই প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে, যার যিয়ারত করা হয়। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

বেলায়তের দু'টি চিহ্ন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান ইবনে ক্বোক্বা বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল লতীফ ইবনে মা'মার ইবনে আস্‌কার ইবনে ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ আযজী মাখযূমী মুআদ্দাব। তিনি বলেন, আমি আমার দাদা আসকারকে, যিনি ক্বাযী আবূ সা'ঈদ মাখযূমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা

আনহুর বন্ধু এবং সাথী ছিলেন, শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, এমতাবস্থায় যে, তাঁর নিকট শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানীর আলোচনা করা হলো, ওই সময় তিনি যুবক ছিলেন, "আমি তাঁর মাথার উপর বেলায়তের দু'টি চিহ্ন দেখেছি। আর এ দু'টি তাঁর জন্য 'বাহ্মুতে আস্ফল' (জমিনের সর্বনিম্নস্তর) থেকে শুরু করে 'মালাকুতে আ'লা' (সর্বোচ্চ জগত) পর্যন্ত বিস্তৃত। আর আমি 'শাতীশ' (উর্ধ্বজগতের ফিরিশ্তাগণ)-কে উচ্চস্বরে বলতে শুনেছি- 'তাঁকে উফুক্ব-ই আ'লা' (সর্বোচ্চ দিগন্ত)-এ সিদ্দীক্বগণের উপাধিগুলো দ্বারা আহ্বান করছেন।'

আরিফদের সরদার গাউসুল ওয়ারা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ সালিহ্ আবূ ইয়ূসুফ ইয়াক্বুব ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ক্বরশী ক্বাফাসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ্ আযজী, যিনি 'ইবনে ত্বাব্বাল' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ ইমাম আবুস্ সানা মাহমূদ ইবনে উসমান না'আল বাগদাদী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন শায়খ হাম্মাদ দাব্বাসের দরবারে ছিলাম। অতঃপর শায়খ আবদুল ক্বাদির সেখানে তাশরীফ আনলেন। তখন তিনি যুবক ছিলেন। তখন শায়খ হাম্মাদ তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, *"স্বাগতম সুদৃঢ় পাহাড় ও সুউচ্চ পর্বতকে, যা নড়ে না।"* তারপর তাঁকে তাঁর পাশে বসালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাদীস' ও 'কালাম'র মধ্যে পার্থক্য কী?

তিনি উত্তরে বললেন, "হাদীস" হলো, যার উত্তর আপনি দাবী করেন এবং 'কালাম' হলো যে সম্বোধন আপনাকে ধাক্কা দেয় এবং সতর্কীকরণের দাওয়াত দেয়ার কারণে আপনার অন্তর ঘাবড়িয়ে যায় এবং জ্বিন্ ও মানবের আমলের চেয়েও বেশী ওজনী।" তখন শায়খ হাম্মাদ বললেন, *"তুমি স্বীয় যুগে সাইয়্যেদুল আরিফীন।"* (অর্থাৎ আরিফ বান্দাদের সরদার।)

শায়খ আবূ ইয়া'ক্‌ব ইয়ূসুফ ইবনে আইয়ূব হামদানীর

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু]'র

জীবনী ঘটনাবলী

তিনি খোরাসানের শীর্ষ মাশা-ইখের অন্যতম, সেখানকার বিশেষ ব্যক্তিবর্গের প্রধান আলিমদের সরদার এবং সেখানকার দুনিয়ার মোহত্যাগী ও আরিফ বুযুর্গদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরহেযগারদের ইমাম, আলিম-ই বা আলম এবং মুসলমানদের জন্য দলীল। তিনি মহৎ অবস্থাদি, সুস্পষ্ট কারামতরাজি ও উঁচু মর্যাদাদির ধারক। আম ও খাস লোকদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ছিলো। মা'রিফাতের জ্ঞানে তাঁর ক্বদম ছিলো সুদৃঢ়। দ্বীনী ফাত্‌ওয়া প্রণয়নে তিনি ছিলেন শুভ্র ও দক্ষ হস্তের অধিকারী। শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞানে তাঁর হাত ছিলো খুবই লম্বা। তিনি অন্তরগুলোর গোপন কথা প্রকাশ করে দিতেন। তাঁর প্রকাশ্য কাজগুলো অলৌকিকই ছিলো।

তিনি ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি রুকন স্বরূপ ছিলেন। তিনি খোরাসানে মুরীদদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নিকট আলিম, ফক্বীহ ও নেক্‌কার লোকদের এক বিরাট দল সমেবত হয়েছিলেন। তাঁর বাণীগুলো শুনে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর সুহবতে থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে ওফাত পর্যন্ত ইবাদত, নির্জনে অবস্থান এবং নাফ্‌সের বিরুদ্ধে রিয়াযত বা কঠোর সাধনায় সরল-সঠিক রাস্তায় ছিলেন। বড় মুত্তাক্বী-পরহেযগারদের একটি দল তাঁর সোহ্‌বতে ছিলেন। যুগের আলিমদের একটি বিরাট দল তাঁর ছাত্র ছিলেন। যেমন– আবূ ইসহাক্ব শীরাযী বাগদাদে, আবুল মা'আলী জুয়াইনী নিশাপুরে প্রমুখ। অনুরূপ, খোরাসানের বিশিষ্ট দক্ষ আলিম ও সালিহগণের একটি দল তাঁর ছাত্র ছিলেন। ওখানকার মাশা-ইখ তাঁর মর্যাদার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁরা তাঁকে অতিমাত্রায় সম্মান করতেন।

আহলে হাক্বীক্বতের মুখে তাঁর বাণী উচ্চাঙ্গের ছিলো। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

শায়খ আবূ ইয়া'ক্‌বের বাণীসমূহ

না'ত-গযলখানির হাক্বীক্বত

❐ না'ত-গযলখানি হলো আল্লাহ্‌র দিকে এবং আল্লাহরই পক্ষ থেকে দূত স্বরূপ।

সেটা আল্লাহ প্রদত্ত সূক্ষ্ম ও অতিরিক্ত বিষয়াদির অন্যতম, গায়বের উপকারাদি ও অবতরণস্থল, বিজয়ের শুরু ও শেষ, কাশ্‌ফের মর্মার্থ এবং এর সুসংবাদ। অতএব, সেটা আত্মাসমূহের জন্য সেগুলোর শক্তি। শরীরের জন্য খাদ্য ও অন্তরের জন্য জীবন আর গূঢ় রহস্যাদির জন্য স্থায়িত্ব। একটি দল এমন রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দীক্ষার সাক্ষ্য-বার্তা শোনান। একটি দল এমনও রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাবূবিয়াতে প্রশংসা শ্রবণ করান। আর একটি দল আছে, যাদেরকে কুদরতের গুণ শ্রবণ করান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শ্রবণ করান এবং নিজেও শ্রবণকারী হলেন। অতএব না'ত-গজল ইত্যাদি শোনা অন্তরালকে ছিন্ন করে এবং গুপ্তরহস্য উন্মোচন করে। সেটা হলো আলোকদীপ্ত বিজলী এবং উজ্জ্বল সূর্য। রূহগুলোর না'ত ও গযলখানি অন্তরসমূহকে শোনানোর কারণে নৈকট্যের বিছানার উপর, হুযূরের সম্মুখে, নাফ্‌সের উপস্থিতি ছাড়া হয়ে থাকে। তা সৃষ্টিজগতে প্রতিটি চিন্তার মধ্যে, প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি গভীর চিন্তায়, প্রতিটি ভাবনায়, বায়ু প্রবাহে, প্রতিটি বৃক্ষের নড়াচড়ায় এবং প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার মধ্যে থাকে। তোমরা তাকে দেখছো যে, তারা বিভোর ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে- কয়েদী, ভীত-সন্ত্রস্থ ও আত্মবিভোর হয়ে।

আসমানের সূফী

❐ জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমুজ্জ্বল নূর থেকে সত্তর হাজার নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে আরশ ও কুরসীর মধ্যখানে ভালবাসার দরবারে দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। তাঁদের পোশাক সবুজ পশমের। তাঁদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায়। তাঁরা 'ওয়াজ্‌দ' করেন এবং আশিক্ব, হতভম্ব, অনুনয়-বিনয়কারী ও আত্মহারা। যখন থেকে তাঁদের জন্ম, তখন থেকেই 'রুকনে আরশ' (আরশের স্তম্ভ) থেকে 'কুরসী' পর্যন্ত কঠোর আসক্তির কারণে আনন্দ উল্লাসে আন্দোলিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা আসমানবাসীদের মধ্যে সূফী এবং সম্পর্কে আমাদের ভাই। ইস্‌রাফীল আলায়হিস সালাম তাঁদের পরিচালনাকারী ও পথপ্রদর্শক। জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম তাঁদের প্রধান এবং মুখপাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রেমাস্পদ এবং মালিক। তাদের উপর সালাম, সম্ভাষণ ও সম্মান নাযিল হোক।

শায়খ আবূ ইয়া'ক্বূবের কারামসমূহ

অশালীনতা প্রদর্শন ও মৃত্যু!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই ফাদ্বিল (গুণীজন) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ-ই বুযুর্গ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবনে আবূ আবদুল্লাহ ইবনে আলী জুয়ায়নী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ ইয়ূসুফ ইবনে আইয়ূব হামদানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু একদিন লোকদের ওয়াজ শুনাচ্ছিলেন। মজলিসে তাঁকে দু'জন ফক্বীহ্ বললেন, "তুমি চুপ করো! কেননা, তুমি বিদা'আতী।" তখন তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা চুপ করো এবং জীবিত থেকো না; মরে যাও।" তারা ওই স্থানেই মরে লুটিয়ে পড়লো।

কনস্টান্টিনিপোল (ইস্তাম্বুল)-এ যুবকের মুক্তিলাভ

আর একই সনদে বর্ণিত হয়েছে, হামদানের এক মহিলার ছেলেকে ফিরিঙ্গীরা বন্দি করে নিয়ে গেলো। ওই মহিলা শায়খ ইয়ূসুফ হামদানীর দরবারে কাঁদতে কাঁদতে আসলো। তিনি তাকে ধৈর্য ধরতে বললেন। সে ধৈর্য ধরলো না। অতঃপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! এ কয়েদীকে ছেড়ে দিন এবং একে সত্বর খুশি করে দিন।"

অতঃপর তিনি ওই মহিলাকে বললেন, "তুমি ঘরে চলে যাও। তোমার ছেলেকে তোমার ঘরেই পাবে।" মহিলাটি ঘরে গিয়ে দেখলো তার ছলে ঘরেই আছে। মহিলাটি আশ্চর্যবোধ করলো এবং তাকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো। সে (মহিলার ছেলে) বললো, "আমি এখন বৃহত্তর কনস্টান্টিনিপোলে ছিলাম। আমার পায়ে বেড়ী ছিলো। আমার জন্য পাহারাদারও নিযুক্ত ছিলো! আমার নিকট এক ব্যক্তি আসলেন যাঁকে আমি কখনো দেখিনি। তিনি আমাকে উঠিয়ে চোখের এক পলকে এখানে নিয়ে এসেছেন।" অতঃপর ওই বৃদ্ধা শায়খ ইয়ূসুফ হাম্দানীর নিকট আসলো। তিনি শায়খ তাকে বললেন, "তুমি কি আল্লাহ্র কাজে আশ্চর্যবোধ করছো?"

তিনি হলেন শায়খ আবূ ইয়া'ক্বূব ইয়ূসুফ ইবনে আইয়ূব ইবনে হোসাইন ইবনে শোয়াইব হামদানী নওরঞ্জরদী। নওরঞ্জরদ হামদানের একটি গ্রামের নাম। তিনি ওখানেই ৪৪০ হিজরীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। বিল্ইয়ামিনে হেরাত থেকে

মারভের দিকে যাওয়ার সময় ৫৩৫ হিজরীর ২২ রবিউল আওয়াল সোমবার তিনি ইন্তিকাল করেন। এক যুগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই সমাধিস্থ ছিলেন। অতঃপর তাঁর লাশ মুবারক মারভে নিয়ে আসা হলো। আর সাজ্‌দানের শেষ প্রান্তে হাযীরায়, যা তাঁর দিকে সম্পৃক্ত, তাঁকে পুনরায় দাফন করা হয়। রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আন্‌হু।

সমস্ত সমস্যার সমাধান হলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী আবদুর রহীম ইবনে মুযাফ্‌ফর ইবনে মুহায্‌যাব ক্বুরশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয ইবনে নাজ্জার বাগদাদী। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হোসাইন ইবনে জাবাঈকে লিখা হলো, আর আমি তাঁর চিঠি থেকে নকল করেছি। তিনি অর্থাৎ শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হামদান থেকে বাগদাদে এক ব্যক্তি এসেছেন, যাঁকে 'ইয়ূসুফ হামদানী' বলে ডাকা হয়। আর এটা বলা হতো যে, 'তিনি একজন ক্বুতুব।' তিনি একটি খানক্বায় অবতরণ করেছেন। যখন আমি একথা শুনলাম, তখন খান্‌ক্বায় গেলাম। আমি তাঁকে দেখলাম না। আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে বলা হলো, তিনি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে রয়েছেন। আমি নেমে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি যখন আমাকে দেখলেন, তখন বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমাকে তাঁর নিকটে বসালেন। আমার সকল অবস্থার কথা আমাকে বললেন। আমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, *"হে আবদুল ক্বাদির! লোকদেরকে ওয়ায শোনাও।"* আমি বললাম, *"হে আমার সরদার! আমি একজন আজমী (অনারবীয় লোক)। বাগদাদের ভাষা বিশারদদের সম্মুখে কিভাবে ওয়ায করবো?"* তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তো এ পর্যন্ত ফিক্বহ্, উসূলে ফিক্বহ্, বিভিন্ন মাযহাবের মাস্‌আলা-মাসাইল, তাছাড়া, নাহ্‌ভ সরফ, লুগাত ও ক্বোরআনের তাফসীর ইত্যাদি হেফয করে নিয়েছো। এখন তোমার উচিত লোকদের ওয়ায শোনানো। চেয়ারে উঠো বসো এবং লোকদের সম্মুখে বলো। কেননা, আমি তোমার মধ্যে 'মূল' দেখতে পাচ্ছি। সেটা অতি সত্বর খেজুর গাছ হয়ে যাবে।" আল্লাহ্ তাঁদের ওসীলায় এবং নিজ করুনায় ও বদান্যতায় আমাদেরকে দয়া করুন!

শায়খ আক্বীল মানজাবী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

ইনি স্বীয় যুগে সিরিয়ার শীর্ষ মাশা-ইখের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক শীর্ষ আরিফদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে অনেক কারামত, অলৌকিক কার্য ও প্রিয় উঁচু অবস্থা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মানুষের অন্তরগুলোতে তাঁর প্রতি মহা ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় বিদ্যমান ছিলো। তিনি ইল্ম, বিশেষ অবস্থা (হাল) ও সংসারের মোহত্যাগে এ তরীক্বার একজন স্তম্ভই ছিলেন। ক্ষমতা প্রদান, নেতৃত্ব ও মহত্বে তিনি শীর্ষ স্থানীয়দের একজন ছিলেন। তিনি এক বড় কামিল ইমাম, মুহাক্কিক্ব ও সরদার ছিলেন। ভবিষ্যতে আসবে এমন সমস্যাদির সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের উপর সবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ বিষয়ের নেতৃত্ব তাঁর নিকট পৌঁছে চূড়ান্ত হয়েছে।

তিনি স্বীয় যুগে সিরিয়ায় শায়খুশ্ শুয়ূখ (প্রধান শায়খ) ছিলেন। তাঁর সাহচর্যে রয়ে একাধিক বড় বড় শায়খ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ আলী ইবনে মুসাফির উমুভভী, শায়খ মূসা ইবনে মাহীন যাওলী, শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মরযূক্ব ক্বরশী এবং শায়খ রাস্লান দামেস্কী প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

বাতাসে উড়া

তিনি ওইসব লোকদের মধ্যে প্রথম, যাঁরা 'খিরক্বা-ই ওমরিয়া'য় প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সিরিয়াকে তাঁর মাধ্যমে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাঁর থেকে কাজ নেয়া হয়েছে। তাঁর নাম ছিলো 'ত্বাইয়্যার' (উড়ন্ত)। কেননা, যখন তিনি ওই পূর্বাঞ্চলের গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, যেখানে তিনি বসবাস করতেন, তখন সেটার মিনারার উপর চড়লেন এবং সেখানকার লোকদের আহ্বান করলেন। যখন তারা একত্রিত হলো, তখন তিনি বাতাসে উড়ে চলে গেলেন। লোকেরা তাঁকে দেখছিলো। তারা পরবর্তীতে তাঁর নিকট আসলো। তখন তাকে এক ময়দানে দেখতে পেলো।

চার মাশা-ইখের ফযীলত

তাঁর (শায়খ আক্বীল) নাম 'গাওয়াস' (ডুবুরী)ও। তাঁর এ নাম তাঁর পীর শায়খ মাস্‌লামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু রেখেছেন। কেননা, তিনি একবার শায়খ মাসলামার মুরীদদের একটি দলের সাথে বের হয়েছিলেন– তাঁর সাক্ষাতের জন্য। যখন সবাই ফোরাতের তীরে পৌঁছলেন, তখন তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়নামাজ পানির উপর রাখলেন এবং এই জায়নামাযে চড়ে তাঁরা নদী পার হয়ে গেলেন। কিন্তু শায়খ আক্বীল তাঁর জায়নামাযটা পানিতেই বিছালেন এবং সেটার উপর বসে পানিতে ডুব দিলেন। লোকেরা (সফরসঙ্গীরা) বুঝে ওঠার আগেই তিনি অপরতীরে বের হয়ে গেলেন; অথচ তিনি মোটেই ভিজেন নি। যখন তাঁরা শায়খ মাসলামার দরবারে ফিরে আসলেন তখন শায়খ আক্বীলের অবস্থা, যা তাঁরা দেখেছিলেন, বর্ণনা করলেন। তিনি (শায়খ মাসলামাহ্) বললেন, শায়খ আক্বীল একজন ডুবুরীই। তিনি ওইসব মাশা-ইখের অন্যতম, যাঁদের সম্পর্কে শায়খ আলী ক্বরশী বলেছেন, আমি চারজন শায়খকে দেখেছি, তাঁরা তাঁদের কবরে এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, যেভাবে জীবিতরা করে থাকেন। তাঁরা হলেন– শায়খ আবদুল ক্বাদির, শায়খ মা'রূফ করখী, শায়খ আক্বীল মানজাবী এবং শায়খ হায়াত ইবনে ক্বায়স হাররানী। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মা'রিফাতের জগতে তাঁর বাণী ছিলো অত্যন্ত উঁচু মানের। তাঁর বাণীসমূহের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

শায়খ আক্বীলের বাণীসমূহ

❐ তিনি বলেন, মা'রিফাত তাতেই রয়েছে, যাতে সেটার প্রাধান্য দেওয়া হয়। উবূদিয়াত তাতেই রয়েছে, যাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভয় সকল বিষয়ের প্রধান। আরিফদের ভয় এ যে, তাঁদের ইচ্ছা আল্লাহ্‌র কর্মসমূহের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। ওলীগণের ভয় হলো এই যে, তাঁদের ইচ্ছা-অভিলাষ তাঁর (আল্লাহ্) নির্দেশের মধ্যেই থাকছে কিনা। মুত্তাক্বীর ভয় হলো এই যে, নিজের নাফ্‌স সৃষ্টি দেখার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। যদি তাদেরকে তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান করেন, তাহলে তুমি শরীক হয়ে যাবে। আর যদি তোমাকে তোমার উপর ক্ষমতাবান করেন তাহলে তুমি বাদানুবাদ করবে।

❐ তিনি আরো বলেন, হে ব্যক্তি! তুমি এটাই বলো, "হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার

(প্রদত্ত) মর্যাদা থেকে গুম করে দাও এবং তোমার সৃষ্টি থেকে আমাকে দয়া করো। যখন 'নির্দেশ' আসে, তখন বলো, "হে আল্লাহ! আমাকে তাদের থেকে রক্ষা করো। আর তখন 'ক্বদর' (তাক্বদীর) আসে, তখন বলো, "হে আল্লাহ! আমাকে আমার থেকে রক্ষা করো।" আর যখন 'ফদ্বল' (কৃপা) আসে, তখন বলো, "হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহ চাই, যা সৃষ্টির উপর আমি ছাড়া রয়েছে। অতঃপর যদি তুমি ইচ্ছা করো, তাহলে অনুনয়-বিনয়ের সময় তোমার উবূদিয়াৎ (বান্দা হওয়া) অর্জিত হবে এবং ভালবাসাসুলভ আবদারের সময় 'তাওহীদ'। অতএব, তোমার 'উবূদিয়াৎ' (বান্দা হওয়া) তাঁর দিকে তোমার মুখাপেক্ষিতার সাথে হবে।

আর তোমার গর্ব হলো এই যে, এখানে তিনি ব্যতীত আর কেউ থাকছে না। আর যখন উপাস্যের কথা এসে যাবে, তখন ক্বোরআনের ভাষায় বলো, *'আল্লাহ'। অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দাও তাদের অনর্থক কাজের মধ্যে খেলতে* (সূরা আন'আম ঃ আয়াত-৯১)। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা করো। তখন তাঁকে চিনবে এবং সৃষ্টি থেকে বের হও তখন তাঁকে এক বলে জানবে।

❒ তিনি আরো বলেন, আমাদের রাস্তা হলো চেষ্টা ও পরিশ্রম করা এবং এই চেষ্টাকে আবশ্যকীয়ভাবে অব্যাহত রাখো এ পর্যন্ত যে, তা শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর হয়তো যুবক নিজের আশা পর্যন্ত পৌছবে অথবা এ রোগের সাথে মরে যাবে।

❒ তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য 'হাল' কিংবা 'মক্বাম' (আধ্যাত্মিক মুর্চ্ছনাময় প্রাথমিক অবস্থা ও স্থায়ী অবস্থা) প্রার্থনা করে, সে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাতের পথগুলো থেকে দূরে আবস্থান করে। যৌবন হচ্ছে বান্দাদের নেকীগুলো দেখবে এবং মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকবে। 'দাবীদার' হচ্ছে– ওই ব্যক্তি, যে নিজের নাফ্‌সের দিকে ইশারা করবে। আফসোস্, ক্রন্দন ও অলসতাকে সুলূকের মক্বামে হারিয়ে ফেলবে। এটা হচ্ছে লাঞ্ছনার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নির্দশন।

শায়খ আক্বীলের মক্বাম (মর্যাদার স্তর)

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবুল হাসান আলী ইবনে শায়খ-ই ফক্বীহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আলী ক্বরশী করখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবুল খায়র সা'দ ইবনে শায়খ ইমাম আবূ আমর

ওসমান ইবনে মারযূক্ব ইবনে হুমায়দ ইবনে সালামাহ্ ক্বরশী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ আক্বীল মানজাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাথমিক অবস্থায় একবার সতেরো ব্যক্তিসহ, যাঁরা সবাই ছিলেন 'হাল' সম্পন্ন এবং শায়খ মাস্‌লামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মুরীদ, একটি গুহায় বসলেন। আর তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ লাঠি গুহার এক স্থানে রেখে দিলেন। অতঃপর বাতাসের উপর দিয়ে আল্লাহ্‌র কয়েকজন বান্দা আসলেন এবং প্রত্যেকেই লাঠি উঠাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা যখন শায়খ আক্বীলের লাঠির দিকে আসলেন তখন সবাই সেটা উঠানোর ইচ্ছা করলেন– পৃথকভাবে ও সম্মিলিতভাবে। কিন্তু তারা উঠাতে পারলো না। আর যখন সবাই শায়খ মাসলামাহ্‌র নিকট গেলেন, তখন তাঁকে এর সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, "এসব লোক হলেন যুগের ওলী। যার লাঠি তারা উঠিয়েছিলেন, ওই লাঠির মালিক তাঁদের সমপর্যায়ের ছিলেন কিংবা তাঁদের থেকে কম পর্যায়ের। এ কারণে লাঠিটা উঠাতে পেরেছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কেউই শায়খ আক্বীলের মক্বামের ছিলেন না, না ছিলেন মর্যাদায় শরীক। এ জন্য তাঁর লাঠি কেউ উঠাতে পারেন নি।

শায়খ আক্বীলের কারামতসমূহ

গাছের ছাল স্বর্ণ হয়ে গেলো

বর্ণনাকারী বলেন, শায়খ আক্বীল একদিন উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি লাকড়ী; যার ছাল তিনি উঠাচ্ছিলেন। তাঁর সম্মুখে লাকড়ির ছালের ঢের পড়ে গেলো। এমতাবস্থায় মানীহের একজন ব্যবসায়ী আসলো এবং তাঁর সামনে কিছু স্বর্ণ রেখে দিলো। তখন শায়খ বললেন, "আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দাও রয়েছেন, যদি তাঁদের কেউ ইচ্ছা করেন এবং বলেন, এ ছালের টুকরোগুলো স্বর্ণ হয়ে যাক, তাহলে সেগুলো স্বর্ণ হয়ে যাবে।" বর্ণনাকারী বলেন, ছালের যে টুকরোগুলো তার সামনে পড়েছিলো সবই উজ্জ্বল স্বর্ণ হয়ে গেলো।

সত্যবাদীর আলামত ঃ পাহাড় নড়ে ওঠলো!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে শায়খ আবুল মাজ্‌দ মুবারক

আহমদ ইবনে ইয়ূসুফ গাযাযী মানজাবী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবুল মাজ্‌দ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন শায়খ আক্বীল মানজাবীর খিমদতে মানীহের কেন্দ্রস্থলে পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে সালিহীনের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, "হে আমার সরদার, সাদিক্ব (সত্যবাদী)'র আলামত কি?" তিনি বললেন, "যদি তিনি এ পাহাড়কে বলেন– নড়াচড়া করো, তখন সেটা নড়াচড়া করতে থাকবে।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি একথা বলতেই পাহাড়টি নড়তে লাগলো।

বন্য প্রাণীদের একত্রিত হওয়া!

অতঃপর তাঁদের মধ্যে আরেকজন আরয করলেন, "হে আমার সরদার! সৃষ্টিজগতে ক্ষমতা প্রয়োগকারীর আলামত কি?" তিনি বললেন, "যদি তিনি জঙ্গল ও সমুদ্রের জন্তুদের বলেন, আমার নিকট এসো! তাহলে সেগুলো চলে আসবে।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তখনো তাঁর কথা শেষ করেননি, ওদিকে পাহাড় থেকে আমাদের নিকট বহু বন্যপ্রাণী ও বাঘ/সিংহ এসে একত্রিত হয়ে গেলো। পুরো মাঠ ওইসব জন্তুতে ভর্তি হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদেরকে সাদিক্ব সংবাদ দিলেন যে, ফোরাত নদীর কিনারাও তখন হরেক রকম মাছে ভরে গিয়েছিলো।

ঝর্ণা প্রবাহিত হলো!

অতঃপর তিনি আরয করলেন, "হে আমার সরদার! ওই ব্যক্তির কি আলামত, যিনি যুগের লোকদের মধ্যে বরকতময়?" তিনি বললেন, "যদি তিনি ওই পাথরে নিজের পায়ের মুড়ি দ্বারা আঘাত করেন তবে তা থেকে অনেক ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে যাবে।"

তিনি বলেন, তখনই ওই পাথর থেকে, যা তাঁর সম্মুখে ছিলো, ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো। অতঃপর ওটা তেমন কঠিন পাথর হয়ে গেলো, যেমনটি প্রথমে ছিলো। শায়খ মানজাবী মানীহে ছিলেন এবং ওখানেই স্থায়ী বাসস্থান বানিয়েছেন, প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ ওই স্থানে ছিলেন এবং সেখানেই ইন্‌তিক্বাল করেন। তখন তাঁর বয়স খুব বেশী হয়েছিলো।

'বায-ই আশ্‌হাব' কে?

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ সা'দ-আবদুল ক্বাদির ইবনে আহমদ ইবনে নাবহান কূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার নানা শায়খ-ই সালিহ্ আবুল খায়র মাস'উদ ইবনে আলী ইবনে খালাফ বালুসী। তিনি বলেন, আমি আমার মামা শায়খ-ই আলিম আরিফ আবূ সুলায়মান দাউদ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ মানজাবী শাফে'ঈকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি একদিন শায়খ আক্বীলের নিকট ছিলাম এবং তাঁকে বলা হয়েছিলো, "বাগদাদে একজন অনারবীয় অভিজাত যুবকের নাম খুব প্রসিদ্ধ হয়েছে, যাঁর নাম আবদুল ক্বাদির।" শায়খ বললেন, "তাঁর চর্চা পৃথিবীর চেয়েও আসমানে বেশী প্রসিদ্ধ হয়েছে।"

ওই যুবক বড় উঁচু মর্যাদাবান; যাঁর নাম 'মালাকূত' (ফিরিশ্‌তাজগতে)-এ 'বায-ই আশ্‌হাব' হিসেবে প্রসিদ্ধ। আর তিনি অতিসত্বর নিজ সময়ে 'ফরদ' হিসাবে প্রমাণিত হবেন। অতিসত্বর সব বিষয় তাঁর দিকে ফেরানো হবে এবং তাঁর থেকেই প্রকাশ পাবে। তাঁর যুগে তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করা হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের যতটুকু শুনা আছে, শায়খ আক্বীল ওই প্রথম বুযুর্গ, যিনি সিরিয়ায় শায়খ আবদুল ক্বাদির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 'বায-ই আশ্‌হাব' (উজ্জ্বলতম বাযপাখীর মতো) হবেন। আল্লাহ্ তাঁদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

শায়খ আবূ ইয়া'যা মাগরিবী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি শীর্ষ মাশাইখের অন্যতম এবং ওলীগণের সরদার। তাঁর অত্যাশ্চর্য কারামতসমূহ ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর রয়েছে একাধারে উঁচু মর্যাদাদি, উচ্চ ওণাবলী এবং মহান অবস্থাসমূহ। তিনি মরক্কোর আওতাদের একজন ছিলেন। তিনি সেখানকার শীর্ষ স্থানীয় আরিফ এবং বড় (সংসারের মোহ ত্যাগী) বুযুর্গ এবং সূক্ষ্ম গবেষকও ছিলেন। এ তরীক্বার তিনি একজন স্তম্ভ ছিলেন ও সুপ্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। উঁচু মর্যাদাদি ও ক্ষমতায় তাঁর কদম সুদৃঢ় ছিলো। তার নজর ছিলো অলৌকিক শক্তিসমৃদ্ধ। অদৃশ্য স্তরসমূহ সম্পর্কে তাঁর কাশফ ছিলো সত্য ও উজ্জ্বল। মানুষের অন্তরসমূহে তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ছিলো। চক্ষুযুগলে ছিলো যাহেরী সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো থেকে তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করা হতো। তিনি প্রায়শঃ মোরাক্বাবায় থাকতেন এবং নিজের নাফ্‌সের উপর বড় কঠোরতা করতেন। অত্যন্ত শক্ত মুজাহাদা (সাধনা) করতেন। বাত্বেনী রোগসমূহ সম্পর্কে খুব ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি সালেকীনের রূহানী ক্ষমতার সমস্যাবলীর সমাধান করতেন। মরক্কোতে তাঁর দিকে সাদেক্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার শেষ গন্তব্য ছিলো। তাঁর সুহবতে রয়ে শীর্ষ স্থানীয় মাশা-ইখের একটি দল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ আবূ মাদ্‌য়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অগণিত সংখ্যক 'হাল' বিশিষ্ট মানুষ তাঁর মুরীদ ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। মরক্কোবাসীরা তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো, তখন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো। বিপদের সময় তাঁর কাছে আসলে বিপদ কেটে যেতো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাতে তাঁর বাণীগুলো অত্যন্ত উঁচু মানের ছিলো। তন্মধ্যে কিছুটা নিম্নরূপ–

শায়খ মাগরিবীর বাণীসমূহ

❐ তিনি বলেন, 'হালসমূহ' সাধনার প্রাথমিক অবস্থাসম্পন্নদের মালিক হয়ে থাকে, তখন সেগুলো তাদেরকে (উন্নতির দিকে) ফেরায়। আর সেগুলো চূড়ান্ত অবস্থাসম্পন্নদের মালিকানাধীন হয়। তখন তাঁরা সেগুলো পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন আর যেই হাক্বীক্বত বান্দার প্রভাব ও চিহ্নগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে না, সেটা

হাক্বীক্বতই নয়।

❐ তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অনুগ্রহের দিক থেকে তালাশ করে সে তাঁর নৈকট্যে পৌঁছে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নয়, সে কারো সাথে নেই। অধিক উপকারী বাণী হচ্ছে সেটাই, যার প্রতি মোশাহাদাহ্ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়, কিংবা 'হুযূরী'র প্রশংসা হয়।

❐ তিনি আরো বলেন, ওলী ওলী হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর না থাকে 'কদম', 'মাক্বাম', 'হাল', 'মুনাযালাহ্' ও 'সির্'। সুতরাং 'ক্বদম' হলো যা তোমার রাস্তায় আল্লাহ তা'আলার দিকে চলে। 'মক্বাম' হলো যার উপর 'ইল্‌ম-ই আযলী'তে তোমার অগ্রসরতা তোমাকে সুদৃঢ় রাখে। 'হাল' হলো যা তোমাকে উসূলের (মূলনীতিমালা) উপকারিতা থেকে প্রেরণ করে, সুলূকের ফলাফল থেকে নয়।

'মুনাযালাহ্' হচ্ছে যার সাথে তুমি খাস হও উপস্থিতির নিচে থেকে মুশাহাদার গুণ সহকারে; গোপন থাকার গুণ সহকারে নয়।

আর 'সির' হলো 'লাত্বাইফ-এ আযল' (অনাদিকালের সূক্ষ্ম রহস্যগুলো) থেকে যা তুমি গচ্ছিত রাখবে– একাগ্রতার ভিড়, ইচ্ছাকে নিশ্চিহ্ন করা এবং নিজের সত্তাকে বিলীন করার সময়।

অতএব, 'কদম'-এর বিধানের হিফাযত তরীক্বার মধ্যে ফিক্বহের উপকার করে, 'মাক্বাম'র বিধানের হিফাযত গোপন অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপকার করে, 'হাল'-এর বিধানের হিফাযত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ও আল্লাহ্‌র সাহায্যক্রমে ক্ষমতা প্রয়োগে প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে, 'মুনাযালাহ্'র বিধানের হিফাযত 'ফাত্‌হে লাদুন্নী' (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিজয়)'র সৈন্যদলের জন্য তাঁর ক্ষমতা প্রাপ্তিতে সাহায্য করে এবং 'সির'-এর বিধানের হিফাযত সৃষ্টিজগতের গোপন তথ্যসমূহ সম্পর্কে অবগতি অর্জনে শক্তি বৃদ্ধি করে। আর সময়ের হিফাযত 'মুরাক্বাবাহ্' পয়দা করে। 'আন্‌ফাস' (শ্বাস-প্রশ্বাস)-এর বিধানের হিফাযত উপস্থিতিতে অদৃশ্যের স্তরের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়।

শায়খ-ই মাগরিবীর কারামতসমূহ

বন্য পশুদের উপর রাজত্ব

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, ফক্বীহ-ই সালিহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মূসা

ইবনে মুলূক ইবনে সাসীন মারাকেশী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই ফক্বীহ আবিদ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী আফ্রীক্বীকে শুনেছি। তিনি শায়খ আবূ ইয়া'যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, শায়খ আবূ ইয়া'যা প্রথম অবস্থায় পনেরো বছর যাবৎ জঙ্গলে ছিলেন। এ সময় তিনি হুবারা (একটি তৃণ কিংবা গাছের নাম)'র দানা ছাড়া আর কিছুই খাননি। বাঘ-সিংহ তাঁর নিকট আশ্রয় নিতো। পাখীরা তাঁর নিকট সবসময় থাকতো। যখন কোন বাঘ গিয়ে কোন কাফেলার উপর আক্রমণ করতো, কিংবা রাস্তা বন্ধ করে দিতো, তখন হযরত আবূ ইয়া'যা এসে ওই বাঘের কান ধরে টেনে তুলতেন এবং তাড়িয়ে দিতেন। সেগুলোও লজ্জিত হয়ে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করতো। তিনি সেগুলোর উদ্দেশে বলতেন, "হে খোদার কুকুরেরা! এখান থেকে চলে যা। আর কখনো আসবিনা।" তখন তারা সেখান থেকে চলে যেতো, আর কখনো ওই স্থানে কেউ তাদের কাউকে দেখতে পেতো না।

কাঠুরিয়ারা একদা তাঁর কাছে আসলো। যে জঙ্গলে তারা কাঠ কাটতো এবং ওই কাঠ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো সেখানে বাঘের আধিক্য ও সেগুলোর উপদ্রবের অভিযোগ করলো। তিনি তাঁর খাদিমকে বললেন, "জঙ্গলের রাস্তায় গিয়ে উচ্চস্বরে বলে দাও, "হে বাঘ-সিংহের দল! তোমাদেরকে আবূ ইয়া'যা নির্দেশ দিচ্ছেন– তোমরা এ জঙ্গল ছেড়ে চলে যাও।"

বর্ণনাকারী বলেন, ওই খাদেম গেলেন এবং তিনি তা করলেন। ওদিকে বাঘগুলোকে ওই জঙ্গল থেকে তাদের বাচ্চাগুলোকে তুলে নিয়ে বের হয়ে যেতে দেখা গেলো। এমন কি ওই জঙ্গলে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। এরপর ওখানে কোন বাঘ বা সিংহ দেখা যায়নি।

জঙ্গলী জন্তু এবং পাখীদের অভিযোগ

বর্ণনাকারী বলেন, শায়খ মাদ্ইয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, মরক্কোতে বিরাজিত দুর্ভিক্ষের সময় আমি শায়খ আবূ ইয়া'যার দরবারে আসলাম। তিনি জঙ্গলে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর চতুপার্শ্বে অনেক জঙ্গলী জন্তু ছিলো। বাঘ এবং অন্যান্য জন্তু একসাথে মিলেমিশে ছিলো। কেউ কারো উপর আক্রমণ করতো না। তাঁর মাথার উপরে অনেক পাখী ছিলো। একটি জঙ্গলী জন্তু তাঁর কাছে আসতো আর আওয়াজ

করতো। মনে হতো যেন তাঁকে কিছু বলছে। শায়খ তাকে বলতেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অমুক স্থানে অমুক রিয্‌ক্ব দেবেন।" অতঃপর সেটা তাঁর সামনে থেকে চলে যেতো। এভাবে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ জন্তু ও পাখি আসতো। যখন তাঁর কাছে আর কেউ অবশিষ্ট রইলো না, তখন আমি তাঁকে বললাম, "হে আমার সরদার! এ কেমন ব্যাপার?" তিনি আমাকে বললেন, "হে শোয়াইব! এ জঙ্গলী জন্তু ও পাখি একত্রিত হয়ে আমার নিকট কঠিন দুর্ভিক্ষের কারণে ক্ষুধার অভিযোগ নিয়ে এসেছে এবং বলেছে আমরা মরক্কোর ভূ-খণ্ড ছাড়া অন্য কোন দেশে বসবাস করতে পছন্দ করিনা।" কারণ, তারা আমার প্রতিবেশে থাকতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের রিয্‌ক্বগুলো সম্পর্কে অবগত করেছেন– কখন এবং কোথায় তারা তা পাবে। সুতরাং আজও আমি তাদেরকে সেটার সন্ধান দিয়েছি। তারাও নিজ নিজ রিয্‌ক্বের দিকে চলে গেছে।

জমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ্ আবুল বাক্বা ঈসা ইবনে মূসা ইবনে ওবাদাহ্ ইবনে নায়াদ তিলিমসানী। তিনি বলেন, আমি আমাদের পীর শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মুহাম্মদ সালিহ ইবনে ওয়াইরজান দাকালীকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আমাদের পীর শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মাদ্‌ইয়ানকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমাদের এক বন্ধু আমাদের শায়খ আবূ ইয়া'যা রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুর নিকট ওই সময় আসলো, যখন মরক্কোতে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। সে তাঁকে বললো, "আমার একখণ্ড জমি আছে, যার উৎপন্ন ফসল দিয়ে আমি এবং আমার পরিবার-পরিজন জীবিকা নির্বাহ করি; কিন্তু ওখানে কঠিন দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে।" তখন শায়খ উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে ওই জমিতে আসলেন। তিনি তাতে হাঁটতে লাগলেন এবং জমির সীমা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। আর সে বললো, "এ দিকে এ পর্যন্ত আর ওদিকে এ পর্যন্ত।" অবশেষে তিনি জমির শেষ সীমা পর্যন্ত গেলেন। এর পরক্ষণে কেবল ওই জমিতেই বিশেষ করে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। এমনকি পুরো জমিটি বৃষ্টিতে যথেষ্ট পরিমাণে সিক্ত হলো; অথচ বৃষ্টি ওই জমি অতিক্রম করলো না। তার ওই জমি ছাড়া সেটার নিকটবর্তী অন্য কোন জমিতে ফসল জন্মেনি।

কপাল সাজদায়, এদিকে বৃষ্টি বর্ষণ!

বর্ণনাকারী বলেন, আর যখন মরক্কোতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, তখন তিনি বের হয়ে ঈদগাহে যেতেন। (আল্লাহ্‌র দরবারে) বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং সাজদা করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টির পানিতে না ভিজতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন না। আর লোকেরাও শহরের দিকে পানিতে হেঁটেই আসতো।

শায়খ 'ফাস' পরগণার একটি গ্রাম আ'তবে বসবাস করতেন। সেটাকেই তিনি বাসভূমি বানিয়েছেন, এ পর্যন্ত যে, সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন। সেখানেই তাঁর কবর শরীফ রয়েছে, যা অগণিত মানুষের যিয়ারতের স্থান। মরক্কোবাসীরা তাঁর উপাধি দিলো 'দাদ'। তাদের মতে এর অর্থ হলো 'বড় বাবা'। এ উপাধি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, তাদের নিকট তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত ছিলেন।

মাশ্‌রিক্ব মাগরিবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাজ্জাজ ইয়ূসুফ ইবনে আবদুর রহীম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ইয়া'লা মুযাফ্‌ফরী ফাসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবদুল্লাহ্ বুস্তানী ফাসী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই বুযুর্গ আরিফ আবূ হাফ্‌স্ ওমর ইবনে আবূ মা'মার সিনহাজী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমাদের এক বন্ধু শায়খ আবূ ইয়া'যার নিকট আসলো। সে তাঁর নিকট বাগদাদ যাবার অনুমতি চাচ্ছিলো। তিনি বললেন, তুমি যখন বাগদাদ যাবে, তখন যেন একজন লোকের সাক্ষাৎ তোমার হাতছাড়া না হয়। তিনি হলেন এক অনারবীয় অভিজাত ব্যক্তি। তার নাম আবদুল ক্বাদির। যখন তুমি তাঁকে দেখবে, তখন আমার সালাম বলবে এবং আমার জন্য তাঁর কাছে দো'আ চাইবে; তাঁকে বলবে, "আবূ ইয়া'যাকে অন্তর থেকে ভুলবেন না।" কেননা, আল্লাহ্‌রই শপথ! সমগ্র আজম (অনারবীয় অঞ্চল)-এ তাঁর মতো আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আর ইরাকেও তার ন্যায় অন্য কাউকে দেখতে পাবে না। নিশ্চয়ই তাঁরই কারণে মাশরিক্ব (পূর্বাঞ্চল) পশ্চিমাঞ্চলের উপর শ্রেষ্ঠ হয়েছে। তাঁর জ্ঞান ও বংশ তাঁকে অন্যান্য আউলিয়া-ই কেরামের উপর সুস্পষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

শায়খ আদী ইবনে মুসাফির উমুভ্‌ভী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি প্রসিদ্ধ মাশা-ইখ, উল্লেখযোগ্য বড় বড় আরিফ এবং আল্লাহর দরবারের অতি নৈকট্যধন্য ও মাহবুব বান্দাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সুস্পষ্ট কারামতরাজি, অলৌকিক কার্যাদি, উঁচু মর্যাদাদি, উন্নত অবস্থাদি, উচ্চ হাক্বীক্বতরাজি, মহৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সুক্ষ্ম ইঙ্গিতসমূহ, উঁচু সাহসিকতা এবং আলোকদীপ্ত অন্তরের ধারক।

তিনি ওইসব বুযুর্গের মধ্যে একজন, যাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতে ঘটিতব্য তাঁদের কার্যাবলীতে অলৌকিকত্ব দান করেছেন। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর হাত দু'টির উপর আশ্চর্যজনক বিষয়াদি প্রকাশ করেছেন, অন্তরগুলোকে তাঁর জন্য বিনম্র করেছেন, তাঁকে সৃষ্টিজগতে ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতা দিয়েছেন, বক্ষগুলোতে তাঁর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়-ভীতি ও চক্ষুগুলোতে উত্তম দৃষ্টিশক্তি ঢেলে দিয়েছেন। তাঁকে অকাট্য দলীল ও পেশ্‌ওয়া করেছেন। তিনি এ তরীক্বার একজন স্তম্ভও একজন বড় আলিম। তিনি মুত্তাক্বী-পরহেযগার ও সুক্ষ্ম গবেষকদের প্রধান ছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রাথমিক অবস্থাতেই ওই ধারণা পেয়েছেন, যা অতিক্রম করে উপরের দিকে আরোহণ করা বড় কঠিন; যার দিকে তীর নিক্ষেপ করা খুব কষ্টসাধ্য, যা অর্জন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং অনেক মাশা-ইখের পক্ষেও তাঁর মতো তরীক্বতের পথ অতিক্রম করা অসম্ভব ঠেকেছে।

শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আব'ল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁর কথা উল্লেখ করতেন এবং তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। তাঁর সাল্‌তানাতের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন এবং এটাও বলতেন, "যদি নুবূয়ত আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা অর্জিত হতে পারতো, তাহলে নিশ্চয়ই তা আদী ইবনে মুসাফির পেয়ে যেতেন।" আর নিশ্চয় আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল আফাফ মূসা ইবনে শায়খ আবুল মা'আলী ওসমান ইবনে বাক্বা'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনে মাহমূদ বা'লাবাক্কী মুক্বরী। তিনি বলেন, আমি আমাদের পীর শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বাত্বা-ইহীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি

শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরের সাথে 'লালশ' নামক স্থানে পাঁচ বছর যাবৎ নামায পড়েছি। তাঁর সান্নিধ্যে পাঁচ বছর যাবৎ অবস্থান করছি। তাঁর অবস্থা এ ছিলো যে, যখন তিনি সাজদায় থাকতেন, তখন তাঁর মাথার মগজ থেকে কঠোর মোজাহাদার (সাধনা) কারণে এমন একটি আওয়াজ আসতো, যেমন শুষ্ক কদুর ভিতর থেকে কঙ্করের আওয়াজ আসে।

প্রাথমিক দিকে এ অবস্থা ছিলো যে, তিনি গুহা, পাহাড় এবং জঙ্গলসমূহে অবস্থান করতেন এবং একাকী সফর করতেন। নিজের নাফ্সের উপর বিভিন্নভাবে দীর্ঘ মোজাহাদা জারী রাখতেন। সেখানে সাপ, কীট-পতঙ্গ ও জীব-জন্তুগুলো তাঁকে ভালবাসতো।

তিনি ওই মাশা-ইখের মধ্যে একজন, যাঁরা পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে সত্যবাদী মুরীদদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে তরীক্বতের পথে তাঁর পরিচালনাকেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হতো। তিনি তাঁদের মুশকিল অবস্থাদি দূরীভূত করতেন। অনেক ওলী তাঁর শীষ্যত্ব অবলম্বন করেছেন। তাঁর সাহচর্যে থেকে অনেক গৌরবময় 'হাল' বিশিষ্ট বুযুর্গ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক সালিহ্ বান্দা তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। চতুর্দিক থেকে লোকেরা তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসতো। তাঁর যুগে তাঁর বুযুর্গী এবং তাঁর উঁচু মর্যাদার উপর পীর-মাশাইখ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন।

বস্তুতঃ তিনি ওই ব্যক্তি, যিনি তাজুল আরিফীন শায়খ আবুল ওয়াফাকে গোসল দিয়েছেন। ওই সময় তিনি যুবক ছিলেন। তরীক্বতপন্থীদের মুখে তাঁর কালাম (বাণী) অত্যন্ত উঁচুমানের বলে প্রসিদ্ধ ছিলো।

শায়খ আদীর বাণীসমূহ

এ কিতাবে ইতোপূর্বে তাঁর বাণীগুলোর কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। আর কিছুটা নিম্নরূপ ঃ

❐ তিনি বলেন, তোমার লওয়া ও ত্যাগ করা হয়তো মহামহিম আল্লাহ্র সাথে হবে, নতুবা আল্লাহ্র জন্য হবে। সুতরাং যদি তা তাঁর সাথে হয়, তবে তিনি দানকে তোমার দ্বারা শুরু করবেন। আর যদি তা তাঁরই (সন্তুষ্টির) জন্য হয়, তবে তাঁর নিকট তাঁর

অনুমতিক্রমে, রিযক্ব প্রার্থনা করো এবং ওই স্থান থেকে বাঁচো, যেখানে মাখলূক্ব (লোকজন) থাকে। অতঃপর তুমি যখন তাদের সাথে থাকবে, তখন তারা তোমাকে গোলাম বানিয়ে রাখবে। আর যখন তুমি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকবে, তখন তিনি তোমাকে হিফাযত করবেন। যখন তুমি আসবাসপত্রের সাথে থাকবে, তখন আপন জীবিকা জমি থেকে অন্বেষণ করো। কেননা, তখন তোমাকে আসমান থেকে মোটেই দেওয়া হবেনা। আর যখন তুমি ঈমানের সাথে থাকবে, তবে তুমি সেটা আসমান থেকে অন্বেষণ করো। কেননা, তখন তোমাকে তা যমীন থেকে দেওয়া হবে না। আর যখন তুমি 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা)'র সাথে থাকবে, তখন যদি তুমি তোমার সাহস বা ইচ্ছা দ্বারা অন্বেষণ করো, তবে তিনি তোমাকে মোটেই দেবেন না। আর তুমি যদি নিজের সাহস বা ইচ্ছাকে দূর করে দাও, তবে তিনি তোমাকে দান করবেন। যখন তুমি আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লার সাথে দণ্ডায়মান থাকবে, তখন সমস্ত সৃষ্টির স্থান তোমার জন্য খালি হয়ে যাবে, তুমি আল্লাহ্‌র (কুদরতের) মুঠোয় বিলীন হবে আর সমস্ত সৃষ্টি তোমার মধ্যে এবং তোমার জন্য থাকবে।

পীর ও মুরীদ সম্পর্কে তিনি বলেন–

❒ 'শায়খ' হলেন তিনি, যিনি তোমাকে নিজের উপস্থিতিতে একত্রিত (স্থির) করেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তোমার হিফাযত করেন, নিজের সুন্দর চরিত্রে তোমাকে সভ্য ও চরিত্রবান করে তুলেন, নিজের চালচলন দ্বারা তোমাকে আদব শিক্ষা দেন এবং তোমার বাত্বিন (অভ্যন্তরীণ দিক)-কে নিজের নূরানিয়্যাৎ দ্বারা আলোকিত করে দেন।

❒ আর 'মুরীদ' হচ্ছে সে-ই, যার নূর (হৃদয়) ফক্বীর-দরবেশের সাথে মুহাব্বত ও খুশী সহকারে আলোকিত থাকে, সূফীগণের সাথে আদবপূর্ণ সম্পর্কের রশিতে আবদ্ধ থাকে, মাশা-ইখের সাথে থাকে খিদমত করা ও (ভাল অর্থে) ঈর্ষা সহকারে এবং আরিফদের সাথে থাকে বিনয় ও নম্রতা সহকারে।

সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেন–

❒ সুন্দর চরিত্র প্রত্যেক লোকের ওই বিষয়, যা তাকে প্রিয়পাত্র করে, বন্য প্রকৃতির করেনা। সুতরাং সে আলিমদের সাথে তো এভাবে থাকে যে, তাঁদের কথাগুলো উত্তমরূপে কান লাগিয়ে ও মুখাপেক্ষী সেজে শুনে, আরিফদের সাথে থাকে শান্তভাবে ও অপেক্ষামান হয়ে এবং 'মাক্বামাত' (উচ্চ মর্যাদাদি) বিশিষ্টগণ-এর সাথে থাকে 'তাওহীদ' ও 'অত্যন্ত বিনয়' সহকারে।

❐ তিনি আরো বলেন- যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, তাঁর কারামত ও অলৌকিক কার্যাবলী প্রকাশ পাচ্ছে, তখন দেখো লোকটি (শরীয়তের) বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে কেমন।

বিদ'আত সম্পন্নকারীদের থেকে বিরত থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

❐ যে ব্যক্তি আদব সম্পন্নদের থেকে আদবের শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে তার অনুসারীদেরকে বিনষ্ট করে ফেলবে। যার মধ্যে সামান্যটুকু বিদ'আত (ভিত্তিহীন নব আবিষ্কৃত কান) থাকে তার সাথে বসা থেকে বিরত থাকো, যাতে সেটার অশুভ পরিণতি তোমার দিকে ধাবিত না হয়; যদিও একটি সময়সীমার পরও হয়।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সেটার হাক্বীক্বতের গুণে গুণান্বিত না হয়ে শুধু কথা বলে ক্ষান্ত হয়, সে বিচ্ছিন্নই হলো। আর যে ব্যক্তি ইবাদতের উপর ফিক্বহ্ ব্যতীত ক্ষান্ত হয়, সে (উদ্দেশ্য থেকে) বেরই হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি ফিক্বহর উপর খোদাভীরুতা অবলম্বন করা ব্যতিরিকে ক্ষান্ত হয়, সে ধোঁকায় পড়েছে। আর যে ব্যক্তি আপন ওয়াজিব (অপরিহার্য) বিধানাবলী পালন করতে থাকে, সে নাজাত পাবে।

❐ তাঁর বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলার 'তাওহীদ' সম্পর্কে এ যে, তাঁর হাক্বীক্বত (বাস্তবতা) বলা যায় না, তাঁর অবস্থা হৃদয়ের অনুমানে আসেনা। তিনি উপমা ও আকৃতির বহু উর্ধ্বে (অর্থাৎ তিনি উপমা ও আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র)। তাঁর গুণাবলীও তাঁর যাতের মতো 'ক্বাদীম' (অবিনশ্বর)। তাঁর গুণাবলীতে দেহ নেই।

তিনি এর বহু উর্ধ্বে যে, তাঁকে তাঁর সৃষ্টির সাথে উপমা দেয়া যাবে, কিংবা তাঁকে নশ্বর বস্তুগুলোর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে। তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাঁর যমীন ও তাঁর আসমানগুলোতে না তাঁর সমমানের কেউ আছে, না আছে তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছার মধ্যে কেউ সমকক্ষ। বিবেকগুলোর জন্য হারাম- আল্লাহ্ তা'আলাকে কারো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, মনের কল্পনাগুলোর (জন্য হারাম)- তাঁকে (হাতের নাগালে) পাবার কল্পনা করা, ধারণাগুলোর উপর (হারাম) হচ্ছে- তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, হৃদয়গুলোর উপর (হারাম) হচ্ছে চিন্তা বিভোর হয়ে ধ্বংস হওয়া এবং নাফসগুলোর উপর (হারাম) অযথা চিন্তা করা এবং চিন্তার উপর (হারাম হচ্ছে) তাঁকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করা এবং বিবেকগুলোর উপর এটাং হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ- তাঁকে কল্পনা করা; কিন্তু ততটুকু, যতটুকু তিনি আপন অকাট্য কিতাব কিংবা

আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় নিজের প্রশংসা করেছেন।

❐ আমার এ ত্বরীকার উপর যে ব্যক্তি চলে, তার জন্য সর্বপ্রথম একথা ওয়াজিব যে, সে মিথ্যা দাবীগুলো ছেড়ে দেবে এবং সত্য সঠিক অর্থগুলোকে গোপন করবে।

শায়খ আদীর কারামতসমূহ

ঝরণা প্রবাহিত হওয়া

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ মুসেলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আদী ইবনে শায়খ আবুল বারাকাত ইবনে সাখার ইবনে মুসাফির উমুভী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি শায়খ-ই সালিহ আবূ ইসরাঈল ইয়া'কূব ইবনে আবদুল মুক্বতাদির ইবনে আহমদ হুমায়দী ইববিলী সা-ইহ্‌কে বলতে শুনেছি, 'আমি একবার তিন বছর যাবৎ একাকী হাক্কার ও লেবাননের পাহাড় এবং ইরাক ও অনারবীয় অঞ্চলের পাহাড়ে অবস্থান করেছি। কখনো কখনো আমার উপর 'বিশেষ অবস্থা' আসতো। তখন আমি মুখের উপর ভয় করে পড়ে যেতাম। অতঃপর আমার উপর বায়ু প্রবাহ চলতো। এমনকি আমার চামড়ার উপর ময়লা-আবর্জ্জনার আবরণ পড়ে যেতো, তখন সেটাকে আমার উপর আরেকটা চামড়া বলে মনে হতো। অতঃপর একদা আমার নিকট একটি নেকড়ে বাঘ আসলো এবং সেটা আমার দিকে দেখলো আর মুচকি হাসলো। আমার গোটা চামড়া লেহন করলো। এমনকি সেটাকে খেজুরের খোলের ন্যায় করে দিলো আর চলে গেলো। আমার আশ্চর্য বোধ হলো। কী দেখছি! সেটা আমার কাছে আবার আসলো এবং আমার দিকে রাগের দৃষ্টিতে দেখলো। আমার উপর প্রস্রাব করে গেলো। তখন আমি পানির ঝর্ণার নিকট আসলাম এবং তাতে গোসল করলাম। তারপর জঙ্গলের মধ্যখানে পর্ব্বতমালায় অবস্থিত একটি গম্বুজের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমার ও জন মানবের মধ্যে চতুর্দিক থেকে দশদিনের পথের দূরত্ব ছিলো। আমার পাশ দিয়ে কেউ যাচ্ছিলো না, আমি কারো আওয়াজও মোটেই শুনছিলাম না।

আমি মনে মনে বললাম, আহা! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার নিকট কোন আরিফ বান্দাকে পাঠাতেন। তৎক্ষণাৎ কী দেখেছিলাম! শায়খ আদী ইবনে মুসাফির আমার পাশে। তিনি আমাকে সালাম করলেন না। তখন আমি তাঁর ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

অতঃপর আমি মনে মনে বললাম, "তিনি আমাকে সালাম করলেন না কেন?" তখন তিনি আমার উদ্দেশে বললেন, "আমি এমন ব্যক্তিকে সালাম ও মারহাবা বলিনা, যার উপর নেকড়ে বাঘ প্রস্রাব করে।"

অতঃপর আমাকে ওইসব ঘটনা বর্ণনা করলেন, যেগুলো সফরে আমার উপর সংঘটিত হয়েছিলো। তিনি ওইসব ঘটনাও বর্ণনা করলেন, যেগুলো আমার মনে ছিলো, এমনকি এমন প্রতিটি কথাও তিনি বর্ণনা করলেন, যা আমার মনে আসলো ও গোপন ছিলো। তিনি ঘটনার পর ঘটনা বললেন, এমনকি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অতঃপর আমি বললাম, "হে আমার সরদার! আমি চাই যেন, এই গম্বুজে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে থাকি, আর আমার নিকট একটি ঝর্ণা হোক, যা থেকে আমি পানি পান করবো এবং কিছু খাবারও থাকুক, যা আমি খাবো।" সুতরাং তিনি দু'টি পাথরের দিকে গেলেন, যে দু'টি গম্বুজের মধ্যে ছিলো। তন্মধ্যে একটিতে পায়ের মুড়ি মারলেন। তা থেকে এমন পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো, যা নীল দরিয়ার চেয়েও বেশী মিঠা ছিলো। আর দ্বিতীয়টিতেও পায়ের মুড়ি মারলেন। তখন সেখান থেকে একটি আনারের বৃক্ষ জন্মালো। তিনি সেটার উদ্দেশে বললেন, "হে বৃক্ষ! আমি আদী ইবনে মুসাফির। আল্লাহ্‌র তুমি নির্দেশে একদিন মিষ্টি আনার আরেকদিন টক আনার জন্মাবে।" আর আমাকে বললেন, "হে ইসরাঈল! (আল্লাহর বান্দা) তুমি এখানে থাকো! এ বৃক্ষ থেকে খাও এবং এ ঝর্ণা থেকে পান করো। যখন আমার সাক্ষাতের ইচ্ছা করো, তখন আমার নাম নিও। আমি তোমার নিকট চলে আসবো।"

তিনি বলেন, অতঃপর আমি এ গম্বুজে কয়েক বছর থাকলাম। ওই বৃক্ষ থেকে একদিন মিষ্টি আনার এবং আরেকদিন টক আনার খেতে লাগলাম। ওই আনারগুলো ছিলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আনার। আমি যখনই তাঁকে স্মরণ করতাম, তৎক্ষণাৎ তিনি আমার নিকট চলে আসতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার অন্তরে যেসব কথা অতিবাহিত হতো, তার সবই তিনি আমাকে বলে দিতেন।

তিনি বলেন, এর কয়েক বছর পর আমি লালশ নামক স্থানে তাঁর খিদমতে আসলাম। একরাত তাঁর কাছে রইলাম। তিনি আমাকে তাঁর শ্বাস দ্বারা জ্বালিয়ে দিলেন এবং চল্লিশ দিন যাবৎ এভাবে রইলাম যে, প্রতিদিন আমি আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢালতাম। আর নিজের ভেতর তাঁর শ্বাসের ভয়ের কারণে কঠিন আগুন অনুভব করতাম।

আমি একবার আবাদান সফরের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট থেকে বিদায়ের জন্য গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, যদি তুমি কোন হিংস্র জানোয়ার দেখে ভয় পাও, তাহলে তাকে বলবে, 'তোমাকে আদী ইবনে মুসাফির বলছেন, চলে যাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও।' যখন সমুদ্রের তরঙ্গের ভয় হয়, তাহলে বলবে, 'হে উত্তাল তরঙ্গ! তোমাকে আদী ইবনে মুসাফির বলছেন, থেমে যাও!'

তিনি বলেন, অতঃপর যখন আমি কোন বন্য প্রাণী, যেমন– বাঘ ইত্যাদি দেখতাম, তখন তাকে বলতাম, 'তোমাকে শায়খ আদী ইবনে মুসাফির বলছেন, 'চলে যাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও,' তখনই সেটা মাথা নিচু করে নিতো এবং চলে যেতো। যখন আমাদের উপর কোন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যেতো এবং আমরা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতাম, তখন বলতাম, হে উত্তাল তরঙ্গ! তোমাকে শায়খ আদী ইবনে মুসাফির বলেছেন, থেমে যাও।' অতঃপর আমার কথা তখনও শেষ হতো না, ওদিকে বাতাস তথা তরঙ্গ থেমে যেতো এবং সমুদ্র শান্ত হয়ে যেতো। আর এমন শান্ত হয়ে যেতো যেন মোরগের চোখ। আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন ও তাকে সন্তুষ্ট রাখুন!

এক মুহূর্তে ক্বোরআন মুখস্থ করা

এ সনদ সহকারে শায়খ আদী ইবনে মুসাফির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খাদিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাত বছর যাবৎ শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরের খিদমত করেছি। আমি আমার ক্ষেত্রে তাঁর অনেক কারামত প্রত্যক্ষ করেছি। তন্মধ্যে একটি হলো, একদিন আমি তাঁর দু'হাতে পানি ঢালছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি চাও!" আমি বললাম, আমি ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে চাই; কেননা, আমি ক্বোরআনের সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস ছাড়া অন্য কোন সূরা মুখস্থ রাখতে পারি না। তা মুখস্থ করা আমার জন্য খুবই কঠিন।"

তখন তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ আমি পুরো ক্বোরআন মুখস্ত পেলাম। যখন আমি তাঁর নিকট থেকে বের হলাম, তখন পুরো ক্বোরআন (মুখস্থ) পড়তে পারলাম। তা থেকে কোন একটি আয়াতেও আটকা পড়তাম না। এখনো আমি মুখস্থ ক্বোরআন অন্যান্য লোকদের চেয়ে ভালো পড়তে পারি। আর আমি ক্বোরআন শিক্ষা অন্য লোকদের থেকে বেশী দিতে পারি।

এক পলকে মহাসাগরের দ্বীপে পৌছানো

তিনি বলেন, শায়খ একদিন আমাকে বললেন, তুমি 'বাহ্‌রে মুহীত্ব' (মহাসাগর)-এর

ষষ্ঠ দ্বীপে যাও। সেখানে একটি মসজিদ পাবে। তাতে প্রবেশ করবে। সেখানে একজন শায়খের দেখা পাবে। তাকে বলবে, আপনাকে শায়খ আদী ইবনে মুনাফির বলেছেন, "বিমুখ হওয়া থেকে বেঁচে থাকো এবং নিজের জন্য এমন কোন বিষয় বেছে নিওনা, যাতে তোমার কোন উদ্দেশ্য থাকে।"

আমি তাঁকে বললাম, "হে আমার সরদার। আমি কিভাবে মহাসাগরে পৌছতে পরবো?" তিনি আমার উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে হাত মেরে এগিয়ে দিলেন; তখন আমি লালশের হুজুরার বাইরে ছিলাম। আমি হঠাৎ নিজেকে মহাসাগরের ওই দ্বীপে দেখতে পেলাম। আমি বুঝতেই পারলাম না যে, আমি কিভাবে এসেছি। আমি ওই মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে একজন শায়খকে দেখলাম। তিনি ছিলেন এক ভাব-গম্ভীর বুযুর্গ, কোন চিন্তার মধ্যে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম বললাম এবং শায়খের পয়গাম তাঁর নিকট পৌছিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন!" আমি বললাম, "হে আমার সরদার! এবং তা কেন?" তিনি বললেন, "হে আমার বৎস! এখন সাতজন 'খাওয়াস' (আউলিয়া)-এর একজন মুমূর্ষু অবস্থায় আছেন। আমার মনে এ ইচ্ছা জাগলো যে, আমিই তাঁর স্থানে আত্মনিয়োগ করবো। আমার ওই চিন্তা এখনো দূর হয়নি। তুমি এমনই সময় চলে এসেছো।" অতঃপর আমি বললাম, "হে আমার সরদার! আমি কিভাবে হাক্কার পর্বতে পৌছবো?" তখন তিনি আমার দু'কাঁধের মধ্যভাগে হাত মেরে আমাকে এগিয়ে দিলেন। অমনি নিজেকে শায়খ আদী ইবনে মুসাফির রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুর হুজরায় দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তিনি ওই দশজন খাওয়াস্‌সের মধ্যে একজন।"

ফিরিশ্‌তাদের লিপি ও সৃষ্টির আমলসমূহ দেখলেন

শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরের খাদিমের বর্ণনা– আমি একদিন শায়খের নিকট নিবেদন করলাম, "হে আমার সরদার! আমাকে কিছু গায়বের বস্তু দেখান।" তিনি আমাকে তাঁর রুমালটি দিলেন এবং বললেন, "এটা তোমার চেহারার উপর রাখো।" আমি তা রাখলাম। অতঃপর আমাকে বললেন, "ওটা উঠিয়ে নাও।" আমি উঠিয়ে নিলাম। তখন আমি ওই ফিরিশ্‌তাদের দেখলাম, যাঁরা লেখার দায়িত্বে রয়েছেন। আমি তাদের লিপি এবং মাখলুকের আমলগুলো দেখলাম। অতঃপর আমি এ অবস্থায় তিনদিন যাবৎ রইলাম, যার কারণে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলো। অতঃপর আমি

এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাঁর নিকট ফরিয়াদ করলাম। তখন তিনি পুনরায় ওই রুমাল আমার চেহারায় রেখে দিলেন। অতঃপর ওটা উঠিয়ে নিলেন। তখন ওসব কিছু আমার নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মোরগের আযানের আওয়াজ!

শায়খ আদীর খাদিম বর্ণনা করেন, তিনি আমাকে একদিন ওই মোরগের কথা বললেন, যা নামাযগুলোর সময় আরশের নিচে আযান দেয়। তখন আমি নিবেদন করলাম, "হে আমার সরদার! আমাকে ওই মোরগের আওয়াজ শোনান!" অতঃপর যখন যোহরের সময় হলো, তখন তিনি আমাকে বললেন, "আমার নিকটে এসো এবং তোমার কান আমার কানের কাছে রাখো।" আমি তেমনই করলাম। তখন মোরগের আযানের আওয়াজ শুনলাম, যার কারণে আমি কিছুক্ষণ যাবৎ বেহুঁশ ছিলাম।

আশ্চর্য ধরনের আয়না

শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরের খাদিম বর্ণনা করেন, তিনি একদিন আমার নিকট শায়খ আক্বীল মানজাবীর কথা বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমি বললাম, "হে আমার সরদার! আপনি কী তাঁকে আমায় দেখাতে পারবেন?" অতঃপর তিনি আমাকে একটি আয়না দিলেন এবং ওই আয়নায় দেখার নির্দেশ দিলেন। আমি তাতে আমার আকৃতি দেখলাম। অতঃপর আমার আকৃতির ছবি অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং এর পরিবর্তে একজন শায়খ প্রকাশ পেলেন। আমি তাঁকে এমনভাবে দেখছিলাম যে, তাঁর চেহারার কোন কিছুই আমার নিকট গোপন রইলো না। অতঃপর শায়খ আদী আমাকে বললেন, "আদব করো! কেননা ইনিই শায়খ আক্বীল।" অনেক্ষণ যাবৎ আমি তাঁকে এভাবে দেখতে রইলাম। তারপর তিনি আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অতঃপর আমার সামনে আরেক ব্যক্তি প্রকাশ পেলেন।

শায়খ আদীর বংশীয় ধারা হচ্ছে– তিনি হলেন– শায়খ শরফুদ্দীন আবুল ফাযা-ইল আদী ইবনে মুসাফির ইবনে ইসমাঈল ইবনে মূসা ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে মারওয়ান উমুভভী ছিলেন। তাঁর মাতৃভূমি হাওরানে। তিনি হাক্কার পাহাড়ে থাকতেন এবং লালশকেই স্থায়ী আবাসস্থল করে নেন। সেখানেই ৫০৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন। লালশে তাঁর হুজরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়; যা তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। সেখানেই তাঁর কবর রয়েছে, যার প্রকাশ্যে যিয়ারত করা হয়।

তিনি বিজ্ঞ ফক্বীহ্, তীক্ষ্ণ ভাষা বিশারদ, বিনয়ী এবং সচ্চরিত্রবান ছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর চেহারা ছিলো অতি উজ্জ্বল ও তাঁকে দেখে মানুষের মনে খুব ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় পয়দা হতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

ইরাকের মাশাইখ ও ওলামা-ই কেরামের দাওয়াত!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে কামিল হুসাইনী বায়সানী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ শাভির শায়বী মহল্লীকে ওখানেই বলতে শুনেছি যে, তদানীন্তনকালীন খলীফা বাগদাদে ওলীমার আয়োজন করেছিলেন এবং তাতে ইরাকের মাশা-ইখ এবং ওলামাকেও দাওয়াত করলেন। তাঁরা সবাই তাতে উপস্থিত হলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ক্বাদির, শায়খ আদী ইবনে মুসাফির এবং শায়খ আহমদ রেফা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম উপস্থিত হলেন না। যখন লোকেরা চলে গেলো, তখন উজির খলীফাকে বললেন, শায়খ আবদুল ক্বাদির, শায়খ আদী ইবনে মুসাফির এবং শায়খ আহমদ রেফা'ঈ উপস্থিত হননি। খলিফা বললেন, তাহলে তো কেউ হাযির হয়নি। অতঃপর খলীফা তাঁর দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন– শায়খ আবদুল ক্বাদিরের নিকট যাও এবং তাঁকে দাওয়াত দাও! আর কোহে হাক্কার ও উম্মে ওবায়দায় গিয়ে শায়খ আদী ও শায়খ আহমদের দরবারে হাযির হও (এবং তাঁদেরকেও দাওয়াত দাও!)।"

বর্ণনাকারী বলেন, দারোয়ান খলীফার মজলিস থেকে উঠার পূর্বে এবং দাওয়াত কার্ড লিখার পূর্বে শায়খ আবদুল ক্বাদির আমাকে বললেন, "হে শাভির! তুমি ওই মসজিদের দিকে যাও, যা বাবে হালবা'র বাইরে রয়েছে। সেখানে শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরকে পাবে। তাঁর সাথে আরো দু'ব্যক্তি রয়েছেন। তাদেরকেও আমার নিকট ডেকে আনো।" অতঃপর 'গুনীযী' কবরস্থানে যাবে। সেখানে শায়খ আহমদ রেফা'ঈকে পাবে। তাঁর সাথেও আরো দু'ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁদেরকেও আমার নিকট ডেকে আনো।

তিনি বলেন, আমি বাবে হালবার বাইরের মসজিদে গিয়ে সেখানে শায়খ আদীকে পেলাম। তাঁর সাথে আরো দুই ব্যক্তি ছিলেন। আমি বললাম, "হে আমার সরদার! শায়খ আবদুল ক্বাদির আপনাদেরকে যেতে বলেছেন। তাঁর দাওয়াত কবুল করুন।" তিনি বললেন, "অবশ্যই শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" তখন তাঁরা সবাই সশরীরে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও তাঁদের সাথে আসতে লাগলাম। তখন আমাকে শায়খ আদী বললেন, "হে শাভির! তুমি কি শায়খ আহমদ রেফা'ঈর নিকট যাবে না? তোমাকেতো

শায়খ এর নির্দেশও দিয়েছেন।" আমি বললাম, "জ্বী হাঁ। যাচ্ছি।" অতঃপর আমি গুনীয়ী কবরস্থানে আসলাম। সেখানে শায়খ আহমদকেও পেলাম। তাঁর সাথে আরো দু'ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, "হে আমার সরদার! আপনাদেরকে শায়খ আবদুল ক্বাদির যেতে বলেছেন। তাঁর দাওয়াত কবুল করুন!" তিনিও বললেন, "শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।" আর তাঁরা গেলেন। মাগরিবের সময় শায়খদ্বয় শায়খ আবদুল ক্বাদিরের খানক্বাহ্ শরীফে হাযির হলেন। তখন শায়খ তাঁদের জন্য এগিয়ে গেলেন এবং তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা সেখানে অল্পক্ষণও অবস্থান করেন নি; ইত্যবসরে দারোয়ান শায়খের দরবারে হাযির হলো। অতঃপর তাঁর নিকট ওই দু'জন শায়খকেও দেখতে পেলো। সে দৌড়ে গিয়ে খলীফাকে জানালো যে, তাঁরা তিনজন শায়খই এক স্থানে আছেন। অতঃপর খলীফা নিজ হাতেই শায়খের নিকট দাওয়াতনামা লিখলেন। তাতে তাঁদের সমীপে তাঁর দরবারে তশরীফ নেওয়ার আবেদন করলেন। আর তাঁদের খিদমতে তাঁর শাহজাদা ও দারোয়ানকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা দাওয়াত কবুল করলেন এবং তাশরীফ নিয়ে গেলেন। শায়খ আমাকেও তাঁর সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। (আমিও তাঁদের সাথে গেলাম।) আমরা যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছলাম তখন ওখানে ঘটনাক্রমে শায়খ আলী ইবনুল হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। শায়খগণও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনিও তাঁদের সাথে গেলেন। অতঃপর তিনি (খলীফার দূত) আমাদেরকে একটি সুন্দর ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম খলীফা সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তখন কোমরবন্দ পরিহিত ছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর দু'জন খাদিমও ছিলো। ঘরে তাঁরা ব্যতীত আর কেউ নেই। অতঃপর খলীফা তাঁদের সাথে মিলিত হলেন এবং নিবেদন করলেন, "হে আমার সরদারবৃন্দ! নিশ্চয়ই বাদশাহগণ তাঁদের প্রজাদের কাছে আসেন, তখন তারা তাঁদের জন্য রেশমী কাপড় বিছিয়ে দেয়, যাতে তিনি ওই কাপড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যান।" কিন্তু খলীফা ও মহান শায়খদের জন্য নিজের দামন বিছিয়ে দিলেন এবং ওই সব হযরতের সমীপে নিবেদন করলেন যেন এর উপর দিয়ে হেঁটে আসেন। তখন হযরতগণ তাই করলেন। খলীফা আমাদেরকে দস্তরখানায় নিয়ে গেলেন, যা আগে থেকেই তৈরী রাখা হয়েছিলো। অতঃপর সবাই বসলেন এবং খানা খেলেন। আমিও তাঁদের সাথে খেলাম।

সবকিছুই আলোকিত হলো

অতঃপর তাঁরা (এ তিন মাশা-ইখ) বের হলেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর কবর শরীফ যিয়ারত করতে গেলেন। ওই রাতটি ছিলো ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। শায়খ আবদুল ক্বাদির যখন কোন পাথর, লাকড়ী, দেওয়াল কিংবা কবর অতিক্রম করলেন, তখন সেটার দিকে হাতে ইঙ্গিত করলেন। তখন সেটা তেমনভাবে আলোকিত হয়ে গেলো, যেমন চাঁদ আলোকিত হয়। ওই আলোতেই তাঁরা হাঁটছিলেন, যতক্ষণ না এটা শেষ হলো। অতঃপর শায়খ অন্য বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন সেটাও আলোকিত হয়ে গেলো। এভাবেই তারা আলোতে হাঁটতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি শায়খ আবদুল ক্বাদিরকে অতিক্রম করতেন। অবশেষে তাঁরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কবর শরীফের নিকট আসলেন। অতঃপর শায়খ চতুষ্টয় মাযারের ভিতর প্রবেশ করে যিয়ারত করছিলেন। আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম যে পর্যন্ত না তাঁরা (যিয়ারত শেষে) বেরিয়ে এলেন। যখন তাঁরা পরস্পর পৃথক হতে চাইলেন, তখন শায়খ আদী শায়খ আবদুল ক্বাদিরকে বললেন, "আমাকে কিছু নসীহত করুন।" তিনি বললেন, "তোমাকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌ অনুসারে আমল করার ওসীয়ত করছি।" অতঃপর প্রত্যেকে পরস্পর পৃথক হয়ে চলে গেলেন।

সমুদ্র ত্যাগ করে নালার দিকে আসা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ মুক্বাদ্দাসী। তিনি বলেন, আমি দু'জন শায়খ আবুল ক্বাসিম হেবাতুল্লাহ ইবনে মনসূরী এবং আবুল হাসান আলী নানবাঈ উভয় বাগদাদীকে বলতে শুনেছি, আমরা শায়খ আবুল ক্বাসিম ওমর ইবনে মাস'উদ বায্‌যারকে বলতে শুনেছি, আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরের খুব প্রশংসা করতেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা।) অতঃপর আমার মনে তাঁকে দেখার আগ্রহ জন্মালো এবং আমি শায়খের নিকট তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি সফর করলাম এবং কোহে হাক্কারে এসে পৌঁছলাম। আমি তাঁকে লাশে তাঁর হুজরার দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। তিনি বললেন, "হে ওমর, স্বাগতম! হে ওমর তুমি সমুদ্র থেকে নালার দিকে এসেছো? হে ওমর" সকল ওলীর বাগডোর শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানীর হাতেই রয়েছে। তিনি এ যুগে খোদা-প্রেমিকদের সকল কাফেলাগুলোর পরিচালক। আল্লাহ্‌ তাঁদের সবার উপর সন্তুষ্ট থাকুন আর তাঁদের ওসীলায় তাঁর ইহসান ও বদান্যতা দ্বারা আমাদেরকেও ধন্য করুন!

শায়খ আলী ইবনে হায়তী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

এ মহান শায়খ ইরাকের বড় মাশা-ইখ, প্রসিদ্ধ আরিফ ও গবেষক ইমামগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর ছিলো একাধারে প্রকাশ্য কারামতসমূহ, অলৌকিক কার্যাবলী, মহৎ অবস্থাদি, উন্নত স্তরসমূহ, উঁচু সাহস, অভিজাত গুণাবলী ও পছন্দনীয় চরিত্র। তিনি ছিলেন আলোকিত বিজয় ও চমকিত কাশ্‌ফের অধিকারী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাতে তাঁর ছিলো উচ্চ মর্যাদা এবং তিনি ছিলেন হাক্বীক্বত ও আধ্যাত্মিকতায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধারী। তাঁর মর্যাদা ছিলো সুউচ্চ তূর পাহাড়ের মতো। আল্লাহর নৈকট্যে তাঁর প্রশংসনীয় স্থান ছিলো আর মিলনের অত্যন্ত মিষ্ট পানির ঘাট। ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁর হাত ছিলো প্রশস্ত। আর ক্ষমতা প্রদানেও তাঁর হাত ছিলো সুপ্রশস্ত।

তিনি এ ত্বরীক্বতের এক স্তম্ভ, আলিমগণের নিদর্শন ও সরদারগণের প্রধান। ইলম, আমল, হাল, সংসারের মোহত্যাগ ও সূক্ষ্ম গবেষণার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন এ ত্বরীকতের দিকে পরিচালনাকারীদের প্রধান। তিনি 'ক্বুতব' ছিলেন বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

চার মাশা-ইখের অবস্থাদি

তিনি ওই চার মাশা-ইখের একজন, যাঁদেরকে ইরাকের মাশায়েখ 'বরাআত' বলে নামকরণ করে থাকেন। 'বরাআত' বলতে তাঁরা ওই সকল শায়খদের বুঝান, যাঁরা মাতৃগর্ভের অন্ধ এবং কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করতেন। এমন শায়খগণ হলেন–

১. শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

২. শায়খ আলী ইবনুল হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

৩. শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তু রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং

৪. শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লুভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

এ সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ আবদুল হামিদ ইবনে মা'আলী সরসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আলী নানবাঈ। তিনি

বলেন, আমি ওমর ইবনে কিমাতী ও বাযযারকে শুনেছি। তাঁরা বলছিলেন, আমরা প্রাথমিক যুগের প্রসিদ্ধ শায়খগণকে পেয়েছি। তাঁরা হলেন– শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী, শায়খ আলী ইবনুল হায়তী, শায়খ বাক্কা ইবনে বতু এবং শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লুভী। তাঁদেরকে 'বরাআত' বলা হতো। অর্থাৎ এসব হযরত মাতৃগর্ভের অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করতেন।

বধিরতা দূরিভূত হওয়া

আবুল ফারাজ সরসরী বলেন, শায়খ মুহাম্মদ দর্জি বাগদাদী, ওরফে ওয়া'ইয রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি শায়খ আলী নানাবাঈর নিকট (উপবিষ্ট) ছিলেন। যখন তিনি কথা বলেছেন, তখন তিনি বধির হয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটে অবস্থানরত এক ব্যক্তিকে বললেন, "শায়খ কী বলছেন?" লোকটি তাঁকে কথাটি পুনরায় বলে শুনিয়ে দিলেন। তখন শায়খ ওয়া-'ইয বললেন, "হে আল্লাহ্! এসব মাশা-ইখের সম্মানের ওসীলায় আমার কান ভালো করে দিন।" অতঃপর তাৎক্ষণিকভাবেই তাঁর বধিরতা দূর হয়ে গেলো। এমনকি তখন থেকে তিনি দু'জনের কানাঘুষাও শুনতে পেতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বধির অবস্থায় দেখেছিলাম। অতঃপর আমি তাঁকে দেখেছি তিনি কানে কানে ব্যক্ত কথাও শুনতেন।

খিরক্বা হারিয়ে যাওয়া

স্মর্তব্য যে, শায়খ আলী ইবনুল হাইতীর নিকট ওই দু'টি খিরক্বা ছিলো, যে দু'টি হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বপ্নে আবূ বকর ইবনে হাওয়ারকে পরিয়েছিলেন। তিনি জাগ্রত হয়ে ওই খিরক্বা দু'টি নিজের শরীরের উপরই পেয়েছিলেন। ওই দু'টির একটি ছিলো কাপড় এবং একটি টুপি। ইবনে হাওয়ার ওই খিরক্বা দু'টি নিজ মুরীদ শায়খ আবূ মুহাম্মদ শাম্মাকীকে দিয়েছেন আর শায়খ শাম্মাকী তাঁর মুরীদ তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফাকে দিয়েছেন। আর তাজুল আরিফীন সেটা নিজ মুরীদ শায়খ আলী ইবনুল হাইতীকে দিয়েছেন। ইবনুল হাইতী সেটা নিজ মুরীদ শায়খ আলী ইবনে ইদ্রীসকে দিয়েছেন। তারঃপর ওই দু'টি হারিয়ে গিয়েছিলো। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

শায়খ আলী ইবনুল হায়তীর মর্তবা

স্মর্তব্য যে, শায়খ আলী ওই শায়খ, যাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিলো, "হে আমার মালিক! তুমি আমার রাজ্যে রাজত্ব করো।" আর তাঁর সম্পর্কে এটা প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, তাঁর উপর আশি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, না তিনি নির্জনে ছিলেন, না একাকী; বরং তিনি শু'তেন ফক্বীর-দরবেশদের মধ্যখানে।

তিনি ওইসব বুযুর্গের একজন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মাখলূক্বের মধ্যে প্রকাশ করেছেন এবং মাখলূক্বের অন্তরে তাঁর প্রতি বড় ও পূর্ণাঙ্গ গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। মানুষের অন্তরে তাঁর ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। তাঁকে অদৃশ্য বস্তুর বক্তা করেছেন। তাঁকে কারামত দান করেছেন। তাঁকে হুজ্জত (দলীল) ও পেশ্ওয়া বানিয়েছেন। শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁর খুব প্রশংসা করতেন, তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁকে ইজ্জত ও সম্মান করতেন। তাঁর শান বৃদ্ধি করতেন আর বলতেন, "বাগদাদে যেসব ওলী দৃশ্য ও অদৃশ্য জগত থেকে এসেছেন, তাঁরা সবাই আমার আতিথ্যের মধ্যে থাকেন, আর আমি শায়খ আলী ইবনে হাইতীর আতিথ্যে থাকি।" তিনি আরো বলেছেন, "আলী ইবনুল হাইতীর অন্তরের বন্ধন এমন সময় খুলে (প্রশস্ত) হয়েছে, যখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র সাত বছর। শায়খ মহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির জিলানীর যুগের শায়খদের মধ্যে শায়খ আলী ইবনুল হায়তীর চেয়ে বেশী কাউকে এতো বেশী মুহাব্বত কিংবা অধিক আসা-যাওয়া এবং খেদমত করা হতো কিনা আমাদের জানা নেই।

প্রত্যেক শহর থেকে নযরানা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ রজব দারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবুল হাসান আলী নানবাঈকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবুল হাসান জূসক্বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে বলতে শুনেছি, যখন আমার সরদার আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু আমাকে বলেছেন, "আমার জন্য প্রত্যেক আস্তাবলে একটি (পুরুষ) ঘোড়া রয়েছে, যার সাথে কেউ লড়তে পারবে না" তখন আমি উপস্থিত ছিলাম এবং শুনছিলাম। তখন তাঁকে আমার সরদার শায়খ আলী ইবনুল হাইতী বলেন, "হে আমার সরদার! আমি এবং আমার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী

(ভক্ত-মুরীদ) আপনার গোলাম।"

শায়খ আলী ইবনুল হাইতীর যুগে তাঁর চেয়ে ইরাকের অন্য কোন শায়খের এতো বেশী রূহানী ক্ষমতা ছিলো না। প্রত্যেক শহর থেকেই তাঁর জন্য নযরানা আসতো। অবশ্য ইরাকের মাশাইখের কাছে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ নযরানা আসতো; কিন্তু শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির ব্যতীত অন্য কারো নিকট পুরোপুরি নযরানা (দীনার) আসতো না। সত্যিকার অর্থে মুরীদদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের সমস্যাপূর্ণ অবস্থাদির কাশ্‌ফ এবং 'নাহরুল মুলক' ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমস্যাদির সমাধানের নেতৃত্ব তাঁরই নিকট পৌঁছে চূড়ান্ত হতো।

তাঁর সুবহতে একাধিক শীর্ষ শায়খ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন– 'শায়খ-ই পেশ্‌ওয়া আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়াকূবী। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। আর একটি বিরাট জমা'আত, যাঁরা গৌরবময় হালের অধিকারী ছিলেন, তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সৃষ্টিজগতের একদল উম্মত তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হন। ওলামা-মাশায়েখ তাঁর বুযুর্গী এবং মর্যাদার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তাঁর পীর শায়খ তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা তাঁর খুব প্রশংসা করতেন এবং অন্যান্য শায়খদের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে সবাইকে অবগত করতেন। তাঁকে একটি টুপি (কিংবা চাদর) দিয়ে শায়খ জাকীরের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যেন সেটা তাঁর মাথার উপর রাখেন। তিনি তাঁকে তাঁর স্থালাভিষিক্ত (নায়েব) বানিয়েছেন।

শায়খ আলী ইবনুল হায়তীর বাণীসমূহ

শরীয়ত ও হাক্বীক্বত

তাঁর বাণীসমূহ সূক্ষ্ম গবেষকদের ভাষায় উচ্চাঙ্গের ও উত্তম বাণী ছিলো। ওইগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে–

❐ 'শরীয়ত' হচ্ছে যা পালনের নির্দেশ বর্তায়। আর 'হাক্বীক্বত' হচ্ছে যা দ্বারা কোন কিছুর প্রকৃত সংজ্ঞা জানা যায়। সুতরাং শরীয়তের পক্ষে 'হাক্বীক্বত' দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায় আর 'হাক্বীক্বত'-এর সাথে শরীয়তের শর্ত যুক্ত।

'শরীয়ত' হচ্ছে মহামহিম আল্লাহর জন্য কার্যাদির অস্তিত্ব ও ইল্‌মের শর্তাবলীর উপর

নবীগণের মাধ্যমে কায়েম হওয়ারই নাম এবং 'হাক্বীক্বত' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অবস্থাদির প্রত্যক্ষ করার নাম। আর হুকুমের প্রাধান্যকে প্রত্যক্ষভাবে মানা, পরোক্ষভাবে নয়।

❐ তিনি আরো বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থক্যকরণ অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের হুকুম বর্তানো সেদিকে মনোনিবেশ করে থাকবে। 'হাল' বিশুদ্ধ হবার আলামত হচ্ছে সেটার অধিকারী সেটার বৃদ্ধি পাবার অবস্থাদিতে সংরক্ষিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশে থাকার অবস্থাদিতে দমিত থাকবে। আর আপন রবের সাথে সে-ই থাকবে, যে তাঁর প্রতি কর্তব্যাদিতে অটল থাকে এবং সেটার উপস্থিতির স্থায়িত্বে খাঁটি হয়ে থাকবে। 'হালগুলো' বিজলীর মতো। যখন সেগুলো থাকেনা, তখন সেগুলো হাসিল করা সম্ভব হয় না। আর যখন হাসিল হয়, তখন সেগুলো পুরোপুরি নিয়ে নেওয়াও সম্ভব হয় না; অবশ্য যদি কারো জন্য কোন কোন 'হাল' খাদ্যে পরিণত হয় (তবে তা সম্ভব হয়)। অতঃপর তাকে আল্লাহ্ তা'আলা তা দ্বারা প্রতিপালন করেন। অতঃপর সেটা তার মাতৃভূমি হয়ে যায় এবং ঠিকানাও।

❐ তিনি আরো বলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা এর বহু ঊর্ধ্বে যে, লোকেরা তাঁকে তাদের নিজেদের বুঝশক্তি দ্বারা অনুধাবন করবে কিংবা তাঁকে তাদের নিজ নিজ জ্ঞানের আওতাভুক্ত করে নেবে অথবা নিজেদের মা'রিফাত দ্বারা তাঁর নিকটে পৌছে যাবে।

যাঁর কোন বিষয়ের কাশ্‌ফ হয়, তবে তা তার ক্ষমতা, দুর্বলতা ও অলসতা অনুসারে হয়। আর যার বাস্তবিকপক্ষে কোন বিষয়ের কাশ্‌ফ হয় কিংবা সে সত্য ও বাস্তব জিনিষ দেখে অথবা সত্যের উপস্থিতির কারণে আপন মুশাহাদাহ্ (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা ছোঁ মেরে নেয়া হয়, অথবা মূল ধ্যান মগ্নতায় বিলীন হয়ে যায়, কিংবা সত্য ব্যতীত কিছু না দেখে, অথবা সত্য ছাড়া কিছু ভাল না লাগে অথবা সে সত্যের সত্যে বিলীন হয়ে যায়, অথবা তাকে হাক্বীক্বতের ক্ষমতা সহকারে তা থেকে একেবারে পৃথক করে নেয়া হয়, অথবা সত্যের মহিমা সহকারে তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হয়, এর শেষ পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যাকারী তা দ্বারা ব্যাখ্যা করে, অথবা ইঙ্গিতকারী ইঙ্গিত করে, অথবা তাঁর দিকে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে এতদ্ব্যতীত হয় না যে, ওই সাক্ষীগুলো সত্যই সত্য হয়। আর এ সত্য আল্লাহ্‌র দিক থেকে আসে। তদুপরি যা কিছু সৃষ্টির উপর প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে সেটাই, যা সৃষ্টির জন্য উপযোগী হয় এবং তা সত্যের কারণেই হয়। আর ওই সব বস্তু, যেগুলো তাঁর থেকে গুণাবলী সহকারে

মাখলূক্বের মধ্যে থাকে, ওইগুলো হচ্ছে 'হাল'। বস্তুতঃ 'হালসমূহ' হচ্ছে মা'রিফাত বিশিষ্টদেরই গুণাবলী। অবশ্য, কোন সৃষ্টির জন্য হালগুলোর দিকে ধাবিত হওয়া এবং হালগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা এবং প্রশান্তি থেকে হালগুলোর দিকে উন্নতি করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। 'হালগুলো' থেকে অদৃশ্য হওয়া ও 'হাল শূন্য হওয়া সমস্ত হালের একটি হাল মাত্র। 'তাওহীদ' হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাতের বহু উর্ধ্বে।

তিনি বেশীরভাগ সময় নিম্নলিখিত কবিতার পংক্তিগুলো পড়তেন–

ان رحت اطلبه لا ينقضي سفرى او جئت احضره أوحشت من حضرى

যদি আমি চলি এবং তাঁকে তালাশ করতে থাকি, তবে আমার সফর শেষ হয়ে যাবে না, যতক্ষণ না আমি এসে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে যাই এবং আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাই।

فما اراه ولا ينفك عن نظرى وفى ضميرى ولا القاه فى عمرى

অতঃপর তাঁকে দেখিনা, অথচ তিনি আমার দৃষ্টি থেকে পৃথকও হননা। তিনি আমার হৃদয়ে রয়েছেন; অথচ পুরো জীবনেও আমি তাঁর সাক্ষাৎ পাই না।

فليتنى غبت عن حسى بروئيه وعن فوادى وعن سمعى وعن بصرى

সুতরাং আহা! আমি যদি তাকে দেখার ফলে আমার অনুভূতি, হৃদয়, কান ও চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতাম!

শায়খ আলী ইবনুল হায়তীর কারামতসমূহ

কালো পিঁপড়া অন্ধকার রাতে!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে নুজায়ম হাওরানী এবং আবূ হাফ্স ওমর ইবনে মাযাহিম দানীসরী। তিনি বলেছেন, আমরা শায়খ আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়াক্বূবীকে শুনেছি এবং আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সালিম ইবনে আলী দিমইয়াত্বী সূফী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবূ হাফ্স ওমর ইয়াযীদীকে শুনেছি। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা আমাদের পীর শায়খ আলী ইবনে হাইতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে শুনেছি, "যদি কোন কালো পিঁপড়া অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কোহে ক্বাফের পেছনে হাঁটে এবং আমাকে আমার প্রতিপালক কোন মাধ্যম ছাড়া সংবাদ না দেন এবং আমাকে

প্রকাশ্যভাবে অবগত না করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার পিত্ত ফেটে যাবে।"

মুরগীর পেট থেকে স্বর্ণের দানা বের হয়েছে!

তাঁরা উভয়ে আরো বলেছেন, শায়খ আলী একদা তাঁর সাওয়ারীতে (বাহন) সাওয়ার হলেন এবং একটি শহরে যান, যা নাহ্রুল মুল্ক এলাকায় ছিলো। ওখানকার এক ব্যক্তির নিকট গিয়ে অবতরণ করলেন। লোকটি তাঁর সম্মানে এক বিরাট মজলিসের আয়োজন করলো। শায়খ তাকে বললেন, এ মুরগী যবেহ করো এবং এটাও, এটাও। এ মুরগীগুলো তাঁর সামনে ছিলো। তিনি সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে এটা বলেছেন। সে তাই করলো। অতঃপর সেগুলো থেকে অনেকগুলো স্বর্ণের দানা বের হলো। লোকটি হতবাক হয়ে গেলো। এর কারণ এ ছিলো যে, তার বোনের একটি আম্বরিয়া (হার) ছিলো স্বর্ণের। হারটি এমনভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিলো যে, সেকথা তার জানা ছিলো না। মুরগীগুলো সেটার দানাগুলো কুঁড়িয়ে নিয়ে গিলে ফেলেছিলো। বস্তুতঃ এটা সে হারিয়ে ফেলেছিলো। (কিন্তু) ঘরের লোকেরা ধারণা করেছিলো যে, কিছু একটা হয়েছে। আর তারা তাকে ওই রাতেই হত্যা করার মনস্থ করেছিলো। শায়খ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার বোনের এ মামলা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সে সম্পর্কেও অবহিত করেছেন, যা তোমরা নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা করেছিলে। (অর্থাৎ তাকে হত্যার)। আর আল্লাহ্ তাও আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যা কিছু এ মুরগীগুলোর পেটে রয়েছে। আমি আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি চেয়েছি যেন আমি তোমাদের এ ঘটনা সম্পর্কে বলে দিই এবং তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করি। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

নিহত ব্যক্তি জীবিত হওয়া!

তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা শায়খের সাথে আরেকবার নাহ্রুল মুল্কের গ্রামগুলোতে গিয়েছি। আমরা দু'টি গ্রামবাসীকে দেখলাম তারা তলোয়ার নিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত। তাদের মধ্যে এক নিহতের লাশ পড়ে রয়েছে। প্রত্যেক দল পরস্পরকে তাকে হত্যার অপবাদ দিচ্ছে। অতঃপর শায়খ আসলেন। তিনি নিহত ব্যক্তির মাথার পাশে দাঁড়ালেন। আর তিনি তার মাথার চুল ধরে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমাকে কে হত্যা করেছে?" নিহত লোকটি সোজা হয়ে বসে

পড়লো এবং চোখ খুললো আর শায়খের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলতে লাগলো, "আমাকে অমুকের পুত্র অমুক হত্যা করেছে।" উপস্থিত সবাই সেটা শুনতে পেয়েছিলো। অতঃপর সে ইতোপূর্বে যেমন ছিলো, তেমনি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে রইলো।

জ্ঞান বক্ষে ফিরে এলো!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে আলী ক্বাতফিনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আলী ইবনে সুলায়মান নানবাঈ। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবুল হাসান জূসক্বীকে বলতে শুনেছি, "আমি যারীরানে আমার সরদার শায়খ আলী ইবনে হায়তীর সাথে না'তের মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলাম। তাতে মাশাইখ, সালেহ্, ফক্বীহ এবং ক্বারীদের একটি দল উপস্থিত ছিলো। যখন মাশা-ইখ ওই না'ত-গজলের স্বাদ অনুভব করলেন (অর্থাৎ ওয়াজ্‌দে আসলেন), তখন ফক্বীহ ও ক্বারীগণ মনে মনে অস্বীকার (অপছন্দ) করলেন। তখন শায়খ আলী ইবনে হায়তী দাঁড়ালেন এবং ওই ফক্বীহ ও ক্বারীদের চতুর্দিকে চক্কর দিলেন। তাদের মধ্যে যখন তিনি কারো নিকট দাঁড়িয়ে তাকে দেখতেন তখনই ওই আলিম-ফক্বীহ্ নিজের বক্ষে সমস্ত জ্ঞান ও মুখস্থ ক্বোরআনকে উধাও পেতেন। এভাবে শায়খ সর্বশেষ আলিমের নিকট পৌঁছলেন। সবাই ফিরে গেলেন এবং দীর্ঘ একমাস যাবৎ তাঁদের এ অবস্থা রইলো (অর্থাৎ তাদের সবাই এ সময়সীমায় জ্ঞানশূন্য ছিলেন।) অতঃপর সবাই শায়খের কাছে আসলেন এবং তাঁর পা দু'টিতে চুম্বন করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগলেন। অতঃপর শায়খ আমাকে তাঁদের জন্য দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিলেন। তাঁরা খানা খেলেন। শায়খও তাঁদের সাথে খেলেন। আর তাঁদের প্রত্যেককে একেকটি লোক্বমা (গ্রাস) খাওয়ালেন। তখন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকের যে ইল্‌ম হারিয়ে গিয়েছিলো, শায়খের লোক্বমা খাওয়ানোর সাথে সাথে সবাই তা ফিরে পেলেন। অতঃপর তাঁরা সানন্দে ঘরে ফিরে গেলেন।

খেজুর গুচ্ছ ঝুঁকে পড়লো!

তিনি বলেন, আমি একদা তাঁকে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, আমি মনে করেছি তিনি আমাকে দেখেননি। তিনি ময়দানে একটি খেজুর গাছের নিচে বসেছিলেন। আমি

দেখলাম যে, খেজুর গাছের ডালসমূহ খেজুরে ভরে গেছে এবং খেজুরগুলো তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এমনকি সেগুলো শায়খের নিকট চলে এসেছে। শায়খ খেজুর নিয়ে খাচ্ছিলেন। আল্লাহ্‌রই শপথ! তখনকার দিনে ইরাকে একটি খেজুরও গাছের উপর ছিলো না, আর না তা খেজুর জন্মানোর সময় ছিলো। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। আর আমিও তাঁর পরক্ষণে ওই স্থানে গেলাম। আমি সেখানে একটি খেজুর পেলাম এবং সেটা খেলাম। আল্লাহরই শপথ! আমি দুনিয়ার খেজুরগুলোর মধ্যে ওটার মতো কোন খেজুর খাইনি।

কূয়া থেকে স্বর্ণ, ফলমূল এবং পানি বের হলো!

তিনি বলেন, একদিন আমি উক্ত শায়খকে একটি কূপের পার্শ্বে দেখলাম। তিনি ওযূর জন্য বালতি দিয়ে পানি উঠালেন। তখন তাঁর বালতিতে তা থেকে স্বর্ণ উঠলো। তিনি বললেন, "হে আমার রব! আমিতো ওযূ করার জন্য পানিই চাই।" অতঃপর কূয়ায় বালতি ফেললেন এবং পুনরায় উঠালেন। তখন বালতিতে ফলমূল উঠলো। অতঃপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আমি ওযূর জন্য পানি চাই।" অতঃপর তিনি কূয়াতে বালতি ফেললেন। বালতি টেনে তুললে এবার তাতে পানি উঠলো। তা দ্বারা তিনি ওযূ করলেন। অতঃপর নিজের মাথা কূয়ার দিকে নুয়ালেন। তখন কূয়ার পানি সেটার মুখের নিকটে চলে আসলো। তিনি সেখান থেকে পানি পান করলেন; অথচ লম্বা রশি দিয়ে পানি উঠাতে হতো।

তাজা খেজুর অর্জন

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ রজব দারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ মাস'উদ হারেসীকে বলতে শুনেছি, "এক মহিলা আমাদের শায়খ আলী ইবনুল হাইতীর দরবারে কাজ করতেন। তার নাম রায়হানা। তার উপাধি ছিলো 'সিত্তুলবাহা'। সে অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং ওই রোগে মারা গেলো। মারা যাবার পূর্বক্ষণে মহিলাটি শায়খকে বললো, "হে আমার সরদার! আমার তাজা খেজুর খেতে ইচ্ছা করছে। ওই সময় যরীরানে ভেজা-তাজা খেজুর ছিলো না। ক্বাতফাতায় এক নেক্‌কার লোক ছিলেন। তাঁর নাম আবদুস সালাম ক্বাতফিনী। তাঁর কাছে প্রচুর খেজুর গাছ ছিলো। ভেজা খেজুরও সেগুলোর উপর ছিলো যেগুলো অন্যান্যগুলোর পরেই

বিক্রি হতো। তখন শায়খ তাঁর চেহারা ক্বাতফাতার দিকে করলেন এবং বললেন, "হে আবদুস সালাম! রায়হানার জন্য তোমার ভেজা-তাজা খেজুরগুলো থেকে কিছু খেজুর নিয়ে এসো।" আল্লাহ্ তা'আলা আবদুস্ সালামকে শায়খের আওয়াজ শুনিয়ে দিলেন। তিনি ভেজা খেজুর নিলেন এবং যরীরানের দিকে সফর করলেন আর রায়হানার সামনে এনে রেখে দিলেন। সে (রায়হানা) তা থেকে খেলো। তখন শায়খ আলী ইবনুল হাইতী তার নিকট বসা ছিলেন।

আবদুস সালাম ওই নেক্‌কার মহিলাকে বললেন, "হে মহীয়সী মহিলা! আপনার সামনে এ খেজুরগুলো অপেক্ষা উত্তম জিনিস (অর্থাৎ জান্নাত) রয়েছে। (আপনি ভেজা খেজুর চাইলেন কেন?)" মহিলা বললেন, "হে আবদুস সালাম! আমি শায়খ আলী ইনবুল হাইতীর খিদমতগার। আমার ইহকাল ও পরকালের আশা থেকে কিছু অবশিষ্ট কিভাবে থাকতে পারে?" সে (রাগ করে) বললো, "যা! তুই খ্রিষ্টান হয়ে যাবি?" অতঃপর মহিলাটা মৃত্যুবরণ করলো। আর আবদুস্ সালাম বাগদাদের দিকে রওনা হলেন। তিনিপথে কিছু খৃষ্টান নারী দেখলেন এবং তাদের মধ্যে এক মহিলার প্রতি আশিক্ব হয়ে গেলেন। তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। সে বললো, "তুমি খৃষ্টান হয়ে যাও। তাহলে বিয়ে হতে পারে।" খ্রিষ্টান হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি এ শহরে তার সাথে কিছুদিন বসবাস করলেন। তার গর্ভে তিনটি সন্তান হলো। অতঃপর সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, যার কারণে তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হলো। শায়খ আলী ইবনুল হাইতীর দরবারে তাঁর ঘটনা আরয করা হলো। তখন শায়খ বললেন, "আমিও রায়হানার রাগের কারণে তার প্রতি রাগ করেছিলাম; কিন্তু এখন আমি তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। তোমরা আবদুস সালামকে আমার নিকট নিয়ে এসো। কেননা, আমি এটা পছন্দ করিনা যে, তার হাশর আল্লাহ্ তা'আলার ওইসব শত্রুর সাথে হোক।"

অতঃপর শায়খ আলী ইবনুল হাইতী শায়খ ওমর বায্‌যারকে বললেন, যিনি ওই সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, "তুমি অমুক গ্রামে যাও এবং আবদুস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করো তার উপর এক কলসী পানি ঢেলে দাও। অতঃপর তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।"

অতঃপর শায়খ ওমর তার নিকট গেলেন। দেখলেন তিনি খুব অসুস্থ। অতঃপর তিনি তার উপর এক কলসী পানি ঢেলে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পুনরায় ইসলাম কবূল করলেন। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা এবং পরিবারের সকলেই

মুসলমান হয়ে গেলো। ওই অবস্থাতেই তার রোগ সেরে গেলো এবং সুস্থ হয়ে গেলো। এরা সবাই মিলে শায়খ আলী ইবনুল হাইতীর খেদমতে হাযির হলো। আর আবদুস সালামও তাঁর সকল নেকী (গুণাবলী) ফিরে পেলেন।

শায়খ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যরীরানে থাকতেন, যা নাহ্রুল মুলক পরগনার একটি শহর। এমনকি ওখানেই ৫৬৪ হিজরীতে তিনি ইনতিক্বাল করেন। তিনি ১২০ বছরের বেশীকাল জীবিত ছিলেন। তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে তাঁর মাযার রয়েছে, প্রকাশ্যে যার যিয়ারত করা হয়।

তিনি সুন্দর চেহারা, বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো পোশাক পরতেন। তিনি উন্নত চরিত্র, সুন্দর গুণাবলী ও উত্তম প্রশংসার ধারক ছিলেন। তিনি লোকদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক দাতা এবং অধিকতর ত্যাগী। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিদর্শনাদি প্রসিদ্ধ। এ পথের অনুসরণে এ স্তরের দিকে চলার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ভক্ত-মুরীদদের জন্য পথ প্রদর্শক ও আদর্শ ছিলেন।

উল্লেখ্য زريران (যারীরান) শব্দের প্রথম অক্ষর ز (ঝা), এর পরবর্তী অক্ষর নুকতাহ্ বিহীন ও যের বিশিষ্ট ر (রা), এরপর ى (ইয়া) জযম বিশিষ্ট, এরপর নুক্বতাহ্ বিহীন 'রা', 'আলিফ' ও 'নূন'। এটা 'ক্বাফীযান' (قفيزان)-এর সমুচ্চারিত শব্দ।

ইরাকের শায়খ

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবুল ক্বাসিম আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নসরুল্লাহ। তিনি বলেন, আমি বড় বড় মাশায়েখ, যেমন- আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়াক্বুবী, আবুল হাসান জুসাক্বী এবং আবূ হাফ্স ওমর ইয়াযীদীকে শুনেছি। তাঁরা সবাই বলছিলেন, আমাদের সরদার শায়খ আলী ইবনুল হায়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাক্ষাতের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি যরীরান থেকে বের হতেন। তাঁর সাথে তাঁর শীর্ষ মুরীদগণও থাকতেন। আর যখন তাঁরা বাগদাদ শরীফে পৌঁছতেন, তখন তিনি তাঁদেরকে দাজলায় গোসল করতে নির্দেশ দিতেন। বেশীরভাগ

সময় তিনিও তাদের সাথে গোসল করে নিতেন। অতঃপর তাঁদেরকে বলতেন, "তোমরা নিজেদের অন্তরসমূহ পাক-পরিষ্কার করে নাও। নিজেদের মনকে প্ররোচনা থেকে হেফাযত করো। কেননা, আমরা সুলতানেরই খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখি।" যখন তিনি বাগদাদে প্রবেশ করতেন, তখন লোকেরা তাঁর সাথে মিলিত হতো এবং তাঁর দিকে দৌড়ে দৌড়ে আসতো। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, "সবাই শায়খ আবদুল ক্বাদিরের দিকে যাও।" যখন শায়খের মাদরাসার দরজায় পৌঁছতেন, তখন নিজের জুতা খুলে নিতেন এবং দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন স্বয়ং শায়খ আবদুল ক্বাদির আহ্বান করতেন-"ভাই আলী, এসো!" তখন তিনি প্রবেশ করতেন এবং শায়খ তাঁকে তাঁর পাশে বসাতেন ও দো'আ করতেন। তখন শায়খ আবদুল ক্বাদির তাঁকে বলতেন, "তুমি কোন্ জিনিষটিকে ভয় পাচ্ছো? তুমি তো ইরাকের শায়খ।"

শায়খ আলী বলতেন, "হে আমার সরদার! আপনি হলেন সুলতান! আমাকে আপনার ভীতিমুক্ত করে দিন। যখন আপনি আমাকে নির্ভয় করে দেবেন, তখনই আমি আপনার ভীতিমুক্ত হয়ে যাবো।" শায়খ তাঁকে বলতেন, "তোমার কোন ভয় নেই।"

হযরত খাদ্বির আলায়হিস সালাম পয়গাম এনেছেন

ওই সব হযরতের বর্ণনা, একবার আমরা তাঁর খিদমেত যারীরানে উপস্থিত হলাম। তাঁর সামনে সাহেব-ই দেওয়ান (সরকারী পদস্থ কর্মচারী) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট একজন শায়খ আসলেন এবং তাঁর কানে চুপে চুপে কিছু বললেন। অতঃপর চলে গেলেন। তখন শায়খ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কোমর বেঁধে নিলেন। তখন তাঁকে সাহেব-ই দেওয়ান আরয করলেন, "হে আমার সরদার! এ কি ব্যাপার? তিনি বললেন, "যখন তোমার নিকট খলীফার নির্দেশ এসে যাবে তখন তুমি কী করবে?" তিনি বললেন, "হে আমার সরদার! আপনি যেমন করেছেন, তেমনি করবো। আমি মজবুতভাবে কোমর বেঁধে নেবো। অতঃপর নির্দেশিত কাজটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না।" তিনি (শায়খ) বললেন, "ব্যাস! আমারও এই অবস্থা। আমার নিকট খলীফার নির্দেশ এসেছে। আমার উপর জরুরী হচ্ছে তা শীঘ্রই পালন করা।" তিনি বললেন, "হে আমার সরদার! ওই খলীফা কে?" বললেন, "শায়খ আবদুল ক্বাদির, যিনি আউলিয়া ও মাশা-ইখের এ সময়ে খলীফা, এ যুগে 'সুলতানুল ওয়াজূদ' (সমকালীন সবার সুলতান)। আমার নিকট হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম

তাঁর দরবার থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তিনি আমার নিকট তাঁর হাম্মামের জন্য দু'টি বলদ গরু তলব করেছেন।"

আমি মুহাম্মদী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ হাফ্স ওমর ইবনে মুযাহিম দানীসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান খাফ্ফাফ বাগদাদী। তিনি বলেন, আমি আমাদের পীর শায়খ আবুস্ সা'উদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হারীমী আত্তারকে বলতে শুনেছি, একবার শায়খ আলী ইবনুল হাইতী আমাদের সরদার শায়খ আবদুল ক্বাদিরের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা।) আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁকে জাগ্রত করার মনস্থ করলাম; কিন্তু শায়খ আলী আমাদেরকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্রই শপথ! আল্লাহ্রই শপথ! আল্লাহ্রই শপথ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহামহিম আল্লাহ্র নিকট, হাওয়ারীদের মধ্যে তাঁর মতো কেউ নেই।" এটা বলার সময় শায়খ আবদুল ক্বাদিরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন বললেন, "আমি মুহাম্মদী। 'হাওয়ারীগণ' ছিলো খৃষ্টান।" অতঃপর শায়খ আবদুল ক্বাদির মা'আরিফ (জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাত) বিষয়ে খুবই উচ্চাঙ্গের কথা বললেন। অতঃপর শায়খ আলী বললেন, "শায়খের পর এমন কেউ নেই, যিনি এমন কথা বলবেন।"

সৈন্যরা উল্টোপদে ফিরে গেলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রাধান বিচারপতি শায়খুশ শুয়ূখ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ মাক্বদিসী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ক্বাসিম হেবাতুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ মানসূরী। তিনি বলেন, আমি মহান শায়খ আবূ আমর ওসমান সরীফীনীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, একবার এক অনারবীয় বাদশাহ্ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাগদাদ আক্রমণের ইচ্ছা করলো। আর ওই সময় খলীফা তার সাথে লড়াই করতে অক্ষম ছিলেন এবং নিজের রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করলেন। অতঃপর তিনি আমাদের সরদার শায়খ আবদুল ক্বাদিরের খিদমতে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আর খলীফা তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন এবং ওই সময় ঘটনাক্রমে শায়খ আলী ইবনুল হাইতীও দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

তখন শায়খ আবদুল ক্বাদির শায়খ আলী ইবনুল হাইতীকে বললেন, "তাদেরকে নির্দেশ দাও যেন তারা বাগদাদ থেকে চলে যায়।" তিনি বললেন, "খুব ভালো কথা। শুনলাম ও আনুগত্য করছি। অতঃপর শায়খ আলী ইবনুল হাইতী তার খাদিমকে বললেন, অনারবীয় সৈন্যদের নিকট যাও এবং তাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে। ওখানে একটি কাপড় পাবে, যা লাঠির উপর তাঁবুর মত করে উঠানো রয়েছে। এর নিচে তিনজন লোক রয়েছে। তাদেরকে বলবে, "তোমাদেরকে আলী ইবনুল হাইতী বলছেন, তোমরা বাগদাদ থেকে চলে যাও।" যদি তারা তোমাকে বলে, 'আমরা এখানে আদেশ পেয়ে এসেছি', তাহলে তুমিও তাদেরকে বলবে, "আমিও তোমাদের ব্যাপারে আদেশ নিয়ে এসেছি।" খাদিম আসলেন এবং ওই তিন ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর তাদেরকে বললেন, "তোমাদেরকে শায়খ আলী ইবনুল হাইতী বলছেন, 'বাগদাদ থেকে চলে যাও'। তারা বললো, "আমরা এখানে আদেশ ছাড়া আসিনি।" তিনিও তাদের উদ্দেশে বললেন, "আমিও তোমাদের নিকট আদেশ ছাড়া আসিনি।"

বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্যে একজন তার হাত লাঠির দিকে বাড়ালো এবং কাপড় গুটিয়ে নিলো আর আরবের বাইরে চলে গেলো। অতঃপর দেখলো, সকল সৈন্য তাদের তাঁবুগুলো গুটিয়ে নিয়েছে এবং উল্টোপায়ে ফিরে গেছে; যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে চলে গেছে। আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

শায়খ আবদুর রহমান তাফাসুন্‌জী

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি ইরাকের শীর্ষ স্থানীয় মশায়েখ, আরিফীন এবং আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দাদের প্রধান। তিনি একাধারে গৌরবময় অবস্থাদি, প্রকাশ্য কারামতসমূহ, সুউচ্চ স্তরসমূহ, আলৌকিক কার্যাদি, মহান জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উন্নত হাক্বীক্বতসমূহের অধিকারী।

তাঁর কাশ্‌ফ সুস্পষ্ট ও ক্ষমতা প্রয়োগ অব্যাহত। বেলায়তের বিধানাবলীতে তাঁর ছিলো বড় প্রশস্ততা। চূড়ান্ত অবস্থাদিতে দৃঢ়তা এবং ক্ষমতা প্রদানে তিনি দক্ষহস্ত। আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তাঁর উঁচু স্তর এবং তাঁর মক্বামও অত্যন্ত উঁচু। তিনি এ তরীক্বতে আওতাদের অন্যতম এবং বড় আলিম। তিনি মুহাক্বক্বিক্ব ইমামদের সরদার এবং মুফতীগণের প্রধান। তিনি ওইসব ওলীর একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেছেন, সৃষ্টিজগতে ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতা দিয়েছেন এবং তাঁর হাতে বহু কারামত প্রকাশ করেছেন, যোগ্য ব্যক্তিদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মুখে অদৃশ্য বিষয়াদির কথা বলিয়েছেন, মানুষের অন্তরে তাঁর বড় গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন এবং তাদের বক্ষসমূহে তাঁর প্রতি পূর্ণ ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দিয়েছেন। তিনি হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি বলেছেন, "আমি ওলীগণের মধ্যে তেমনি, যেমন পাখীদের মধ্যে 'কৃঞ্জ' (বায বিশেষ) এবং তাঁদের মধ্যে দীর্ঘতর ঘাড় বিশিষ্ট। তিনি এটাও বলেছেন, "আমার যেই মুরিদের গর্দানে গাটরী ও বোঝা থাকবে, তা যেন আমার কাঁধের উপর রেখে দেয়।"

এক নেক্‌কার লোক রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাঁর সম্পর্কে হুযূর করীমের পবিত্র দরবারে জানতে চাইলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "সে তো 'হযরতে ক্বুদস্' (আল্লাহ্‌র পবিত্র দরবার)- এ কথা বলবে এমন লোকদের অন্যতম।"

শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদির তাঁর খুব প্রশংসা করতেন এবং তাঁর শান বড় বলে প্রকাশ করতেন ও তাঁকে সম্মান করতে ওসীয়ত করতেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি এও বলেছেন, "শায়খ আবদুর রহমান একটি সুদৃঢ় পাহাড়, যা নড়াচড়া করেনা।"

তিনি ফক্বীহ, ফাযিল, ফসীহ্, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, বুযুর্গ শায়খ, বড় আরিফ, যাহিদ (মুত্তাক্বী) এবং মুহাক্কিক্ব ছিলেন। তিনি তাফসুন্‌জ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে উঁচু কুরসীর উপর বসে ইল্‌মে শরীয়ত ও হাক্বীক্বতের ওয়াজ করতেন। তাঁর মজলিসে মাশা-ইখ ও ফক্বীহগণ উপস্থিত হতেন। তিনি আলিমদের লেবাস পরতেন, খচ্চরের পিঠে আরোহণ করতেন, এমকি তাফসুন্‌জ এবং এর নিকটবর্তী এলাকার সত্যবাদী মুরীদদের শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর হাতে চূড়ান্ত হতো। তাঁর সান্নিধ্যে রয়ে অনেক শীর্ষস্থানীয় আলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদল কারামতধারী বুযুর্গ তাঁর ছাত্র হয়েছেন। অনেক সৃষ্টি তাঁর নিকট পৌছেছেন। তাঁর বুযুর্গী ও মহামর্যাদা সম্পর্কে মাশাইখ ও ওলামা প্রমুখ ইঙ্গিত করেছেন। সকল শহর থেকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য অনেক লোক আসতো। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সুক্ষ্ম গবেষণার ভাষায় তিনি কথা বলতেন। তাঁর বাণীগুলো ছিলো উঁচু মানের। তন্মধ্যে কিছুটা নিম্নরূপ ঃ

শায়খ আবদুর রহমানের বাণীসমূহ

❐ তিনি বলেন, 'মুরাক্বাবাহ্' এমন বান্দার হয়, যিনি সত্যকে সত্য সহকারে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেন। আর হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যাদি, সুন্দর চরিত্র ও আদাবের অনুসারী হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও খাস লোকদেরকে এ বিষয়ের জন্য খাস করে নিয়েছেন যে, তাঁদেরকে তাঁদের কোন অবস্থায় তাঁদের দিকে সোপর্দ করবেন না, তাদের ব্যতীত অন্য কারো দিকেও না; (বরং তাদের ব্যাপার নিজের সাথে সম্পৃক্ত রাখবেন।) সুতরাং তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুরাক্বাবাহ্ করেন এবং তাঁরই দরবারে চান যেন তিনি মুরাক্বাবায় তাঁদের হিফাযত করেন।

'মুরাক্বাবাহ্' আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অবস্থা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। মহামহিম আল্লাহ্ তত সন্নিকটে যতটুকু হৃদয়গুলো তাঁর নিকটে আর যে পরিমাণ তিনিও তাদের নিকটে রয়েছেন। সুতরাং তিনি আপন বান্দাদের হৃদয়গুলোর একেবারে নিকটে– তাঁর বান্দাদের অন্তরগুলো তাঁর সাথে যেটুকু নৈকট্যে দেখা যায় তদনুসারে। এখন তুমি চিন্তা করো তিনি কোন্ জিনিষ (কর্ম) দ্বারা তোমার হৃদয়ের সন্নিকটে হবে। 'নৈকট্যের হাল' (বিশেষ অবস্থা) 'মুহাব্বতের হাল'-এর দাবী রাখে। মুহাব্বত এভাবে পয়দা হয় যে, হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতা, মহত্ব, জ্ঞান ও ক্ষমতার দিকে দেখতে

পায়। সুতরাং ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে তাঁর ভালবাসার পানীয়ের পেয়ালা পান করে এবং তাঁর দরবারে মুনাজাতের মতো নি'মাতের স্বাদ গ্রহণ করে। তখন তার হৃদয় ভালবাসায় ভরে যায়। অতঃপর সে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওড়তে থাকে। তাঁর দিকে প্রবল আগ্রহের কারণে ঝুঁকে পড়ে। যখন এ সম্পর্কের দিকে বের হয়ে যায়, তখন ওই প্রেমিকের প্রেম কোন কারণ বিহীন হয়ে যাবে। সুতরাং তারই জন্য সাফল্য, যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে তাঁর ভালবাসার দীর্ঘস্থায়ী রোগে রুগ্ন হয়ে পড়ে। তার থাকে না শান্তি, তিনি ব্যতীত তার নিকট আর কেউ পছন্দনীয়ও থাকে না। সুতরাং হে ওই প্রত্যক্ষকারী, যে আপন রবকে ভালবাসো, যে তাঁর ভালবাসায় বিভোর ও অসুস্থ, যার মনে প্রশান্তি নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কারো সাথে ভালবাসা নেই। সুতরাং সে এমন প্রেমিক, যে ভালবাসা দেখা থেকে বের হয়ে প্রেমাস্পদকে দেখার দিকে চলে যায়– ভালবাসার জ্ঞানের বিলীনতা দ্বারা। যেভাবে অদৃশ্যেও তিনি তার মাহবূব ছিলেন, তবে ভালবাসা সহকারে ছিলেন না। আর প্রেমিক যখন এ সম্পর্কের দিকে বের হয়ে যায়, তখন সে কোন কারণ বিহীন প্রেমিক হয়ে যায়।

আর ভালবাসা চায় স্মরণ। সুতরাং প্রেমিক সব সময় আপন মহামহিম রবের যিক্‌র করে। আর তার ব্যক্তিগত যিকরের মধ্যেও ত্রুটি ঢুকে পড়ে। এমনকি তার মহামহিম রবের যিকরই তার উপর প্রাধান্য পায়। আর সে তেমনি হয়ে যায়, যেমন নিজের নাফ্‌স (আত্মা)'র প্রতিও উদাসীন। অতঃপর আপন নাফ্‌সের অনুভূতি থেকেও উদাসীন হয়ে যায়। আপন রবের যিকরের প্রাধান্যের কারণে সমস্ত অনুভূত বিষয়কেও ভুলে বসে। অতঃপর বলা হয়, সে উক্ত দেখার মধ্যে বিভোর হয়ে গেছে। এও বলা হয় যে, সে আপন নাফ্‌স (আত্মা) থেকেও 'ফানা' (বিলীন) হয়ে গেছে। আরো বলা হয়– সে আপন রবের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ সে আপন নাফসের উদাসীনতার স্মরণ থেকেও মহান রবের যিক্‌রের প্রাধান্যের কারণে উদাসীন হয়ে গেছে। সে তেমনি হয়ে যায় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পায় না। এ পর্যন্ত পৌঁছে সে তাঁর যিক্‌র করে, তাও এমতাবস্থায় যে, তিনি তার মুশাহাদা (প্রত্যক্ষ করা) থেকে অদৃশ্য, আপন নাফস থেকে উদাসীন হয়ে আছে, নিজ থেকেও নিজে বিলীন হয়, সব কিছুই যেন বিলীন হয়ে গেছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত না পার্থক্য জ্ঞান থাকে, না নিষ্ঠা, না সত্যতা। আর এটা হচ্ছে 'জম্‌'উল জমা' (পূর্ণাঙ্গ একাগ্রতা) এবং 'আয়নে ওয়াজূদ' (অবিকল অস্তিত্ব)। এটা হচ্ছে ওই পৌঁছানো, যা

পার্থক্যবোধ ও শরীয়তের বিধিনিষেধ পালনের যোগ্যতার দিকে ফেরায়। তারপর এক ধরনের পর্দার সাথে এ গুণ সহকারে পর্দার আড়াল হয়ে যায়, যাতে শরীয়তের হকের উপর কায়েম হয়ে যায়। এখানে প্রচুর ভুলেরও সৃষ্টি হয়। তবে সংরক্ষিত হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে শরীয়তের বিধানাবলী পালনের দিকে ফিরে যায়।

❐ তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া-অন্বেষণে রত হয়, সে তাতে লাঞ্ছনার সাথে রত হয়। যে ব্যক্তি আপন নাফসের পাকড়াও থেকে অন্ধ হয়, সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। যে ধ্বংসন্মুখ বস্তু দ্বারা সাজ-সজ্জা করে সে ধোঁকা খায়।

বেশী উপকারী জ্ঞান হচ্ছে ওই জ্ঞান, যা আল্লাহ্র বান্দা হওয়া বিষয়ক জ্ঞান হয়। আর উচ্চতর ইল্ম হচ্ছে– তাওহীদের পরিচয় লাভ করা। বিনয় সহকারে যখন ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলো পালন করে তখন বেকারত্ব ক্ষতি করে না।

অহঙ্কারের সাথে সৎকর্ম সুফল আনয়ন করেনা, ইল্মও কবূল হয় না। যদি তা তোমাকে দাঁড় করায়, তবে তুমি স্থির থাকবে, আর যদি তুমি তোমার নাফ্সের সাথে দণ্ডায়মান হও, তবে পড়ে যাবে। তিনি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো পড়তেন–

حاضر فى القلب يعمره لست انساه فاذكره

তিনি আমার হৃদয়ে হাযির। আর তিনি সেটাকে আবাদ করেন। আমি তাঁকে ভুলে যাইনা, স্মরণ করি।

ان يصلنى كنت فى دعة او جفانى ما اغيره

যদি তিনি আমাকে মিলন দান করেন, তবে আমি বিচ্ছিন্নতায় থাকি। অথবা আমাকে নির্যাতন (পরীক্ষা) করেন, তখন আমি তাতে অহমিকাবোধ করিনা।

فهو مولايا ادل به وكما ارجوه احذره

সুতরাং তিনি আমার মুনিব। আমি এজন্য গর্ব করি। আর আমি যেমন তাঁর প্রতি আশা রাখি, তেমনি তাঁকে ভয়ও করি।

না'ত-গযলের মাহফিল

তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি তাফসূন্জে তাঁর খানক্বার মধ্যে না'ত-গযলের মাহফিল কায়েম করেছেন। না'ত ও গযলখাঁ ক্বসীদা-কবিতা পড়েছেন। উপস্থিত শ্রোতারা খুশী হয়েছেন। তাদেরকে 'ওয়াজ্দ' (মুর্চ্ছনা) ঢেকে ফেলেছে। তখন তাদের নিকট অনেক

বাঘ এসেছে ও তাদের সাথে মিশে গেছে। এক ব্যক্তি মারাও গেছে।

শায়খ আবদুর রহমানের কারামতসমূহ

হাতের বুযুর্গী

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী কুরশী আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ আবূ তাহের খলীল ইবনে শায়খ-ই বুযুর্গ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী সরসরী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, শায়খ আবদুর রহমান তাফসুন্‌জী রাযিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হু ইরাকের বড় বড় মাশাইখের অন্যতম ছিলেন। তাঁর হাত বরকতমণ্ডিত ছিলো। তাঁর হাত যেই রোগীর গায়েই বুলাতেন, সে সুস্থ হয়ে যেতো। আর যেই মাতৃগর্ভের অন্ধের উপর বুলিয়ে দিতেন, সে চক্ষুষ্মান হয়ে যেতো। আর অবশ হয়ে বসে আছে এমন বিকলাঙ্গের উপর হাত বুলালে সে (সুস্থ হয়ে) চলাফেরা করতে আরম্ভ করতো। তাঁর দো'আ কুবূল হতো। তিনি যে কর্মের জন্যই দো'আ করতেন, তা কার্যকর হতো।

দো'আর ফলে খেজুরের মধ্যে বরকত

আমি একবার তাঁর নিকট হাযির হলাম। তাঁর দরবারে তাঁর এক মুরীদ উপস্থিত হলো। সে তাঁকে বলতে লাগলো, "হে আমার সরদার! আমার অনেক খেজুর গাছ রয়েছে। আজ এগারো বছর যাবৎ ওইগুলোতে ফল জন্মেনা। আর অনেক গাভী রয়েছে; কিন্তু সেগুলো আজ তিন বছর যাবৎ বাছুর দিচ্ছে না। আপনি এগুলোর জন্য বরকতের দো'আ করুন।" তিনি তার জন্য দো'আ করলেন। সুতরাং ওই বছরই তার খেজুর গাছগুলোতে ফল জন্মালো। আর ওইগুলো ইরাকের সর্বাধিক ভালো খেজুর এবং বেশী ফলদাতা বৃক্ষ হয়ে গেলো। তার গাভী ওই মাসেই বাচ্চা প্রসব করলো; এমনকি সে অন্যান্য লোকদের গাভীর চেয়ে বেশী বাচ্চা প্রসবকারী ও সর্বাধিক দুধেল গাভীর মালিক হয়ে গেলো।

তাঁর তাসাররুফ (ক্ষমতা প্রয়োগ)

তার তাসাররুফ অব্যাহতভাবে কার্যকর এবং কর্ম ছিলো প্রকাশ্য। তাঁকে দেখলে খুব ভক্তি প্রযুক্তভয় হতো। আমি একদিন তাফসুন্‌জে তাঁর দরবারে ছিলাম। তাঁকে বলা

হলো, অমুক ব্যক্তি, তাঁর এক মুরীদের নাম নেয়া হলো, যে অন্য এক শহরে ছিলো, বলছে, "যে জিনিষ আপনাকে দেয়া হয়েছে, তা তাকেও নাকি দেয়া হয়েছে।" তিনি বললেন, "আমাকে যিনি দিয়েছেন, তিনি তাকেও দিয়েছেন; কিন্তু যা আমাকে দিয়েছেন, তা তাকে আমার মতো দেননি।"

অতঃপর বললেন, "আমি সহসা তার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করবো।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, "আমি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করেছি, যা তার গায়ে লেগেছে। এখন আরো একটি নিক্ষেপ করবো।" (এটা বলে) কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, "আমি তার দিকে আরো একটি তীর নিক্ষেপ করেছি। তাও তার গায়ে লেগেছে। আর এখন তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করবো।" যদি সেটা তার গায়ে লেগে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই তাকেও দেয়া হয়েছে, যা আমাকে দেয়া হয়েছে। আবার কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, "নিশ্চয়ই সে মারা গেছে।" লোকেরা দ্রুত দৌড়ে গেলো। তখন তাকে তার শহরে, তার ঘরে মৃত পেলো। আমিও তার জানাযার নামায পড়েছি।

বাকশক্তি সম্পন্নকে বোবা বানিয়ে দিয়েছেন

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে কবিতা পড়তে শুনলেন আর এদিকে মুআয্‌যিন আযান দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে (আযানের সময়) চুপ থাকতে নির্দেশ দিলেন; কিন্তু সে চুপ রাইলো না। অতঃপর তিনি আবার বললেন, "চুপ থাকো। আর কথা বলো না যতক্ষণ না আমি তোমাকে নির্দেশ দিই।" অতঃপর লোকটি বোবা হয়ে গেলো। তার কথা বলার শক্তি রইলো না। তিনদিন যাবৎ এ অবস্থায় রইলো। শেষ পর্যন্ত সে শায়খের দরবারে আসলো এবং তাওবা-ইস্তিগফার করতে লাগলো। সুতরাং তিনি তার উদ্দেশে বললেন, "যাও! ওযূ করো।" সে অযূ করতেই কথা বলতে লাগলো।

ফরশ (ভূ-পৃষ্ঠ) থেকে আরশ পর্যন্ত দেখা

তিনি বলেন, আমাদের এক নেক্‌কার বন্ধু আমার নিকট ঘটনার বর্ণনা দিলো– আমি একদিন শায়খের সামনে হাযির ছিলাম। তাঁর হাতে একটি সুরমাদানি এবং একটি কাঠি (শলা) ছিলো, যা দিয়ে তিনি সুরমা লাগাচ্ছিল। আমি তাঁর দরবারে আবেদন করলাম যেন তিনি আমাকে আপন হাতেই একটু সুরমা লাগিয়ে দেন। তিনি আমাকে

এক শলা সুরমা লাগিয়ে দিলেন। তখন আমি অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু দেখতে লাগলাম। আর ফরশ (ভূ-পৃষ্ঠ) থেকে আরশ পর্যন্ত সবকিছুই আমি দেখতে লাগলাম।

অদৃশ্যের কথা

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাতহ নসরুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আনসারী ওয়াসেত্বী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই নেক বখ্ত আবূ নসর সালিহ্ ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে হাসান ইবনে আহমদ আনসারী তাফ্সুন্জী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমাদের সরদার শায়খ আবদুর রহমান তাফসুন্জী গায়বের অনেক কথা বলতেন। তিনি যেই সংবাদ দিতেন, তা তিনি যেভাবে বলতেন সেভাবেই সংঘটিত হতো; যদিও তা চল্লিশ বছর পর হতো। তিনি তাঁর মুরিদদেরকে তাদের সকল বিষয়ের কথা এবং তাদের অবস্থাদির বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখরুপে বর্ণনা দিতেন। যখন তিনি মুরীদকে একাকীত্বে বসাতেন, তখন তাকে প্রতিদিন তরীক্বতের মানযিলসমূহের যে কোন একটি মানযিলে অবতীর্ণ (উন্নীত) করতেন, এর সমস্ত বিস্তারিত হুকুম-আহকাম মুরীদটা পাবার আগেই তাকে বলে দিতেন। অতঃপর তাকে এক স্তরের পর অন্য স্তরে এগিয়ে দিতেন। এমনকি তিনি বলতেন, "আগামীকাল তুমি তোমার উদ্দেশ্যবস্তু পেয়ে যাবে।" যখন সে 'মিলনের মক্বাম' পর্যন্ত পৌছে যেতো, তখন তাকে বলতেন, "এখানে শুধু তুমি আছো আর তোমার রবই আছেন।"

বন্য জন্তু ও পাখিগুলোর তাসবীহ্ পাঠ করা

শায়খের এক মুরীদের বর্ণনা। একদিন আমি তাঁর সাথে ইরাকের এক জঙ্গলে, পাহাড়ের নিচে (পাদদেশে) উপবিষ্ট ছিলাম। তখন শায়খ বললেন, "ওই খোদা পবিত্র, জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরাও যাঁর তসবীহ পড়ছে।" তিনি এটুকুই বলতেই অনেকগুলো বন্য জন্তু তাঁর সামনে এসে গেলো, যেগুলোতে জঙ্গল ভর্তি হয়ে গেলো। সেগুলো তাদের ভাষায় সুরে সুরে বলছিলো এবং আশিক্ব সুলভ আওয়াজ করছিলো। বাঘ, খরগোস এবং হরিণ সবাই একত্রে মিশে গিয়েছিলো। তন্মধ্যে কিছু কিছু পশু এসে তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়ছিলো।

অতঃপর তিনি বললেন, "পবিত্র ওই মহান সত্ত্বা, যাঁর তাসবীহ পাখিরা তাদের বাসায়

পাঠ করছে।" তাঁর এটুকু বলতেই হরেক রকমের পাখি তাঁর মাথায় উপরে শূন্যে একত্রিত হয়ে গেলো। সেগুলোতে আকাশ ভরে গেলো। আর ওইগুলো বিভিন্ন ভাষায় সুরে সুরে বলছিলো। বিভিন্ন রকমের ছন্দময় আওয়াজ করছিলো। ওইগুলো তাঁর নিকটে এসে গেলো, এমনকি তাঁর মাথার উপর ঝুঁকে পড়েছিলো।

অতঃপর বললেন, "পবিত্র ওই মহান সত্তা, যাঁর তসবীহ তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাসও পড়ছে।" অতঃপর প্রত্যেক দিক থেকে বিভিন্ন রকমের বাতাস বইতে লাগলো। ওইগুলোর চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বাতাস আমি কখনো দেখিনি এবং তদপেক্ষা নম্র ও মৃদু হওয়াও কখনো প্রবাহিত হতে দেখেনি। তাঁর একথার পূর্বেও কখনো সেগুলো প্রবাহিত হয়নি।

অতঃপর বললেন, "পবিত্র ওই মহান সত্তা, যাঁর তসবীহ উঁচু উঁচু পাহাড়ও পাঠ করছে।" তখন ওই পাহাড়, যার পাদদেশে তিনি বসেছিলেন, দুলতে লাগলো এবং তা থেকে কয়েকটি পাথর নিচে খসেও পড়েছিলো।

শায়খ আসাদ গোত্রীয়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম, যতটুকু আমি জানি, হাবীব ছিলো; কিন্তু তাঁকে গোপনে বলা হলো, "মারহাবাম্ বি আবদির রহমানি" (আবদুর রাহমানকে স্বাগতম)। তখন থেকে তাঁর নাম হয়ে গেলো 'আবদুর রহমান'। তিনি তাফসুনজে বসবাস করতেন, যা ইরাকের একটি শহর। দীর্ঘজীবন শেষে তিনি সেখানেই ইনতিক্বাল করেন। সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে, যার যিয়ারত করা হয়। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

গাউসুল ওয়ারার প্রতি আদব

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাত্হ নসরুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আনসারী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার মামা আবূ নসর সালিহ্ ইবনে হাসান তাফসুনজী। তিনি বলেন, আমি শুনেছি শায়খ-ই আসীল আবূ হাফ্স ওমর ইবনে শায়খ-ই পেশাওয়া আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান তাফসূনজীকে। তিনি বলছিলেন, আমার পিতা জুমু'আর দিবসে নিজ ঘর থেকে বের হলেন যেন তাঁর খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে জুমু'আর নামাযের জন্য যান। অতঃপর রেকাবে পা রাখলেন, এর পরক্ষণে বের করে নিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ মাটির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সাওয়ার হলেন এবং রওনা হলেন। যখন তাঁর নামায শেষ

হলো, তখন আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, শায়খ আবদুল ক্বাদির ওই সময় বাগদাদে নিজ খচ্চরে সাওয়ার হতে চাচ্ছিলেন এবং জামে মসজিদে যাবার ইচ্ছা করছিলেন। সুতরাং আমি চেয়েছি তাঁর প্রতি আদব স্বরূপ, তাঁর আগে আরোহন করবো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর সমকালীন সবার উপরই করেছেন, তাঁদের উপর তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাঁদের অবস্থাদির উপর তাঁকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দান করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন তিনি সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। অতঃপর বেকাবে পা রাখতেই তা বের করে নিলেন এবং নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। অতঃপর আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, "হে আমার বৎস! আমি পৃথিবীতে এমন কোন স্থান পাইনি, যেখানে আমার পায়ের জায়গা সঙ্কুলান হতে পারে।" অতঃপর তাফসুন্জ থেকে তিনি আর বের হননি, এ পর্যন্ত যে, তিনি ইন্তিক্বাল করেছেন। রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্হ্।

মৃত্যুর সময় সন্তানকে নসিহত

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাত্হ্ ওয়াসেত্বী তাঁর মামা আবূ নসর তাফসুন্জী সম্পর্কে। তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান ইবনে আহমদ তাফসুন্জীকে বলতে শুনেছি, আমাদের সরদার শায়খ আবদুর রাহমান তাফসুন্জীর ওফাতের সময় যখন সন্নিকটে, তখন তাঁর সন্তান তাঁকে বললেন, "আমাকে ওসীয়ৎ করুন!" তিনি বললেন, "আমি তোমাকে ওসীয়ৎ করছি– শায়খ আবদুল ক্বাদিরের সম্মানের প্রতি যত্নবান হবে, তাঁর নির্দেশ মান্য করবে, তাঁর খিদমতে লেগে থাকবে।"

যখন তিনি ইনতিক্বাল করলেন, তখন তাঁর সন্তান শায়খ আবদুল ক্বাদিরের পবিত্র দরবারে বাগদাদে যান। তখন শায়খ তাঁকে সমাদর করলেন, তাঁকে খিরক্বাহ্ পরিধান করালেন আর তাঁর সাথে তাঁর সাহেবযাদীর শাদী দিলেন। রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্হ্।

সিংহ বা বাঘের আওয়াজ

তিনি (শায়খ আবদুর রাহমান তাফসুন্জীর সন্তান) আলিমদের লেবাস পরিধান

করতেন। তিনি একদিন শায়খ আবদুল ক্বাদিরের মাদ্‌রাসায় বসেছিলেন। ইত্যবসরে একজন আশিক্ ফক্বীর আসলেন। তাঁর নিকট বসে গেলেন। তাঁর আস্তীন উল্টাতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, "এ আস্তীন শায়খ আবদুর রহমান তাফসূন্‌জীর সন্তানের নয়। এগুলো তো ইবনে হুবায়রাহ্ অর্থাৎ উযীরের আস্তীন। তখন তিনি (ইবনে শায়খ আবদুর রাহমান) উঠে তাঁর কামরার দিকে চলে গেলেন। তিনি তাঁর কাপড় খুলে ফেললেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করে বাগদাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেউ জানতে পারলো না তিনি কোথায় গিয়েছেন।

অতঃপর শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হু কিছুদিন পর নিজের দু'জন মুরীদকে বললেন, "তোমরা আবাদানে যাও। সেখানে তোমরা শায়খ আবদুর রহমান তাফসূন্‌জীর সন্তানকে দেখতে পাবে। যখন তোমাদের দৃষ্টি তার দিকে পড়বে, তখন সে তোমাদের ভক্ত হয়ে যাবে। তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

যখন তাঁরা দু'জন আবাদানে পৌছলেন, তখন তার সম্পর্কে সেখানকার একজন অবস্থানকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে সমুদ্রের তীরে থাকতো। সে বললো, "তিনি প্রতিদিন সমুদ্রের নিকট ওযূ করার জন্য আসেন। তার আওয়াজ বাঘ বা সিংহের আওয়াজের মতো ছিলো। সমুদ্র তার ভয়ে অস্থির হবার উপক্রম হতো।"

আমরা কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। তিনি ওইভাবেই আসলেন। যখন তাঁরা তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা আমাকে ওই ব্যক্তির কয়েদী করে দিয়েছো, যিনি তোমাদেরকে পাঠিয়েছেন।" তাঁরা উভয়ে বললেন, "শায়খ আবদুল ক্বাদিরের কথা মান্য করো।" তিনি বললেন, "অবনত শির ও চোখে মেনে নিলাম।" তারপর তাঁরা উভয়ে চলতে লাগলেন। আর তিনিও তাঁদের পেছনে চলতে লাগলেন। তারা যখন চলতেন, তখন তিনিও চলতেন। আর যখন বসতেন, তখন তিনিও বসতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে বাগদাদে নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি শায়খ আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আদব সহকারে বসে গেলেন। শায়খ তাঁর মোটা কাপড় খুলে ফেললেন এবং তাঁর কাপড় তাঁকে পরিয়ে দিলেন। আর তার স্ত্রীর নিকট পৌছিয়ে দিলেন। রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুম আজমা'ঈন।

শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তু

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

জীবনী ও ঘটনাবলী

তিনি ইরাকের শীর্ষ স্থানীয় মাশায়েখ, আরিফীন ও সিদ্দীক্বীনের অন্যতম। তিনি একাধারে উত্তম অবস্থাদি, মহৎ স্তরসমূহ, উজ্জ্বল কারামতরাজি, অলৌকিক কার্যাদি, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মা'রিফাত, উঁচু মানের হাক্বীক্বতসমূহ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতরাজি এবং উত্তম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ক্ষমতাদানে তাঁর স্থান বহু উর্ধ্বে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যে তাঁর স্তর বহু উঁচু, কাশ্‌ফে তাঁর বাহু বহু দীর্ঘ এবং ক্ষমতা প্রয়োগে দৃঢ়পদ ছিলেন।

তিনি এ তরীক্বার একজন রুকন (স্তম্ভস্বরূপ) এবং এ শানের অন্যতম আওতাদ। এর সরদারদের প্রধান, ইমামগণের সরদার এবং আলিমদের নিদর্শন।

তিনি ওইসব ওলীর একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিজগতের মধ্যে প্রকাশ করেছেন, পৃথিবীতে ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি দিয়েছেন, (বিশেষ) অবস্থাদিতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কার্যাদিকে কারামত করেছেন। যুগের সেরা লোকদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাঁকে পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন এবং মানুষের অন্তরসমূহে বড় ভক্তিপ্রযুক্তভয় সৃষ্টি করেছেন। তিনি ওই চারজন মাশাইখের একজন, যাঁদের নাম রাখা হয়েছে 'বরাআত'; যাদের বর্ণনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।*

শায়খ মুহিউদ্দীন শায়খুল ইসলাম আবদুল ক্বাদির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। তাঁর মান-সম্মান বৃদ্ধি করতেন এবং বলতেন, "সমস্ত শায়খকে বিরল মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে, কিন্তু শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তুকে কোন পরিমাপ ছাড়া (মর্যাদা) দেওয়া হয়েছে।"

'যুহ্‌দ' ও 'ইল্‌মুল আহওয়াল' (যথাক্রমে দুনিয়ার মোহত্যাগ ও 'হাল' সংক্রান্ত জ্ঞান) এবং নাহ্‌রুল মুল্‌কে ও তার আশপাশের এলাকায় সত্যবাদী বান্দাদের ঘাটগুলোর সমস্যাদির সমাধানের বিষয়টি তাঁর নিকটে পৌঁছেই চূড়ান্ত হয়। অনেক ত্বরীক্বতপন্থী

---

* তাঁরা হলেন– ১. শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী, ২. শায়খ আলী ইবনুল হায়তী, ৩. শায়খ বাক্বা ইবনে বত্তু এবং শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লূভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। উল্লেখ্য, তাঁরা মাতৃগর্ভের অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতে পারতেন বলে তাঁদেরকে 'বারা'আত' বলা হয়।

তাঁর সাহচর্যে রয়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। 'হাল' সম্পন্নদের একটি দল তাঁর দিকে সম্পৃক্ত। আর বহু বুযুর্গ মাশা-ইখ ও ওলামা প্রমুখ তাঁর শাগরিদ ছিলেন। প্রত্যেক শহর থেকে তাঁর যিয়ারত ও নযর-মান্নতের ইচ্ছা করা হতো। শায়খ আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ূসুফ সরসরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর ক্বসীদায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন; যার প্রাথমিক পংক্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ

هذا النهامة فاحبس غير متهم واعلم بان الهوى عن يمنة العلم
وقد كسوت بقاء خلعة جمعت له بذا الشهر فضلا غير منخرم
تزمه زمر الزوار طالبة لما رفعت له فى الناس من علم
وقد حللت بمعناه على ثقة من صدق وعدك فى الانباء والحكم

অর্থাৎ ঃ

১. এ শহরে আমি অবস্থান করি, এমতাবস্থায় যে, আমাকে কোন অপবাদ স্পর্শ করেনা। আর আমি জানি যে, ভালবাসা হচ্ছে জ্ঞানেরই বরকত।

২. নিশ্চয় আমি স্থায়ী আল-খেল্লা পরিধান করেছি, যা আমি সংগ্রহ করেছি; যার ফযীলত এতই প্রসিদ্ধ যে, তাতে কোন রূপ ত্রুটি নেই।

৩. সাক্ষাৎ প্রার্থী দলে দলে তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করে। তারা ওই জ্ঞানের অন্বেষণ করে, যা লোকদের মধ্যে তাঁর জন্য উন্নত করা হয়েছে।

৪. আমি তার অর্থের গভীরে প্রবেশ করেছি নির্ভরযোগ্যতার সাথে– খবরও প্রজ্ঞার মধ্যে তেমার ওয়াদার সত্যতা থাকে।

শায়খ বাক্কার বাণীসমূহ

হাক্বীক্বতধারীদের মুখে তাঁর (শায়খ বাক্কা) বাণীগুলো খুব উচ্চাঙ্গের ছিলো। ওইগুলোর মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ ঃ

দারিদ্র কি?

❐ তিনি বলতেন, দারিদ্র হচ্ছে (পার্থিব) সম্পর্কাদি থেকে হৃদয়কে পৃথক রাখা এবং সেটাকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে স্বাধীন করে দেয়া। জায়গা-জমি থেকে পৃথক হয়ে

যাওয়া দারিদ্রের একটি বৈশিষ্ট্য। কেননা, এগুলোতে রয়েছে আমল ও সম্পর্কচ্ছেদ; যখন এগুলো দ্বারা বান্দা শান্তি অনুভব করে। আর যখন জায়গা-জমি (সম্পদ) হস্তান্তর করে বান্দা একাকী (রিক্তহস্ত) হয়ে যায়, আসবাবপত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও শূন্যের কোঠায় পৌছলেও তার অবস্থায় পরিবর্তন আসেনা– না শক্তিতে, না দুর্বলতায়, না অবস্থানে, না নড়াচড়ায় এবং তাতে ধ্বংসও কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা, তখনই তার দারিদ্র বিশুদ্ধ হয়।

সে আযাদ হয়। তাকে আসবাবপত্র বন্দি করতে পারে না, সেগুলোর উপস্থিতি তাকে নাড়া দেবেনা, সেগুলোর শূন্যতাও তাকে ভীত করবে না।

যদি সে মালিকও হয়, তবে সে যেন মালিক নয়, আর যদি মালিক নাও হয়, তখন যেন মালিক হয়। সুতরাং সে দুনিয়া ও আখিরাতে আপন নাফ্সের জন্য না মাক্বাম দেখে, না ক্বদর (মর্যাদা); আর যেমন না দেখলে অন্বেষণও করেনা এবং যেমন অন্বেষণ না করলে আরজুও করে না, সে তার সাথে স্বাধীন, দাঁড়ানো থাকে লোভ-লালসাবিহীন অবস্থায়; প্রত্যাখ্যাত হলে পতিত হয়না, কবূল হলে উঠেও যায় না; এতদ্ব্যতীত যে, তার বিশ্বাস আপন পথে অন্যের উপর প্রাধান্যেরই হয়। এটা একটা উঁচু স্তর, নির্দেশ তাতে অতি সুক্ষ্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মহামহিম রব পর্যন্ত পৌছেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এ গুণ বা অবস্থার হাক্বীক্বত পর্যন্ত পৌছেনা। দারিদ্র হচ্ছে এমন প্রত্যেক বান্দার গুণ, যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়না। আর প্রত্যেক অন্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী ব্যক্তি তাঁর সাহায্যক্রমে স্বাধীন হয়। কেউ আপন মুখাপেক্ষীতায় সত্যবাদী হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত দারিদ্র থেকে তার দারিদ্রের 'শহদ' (উপস্থিতি) অস্বীকৃতি প্রকাশের সাথে বের হয়ে যায় না। সত্যিকার অর্থে দরিদ্রের সংজ্ঞা হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ্ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেছেন। তা হচ্ছে وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ "যাকে আপন নাফ্সের লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" [৫৯:৯] তরজমা ঃ কান্যুল ঈমান বাংলা সংস্করণ)

তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যা আল্লাহ্ আয্যা ওয়াজাল্লা এরশাদ করেছেন,
وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ এবং তারা নিজেদের প্রাণের উপর (তাদেরকে) প্রাধান্য দেয়; যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়। [৫৯:৯, তরজমা-কান্যুল ঈমান] এর আলামত হচ্ছে তাই, যা আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ ط

তরজমা ঃ এ জন্য যে, দুঃখ না করো সেটার উপর যা হাত ছাড়া হয় এবং খুশী না হও সেটার উপর, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। [৫৭:২৩, তরজমা ঃ কান্যুল ঈমান] ।

❐ তিনি আরো বলেন, নিজের সত্তা থেকে লোকজনের সাথে ইনসাফ করো। অন্যদের থেকে নিজেরা শিক্ষা লাভ করো। তাহলে উঁচু মর্যাদাদির বুযুর্গী পাবে।

❐ যে ব্যক্তি আপন মনে কোন তিরস্কারকারী পাবে না, সে বিনষ্ট। আর যখন হৃদয় কুপ্রবৃত্তিগুলো চরিতার্থ করা থেকে (মুক্ত থাকার জন্য) শান্ত্বনা দেয়, তখন সে হচ্ছে সুস্থ ও নিরাপদ।

❐ যে ব্যক্তি আপন নাফ্সের উপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য চায় না, তাহলে নাফ্স তাকে ধরাশায়ী করবে।

❐ যে ব্যক্তি প্রাথমিক পর্যায়ের লোকদের আদাব বা নিয়মাবলীর উপর কায়েম থাকেনা, তার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের বুযুর্গদের মর্যাদার স্তরগুলোর দাবী করা কিভাবে দুরস্ত (শুদ্ধ) হবে?

শায়খ বাক্কার কারামতসমূহ

ভাবগম্ভীর দৃষ্টির প্রভাব!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবুল ক্বাসেম আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই নেক বখ্ত আবুল ফাত্হ ইবনে আহমদ দাক্কী, খাদিম-ই শায়খ-ই বুযুর্গ আরিফ ও জ্ঞানী আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে মুহাম্মদ দূরী মুরতা'ইশ। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ হযরত ইয়াহিয়াকে তাঁর 'দৈহিক কম্পন' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম– এটা কি রোগ, না এর কোন কারণও আছে? তিনি বললেন, আমি একদিন বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলাম শায়খ বাক্কা ইবনে বত্তূর গ্রামের উপর দিয়ে। তখন এক ব্যক্তিকে খড়কুটার উপর উপবিষ্ট দেখলাম। আমি বললাম, "হে লোক! যিনি খড়কুটার উপর বসে আছো! (এখান থেকে উঠো।) কেননা, খড়কুটার উপর ওই ব্যক্তি বসেন, যাঁর প্রধান ব্যক্তির মর্যাদা অর্জিত হয়।" তখন তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং আমার দিকে দেখলেন। আমি দেখলাম তিনতো শায়খ বাক্কা ইবনে বত্তূ। তখন তাঁর ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপ্রযুক্ত ভীতিময় দৃষ্টির কারণে আমার মধ্যে কম্পন শুরু হয়েছে।

যা চলে গেছে তা ফিরে আসে না

তিনি বলেন, একদিন শায়খ বক্বা 'কারামত-ই আউলিয়া'র বর্ণনা করছিলেন। তখন তাঁর সামনে একজন হাল, কাশ্‌ফ ও রূহানী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক বসা ছিলেন। লোকটি বলতে লাগলেন, "আমাদের যুগে এমন একজন লোক আছেন, তিনি যদি কূপ থেকে পানি তুলেন, তাহলে বালতিতে তাঁর জন্য স্বর্ণ উঠে আসে, যদি কোন দিকে তাকান, তাহলে তিনি স্বর্ণই দেখেন, যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকেন তখন কা'বা শরীফকেই তাঁর সামনে দেখতে পান। এটা ছিলো লোকটির 'হাল'।" তখন শায়খ বাক্বা তাঁর দিকে দেখলেন। অতঃপর তিনি মাথা নিচু করে নিলেন। তখন লোকটির সব 'হাল' চলে গেলো। ইতোপূর্বে লোকটি যা দেখতেন বা পেতেন তাঁর সবই অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন তিনি শায়খের নিকট তাওবা করতে আসলেন। তখন শায়খ বললেন, "(তোমার) যা চলে গেছে, তা আর ফেরৎ আসবে না।"

ফক্বীহগণ ক্ষমা চাইলেন

বর্ণনাকারী বলেন, তিনজন ফিক্বহবিদ (ফক্বীহ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন। তাঁরা তাঁর পেছনে এশার নামায সম্পন্ন করলেন। তিনি ওই ধরনের ক্বিরআত পড়লেন না, যা ফক্বীহগণ চাচ্ছিলেন। শায়খের ব্যাপারে তাদের বিরূপ ধারণা জন্মালো। রাতে তাঁরা তাঁর খানক্বায় শু'লেন। ওই রাত্রে তিনজনেরই স্বপ্নদোষ হলো। খানক্বার দরজার দিকে যে-ই নহর ছিলো, তাঁরা তাতে গেলেন এবং গোসল করতে নামলেন। তখন একটি বিরাটকার সিংহ আসলো এবং তাঁদের কাপড়গুলো আগলে রাখলো। ওই রাতও কনকনে শীতের ছিলো। তাঁরা নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত বলে ধারণা করে ফেললেন।

অতঃপর শায়খ আপন হুজুরা থেকে বের হলেন! তখন সিংহটি এসে তাঁর কদমে লুটিয়ে পড়লো। শায়খ সিংহটিকে তাঁর আস্তীন দিয়ে মারতে লাগলেন। আর সেটার উদ্দেশে বললেন, "তুই কেন আমার মেহমানদের পেছনে লেগেছিস্, যদিও তারা আমার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করছে?" অতঃপর সিংহ চলে গেলো এবং ফক্বীহ্‌গণ নহর থেকে উঠলেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, "আপনারা আপনাদের রসনাগুলোকে সংশোধন করছেন, (উত্তমরূপে ক্বিরআত পড়ার জন্য), আর আমরা আমাদের অন্তরগুলোকে পরিশুদ্ধ করেছি। (অর্থাৎ আপনারা বাহ্যিক জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত আছেন আর আমরা আত্মার পরিশুদ্ধিতে ব্যস্ত।)

আগুন নিভে গেলো

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ খলীল ইবনে সালিহ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে আলী যরীরানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল মাহাসিন ফাদ্বলুল্লাহ্ ইবনে ইমাম আবূ বকর আবদুর রাযযাক্। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্‌রীস ইয়াকূবীকে বলতে শুনেছি যে, শায়খ বাক্কা ইবনে বতুর গ্রামে ভয়ানক আগুন লেগে গিয়েছিলো এবং গ্রামের চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিলো। এমনকি আগুনের শিখা আকাশে উড়তে লাগলো। তখন শায়খ বাক্কা আগুন ও ওই স্থানগুলোর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেখানে তখনো আগুন লাগেনি। আর বললেন, "হে বরকতময়ী আগুন! এখানেই থেমে যা এবং নিভে যা!" তক্ষণাৎ ওই আগুন ওখানেই নিভে গেলো।

মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে জমিকে সিক্ত করে দিলো

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন তিনি (হযরত শায়খ) তাঁর জমিতে পানি সেচনের জন্য বের হলেন। ওই সময় তাঁর পাশে তাঁর মুরীদদের কেউ ছিলো না। শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাঁর মধ্যে এমন শক্তিও ছিলো না যে, নহর থেকে পানির গতি জমির দিকে ফেরাবেন। সুতরাং তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। তাতে তখন এক খণ্ড মেঘও ছিলো না; কিন্তু (তাঁর তাকানোর সাথে সাথে) এক খণ্ড মেঘ পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসলো। আর শেষ পর্যন্ত তা তাঁর মাথার উপর এসে থামলো এবং শুধু তাঁর জমিতেই বৃষ্টি বর্ষণ করলো। অবস্থা এ হলো যে, জমির যেই অংশেই পানির প্রয়োজন ছিলো, তিনি সেদিকে ফিরলেন। অমনি মেঘও ওদিকে গিয়ে সেটাকে সিক্ত করে দিলো। যখন তাঁর সমগ্র জমি পানিতে সিক্ত হয়ে গেলো, যখন তিনি বসে পড়লেন। আর মেঘও চলে গেলো এবং বৃষ্টি পড়াও বন্ধ হয়ে গেলো।

সৈনিকদের খেলা-তামাশা থেকে তাওবা করা

বর্ণনাকারী বলেন, একদিন শায়খ বাক্কা ইবনে বতু নাহ্‌রুল মুলকের তীরে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি নৌযান তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, যাতে একদল সৈন্য ছিলো। আর তাদের সাথে ছিলো মদ, ফলমূল, বিভিন্ন সাজে সজ্জিত মহিলা-শিশু এবং গায়ক-গায়িকারা। তারা খুবই বেপরোওয়াভাবে আনন্দ উল্লাসে বিভোর হয়ে যাচ্ছিলো। শায়খ বাক্কা নৌযানের মাঝিকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো এবং নৌযানকে স্থলের দিকে নিয়ে এসো।" তারা তাঁর কথার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলো না।

অতঃপর তিনি বললেন, "হে বশীভূত নহর! এ বদ্কারদের ধর।" তখনই পানি তাদের উপর চড়াও হলো, এমনকি নৌযান পানিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখনই তারা সবাই শায়খের সামনে চিৎকার করতে লাগলো এবং প্রকাশ্যে তাওবার ঘোষণা দিলো। তখন পানি নিজ অবস্থায় ফিরে আসলো এবং তাদের তাওবা খাঁটি ও গৃহীত হলো। এরপর থেকে তারা প্রায়শ শায়খের সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতো।

তিনি বাবে নূসে থাকতেন, যা নাহ্রুল মুল্কের একটি গ্রাম। সেখানেই আনুমানিক ৫৫৩ হিজরীতে ইনতিক্বাল করেন। তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর হয়েছিলো। সেখাইে তাঁর কবর শরীফ অবস্থিত, যার প্রকাশ্যে যিয়ারত করা হয়।

তিনি বড় দয়াবান, বড় বুযুর্গ এবং গুণাবলীর দিক দিয়ে খুবই সুন্দর ছিলেন। তিনি খুব উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন।

'বাত্ব' শব্দটির 'বা' অক্ষরে ফাত্হ্ (যবর), 'ত্বা' তে তাশ্দীদ ও পেশ এবং এরপর 'ওয়াও' সাকিন। 'মাদ্দ্' ও 'শাদ্দ্-এর সমুচ্চারিত শব্দ। আর 'নূস' (نُوْس)-এর নূন-এ পেশ এবং ওয়াও ও (নুক্তাবিহীন) সীন 'জযম' পড়তে হয়।

গাউসুল ওয়ারার প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়!

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আযদমর মুহাম্মদী হামদানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফক্বীহ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুর রহমান বা-সরী হাম্বলী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আসীল আবূ বকর আহমদ ইবনে শায়খ-ই জলীল আবুল গানা-ইম ইসহাক্ব ইবনে বাত্ব নাহরুল মুল্কীকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, প্রথমে শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী আমার ভাই শায়খ বাক্বার সাক্ষাৎ করতেন। তখন শায়খ আবদুল ক্বাদির তাঁর ভয়ে কাঁপতেন এবং তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করতেন। ভয়ও এমনভাবে করতেন যে, তাঁর দেহের শিরা ছিঁড়ে রক্ত ঝরার উপক্রম হতো। অতঃপর মাত্র এক বছর পর আমার ভাই শায়খ আবদুল ক্বাদিরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তখন শায়খ আবদুল ক্বাদিরের ভক্তিপ্রযুক্ত ভয়ে আমার ভাই কাঁপতেন এবং তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করতেন। আর তেমনিভাবে করতেন যেন তাঁর শিরা ছিঁড়ে রক্ত প্রবাহিত হবে। বস্তুতঃ সেটা আল্লাহ্র কৃপা; তিনি যাঁকে চান প্রদান করেন; আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মা'আলী সালিহ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে 'আজলান গাস্সানী ক্বাতফিনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ হযরত আবূ মুহাম্মদ আবদুল লতীফ ওরফে মু'আরিফ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল গণী ইবনে আবূ বকর ইবনে নুক্বতাহ্। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ আবূ আমর ওসমান সারীফীনীকে বলতে শুনেছি যে, শায়খ বাক্কা ইবনে বাতূ, শায়খ আলী ইবনুল হায়তী এবং শায়খ আবূ সা'দ ক্বায়লুভী শায়খ আবদুল ক্বাদিরের মাদ্রাসায় যেতেন। তাঁরা এর ঘরের দরজায় ঝাড়ু দিতেন এবং পানি ছিটিয়ে দিতেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না। যখন তাঁর দরবারে যেতেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বলতেন, "বসে যাও!" তখন তাঁরা বলতেন, "আমাদের জন্য কি নিরাপত্তা রয়েছে?" তিনি বলতেন, "হাঁ নিরাপত্তা রয়েছে।" তখন তাঁরা পূর্ণ আদব সহকারে বসে পড়তেন। আর মুরীদগণের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত হতেন, শায়খ সওয়ার হতে চাইলে তারা তাঁর সামনে আরোহণের পশু এনে দিতেন। তারা কয়েক কদম শায়খের সাথে হেঁটে কিছুদূর তাঁকে এগিয়ে দিতেন। তিনি তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করতেন। তাঁরা বলতেন, "এ কর্মের মাধ্যমে আমরাতো আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে চাই।"

চৌকাঠ চুম্বন করা!

বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রায়শ ইরাকের অনেক মাশাইয়খকে দেখতাম, যাঁরা শায়খ আবদুল ক্বাদির রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সমসাময়িক ছিলেন। যখন তাঁরা মাদ্রাসার দরজার নিকট কিংবা খানক্বাহ্ শরীফের দরজায় পৌঁছতেন, তখন তাঁরা চৌকাঠে চুমু খেতেন। আর বাপদাদের শীর্ষ স্থানীয় শায়খদের কাছে এর মাহাত্ম্য যা শুনেছি, তা হচ্ছে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলোরই মর্মার্থ:

تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر في وقت السلام ازدحامها

বাদশাহ্গণের তাজ তাঁর দরবারে এসে ভিড় করে, সালামের সময় তো তাঁদের ভিড় আরো বেশী হয়।

اذا عاينته من بعيد ترجلت وان هي لم تفعل ترجل هامها

যখন তাঁরা তাঁকে দূর থেকে দেখতেন, তখন (যানবাহন থেকে নেমে) পদব্রজে হাঁটতে আরম্ভ করতেন। আর যদি না পাগুলো তেমন করতো, তবে তাঁদের মাথা ও দেহগুলো হেঁটে আসতো।

পিডিএফ সম্পাদনায়:
মুহাম্মদ তাহমিদ রায়হান

আরো বই পেতে ভিজিট করুন.....
www.facebook.com/sunnibookstore
www.tahmeedrayhaan.wordpress.com
www.tahmeedrayhaanraza.tumblr.com

প্রিয় পাঠক আসসালামু আলাইকুম, ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা ও সুমহান আদর্শ সবার কাছে পৌঁছে দিতে আপনিও অবদান রাখুন। সুন্নী প্রকাশনীর বই কিনুন,পড়ুন অপরকে হাদীয়া দিন।